মকতুবাত শরীফ

মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ)

মকতুবাত শরীফ

৩

৭৮৬

সাহায্য করহ মোরে শেখ মোজাদ্দেদ,
.....পূর্ণ হয় যেন মম চির মনোখেদ।

মকতুবাত শরীফ

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড - তৃতীয় ভাগ

অনুবাদক ঃ
শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ্ আফ্তাবী
শাহ্ ফকীর (রাজীঃ)

পরিবেশক ঃ
আফ্তাবীয়া খান্কাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ আবুল বারাকাত শাহ্ মোহাম্মদ ফতুহুজ্জামান হুমায়ূন আহ্মদী
শাহ্ ফকীর
আফ্‌তাবীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, আরিচা রোড, সাভার, ঢাকা।
Tel. 7744088

প্রথম খণ্ড-তৃতীয় ভাগ ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২৭ শে রজব, ১৪২২ হিজরী।
অক্টোবর, ২০০১ খৃষ্টাব্দ।

মুদ্রণ ঃ ফ্রেন্ডস প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড প্যাকেজিং
১০৫, ফকীরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তি স্থান ঃ * আফ্‌তাবীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, আরিচা রোড, সাভার, ঢাকা।
* বরকতীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, আলমনগর, রংপুর।
* বরকতীয়া খান্‌কাহ্ শরীফ, উত্তর বিষ্ণুপুর, ফকির পাড়া, আফতাবাবাদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
* রশীদ বুক হাউস, ৬ প্যারী দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
* ছেরহীন্দ প্রকাশনী, ৮৯ যোগীনগর লেন, ঢাকা।
* মোহাম্মদী ও রেজভী কুতুব খানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
* বায়তুল মোকার্‌রম মস্‌জিদ সংলগ্ন ও অন্যান্য প্রধান লাইব্রেরী সমূহ।
* অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন, ২০/৩৩ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ফোন- ৯১১৩৩০২

হাদিয়া ঃ একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

অমূল্য রত্নের মূল্য কভু নাহি হয়,
আল্লার প্রেমের কিছু দাও পরিচয়।

—অনুবাদক

মুখবন্ধ

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুগ্রহে ও পীরানে-কেরামের তোফায়েলে বিশেষতঃ মমপীর কেব্‌লা হজরত শাহ্ মোহাম্মদ আফ্‌তাবুজ্জমান (রাঃ)-এর রূহানী মদদে মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় ভাগ বঙ্গানুবাদ-মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এই তৃতীয় ভাগের শেষ পর্য্যন্তই (অর্থাৎ ১নং মকতুব হইতে ৩১৩ নং মকতুব পর্য্যন্ত) মূল পুস্তকের প্রথম খণ্ড। এক সঙ্গে প্রকাশ করার সুবিধা-সুযোগ না হওয়ায় ইহা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। সৎকার্য্যে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। এইহেতু এই খণ্ড মুদ্রণ সমাপ্ত হওয়ার পুর্ব্বে আমি অসুস্থ হইয়া পড়ায়—মধ্যের কতিপয় ফর্ম্মা অপহৃত হইয়া যায়। সেই সকল পুনরায় মুদ্রিত করিতে বহু বেগ পাইতে হয় এবং মাঝে পৃষ্ঠা বিন্যাসেও বিপর্য্যয় ঘটে।

ইহার পর মূল পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইবে। যথাসম্ভব চেষ্টা করিব যাহাতে উহার প্রকাশনায় বিলম্ব না হয়। কেননা এই পুস্তকের পরবর্ত্তী অংশগুলি পারলৌকিক উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধনার্থে অধিক ফলপ্রদ। আশাকরি, আল্লাহ্-প্রেমিক, পারলৌকিক চিন্তাশীল সুধীবৃন্দ ইহা সাগ্রহে ক্রয় করিতে যত্নবান হইবেন।

শেষ জমানায় ফেৎনা-ফাছাদ ও বিষাক্ত মতবাদ সমূহের কবল হইতে স্বীয় দীন ঈমান রক্ষা করাণার্থে এই কেতাবখানা যে একমাত্র সম্বল—তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত ফানা-ফিল্লাহ্, বাকা-বিল্লাহ্ অর্জ্জনের ইহা একমাত্র নির্দ্দেশক ও আছমানী কিতাবসমূহের সার এবং নির্য্যাসতুল্য। সত্যই হজরত মৌলানা রূমী বলিয়াছেন—

অস্থিগুলি পশুকুলে করি বিতরণ—
"কোরানের" সার আমি করেছি গ্রহণ।
তাই বলি—মকতুবাত মূলে কিন্তু অমূল্য রতন।
বিশ্বাস করিলে পাবে, অক্ষয় জীবন।
হিংসাদ্বেষ ত্যাজি সবে, হও পূণ্যবান।
মকতুবাত পাঠ করি হও— ভাগ্যবান।
অলীদের প্রেমে পাবে— আল্লার প্রণয়,
পবিত্র জীবন লাভ করিবে নিশ্চয়।

ফলকথা, পরকালের পদ-উন্নতি এবং দিদারে এলাহী-ইহকালে নফ্ছের পরিষ্কৃতির প্রতি পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং ইহা এই মকতুবাতের সহায়তা ব্যতীত লব্ধ হওয়া অতীব দুষ্কর। সুতরাং আল্লাহ্-রছুল প্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই কেতাবখানা সংগ্রহ করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

যে মহান-মহাজনের সার্ব্বিক সহায়তায়, এ নগণ্যের দ্বারা ইহা সংঘটিত হইল, তাঁহারই কোমল-পদযুগলে ইহার যাবতীয় ছওয়াব অর্পিত হইল। আশাকরি তদীয় মহান দরবারে ইহা উপেক্ষিত হইবে না।

হে সাধক, করি দান, লও সন্নিধান,
গৃহীত হইল কি-না, করনা সন্ধান !

খাদেমুল কওম,
শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী
শাহ্ ফকীর (রাজীঃ)

প্রকাশকের আরজ

বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহিম

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মহবুব (দঃ) ও প্রিয় বান্দাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম অবিরত বর্ষিত হউক। আল্লাহ্তায়ালার অশেষ শোকর গোজারী করি যে, আল্লাহ্পাকের অফুরন্ত অনুকম্পায় ও পীরানে কেরামের অছিলায় বিশেষতঃ আমাদের পীর ও ওয়ালেদ কেব্লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী শাহ্ ফকীর ছাহেব (রাঃ)-এর মকবুল দোওয়ায় ও রূহানী তায়ীদের ফলে শেষ জমানার অদ্বিতীয় অলী-আল্লাহ্ হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর পার্শী ও আরবী ভাষায় লিখিত— "মকতুবাত শরীফ", যাহা এল্মে তাছাওয়োফ এবং জাহেরী শরীয়ত ও ছুন্নতের অনুসরণ, আকিদা-বিশ্বাস দুরস্ত করা, নিয়াত বিশুদ্ধ ও চরিত্র সংশোধন করার জন্য অত্যন্ত জরুরী গ্রন্থ ; ইহার প্রথম খণ্ডের তৃতীয় ভাগের বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় প্রকাশ বহুদিন পর মুদ্রিত হইল। এই মহীয়ান গ্রন্থের অনুবাদক **মদীয় পীর কেব্লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী শাহ্ ফকীর ছাহেব (রাঃ)** হাদীছ শরীফ, কোরআন শরীফ, ফেকাহ্, তফ্ছীর, মকতুবাত শরীফ এবং অন্যান্য তরীকার কেতাবাদির সূক্ষ্ম আলোচনা এবং ছুন্নত জামাতের আকিদা-এ'তেকাদ, শরীয়ত ও শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করিয়া এবং তাঁহার লিখিত মারেফতের পথে নামক পুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রকাশনা ও প্রচার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করতঃ আমাদিগকে তাঁহার গূঢ় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া বিগত ১১ই রজব ১৪১৭ হিজরী, মোতাবেক ২৩শে নভেম্বর ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ ও ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন"। (তাঁহাকে তদীয় নিজ গ্রাম—দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত উত্তর বিষ্ণুপুর ফকীরপাড়ায় তাঁহার পিতা ও পীর কেব্লা (রাঃ)-এর পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়।) যাহার ফলে মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় প্রকাশে বিলম্ব হইল। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং সমগ্র বাংলাভাষীদের নিকট বিশেষ ভাবে লজ্জিত আছি। আশাকরি আল্লাহ্ গফুরুর রহীম আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতঃ পরবর্তীতে সকল পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার করার শক্তি, সামর্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন। সেই সাথে সকল বাঙ্গালী মোমিন-মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দ

এই প্রকাশনার ও প্রচার কার্য্যে সহযোগিতা করতঃ ইহ-পরকালের অফুরন্ত শান্তি ও অশেষ উন্নতি লাভ করিতে যত্নবান হইবেন এবং এই গ্রন্থ সযত্নে সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইবেন।

যাহারা এই মুদ্রণ কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদেরকে নিয়ত অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। (আমিন)॥

এই কার্য্যের যাবতীয় ছওয়াব মদীয় পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর কোমল পদযুগলে অর্পণ করিলাম। আশাকরি তাঁহার মহান অনুকম্পায় তদীয় যুগল চরণে ইহা স্থান লাভ করিবে। তাঁহারই বাক্য উদ্ধৃত করিলাম—

প্রভু হে,

নিজস্ব কিছুই নহে এসব আমার,
সবই দিয়াছ তুমি, আমিও তোমার।

—**প্রকাশক**

সূচীপত্র

মকতুব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২৭৮	শরীয়তের নির্দ্দেশানুযায়ী আমল করা ও কল্‌বকে ছালেম রাখার বিষয় আলোচনা	১১২
২৭৯	নক্‌শবন্দীয়া তরীকার আলোচনা	১১৪
২৮০	বোজর্গগণের মহব্বত যাবতীয় সৌভাগ্যের মূলধন	১১৫
২৮১	নক্‌শবন্দীয়া তরীকার সহিত সম্বন্ধ ও কামালতে নবূয়তের বর্ণনা	১১৫
২৮২	হজরত ইল্‌য়াছ (আঃ) ও খেজের (আঃ)-দ্বয়ের অবস্থার বর্ণনা	১১৬
২৮৩	হজরত খাতেমুর রুছুল (ছঃ)-এর শবেমে'রাজে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শনের বর্ণনা	১১৭
২৮৪	আলমে আমর ও আলমে খালকের বর্ণনা	১১৮
২৮৫	ছামা, রক্‌ছ বা নাচ-গান ইত্যাদির হুকুমের আলোচনা	১১৯
২৮৬	আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের আকিদার বিষয় বর্ণনা	১২৮
২৮৭	জজ্‌বা ও ছুলুক এবং উহাদের মারেফতের বর্ণনা	১৩৫
২৮৮	নফল নামাজ জামাতের সহিত পাঠ করা সম্পর্কে আলোচনা	১৫৯
২৮৯	কাজা ও তকদীরের বিষয় আলোচনা	১৬২
২৯০	নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বিশেষত্বের আলোচনা	১৬৯
২৯১	তওহীদে অজুদী ও তওহীদে শুহুদীর বর্ণনা	১৮৬
২৯২	মুরীদগণের জরুরী আদবের বিষয়ের বর্ণনা	১৯২
২৯৩	হজরত মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর বিষয় বর্ণনা	১৯৭
২৯৪	আল্লাহ্‌তায়ালার আট ছেফাত ও পয়গাম্বর (আঃ) এবং যাবতীয় মখলুকাতের উৎপত্তিস্থানের বিষয় আলোচনা	২০২
২৯৫	নক্‌শবন্দীয়া তরীকার কতিপয় পরিভাষা এবং কানুনের বর্ণনা	২০৮
২৯৬	আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত বা গুণাবলী অবিভাজ্য-এর বর্ণনা	২১১
২৯৭	আল্লাহ্‌তায়ালার বেষ্টন, প্রবেশকরণ ইত্যাদির বর্ণনা	২১৩
২৯৮	আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ মিলন লাভ হওয়ার বর্ণনা	২১৫
২৯৯	কাজার প্রতি ধৈর্য্যধারণ করা আবশ্যক ইত্যাদির বর্ণনা	২১৫
৩০০	কা'বা-কাওছায়েন-এর মাকামের বর্ণনা	২১৭
৩০১	নবুয়ত ও বেলায়েত ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা	২১৯
৩০২	বেলায়েতের আলোচনা	২২২
৩০৩	আজানের অর্থের বর্ণনা	২২৭

মকতুবাত নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩০৪	নেক আমল এবং নামাজের ওয়াক্তের আলোচনা	২২৮
৩০৫	নামাজের রহস্যের বর্ণনা	২৩০
৩০৬	বেলায়েত পন্থীগণের ফানার বর্ণনা	২৩১
৩০৭	পবিত্র কলেমা "ছোব্‌হানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহী"-এর অর্থের বর্ণনা	২৩৪
৩০৮	ঐ	২৩৬
৩০৯	দৈনন্দিন হিসাবের বিষয় আলোচনা	২৩৭
৩১০	মানবের সমষ্টিভূতির বিষয় আলোচনা	২৩৮
৩১১	কোরআন শরীফের "হরফে মোকাত্তায়াত" ইত্যাদির বর্ণনা	২৪০
৩১২	নামাজের মধ্যে তর্জ্জনী উত্তোলনের বিষয় আলোচনা	২৪২
৩১৩	ফানা ফিল্লাহ, বাকা বিল্লাহ এবং নক্‌শবন্দী তরীকার বিবিধ অবস্থার আলোচনা	২৫৭

*****

২৫৯ মকতুব

আকলী এবং নকলী পূর্ণ এল্‌ম ও উচ্চ নেছ্‌বত (আত্মীক সম্বন্ধ) ধারী হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাইদ(রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে রছুল প্রেরণের উপকারিতা এবং অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের পরিচয় প্রাপ্তির জন্য শুধু 'জ্ঞান'— যে যথেষ্ট নহে ও পর্ব্বত-শৃঙ্গবাসী ব্যক্তিগণ এবং রছুল-শূন্য যুগের ও বিধর্ম্মীয় রাজ্যের মোশরেকদিগের মৃত শিশুগণের বিশিষ্ট হুকুম এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে, ভারতবর্ষে— ভারতীয় পয়গাম্বর প্রেরিত হইয়াছে ; ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে এছলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়াছেন।

"রছুল-প্রেরণ"-নেয়্‌মতের শোকর গোজারী কোন্‌ রসনা দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে ! এবং কোন্‌ অন্তর দ্বারা উক্ত নেয়্‌মত প্রদানকারীর প্রতি সদ্‌বিশ্বাস লাভ হইতে পারে ও এরূপ অংগ কোথায়, যদ্দারা নেক-আমল করিয়া উক্ত বৃহত্তম নেয়্‌মতের প্রতিদান প্রদান করা যাইতে পারে ! যদি এই বোজর্গগণের অস্তিত্ব না হইত, তবে আমাদের মত ক্ষুদ্র জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি কে নির্দ্দেশ দিত ! পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীস দেশীয় দার্শনিকগণ অত্যন্ত দক্ষতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি পথ প্রাপ্ত হন নাই, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে 'দহর' বা কালচক্রের সহিত সম্বন্ধিত করিয়াছেন। তৎপর যখন ক্রমে ক্রমে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের আহ্বান কার্য্যের 'নূর' (আলো) প্রবল হইতে লাগিল, তখন পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ উক্ত নূরের বরকতে স্বীয় পূর্ব্ববর্ত্তীগণের— 'মত' রদ করিয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতঃ তাঁহার একত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব নবুয়তের 'নূর' ব্যতীত আমাদের 'জ্ঞান' উক্ত কার্য্য হইতে নিরস্ত, এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মধ্যস্থতা ব্যতীত আমাদের বিবেক উক্ত বিষয়সমূহ হইতে সুদূরে পতিত।

আমি বুঝি না যে, আমাদের 'মাতুরিদিয়া'[১] বন্ধুগণ কি বুঝিয়া 'জ্ঞান'কে কতিপয় বিষয়ে স্বাধীন বলিয়াছেন ? যথা— আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণের বিষয়। সুতরাং তাহারা পর্ব্বত-শৃঙ্গবাসী মূর্ত্তি পূজকদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণের দায়িত্ব প্রাপ্ত বলিয়াছেন ; যদিও তাহাদের নিকট রছুলের আহ্বান না পৌঁছিয়া থাকে ; তথাপি তাহারা উক্ত দুই বিষয় চিন্তা ও গবেষণা না করিলে কাফের হইবে ও চিরস্থায়ী দোজখে দগ্ধ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্য আহ্বান ও সঠিক

টিকা ঃ— ১। এক মতাবলম্বী সম্প্রদায় বিশেষ।

প্রমাণ— যাহা রছুল প্রেরণ দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদের কোফর ও অগ্নিকুণ্ডে চিরস্থায়ী থাকার নির্দ্দেশ প্রদান, আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না। অবশ্য জ্ঞান, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রমাণ সমূহের মধ্য হইতে একটি প্রমাণ বটে ; কিন্তু উহা এরূপ পূর্ণ প্রমাণ নহে, যাহাতে উহার দ্বারা কঠিন শাস্তি বর্ত্তানো যাইতে পারে।

প্রশ্নঃ- যদি পর্ব্বত-শৃঙ্গবাসী মূর্ত্তি-পূজক দোজখে চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান না করে, তবে সে নিশ্চয় বেহেশ্‌তে থাকিবে ; কিন্তু ইহা জায়েজ (বৈধ) নহে, যেহেতু মোশরেকদিগের জন্য বেহেশ্‌তে প্রবেশ হারাম (অবৈধ) এবং দোজখই তাহাদের স্থান ; যেরূপ আল্লাহ্‌পাক হজরত ঈছা (আঃ)-এর বাক্যের বর্ণনায় ফরমাইয়াছেন যে, "নিশ্চয় অবস্থা এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সমকক্ষ স্থাপন করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করিয়াছেন, এবং তাহার আশ্রয় স্থান অগ্নিকুণ্ড"। বেহেশ্‌ত এবং দোজখের মধ্যে— মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানের প্রমাণ নাই। আ'রাফ' বাসীগণ কিছু কাল পর বেহেশ্‌তে গমন করিবেন ; অতএব চিরস্থায়ী অবস্থান বেহেশ্‌তে কিংবা দোজখেই হইবে।

এই প্রশ্ন অতি কঠিন। স্নেহাস্পদ-বৎসের জানা আছে যে, এ ফকীরের প্রতি বহুদিন পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে ; কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হয় নাই। "ফুতুহাতে মক্কিয়া" নামক পুস্তকের প্রণেতা, ইহার সমাধান যাহা লিখিয়াছেন— যে, রোজ কিয়ামতে উহাদিগকে আহবান করার জন্য জনৈক পয়গাম্বর পাঠানো হইবে এবং তাঁহার আহ্বান স্বীকার ও অস্বীকার করার প্রতি তাহাদিগকে দোজখ এবং বেহেশ্‌তের নির্দ্দেশ প্রদান করা হইবে।" এরূপ বাক্য এ-ফকীরের নিকট পছন্দনীয় নহে। যেহেতু পরকাল ফলাফল প্রদানের স্থান ; দায়িত্ব অর্পণের স্থান নহে— যে, আবার তখন পয়গাম্বর প্রেরিত হইবে। বহুদিন পর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ পথ প্রদর্শন করতঃ এই সমস্যার সমাধান প্রকাশ করিয়া দিল, তাহা এই যে— উক্ত পর্ব্বত-শৃঙ্গবাসীদল বেহেশ্‌তেও চিরস্থায়ী থাকিবে না এবং দোজখেও থাকিবে না ; বরং পরকালে পুনরুত্থানের পর পাপের তুলনায় আজাব করা হইবে। পরস্পরের হক (প্রাপ্য) পরিশোধ করার পর দায়িত্বহীন চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায় তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

অতএব বেহেশ্‌তে চিরস্থায়ী কোথায় থাকিবে ? এবং দোজখে চিরকাল কাহাকে রাখা হইবে ? এই দুষ্প্রাপ্য মারেফতটিকে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পবিত্র খেদমতে যখন পেশ করা হইল, তখন সকলেই ইহাকে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত কথা আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন। আল্লাহ্‌পাক ছোবহানাহু অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান হওয়া সত্ত্বেও শুধু 'জ্ঞান'— যাহাতে ভুল-ভ্রান্তি বহু হইয়া থাকে, তাহার প্রতি নির্ভর করি এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাধ্যমে প্রকাশ্য ভাবে আদেশ না পৌছাইয়া যে তিনি অগ্নিকুণ্ডে চিরস্থায়ী শাস্তি দিবেন— ইহা এ ফকীরের প্রতি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয় ; যেরূপ উহারা মোশরেক হওয়া সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তে বসবাস করা কঠিন কথা ; 'আশ্‌-আরী'[১] এমামগণের মতে যেরূপ

টিকা ঃ— ১। অপর এক সম্প্রদায়।

উপলব্ধি হয়। কেননা তাহারা দোজখ এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে অপর কোন স্থান স্বীকার করেন না।

প্রকৃত কথা— আমার প্রতি যাহা এল্‌হাম দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই। অর্থাৎ রোজ হাশরে তাহাদের হিসাব হওয়ার পর আদান-প্রদান সমাপ্ত করিয়া তাহাদিগকে নিস্ত-নাবুদ বা বিলীন করিয়া দেওয়া হইবে। যথা— ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ ফকীরের নিকট বিধর্ম্মী রাজ্যস্থিত মোশরেকদিগের শিশুগণেরও এইরূপ অবস্থা হইবে। কেননা নিজস্ব ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, বেহেশ্‌তে প্রবেশ হইবার জন্য ঈমান শর্ত্ত। উহা মুছলিম রাজ্যের অধীনস্থ হিসাবেই হউক না কেন ? যেরূপ জিম্মি (করধারী কাফের) মোশরেকদিগের শিশুগণ, উপরোক্ত বিধর্ম্মী রাজ্যের কাফেরদের শিশুগণ— ঈমান হইতে পূর্ণরূপে বঞ্চিত। অতএব বেহেশ্‌তে প্রবেশ তাহাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে দোজখে প্রবেশ ও তথায় চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান, শরীয়তের ভার প্রাপ্তির পর শেরেক করার প্রতি নির্ভরশীল, এবং এস্থলে তাহাও অন্তর্হিত ; অতএব উহাদের হুকুম (অবস্থা) চতুষ্পদ জন্তুসমূহের অনুরূপ। হিসাব ও প্রত্যেকের হক আদায় করার জন্য পুনরুত্থানের পর তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। দুই পয়গাম্বরের মধ্যবর্ত্তী যুগের মোশরেকগণ যাহারা কোন পয়গাম্বরের আহ্বান প্রাপ্ত হয় নাই— তাহাদেরও এইরূপ অবস্থা।

হে বৎস ! এ ফকীর তীক্ষ্ণভাবে যতই লক্ষ্য করিতেছে ও দৃষ্টি পরিচালিত করিতেছে, দেখিতেছে, যে— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)-এর দাওয়াত বা আহ্বান পৌছে নাই ; বরং আমার অনুভব হইতেছে যে, সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার দাওয়াতের নূর (আলো) সর্ব্বস্থানে পরিব্যপ্ত হইয়াছে। এমনকি সেকেন্দারী প্রাচীরের মধ্যে যে— ইয়াযুজ-মাযুজগণ আছে, তাহাদের নিকটেও উপনীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে লক্ষ্য করিলে অতি অল্প স্থান দেখা যায়, যে— তথায় পয়গাম্বর প্রেরিত হয় নাই ; এমন কি ভারতবর্ষ, যাহা, এই ব্যাপার হইতে বহু দূরে বলিয়া মনে হয় ; তথায়ও দেখিতেছি যে, ভারতেও পয়গাম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাঁহারাও সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতের কোন কোন নগরে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নূর— শেরকের তমরাশির মধ্যে প্রদীপ্ত প্রদীপ সমূহের ন্যায় সমুজ্জ্বল বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে ভারতের সেই নগরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেও পারি। আরও দেখিতেছি যে, এমনও কোন পয়গাম্বর আছেন, যাঁহার প্রতি কেহই ঈমান আনে নাই এবং তাঁহার দাওয়াত কেহই গ্রহণ করে নাই ; আবার কোন পয়গাম্বর এমন আছেন যে, তাঁহার প্রতি কেবলমাত্র এক ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং কাহারও প্রতি দুই ব্যক্তি ও কাহারও প্রতি তিন ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে মাত্র। ভারতে তিন ব্যক্তির অধিক কাহারো প্রতি ঈমান আনিয়াছে বলিয়া আমার নজরে পড়িতেছে না। কোনও পয়গাম্বরের উম্মত চার ব্যক্তি বলিয়া দেখা যায় না।

বিধর্ম্মীদের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব এবং গুণাবলী ও পবিত্রতা ইত্যাদির কথা যাহা লিখিয়াছে, তাহাও নবুয়তের 'তাক' হইতে সংগৃহীত ; যেহেতু

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রত্যেক যুগে কোন না কোন পয়গাম্বর আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব এবং গুণাবলী ও পবিত্রতা ইত্যাদির সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের যদি অস্তিত্ব না হইত, তাহা হইলে এই হতভাগাদিগের খঞ্জ ও অন্ধ জ্ঞান যাহা কুফর ও পাপ তমসাচ্ছন্ন, তাহা কিরূপে এই সৌভাগ্যের প্রতি পথ প্রাপ্ত হইত ? ইহাদের অপূর্ণ জ্ঞানের সীমা, নিজ দিগকে— 'আল্লাহ্' বলিয়া প্রচার করা ; তাহারা নিজেরা ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাস্য বলিয়া প্রমাণ করে না। যথা— ফেরাউন বলিয়াছিল, "আমি তোমাদের জন্য আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাস্য বলিয়া জানিনা" (কোরআন) ; আরও বলিয়াছিল, "যদি তুমি [হে মুছা (আঃ)] আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাস্য বলিয়া গ্রহণ কর, তবে নিশ্চয় তোমাকে কারাবদ্ধ করিব" (কোরআন)।

পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সংবাদ প্রদান দ্বারা যখন ইহারা জানিতে পারিল যে— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী স্রষ্টা একজন আছেন— তখন তাহাদের কেহ কেহ নিজেদের দুষ্কর্ম অবগত হইয়া তাহা গোপন করার উদ্দেশ্যে— অন্যের অনুসরণ করিয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করিত ও তাহাকে নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া জানিত, এবং এইরূপ চক্রান্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে নিজের উপাসনার প্রতি আহ্বান করিত। "জালেমগণ যাহা বলে, তাহা হইতে আল্লাহ্তায়ালা অতি উচ্চ"।

এ স্থলে কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি যেন প্রশ্ন না করে যে, "ভারতবর্ষে যদি পয়গাম্বর আসিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা আমাদের নিকট পৌছিত। বরং প্রচুর সুযোগ সুবিধা থাকা হেতু উহা বহুল ও সঠিক ভাবে বর্ণিত হইয়া আসিত ; যখন তদ্রূপ হয় নাই, তখন ইহা নহে।" কেননা আমরা বলিব যে— উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের আহ্বান সাধারণ ভাবে ছিল না, বরং বিশিষ্ট ভাবে ছিল। অর্থাৎ কেহ এক সম্প্রদায়ের প্রতি, কেহ এক গ্রামবাসীর, কেহ বা এক নগরবাসীকে আহ্বান করার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। আবার ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা কোন সম্প্রদায়ের-কিম্বা কোন গ্রামবাসীর কোন এক ব্যক্তিকে উক্ত দৌলত প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সম্প্রদায় কিম্বা ঐ গ্রামবাসীকে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় লাভের প্রতি আহ্বান ও অন্যের উপাসনা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায় বা গ্রামবাসীগণ তাঁহার কথা অমান্য করিয়া তাঁহাকে পথভ্রষ্ট, অজ্ঞ বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিল। যখন তাহাদের— এইরূপ দোষারোপ চরমে উঠিয়াছে, তখন হয়তো উক্ত পয়গাম্বরের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য আসিয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। তৎপর হয়তো কিছুদিন পর, পুনরায় দ্বিতীয় পয়গাম্বর অন্য কোন সম্প্রদায় কিম্বা অন্য কোন গ্রামবাসীর প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তাহারাও উক্ত পয়গাম্বরের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দলের অনুরূপ ব্যবহার করিয়া উহাদের ন্যায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আল্লাহ্তায়ালার যতদিন ইচ্ছা— ততদিন চলিয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক পল্লী ও নগরী ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন বহু বর্ত্তমান আছে। উহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বটে,

কিন্তু দাওয়াতের[1] কলেমা তাহাদের সমসাময়িক গণের মধ্যে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পর উহাকে অবশিষ্ট বাক্য স্বরূপ রাখিয়াছেন, যেন পরবর্ত্তীগণ প্রত্যাবর্ত্তন করে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নবুয়তের সংবাদ আমাদের নিকট ঐ সময় আসিত, যদি বহু লোক তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহাদের দল পুষ্ট হইত। এক পয়গাম্বর আগমন করতঃ কয়েক দিবস আহ্বান করিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিল না ; তৎপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আগমন করিলেন, হয়তো এক ব্যক্তি মাত্র তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। এইরূপ তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি হয়তো দুইজন ; তৎপর— পরবর্ত্তির প্রতি তিনজন ঈমান আনিল ; এইভাবে চলিলে কিরূপে তাঁহাদের সংবাদ ব্যপ্ত হইবে ! তদুপরি বিধর্মীগণ সকলেই অস্বীকারের প্রতিই দৃঢ় ছিল এবং স্বীয় পিতা, পিতামহদের ধর্ম্ম-বিরোধীগণকে 'রদ্' (রহিত) করিতেছিল ; অতএব পয়গাম্বরগণের সংবাদ— কে আর বহন করিবে এবং কাহার নিকটেই বা পৌছাইবে ! দ্বিতীয়তঃ রছুল, নবী, পয়গাম্বর শব্দগুলী আরবী, ফার্ছী ভাষা হইতে গৃহীত, যেহেতু আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)-এর দাওয়াত সর্ব্বস্থানে একইরূপ, কিন্তু এই শব্দগুলি ভারতীয় ভাষায় ছিল না ; সুতরাং ভারতীয় পয়গাম্বরগণকে নবী, রছুল ও পয়গাম্বর বলার অবকাশ হয় নাই। উত্তরে আরও বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যদি পয়গাম্বর অবতীর্ণ না হইত এবং উহাদিগকে উহাদের ভাষায় আহ্বান করা না হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাদের অবস্থা পর্ব্বত শৃঙ্গবাসীদিগের অনুরূপ হইত। তাহারা স্বেচ্ছাচারী ও খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও যে, দোজখে প্রবেশ করিবে না এবং চিরস্থায়ী আজাব ভোগ করিবে না ; ইহাকে সরল জ্ঞান এবং সত্য কাশ্ফ (আত্মীক বিকাশ) কখনই স্বীকার করিতে পারে না। যেহেতু তাহাদের কোন কোন মরদূদ্কে আমরা দোজখের মধ্যস্থলে অবলোকন করিতেছি। আল্লাহ্ ছোব্হানাহু তায়ালাই প্রকৃত বিষয়ের জ্ঞানধারী।

২৬০ মকতুব

মায়ারেফ দস্তগাহ্ মখদুম জাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাজীঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে, এই নকশবন্দী তরীকার বিষয়ে বিশদ্ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিছ্মিল্লাহের রাহমানের রাহীম, আল্হাম্দুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, ওয়াছ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলা ছাইয়েদুল্ মোরছালীন, আলায়হিম্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছ্হাবিহিত্তায়্যেবীন ওয়াত্তাহেরীন। অর্থাৎ ঃ— আমি আল্লাহ্তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং বিশেষ অনুকম্পাশীল। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ; যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক এবং দরূদ ও ছালাম ছাইয়েদুল্ মোরছালীন ছাল্লাল্লাহো আলায়হেচ্ছালামের প্রতি ও তাঁহার পবিত্র বংশধর ও সহচরগণের প্রতি।

হে বৎস, আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে সৌভাগ্যবান করুক। অবগত হও যে, আল্মে আমরের (সূক্ষ্ম জগতের) লতিফা পঞ্চক — 'কলব', 'রূহ্', 'ছের', 'খফি' ও 'আখ্ফা'

টীকা ঃ— ১। আহ্বান কার্য্যের বাক্যাবলী।

যাহা মানবের ক্ষুদ্র জগৎ বা দেহের অংশ ইহাদের মূল আলমে কবীর বা বৃহৎ জগতের মধ্যেও বর্ত্তমান আছে। যেরূপ ''আনাছেরে আর্বায়া'' বা ভূতচতুষ্টয়— যাহা মানব দেহের অংশ ; তাহাদের আছল বা মূল আলমে কবীরেও আছে। উক্ত লতিফা পঞ্চকের আছলসমূহের আবির্ভাব আরশের ঊর্দ্ধে যাহাকে 'লা-মাকান' বা স্থান-রহিত জগত বলা হয়।

দায়রায়ে এম্‌কান বা সৃষ্ট জগত, উহা 'আলমে খল্‌ক্' বা স্থূল জগতই হউক, কিংবা 'আলমে আমর' বা সূক্ষ্ম জগতই হউক, কিংবা 'আলমে ছগীর' বা মানব দেহই হউক, কিংবা 'আলমে কবীর' বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই হউক, এই লতিফা পঞ্চকের আছলের অবসানের সহিত সমাপ্ত হইয়া থাকে এবং আদমের সহিত অযুদের (বা নাস্তির সহিত অস্তিত্বের) সংমিশ্রণ ঐস্থানেই শেষ হইয়া যায়। যখন সরলচিত্ত সাধক-যিনি 'মোহাম্মাদীয়াল্ মাশ্‌রাব্' বা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পান ঘাটে অবতরণকারী, এই লতিফা পঞ্চক তর্‌তীব (নিয়ম) অনুযায়ী অতিক্রম করিয়া ইহার আলমে কবীর-স্থিত আছলের মধ্যে ছয়ের (ভ্রমণ) করে এবং তাহার লক্ষ্য উচ্চ হওয়া হেতু, বরঞ্চ শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে উক্ত আছল সমূহকেও ক্রমানুযায়ী বিস্তৃতভাবে অতিক্রম করিয়া উহার শেষ বিন্দুতে উপনীত হয় ; তখন ছয়ের এলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ভ্রমণ করা— অনুযায়ী দায়রায়ে এমকান বা সম্ভাব্য জগতকে পূর্ণরূপে অতিক্রম করে এবং 'ফানা' বা 'বিলীন' হওয়া নামটি নিজের প্রতি হাছিল করিয়া থাকে— তখন উক্ত সাধক 'বেলায়েতে ছোগ্‌রা'— যাহা অলী আল্লাহ্‌গণের নৈকট্য, তাহার প্রারম্ভে উপনীত হয়। তৎপর যদি আল্লাহ্‌তায়ালার 'এছ্‌ম-ছেফাত' সমূহের প্রতিবিম্বের মধ্যে ছয়ের হয় ; যে প্রতিবিম্বসমূহ প্রকৃত পক্ষে আলমে কবীর-স্থিত লতিফা পঞ্চকের আছল (মূল), ও যথায় নাস্তির কোনরূপ সংমিশ্রন নাই ; আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে 'ছয়ের ফিল্লাহ্' অনুযায়ী ঐ সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া যদি উহার শেষ বিন্দুতে উপনীত হয়, তবেই আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী এছ্‌ম সমূহের প্রতিবিম্ব সমূহকে পূর্ণরূপে অতিক্রম করিল ও আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাতের মর্ত্তবায় উপনীত হইল। এই পর্য্যন্তই বেলায়েতে ছোগরার উন্নতির শেষ ; এই স্থানে প্রকৃত 'ফানা' আরম্ভ হয় এবং বেলায়েতে কোব্‌রা বা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নৈকট্যের প্রারম্ভে পদক্ষেপ করে।

জানা আবশ্যক যে, এই ''প্রতিবিম্বের বৃত্ত''— পয়গাম্বর (আঃ) ও ফেরেশ্‌তাবৃন্দ ব্যতীত যাবতীয় সৃষ্ট জীবের উৎপত্তিস্থান। ইহাদের এক একটি এছ্‌ম এক এক ব্যক্তির উৎপত্তি স্থান। এই বৃত্তের সর্ব্বোচ্চ বিন্দু হজরত ছিদ্দীক (রাজীঃ), যিনি পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; তাঁহার উৎপত্তি স্থান। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সাধক তাহার উৎপত্তি স্থান যে এছ্‌ম হইতে, তথায় যখন উপনীত হয়, তখন সে ছয়ের এলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিকে ভ্রমণ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া থাকে— এস্থলে উক্ত 'এছ্‌ম' হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার 'এছ্‌ম'-এর প্রতিবিম্ব এবং উক্ত 'এছ্‌ম'-এর অংশ সমূহের কোন এক

অংশ অর্থ লইতে হইবে। উক্ত এছ্‌মের আছল বা মূল অর্থ নহে। উল্লিখিত ''দায়রায়ে জেলাল্'' বা প্রতিবিম্বের বৃত্ত— প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাত বা নাম-গুণাবলীর মর্ত্তবার বিস্তৃতি মাত্র। যথা— 'এল্‌ম' গুণ, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত গুণ, ইহার বহু শাখা-প্রশাখা আছে, উক্ত শাখা-প্রশাখাগুলির বিস্তৃতিই উক্ত সংক্ষিপ্ত ছেফাতের প্রতিবিম্ব এবং উহার প্রত্যেকটি অংশ এক এক ব্যক্তির প্রকৃত তত্ত্ব। কিন্তু পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ও ফেরেশ্‌তা বৃন্দের নহে ; তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান সমূহ এই 'জেলাল' বা প্রতিবিম্বসমূহের মূল। অর্থাৎ এই আংশিক এছ্‌ম সমূহের সম্পূর্ণটি বা এই ব্যষ্টির সমষ্টিটি। যথা— 'এল্‌ম' বা জ্ঞান, 'কোদরত' বা ক্ষমতা, 'এরাদা' বা ইচ্ছা শক্তি ইত্যাদি গুণ সমূহ। একই গুণ বা উৎপত্তিস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে শরীক ও শামীল থাকে ; যথাঃ— হজরত খাতেমুর্ রছুল (ছঃ)-এর উৎপত্তি স্থান— 'শানুল্ এল্‌ম'। আবার উক্ত 'ছেফাতুল্ এল্‌ম' অন্যভাবে হজরত এব্রাহীম (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থান এবং উক্ত ছেফাতুল্ এল্‌ম দ্বিতীয় প্রকারে হজরত নূহ (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থান ; এই নির্দ্দিষ্ট এ'তেবারাত বা 'প্রকার' সমূহের বিষয় খাজা মোহাম্মদ আশ্‌রাফের মকতুবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তরীকার কতিপয় মাশায়েখ যাহা বলিয়াছেন, যে— ''হকীকতে মোহাম্মদী প্রথম তাআইয়ূন (প্রথম বিশিষ্টরূপ) যাহা হজরতে 'এয্‌মাল' বা মহান সংক্ষিপ্তি এবং যাহা 'ওয়াহ্‌দাত' নামে অভিহিত। আল্লাহ্‌তায়ালাই সঠিক জানেন, কিন্তু এ ফকীরের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে— উহা এই 'দায়রায়ে জেলাল' বা 'প্রতিবিম্বের' বৃত্তের কেন্দ্র। তাঁহারা এই ''দায়রায়ে জেলাল''-কে প্রথম 'তাআইয়ূন' ভাবিয়া উহার কেন্দ্রকে সংক্ষিপ্তি ধারণা করিয়া, তাহাকে 'ওয়াহদাত্' নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং উক্ত কেন্দ্রের বিস্তৃতি যাহা উক্ত বৃত্তের পরিধি তাহাকে 'ওয়াহেদিয়াত' ভাবিয়াছেন এবং প্রতিবিম্বের বৃত্তের ঊর্দ্ধের মাকামকে যাহা 'আছমা-ছেফাত'— 'নাম-গুণাবলীর' মাকাম, তাহাকেই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকারবিহীন, বৈশিষ্ট্যশূন্য পবিত্র জাত ধারণা করিয়াছেন ; যেহেতু তাহারা ছেফাতকেই অবিকল 'জাত' বলিয়াছেন এবং উহাকে 'জাত' হইতে অতিরিক্ত বলিয়া ধারণা করেন নাই। ফলতঃ তাহা নহে ; বরঞ্চ বলিব যে— এই প্রতিবিম্বের বৃত্তের 'কেন্দ্র' উহার ঊর্দ্ধের বৃত্তের কেন্দ্রের প্রতিবিম্ব, যাহা উহার 'আছল' বা মূল এবং যাহা ''আছমা ও ছেফাত'', 'শূয়ূন' ও 'এ'তেবারাত্' নামে অভিহিত। এই আছলের বৃত্তের কেন্দ্রই প্রকৃত পক্ষে 'হকীকতে মোহাম্মদী' যাহা 'এছ্‌ম' এবং 'শান' সমূহের সংক্ষিপ্তি। এই ওয়াহেদিয়াতের মর্ত্তবার বৃত্ত এছ্‌ম-ছেফাত সমূহের বিস্তৃতি মাত্র। নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্বের মর্ত্তবায় 'ওয়াহ্‌দাত' এবং 'ওয়াহেদিয়াত' নাম প্রয়োগ করা, প্রতিবিম্বকে 'আছল' বা মূল বলিয়া সন্দেহ করা হেতু হইয়া থাকে। তথায় 'ছয়ের ফিল্লাহ্' বলাও এইরূপ। বস্তুতঃ উক্ত ছয়ের 'ছয়ের-এলাল্লাহের' অন্তর্ভুক্ত। ইহা অবশ্য স্মরণীয়।

ইহার পর যদি আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাত সমূহের দায়রা বা বৃত্তে— যাহা দায়রায়ে 'জেলাল' বা প্রতিবিম্বের বৃত্তের আছল, তাহার মধ্যে 'ছয়েরফিল্লাহ্' অনুযায়ী

উন্নতি হয় ; তখন 'কামালাতে বেলায়েতে কোব্‌রা' আরম্ভ হইয়া থাকে। এই বেলায়েতে কোব্‌রা নিজস্ব হিসাবে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য খাছ বা বিশিষ্ট এবং তাঁহাদের ছাহাবা কেরামও তাঁহাদের মাধ্যমে পরবর্ত্তী হিসাবে এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। এই বৃত্তের নিম্নার্দ্ধ ভাগ ঐ এছ্‌ম-ছেফাত সম্বলিত— যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক হইতে অতিরিক্ত এবং উহার উর্দ্ধ ভাগ আল্লাহ্‌তায়ালার জাতী 'শান', 'এ'তেবারাত' সম্ভূত। এই 'আছমা' 'শূয়ূনাতের' দায়রার (বৃত্তের) শেষ পর্য্যন্তই আলমে আমরের লতিফা-পঞ্চকের উন্নতি হয়। তৎপর যদি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে 'ছেফাত' এবং 'শূয়ূনাতের' মাকাম হইতে উন্নতি হয়— তাহা হইলে উহাদের আছলের দায়রায় (বৃত্তে) উন্নতি হইতে থাকে। উহা অতিক্রম করার পর উহাদের আছলের-আছলে উপনীত হয়। তৎপর উহার উর্দ্ধ বৃত্তের এক অর্দ্ধ বৃত্ত, প্রকাশ পাইয়া থাকে। উক্ত অর্দ্ধ বৃত্তকেও অতিক্রম করিতে হইবে ; যখন এই দায়রার (বৃত্তের) অর্দ্ধাংশের অধিক প্রকাশ পায় না, তখন উহা লইয়াই যথেষ্ট মনে করিতে হয়।

এস্থলে হয়তো কোন এক গুপ্ত রহস্য আছে, যাহার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা এ পর্য্যন্ত আমাকে অবগতি প্রদান করেন নাই। আছমা-ছেফাতের এই মূলত্রয় যাহা বর্ণিত হইল, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মানী জাত পাকের মধ্যে নিছক 'এ'তেবার' বা অনুমানকৃত বস্তু মাত্র ; যাহা 'ছেফাত' ও 'শান' সমূহের উৎপত্তিস্থান। এই মূলত্রয়ের কামালাত বা পূর্ণতা লাভ 'নফ্‌ছে-মোৎমায়েন্না' বা প্রশান্ত-প্রবৃত্তিধারী ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট, এবং এই স্থলেই 'নফ্‌ছ- মোৎমায়েন্না' হইয়া থাকে ও এই স্থলেই সাধক 'শরহে ছদর' বা বক্ষের প্রসরণ ও প্রশস্ততা লাভ করে ও প্রকৃত এছ্‌লাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মাকামে নফ্‌ছে মোৎমায়েন্না বক্ষের সিংহাসনে উপবেশন করে ও 'রেজার' মাকামে বা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্টির স্তরে আরোহণ করে ; বেলায়েতে কোব্‌রা, যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নৈকট্যের দায়রা তাহার ইহাই চরম স্থান। এই মাকাম পর্য্যন্ত যখন ছয়ের করিলাম, তখন আমার ধারণা হইল যে— বোধ হয় আমার (উন্নতি) কার্য্য শেষ হইয়াছে। কিন্তু (আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে) নেদা— ঐশ হুঙ্কার আসিল যে— এই সমস্তই এছ্‌মে আজ্জাহের (আল্লাহ্‌ তায়ালার 'আজ্জাহের' অর্থাৎ 'প্রকাশ' নাম)-এর বিস্তৃতি ছিল এবং এছ্‌মে আল্‌বাতেন বা আল্লাহ্‌তায়ালার গুপ্ত নাম এখনও সম্মুখে আছে, যাহা উক্ত পবিত্র জগতে উড্ডীয়মান হইবার দ্বিতীয় পক্ষ। যখন এই দ্বিতীয় পক্ষ পূর্ণ করিতে পারিবে, তখন উড়িবার জন্য দুই পাখা প্রস্তুত হইবে। তৎপর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে এছ্‌মে আল্‌বাতেনের ছয়ের আমার যখন সমাপ্ত হইল, তখন দুই পক্ষ প্রস্তুত হইয়া গেল। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে পথ প্রদর্শন না করিলে, আমরা কখনই পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন (কোরআন)।

হে বৎস, এছ্‌মে আল্‌বাতেনের বিষয় আর কি লিখিব, অন্তর্হিতি ও গুপ্ততাই এই ছয়েরের অবস্থার উপযোগী। উক্ত মাকামের এইমাত্র প্রকাশ করি যে— এছ্‌মে

'আজ্জাহেরের' মধ্যে ছয়ের করা আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত সমূহের মধ্যে ছয়ের করা মাত্র ; কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের প্রতি কোনই লক্ষ্য হয় না। এছ্‌মে আল্‌বাতেনের মধ্যে ছয়ের যদিও এছ্‌ম সমূহের মধ্যে ছয়ের করা হয়, তথাপি উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের প্রতি লক্ষ্য থাকে। উক্ত এছ্‌ম সমূহ যেন আল্লাহ্‌তায়ালার মহান জাতের ঢাল বা পর্দা স্বরূপ; যথা— 'এল্‌ম' গুণ, ইহার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের প্রতি কোনই ইঙ্গিত নাই ; কিন্তু "আল্ আলীম" এছ্‌মের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সহিত সম্বন্ধ আছে। অবশ্য তাহা ছেফাতের আড়ালে, যেহেতু 'আলীম' ঐ জাতকে বলা হয়, যাহার মধ্যে 'এল্‌ম' অবস্থিত ; অতএব 'এল্‌ম' এছ্‌মের মধ্যে ছয়ের করা যেন এছ্‌মে আজ্জাহেরের ছয়ের এবং আলীম এছ্‌মের মধ্যে ছয়ের করা এছ্‌মে আল্‌বাতেনের ছয়ের। এইরূপ অবশিষ্ট এছ্‌ম ও ছেফাত সমূহের অবস্থাও তুলনা করিয়া দেখ। এই এছ্‌মে আল্‌বাতেনের সহিত যে এছ্‌মসমূহ সম্বন্ধ রাখে, সেই এছ্‌ম সমূহ উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের উৎপত্তি স্থান এবং এই এছ্‌মের মধ্যে ছয়ের আরম্ভ করা বেলায়েতে 'উল্‌ইয়া'— যাহা উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের বেলায়েত বা নৈকট্য তাহাতে পদক্ষেপ করা হয়। এছ্‌মে আজ্জাহের ও এছ্‌মে আল্‌বাতেনের বর্ণনা কালে 'এল্‌ম' এবং 'আলীমে'র মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণিত হইল তাহা সামান্য ধারণা করিও না এবং ইহা বলিওনা যে, এল্‌ম ও আলীমের মধ্যে পথ অতি সামান্য, নিশ্চয়ই ইহা নহে। বরং মৃত্তিকা কেন্দ্র হইতে আরশের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যে দূরত্ব তাহা উক্ত পার্থক্যের তুলনায় ঐরূপ— প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় এক বিন্দু পানি যেরূপ ! ইহা বলিতে সহজ, কিন্তু লাভ করিতে বহুদূর। অন্যান্য মাকামসমূহ যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়, তাহাদেরও পার্থক্য এইরূপ বটে ; যেরূপ বলা হইয়াছে যে, "আলমে আমরের পাঁচ লতিফাকে অতিক্রম করিয়া উহাদের আছলের মধ্যে ছয়ের করিতে হয়, তবেই দায়রায়ে এম্‌কান সমাপ্ত হইয়া থাকে"। এই বর্ণনার মধ্যে ছয়ের এলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ছয়ের সম্পূর্ণ বর্ণিত হইল এবং ইহা লব্ধ হইতে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর সময়ের অনুমান করিয়াছে, যথা— আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে— "ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ একদিবসে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আরোহণ করে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ" ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ফলকথা, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের আকর্ষণ বহু দীর্ঘ সময়ের কার্য্যকে এক পলকের মধ্যে সমাধা করিয়া দেয়। করীম বা অনুকম্পীর নিকট কিছুই দুষ্কর নহে। এইরূপ আরও বলা হইয়াছে যে, আছমা, ছেফাত এবং শুয়ূন, এ'তেবারাত অতিক্রম করিয়া ইহাদের আছলে ছয়ের করিতে হয়। আছমা, ছেফাত সমূহ অতিক্রম করা বাক্যটি সহজ, কিন্তু কার্য্যটি সুকঠিন। ইহার কাঠিন্য হেতু মাশায়েখ্‌গণ বলিয়াছেন— অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতির মঞ্জিল সমূহ অবসিত হয় না, তাহারা এই মরতবা সমূহের ছয়ের পূর্ণ হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

না হয় সৌন্দর্য্য রাশি, তাঁর অবসান
হয় না সমাপ্ত যথা— ছা'দীর (রঃ) বয়ান।

বহুমূত্র রোগী সদা তৃষ্ণায় কাতর,
বিশুষ্ক হয়না তাতে— লোহিত সাগর।

তুমি ধারণা করিওনা যে— "মাশায়েখগণ উক্ত মর্ত্তবা সমূহ 'তাজাল্লীয়ে জাতী' অনুযায়ী সমাপ্ত হয় না বলিয়াছেন ; তাজাল্লীয়ে ছেফাতী অনুযায়ী নহে এবং জাতী সৌন্দর্য্য অর্থ লইয়াছেন, ছেফাতী (সৌন্দর্য্য) নহে। কারণ আমি বলিব যে উক্ত জাতী তাজাল্লীসমূহ 'শান' ও 'এ'তেবারাত'-এর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বা উহার সংমিশ্রণ ব্যতীত নহে ; এবং উক্ত 'জাতী' সৌন্দর্য্য— 'ছেফাতী' সৌন্দর্য্যের ব্যবধান রহিত নহে ; যেহেতু উক্ত ব্যবধান ব্যতীত তথায় কোনরূপ আলোচনার অবকাশ নাই। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে, তাহার রসনা বাক্যবিহীন হয়।" 'তাজাল্লী' বা 'আবির্ভাব' এক প্রকারের প্রতিবিম্ব যাচ্না করে। অবএব তথায় 'শান' সমূহের মিশ্রণ ব্যতীত নিস্তার নাই। সুতরাং বর্ণিত উন্নতির মঞ্জিল ও সৌন্দর্য্যের মর্ত্তবাসমূহ উক্ত 'এছ্‌ম' ও 'শান' সমূহের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হইল, যাহা— মাশায়েখগণের নিকট অতিক্রান্ত হওয়া দুরূহ। আল্লাহ্‌তায়ালা এ-দরবেশের প্রতি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উক্ত 'তাজাল্লী' ও আবির্ভাব সমূহেরও ঊর্দ্ধের বিষয় ; তাহা তাজাল্লীয়ে জাতীই হউক বা 'তাজাল্লীয়ে ছেফাতই হউক এবং রূপ লাবণ্য সমূহের বাহিরের কথা, উহা 'জাতী' বা নিজস্ব রূপ-লাবণ্যই হউক, কিম্বা ছেফাতী বা গুণজাত রূপ-লাবণ্যই হউক না কেন ! ফলকথা, অতি উচ্চ মতলব বা অভিলাষ ও মূল্যবান মকছুদ বা উদ্দেশ্য সমূহ— অতি নিকৃষ্ট বাক্যের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও গুম্ফিত হইতেছে ; এবং অনন্ত মহাসাগরসমূহকে যেন কলসীর মধ্যে পূর্ণ করা হইতেছে। অতএব তুমি ক্ষুদ্রমনোবৃত্তিধারী গণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

এখন আসল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হই এবং বলি যে, 'এছ্‌মে আজ্জাহের' ও 'এছ্‌মে আল্‌বাতেন'-এর দুই পক্ষ প্রস্তুত হওয়ার পর যখন আমি উড্ডীয়মান হইলাম এবং আমার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল, তখন আমি বুঝিলাম যে, এই উন্নতি বিশেষভাবে— নিজস্ব হিসাবে আমার অগ্নি, বায়ু ও সলিল ভূতত্রয়ের জন্য বিশিষ্ট। এই ভূতত্রয়ের মধ্যে ফেরেশ্‌তা বৃন্দেরও অংশ আছে ; যেরূপ হাদীছে আসিয়াছে যে, "কোনো কোনো ফেরেশ্‌তা অগ্নি এবং তুষার কর্তৃক সৃষ্ট।" তাহাদের তছ্‌বীহ্ "ছোব্‌হানা মান্ জামায়া বায়নান্নারে-ওয়াচ্ছাল্‌জে" অর্থাৎ "পবিত্র ঐ জাত পাক— যিনি অগ্নি এবং তুষার কে একত্রিত করিয়াছেন"। এই 'ছয়ের' করার সময় আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে— আমি যেন এক পথে চলিতেছি ; এবং এতো অধিক চলিতে হইতেছে, যাহাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, লাঠি, যষ্ঠী-আদি পাইবার আশা করিতেছি, যাহার সাহায্যে পথ চলিতে সক্ষম হই ; কিন্তু পাইতেছি না, তৃণপত্র যাহা সম্মুখে পাইতেছি, তাহাই ধরিতেছি ; যেন পথ চলার শক্তি পাই। পথ চলা ব্যতীত কোনও উপায় দেখিতেছি না। কিছুদিন এইরূপ 'ছয়ের' করিতে থাকিলাম, তৎপর এক নগরের পার্শ্ব দৃষ্ট হইল, তখন উহা অতিক্রম করিয়া উক্ত নগরে প্রবেশ করিলাম, জানিতে পারিলাম যে— এই নগর প্রথম 'তাআইয়ূন', যাহা

এছ্‌ম-ছেফাত ও শান-এ'তেবার সমূহের সমষ্টি ; ও ইহাদের আছল বা মূল এবং আছলের— আছলসমূহেরও সমষ্টি ; ও এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা যে-এ'তেবারাতে জাতীয়ার পার্থক্য সাধিত হয়, তাহার শেষ মাকাম। ইহার পর যদি ছয়ের বা উন্নতি হয়, তখন উহা 'এল্‌মে হুজুরী' বা আত্মজ্ঞান অনুযায়ী হইয়া থাকে।

হে বৎস, 'এল্‌মে হুছুলী' ও 'এল্‌মে হুজুরী' বাক্যদ্বয় সে মহান দরবারে উদাহরণ ও নজির হিসাবে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। কারণ— যে ছেফাত সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক হইতে অতিরিক্ত, তাহার জ্ঞান লাভ 'এল্‌মে হুছুলী' বা অর্জ্জিত জ্ঞান অনুযায়ী হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র 'জাত' হইতে যে— 'এ'তেবারে জাতী' সমূহ মোটেই অতিরিক্ত নহে, তাহার এল্‌ম লাভ 'এল্‌মে হুজুরী' বা আত্মজ্ঞান হিসাবে হইয়া থাকে। নতুবা তথায় 'মালুম' বা জানিত বস্তুর সহিত 'এল্‌মের' বা জানার সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই ; এল্‌মের মধ্যে উক্ত জানিত বস্তুর কিছুই লাভ হয় না ; ইহা বুঝিয়া লও। উল্লিখিত প্রথম 'তাআইয়ূন', যাহা উক্ত সমষ্টিভূত নগর বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ও ফেরেশ্‌তা বৃন্দের বেলায়েত বা নৈকট্য সম্ভূত, এবং "বেলায়েতে উল্‌ইয়া" যাহা উচ্চদরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের জন্য নিজস্ব হিসাবে বিশিষ্ট, তাহার অন্ত। এই স্থানে লক্ষ্য করিলাম যে, এই প্রথম তাআইয়ূন বা "অবতরণীয় বিশিষ্টরূপ"— "হকীকতে মোহাম্মদী" কিনা ? তখন জানিতে পারিলাম যে, ইতিপূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে— তাহাই 'হকীকতে মোহাম্মদী" এবং উক্ত 'তাআইয়ূনে আউয়াল'কে প্রথম তাআইয়ূন— এই হিসাবে বলা হইয়া থাকে যে, 'এছ্‌ম', 'ছেফাত' এবং 'শূয়ূন', 'এ'তেবারাত' সমূহের সমষ্টি হিসাবে উক্ত কেন্দ্র এই প্রথম তাআইয়ূনের প্রতিবিম্ব। উল্লিখিত নগরটির ঊর্দ্ধে যখন ছয়ের হয়, তখন 'কামালতে নবূয়ত'— বা নবী (আঃ)-গণের পূর্ণতা আরম্ভ হইয়া থাকে। এই 'কামালাত' বা পূর্ণতা সমূহ হাছিল হওয়া পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য বিশিষ্ট এবং 'নবূয়ত' বা পয়গাম্বরীর মাকাম হইতে উদ্ভূত। অবশ্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তী হিসাবে উক্ত কামালাতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মানব দেহস্থিত 'লতিফা' বা উপাদান সমূহের মধ্যে আছল বা মূল হিসাবে এই কামালাতের পূর্ণ অংশ— 'মৃত্তিকা' প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য অংশগুলি, তাহা 'আলমে আমর' বা সূক্ষ্ম জগতের হউক কিংবা 'আলমে খলক' বা স্থূল জগতেরই হউক, সবই এই মাকামে মৃত্তিকার অনুগত ও অধীন এবং উহারই ব্যপদেশে এই সৌভাগ্য লাভ করে। অতএব 'মৃত্তিকা' যখন মানব জাতির জন্যই বিশিষ্ট, তখন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে। কেননা এই মৃত্তিকা যে সৌভাগ্য লাভ করে, তাহা অন্য কাহারও ভাগ্যে হয় না। 'নৈকট্যের পর অবতরণ'-এর তত্ত্ব— এই স্থানেই ব্যক্ত হয় এবং 'কা'বা কাওছাইনে আও আদ্‌না' (দুই ধনুতুল্য, বরঞ্চ তাহা হইতেও নিকটবর্ত্তী)-এর রহস্য এই স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই ছয়েরের সময় আরও উপলব্ধি হয় যে, 'বেলায়েতে ছোগ্‌রা', 'বেলায়েতে কোব্‌রা' ও 'বেলায়েতে উল্‌ইয়া'— এই বেলায়েত সমূহের পূর্ণতা, নবূয়তের মাকামের পূর্ণতা সমূহের প্রতিবিম্ব ; এবং উক্ত বেলায়েত সমূহের পূর্ণতা সমূহ নবূয়তের মাকামের পূর্ণতা সমূহের তত্ত্বের বাহ্যতঃ অনুরূপ বস্তু ও উদাহরণ স্বরূপ। ইহাও প্রকাশ পায় যে, এই কামালাতে নবূয়তের মধ্যে উন্নতির সময় একবিন্দু পরিমাণ পথ অতিক্রম হইলে বেলায়েতের মাকামের সমূদয় পূর্ণতা হইতে অধিক পথ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব অনুমান করিয়া বুঝা উচিৎ যে, এই মাকামের সমূদয় পূর্ণতার সহিত ইতিপূর্ব্বের মাকামের পূর্ণতা সমূহের কি— তুলনা ! প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত একবিন্দু পানিরও তুলনা হইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে তাহাও তিরোহিত। শুধু এই মাত্র বলিতে পারি যে, নবূয়তের মাকামের সহিত বেলায়েতের মাকামের তুলনা ঐরূপ, অসীমের সহিত সসীমের তুলনা যেরূপ। ছোবহানাল্লাহ্! (আল্লাহ্ পবিত্র) যে মূঢ় ব্যক্তি এই রহস্য অবগত নহে, সেই বলিয়া থাকে যে— নবূয়ত হইতে বেলায়েত শ্রেষ্ঠ ; এবং দ্বিতীয় অজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়ের অবগতি না রাখা হেতু নিম্ন বর্ণিত রূপে ইহার সমাধান করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে বলে যে, "নবীর বেলায়েত উক্ত নবীর নবূয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ"। ইহা অতি বৃহৎ বাক্য (অত্যন্ত দোষনীয় বাক্য), যাহা তাহাদের আনন হইতে বহির্গত হইতেছে ; (কোরআন)। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে এবং তাঁহার হবীব (ছঃ)-এর তোফায়েলে যখন এই ছয়ের সমাপ্ত করিলাম, দেখিলাম যে, সম্মুখে যদি আর পদনিক্ষেপ করি— তবে 'আদমে-মহজ' বা নিছক নাস্তির মধ্যে উপনীত হইব। কেননা ইহার পর নিছক নাস্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। হে বৎস, এই ঘটনা হইতে তুমি ধারণা করিওনা যে, 'আন্‌কা' পাখী শিকার হইয়াছে এবং 'ছী-মোরগ' ফাঁদে পড়িয়াছে।

আন্‌কা কারও ফাঁন্দে কভু—
পড়বে না, ফাঁদ লও তুলি।
ফাঁন্দে শুধু পড়বে বায়ু
ফাঁদ লয়ে ভাই যাও চলি।

অতএব তিনি (আল্লাহ্‌পাক) এখনও— পরে, উহারও— পরে আরও পরে—।

এখনও বহু দূরে, তাঁর সিংহাসন।
'আসিয়াছি'— ভাবা ঠিক নহে কদাচন।

পর্দ্দার অবস্থান হিসাবে যে— তিনি পরে, আরও পরে, তাহা নহে। যেহেতু 'পর্দ্দা' বা ব্যবধান পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে। বরঞ্চ আল্লাহ্‌তায়ালার 'আজমত-কিব্‌রিইয়ায়ী' বা মহত্ত্ব, বৃহত্ত ও উচ্চতার অবস্থান হিসাবে উক্ত আজমত কিব্‌রিইয়ায়ী আমাদের অনুভূতির প্রতিবন্ধক ও উপলব্ধি নিবারক বটে। সুতরাং আল্লাহ্ ছোবহানাহুর অস্তিত্ব আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব হইতে আমাদের অধিক নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অনুভূতি হিসাবে দূরবর্ত্তী। অবশ্য কোন কোন কামেল 'মোরাদ' বা আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ব্যক্তি এমনও

আছেন, যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌পাক পয়গাম্বর (আঃ)-গণের তোফায়েলে উক্ত আজমত কিব্‌রিইয়ায়ীর মধ্যে স্থান প্রদান করেন, এবং দরবারের রহস্যধারী করেন ; তাঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার আবশ্যক, তদ্রূপ করা হইয়া থাকে। হে বৎস, মানবের "হায়আতে ওয়াহ্‌দানী" (একত্রিত স্বরূপ)— যাহা আলমে আমর এবং আলমে খলকের সমষ্টি হইতে উদ্ভূত তাহারই সহিত এই ব্যবহার হইয়া থাকে। এস্থলেও যাবতীয় উপাদানের মধ্যে মৃত্তিকাই শীর্ষস্থানীয়। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, ইহার পর নিছক 'আদম' বা নাস্তি ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার অর্থ এই যে— বহির্জগত-স্থিত অজুদ বা অস্তিত্ব ও এল্‌মস্থিত 'অজুদ' অতিক্রম করার পর 'আদম' বা নাস্তি লাভ হয় ; যাহা অস্তিত্বের বিপরীত। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত এই অস্তিত্ব এবং নাস্তির বাহিরে। সেই মহান দরবারে যেরূপ 'নাস্তির' অবকাশ নাই, তদ্রূপ 'অস্তিত্বের'ও স্থান নাই। কেননা যে অস্তিত্বের বিপরীত নাস্তি আছে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার মহান দরবারের উপযোগী নহে। 'অজুদ' বা 'অস্তিত্ব' শব্দ তথায় ভাষার সংকীর্ণতা হেতু প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা সেই 'অজুদ' যাহার মোকাবিলা করার মত কোনও 'আদম' বা নাস্তি নাই। ইতিপূর্ব্বে এ ফকীর কতিপয় মকতুবে লিখিয়াছে যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার 'হকীকত' বা তত্ত্ব নিছক অস্তিত্ব" ইহা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়া হেতু তখন লিখা হইয়াছিল। এইরূপ তৌহিদে অজুদী বা একবাদের কোন কোন বিষয়ে এবং আরো অন্যান্য বিষয় লিখিয়াছি, তাহাও প্রকৃত ঘটনা অবগত না হওয়ার কারণে তখন ঐরূপ লিখিয়াছিলাম। যখন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে প্রকৃত বিষয়ের অবগতি প্রদান করিলেন, তখন প্রারম্ভে বা মধ্যাবস্থায় যাহা লিখিয়াছি ও বলিয়াছি— তাহা হইতে শরমেন্দা হইয়াছি ও অনুতাপ করিতেছি এবং এস্তেগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, "আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা পছন্দ করেন না, সে সকল বিষয় হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কামালাতে নবূয়তে ঊর্দ্ধারোহণ হইয়া থাকে এবং ইহার উন্নতির সময় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে লক্ষ্য থাকে। অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন যে, 'বেলায়েতে' আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং 'নবূয়তে' সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য থাকে, বেলায়েত— ঊর্দ্ধারোহণের দিকে এবং নবূয়ত— নিম্নে অবতরণের দিকে ; বস্তুত তাহা নহে। তাহারা উক্ত ধারণা হেতু নবূয়ত হইতে বেলায়েতকে উৎকৃষ্ট মনে করেন। অবশ্য বেলায়েত ও নবূয়তের প্রত্যেকটির মধ্যে আরোহণ-অবতরণ আছে, উভয়ের আরোহণ কালে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি লক্ষ্য হয় এবং অবতরণ কালে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে। ফলকথা— নবূয়তের অবতরণকালে পূর্ণরূপে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য হয়, কিন্তু বেলায়েতের অবতরণ কালে পূর্ণরূপে লক্ষ্য হয় না ; বরঞ্চ তাহার অন্তর্জগত যেন আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, বাহ্যতঃ খল্‌কুল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য হয় মাত্র। ইহার কারণ এই যে, বেলায়েত ধারী ব্যক্তি আরোহণের মাকামসমূহ পূর্ণ ও সমাপ্ত না করিয়াই অবতরণ করিয়াছে ; অতএব সর্ব্বদাই তাহার লক্ষ্য

উর্দ্ধদিকে আছে এবং ইহাই খল্‌কুল্লাহ্‌র প্রতি তাঁহার পূর্ণরূপে লক্ষ্য করার প্রতিবন্ধক। নবূয়তধারী ব্যক্তি ইহার বিপরীত, তিনি ঊর্দ্ধের মাকামসমূহ সমাপ্ত ও পূর্ণ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন ; অতএব তিনি পূর্ণরূপে মনোযোগের সহিত খল্‌কুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। বুঝিয়া লও ; নিশ্চয় এইরূপ পবিত্র ও উচ্চ মারেফত এবং এই প্রকারের অন্যান্য মারেফতের বিষয় অন্য কেহই আলোচনা করেন নাই।

জানা আবশ্যক যে, উর্দ্ধারোহণের মাকাম সমূহে 'মৃত্তিকা' যেরূপ সর্ব্বাধিক উর্দ্ধে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ অবতরণের স্তর সমূহে ঐ মৃত্তিকাই আবার সর্ব্ব নিম্নে অবতরণ করিয়া থাকে। নিম্নে অবতরণ করিবে না কেন, উহার স্বাভাবিক স্থান যে, সর্ব্ব নিম্নে। উহা সর্ব্বাধিক নিম্নে অবতরণ করে বলিয়া, মৃত্তিকা ধারী ব্যক্তির আহ্বান কার্য্য পূর্ণতর হয় এবং পূর্ণরূপে উপকার প্রদান করিতে পারে।

হে বৎস ! নক্‌শবন্দী তরীকার মধ্যে আলমে আমরস্থিত লতিফায়ে 'কল্‌ব' হইতে ছয়ের (আত্মীক ভ্রমণ) আরম্ভ হইয়া থাকে বলিয়া প্রথমেই আলমে আমরের বিষয় আলোচনা করা হইল। অন্যান্য মাশায়েখগণের তরীকা ইহার বিপরীত। তাঁহারা প্রথমে নফ্‌ছের পবিত্রতা ও 'কালাব' বা দেহের বিশুদ্ধি এবং পরিষ্কৃতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। তৎপর তাঁহারা আলমে আমরের প্রতি মনোযোগী হন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী তথায় উন্নতি করিয়া থাকেন। এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, অন্যান্য তরীকার শেষ, এই নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই তরীকা যাবতীয় তরীকা হইতে নিকটবর্ত্তী, যেহেতু এই তরীকায় আলমে আমরের ছয়েরের সঙ্গেই নফ্‌ছের পবিত্রতা ও 'কালাব' বা দেহের বিশুদ্ধি উত্তমরূপে হাছেল হইয়া থাকে এবং দূরত্ব কমিয়া যায়। সুতরাং এই তরীকার বোজর্গগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক আলমে খল্‌ক বা স্থূল জগতের ছয়েরকে অনর্থক ভাবিয়া থাকেন, বরং ক্ষতির কারণ এবং আল্লাহ্‌ পর্য্যন্ত পৌঁছার প্রতিবন্ধক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। কারণ, সাধকগণ যখন নফ্‌ছের পবিত্রতার পর কঠোর ব্রত পালন দ্বারা আলমে খল্‌ক বা স্থূল জগতের আকৃতিক ও বাহ্যিক প্রান্তর সমূহ অতিক্রম করতঃ আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতে ছয়ের আরম্ভ করে এবং কল্‌বের 'জজবা' (আকর্ষণ) ও রূহের লজ্জতে পতিত হয়, তখন অনেক সময় তাঁহারা উহাকেই যথেষ্ট মনে করে এবং উক্ত সূক্ষ্ম জগতের— 'লামাকানী' (স্থানশূন্য) হওয়া তাহাদের প্রাণ আকৃষ্ট করে ও উক্ত জগতের সহিত প্রকার বিহীনতার সংমিশ্রণ থাকা হেতু, উহা প্রকৃত প্রকারবিহীন বস্তু (আল্লাহ্‌) হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখে। হয়তো এইরূপ স্থানে অনেক সাধক বলিয়াছেন যে, "আমি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রূহ্‌কেই 'আল্লাহ্‌' বলিয়া উপাসনা করিয়াছি"। অন্য এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আরশের উপরের আবির্ভাব ও 'তন্‌জিহ্‌' বা পবিত্রতার প্রকাশ অতি গূঢ় রহস্যময় মারেফত। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, উক্ত আরশের উপরের 'তন্‌জিহ্‌' বা পবিত্রতাও সৃষ্ট জগতের অন্তর্ভুক্ত। উহা দৃশ্যতঃ 'তন্‌জীহ্‌' বা পবিত্রতা,

প্রকৃত পক্ষে 'তশ্‌বীহ্‌' বা অনুরূপ ও সৃষ্ট বস্তু। নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বোজর্গগণ ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, ইঁহারা প্রথমেই 'জজ্‌বা' বা আকর্ষণের মাকাম হইতে আরম্ভ করিয়া উহার লজ্জতে উন্নতি করিতে থাকেন। ইঁহাদের জন্য এই আকর্ষণ ও লজ্জত ঐরূপ— অন্যান্য তরীকার মধ্যে রেয়াজত বা কঠোর-ব্রত পালন যেরূপ। অতএব অন্য তরীকাপন্থী গণকে যে বস্তু আল্লাহ্‌-সম্মিলন হইতে বিরত রাখে, তাহা এই তরীকাপন্থী গণের জন্য সহায়তাকারী হইয়া থাকে। ইহারা আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের লামাকানী (স্থানশূন্য)-ভাবকে অবিকল মাকানী (স্থানসম্ভূত) ভাবিয়া প্রকৃত লামাকানীর (আল্লাহ্‌র) প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকেন এবং উক্ত জগতের প্রকার বিহীনতা ভাবকে অবিকল প্রকার সম্ভূত বস্তু জানিয়া প্রকৃত প্রকার বিহীন বস্তুর দিকে উন্নতি করিতে থাকেন। কাজেই ইহারা অন্যান্য তরীকা পন্থীগণের মত লম্ফ-ঝম্প ইত্যাদির প্রবঞ্চনায় পতিত হন না এবং এ পথের আখ্‌রোট, বেদানা পাইয়া শিশুদের মত প্রতারিত হন না। ইঁহারা ছূফীগণের বাতুল বাক্য কর্ত্তৃক অহঙ্কার করেন না ও শরীয়ত গর্হিত বাক্য ব্যবহার করিয়া গর্বিত হন না। আল্লাহ্‌তায়ালার জাতে আহাদিয়াতে-ছেরফ বা নিছক এক জাতের প্রতিই ইঁহাদের লক্ষ্য। ইঁহারা আলাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাত বা নাম-গুণাবলী হইতে শুধু তাঁহার পবিত্র জাতকেই কামনা করিয়া থাকেন।

জানা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বে যে 'উরুয' বা উন্নতির কথা বলা হইল, তাহা— মোহাম্মদীয়াল্‌ মাশ্‌রাব বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পান-ঘাটে পানকারী ব্যক্তি, যিনি পূর্ণ যোগ্যতাধারী, তাঁহার জন্যই বিশিষ্ট। এইরূপ ব্যক্তি আলমে আমরের মুক্তাতুল্য লতিফা পঞ্চকের পূর্ণ অংশধারী হয়। উহা আলমে ছগীর বা মানবদেহের লতিফা পঞ্চক হউক অথবা আলমে কবীর বা বৃহৎ জগতের লতিফা পঞ্চকই হউক না কেন ! পরন্তু তিনি ইহাদের আছল সমূহ যাহা দায়রায়ে জেলাল বা আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী এছ্‌ম সমূহের প্রতিবিম্বের দায়রা তাহারও পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং উক্ত জেলালের আছলের আছল— যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম ও ছেফাত সমূহের মাকাম, তাহারও পূর্ণ অংশ লাভ করেন। আমি— 'পূর্ণ যোগ্যতাধারী' এই হেতু বলিলাম যে, অনেক সময় অনেক ব্যক্তি বাহ্যতঃ মোহাম্মাদীয়াল্‌ মাশ্‌রাব অর্থাৎ লতিফায়ে আখ্‌ফার কামালাত যাহা আলমে আমরের শেষ মর্ত্তবা, তাহার অংশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহাকে সমাপ্ত করিতে ও উহার শেষ বিন্দুতে উপনীত হইতে পারে না ; প্রারম্ভে বা মধ্যস্থানে থাকিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি যখন লতিফায়ে আখ্‌ফার মধ্যে অসমাপ্ত, তখন উহার আছলের মধ্যেও ঐ পরিমাণে অসমাপ্ত হইয়া থাকে এবং কার্য্য সমাধান করিতে সক্ষম হয় না। অবশিষ্ট লতিফা চতুষ্টয়ের অবস্থাও এইরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক মর্‌তবার যোগ্যতা লাভ, তাহার শেষ বিন্দুতে উপনীত হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল। প্রারম্ভে ও মধ্যাবস্থায় অবস্থান, অপূর্ণতা জ্ঞাপক ; শেষ মর্‌তবা হইতে যদিও চুল পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, তবে সে ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্থ ও অপূর্ণ।

প্রিয়ার বিরহ নহে সামান্য কখন,
অতি সূক্ষ্ম বালুকণা সহেনা নয়ন।

সাধকের এই অসমাপ্তি উক্ত লতিফার আছল এবং আছলের আছলেও প্রবিষ্ট হইয়া— তাহাকে মতলবে বা উদ্দিষ্ট গন্তব্যে উপনীত হওয়া হইতে বিরত রাখে।

দ্বিতীয়তঃ আমি যাহা বলিয়াছি যে, ইহা মোহাম্মাদীয়াল্ মাশ্‌রাব বা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পানঘাটে-পানকারী ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট ; ইহার কারণ এই যে, মোহাম্মদীয়াল্ মাশ্‌রাব ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণের পূর্ণতা হয়তো কাহারো বেলায়েতের দরজা সমূহের প্রথম দরজা (ধাপ) পর্য্যন্তই। প্রথম দরজার অর্থ 'কল্‌বের' মর্ত্তবা (স্তর) এবং অন্য কাহারও পূর্ণতা দ্বিতীয় দরজা বা 'রূহ্' পর্য্যন্ত, আবার কাহারও উন্নতির শেষ— তৃতীয় দরজা বা 'ছের' পর্য্যন্ত, কাহারও বা 'খফী' পর্য্যন্ত। প্রথম দরজা (ধাপ) আল্লাহ্‌তায়ালার 'আফ্‌য়াল' (কার্য্যকলাপ) ছেফাতের তাজাল্লীর সহিত সম্বন্ধীত, দ্বিতীয় দরজা 'ছেফাতে ছুবুতিয়া' অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার স্থিতিশীল গুণাবলীর সহিত সম্পর্কিত, তৃতীয় দরজা 'শূয়ূন-এ'তেবারাতে জাতিয়ার' (যাহা ছেফাত সমূহের মূল, তাহার) সহিত ও চতুর্থ দরজা 'ছেফাতে ছল্‌বিয়া' বা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত হইতে যে সকল গুণকে বিদূরিত করিতে হয় এবং ইহাই পবিত্রতার মাকাম, তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে। ইহাদের প্রত্যেক দরজা কোন না কোন উলুল-আজম পয়গাম্বরের 'জেরে কদম' বা পদতলস্থিত ও আয়ত্তাধীন। যথা— প্রথম দরজা, হজরত 'আদম' (আঃ)-এর 'জেরে কদম' এবং তাঁহার 'রব' বা প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালার 'তকবীন' বা সৃজন গুণ ; যাহা যাবতীয় কার্য্যকলাপের উৎপত্তিস্থান। দ্বিতীয় দরজা, হজরত 'ইব্রাহীম' (আঃ)-এর জেরে কদম ; এবং হজরত নুহ (আঃ)ও এই মাকামে তাঁহার সহিত অংশ রাখেন ; ইহাদের 'রব'— 'ছেফাতুল এল্‌ম', যাহা যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে অধিক সমষ্টিভূত। তৃতীয় দরজা, হজরত মুছা (আঃ)-এর 'জেরে কদম' এবং তাঁহার 'রব' শূয়ূনাতের মাকাম সমূহ হইতে 'শানে কালাম'। চতুর্থ দরজা, হজরত 'ঈছা' (আঃ)-এর 'জেরে কদম' এবং ইহার 'রব' ছিফাতে ছল্‌বিয়া (দূরকৃত গুণাবলী বা পবিত্রতাগুণ) হইতে। 'ছুবুতিয়া' বা স্থিতিশীল গুণাবলী হইতে নহে। কেননা উক্ত 'ছেফাতে ছল্‌বিয়া'— পবিত্রতার স্থান, অধিকাংশ ফেরেশ্‌তা এই স্থানে হজরত ঈছা (আঃ)-এর সহিত শরীক আছেন ও ইহাতে তাঁহারা অনেক মহত্ব হাছেল করিয়া থাকেন। পঞ্চম দরজা, হজরত খাতেমুর রোছোল (ছঃ) এর 'জেরে কদম' এবং তাঁহার 'রব'— "রব্বোল আরবাব" অর্থাৎ যাবতীয় 'রব' সমূহের 'রব'— যাহা সমস্ত ছেফাত এবং শূয়ূনাত বা গুণাবলী ও তাহার আছল এবং পবিত্রতা ইত্যাদি গুণসমূহকে একত্রিতকারী ও এই পূর্ণতা সমূহের বৃত্তের কেন্দ্র। ছেফাত ও শূয়ূনাতের মর্ত্তবায়— উক্ত সমষ্টিভূত 'রব' বা পালনকর্ত্তাকে 'শানোল্ এল্‌ম' বলাই সঙ্গত ; যেহেতু এই মহান 'শান'— যাবতীয় পূর্ণতা একত্রিত করিতে সক্ষম ; এই সমষ্টি হেতু হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দীন বা ধর্ম্ম হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দীন বা ধর্ম্ম এবং ইহার কেব্‌লা হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেব্‌লা এক হইয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েত বা নৈকট্যপদের তারতম্য, পূর্ব্ব বর্ণিত দরজা সমূহের পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী হওয়ার কারনে নহে, যাহাতে আখ্‌ফা লতিফার দরজাধারী ব্যক্তি অন্য সকল হইতে উৎকৃষ্ট হইবে ; এইরূপ অন্যান্য লতিফা গুলিকেও জানিবে ; বরঞ্চ ইহাদের তারতম্য আছল বা মূল বস্তু হইতে দূরত্ব ও নৈকট্য এবং জেলাল বা প্রতিবিম্বের দরজাসমূহ অতিক্রমের ন্যূনাধিক্য অনুযায়ী হইয়া থাকে। অতএব এমনও হইতে পারে যে, কল্‌ব লতিফার দরজাধারী ব্যক্তি আছল বা মূল বস্তুর অধিক নৈকট্য লাভ হেতু 'আখ্‌ফা'র দরজাধারী ব্যক্তি যিনি ঐরূপ নৈকট্য হাছেল করেন নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। হইবে না কেন, যে-নবী (ছঃ) বেলায়েতের প্রথম দরজা অর্থাৎ কল্‌বধারী, তিনি শেষ দরজা অর্থাৎ আখ্‌ফাধারী 'অলী' হইতে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ।

প্রকাশ থাকে যে— উক্ত লতিফা সমূহে ধারাবাহিক ভাবে ছয়ের করা, অর্থাৎ কল্‌ব হইতে রূহে, রূহ্ হইতে ছেরে, ছের হইতে খফিতে, খফি হইতে আখ্‌ফায় ছয়ের করা 'মোহাম্মদীয়াল্ মাশ্‌রাবধারী' ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট। তিনি ধারাবাহিক ভাবে এই আলমে আমরের লতিফা পঞ্চক সমাপ্ত করিয়া— নিয়মিতভাবে ইহার মূলসমূহে ছয়ের করিয়া থাকেন। তৎপর ইহার মূলের মূলেও এই নিয়ম রক্ষা করিয়া কার্য্য সামাধা করিয়া থাকেন। এই তরতীব বা ধারা ঠিক রাখিতে পারিলে ইহা— 'আল্লাহ্‌তায়ালা' পর্য্যন্ত উপনীত হওয়ার জন্য রাজপথ তুল্য এবং আল্লাহ্‌তায়ালার একক জাতের প্রতি মনোযোগী ব্যক্তিগণের নিমিত্তে 'ছেরাতে মোস্তাকীম' বা সরল-সুদৃঢ় পথ। অন্য বেলায়েত সমূহ ইহার বিপরীত, তথায় যেন প্রত্যেক দরজা হইতে মত্‌লুব বা উদ্দিষ্ট বস্তু পর্য্যন্ত এক একটি সুড়ঙ্গ খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা— কল্‌বের মাকাম, হইতে ছেফাতে আফ্‌য়াল বা 'কার্য্যকলাপ' গুণসমূহ, যাহা উহার আছলের আছল, সে পর্য্যন্ত যেন একটি সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে। এইরূপ রূহের মাকাম হইতে ছেফাতে জাতীয়া পর্য্যন্ত। অবশিষ্ট লতিফা সমূহকেও এইরূপ জানিবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যকলাপ ও গুণাবলী তাঁহার পবিত্র জাত হইতে বিভিন্ন নহে। যদি কখনও বিভিন্ন হয়, তবে তাহা জেলাল বা প্রতিবিম্বের বৃত্তে হইয়া থাকে ; অতএব তথায় (অর্থাৎ আছলের আছলে) কার্য্যকলাপ ও গুণাবলীতে উপনীত ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকার বিহীন জাতেরও তাজাল্লী লাভ করিতে পারে— যেরূপ 'আখ্‌ফা' ধারী ব্যক্তি,— উহার কার্য্য সমাপ্ত করার পর এই দৌলৎ ও সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। অবশ্য উচ্চতা ও নীচতা হিসাবে তারতম্য থাকিয়া যায় এবং কল্‌বধারী ব্যক্তি আখ্‌ফাধারীর সমকক্ষ হইতে পারে না। এস্থলে তুমি যেন কখনও ভুল না কর, কারণ— এই তারতম্য অলী-আল্লাহ্‌গণের পরস্পরের মধ্যে হইয়া থাকে, অর্থাৎ কল্‌বের বেলায়েতধারী অলী 'আখ্‌ফাধারী অলী হইতে নিম্নতর ; অবশ্য উভয়ে যখন উক্ত মর্ত্তবাসমূহের পূর্ণতায় উপনীত হয়। কিন্তু পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সহিত অলী-আল্লাহ্ গণের এইরূপ তুলনা হইতে পারে না, যেহেতু কল্‌বের বেলায়েতধারী 'নবী', আখ্‌ফার বেলায়েতধারী 'অলী' হইতে শ্রেষ্ঠ ; যদিও উক্ত অলী আখ্‌ফার যাবতীয়

ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা, ইহাতে ছুলুক-তছ্‌লিক বা স্বয়ং চলা ও অন্যকে পরিচালিত করার জন্য এল্‌মের (অবগতির) কোনই প্রয়োজন হয় না। অবশ্য যিনি সকলের শীর্ষস্থানীয় পীর এবং যিনি তরীকার সম্পাদক— তিনি পূর্ণ জ্ঞানী ও প্রচুর মারেফতধারী হইয়া থাকেন। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য **এই উচ্চ** তরীকার মধ্যে **জীবিত** ও **মৃত** ব্যক্তি— **শিশু, বৃদ্ধ, যুবক** ও **প্রৌঢ়** সকলেই সমতুল্য। উহারা মহব্বতের বন্ধন, অথবা এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত পীরের শুভদৃষ্টি দ্বারা স্বীয় মকছুদের অন্তঃস্থলে উপনীত হন। "ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা ; যাহাকে ইচ্ছা করেন তিনি ইহা প্রদান করেন, তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)। কিন্তু জানিও যে, মোন্তাহী বা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তি যদিও এল্‌মধারী না হন— তথাপি অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহা হইতে প্রকাশ না পাইয়া উপায় নাই। অবশ্য কখনো উক্ত ঘটনাসমূহ প্রকাশের মধ্যে হয়তো তাঁহার এখতিয়ারই থাকে না, বরঞ্চ এমনও হইতে পারে যে— উহা তিনি অবগতও নহেন, সর্ব্বসাধারণ তাঁহা হইতে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী দেখিতেছে, কিন্তু উহা তিনি মোটেই অবগত নহেন। "মোন্তাহী— এল্‌মধারী নহেন", যাহা বলা হইল, তাহার অর্থ আত্মীক অবস্থাবলীর বিস্তৃত এল্‌ম বা অবগতি, ইহা নহে যে— তিনি মোটেই এল্‌ম রাখেন না ; এমন কি যেন, স্বীয় অবস্থাও অবগত নহেন। ইতিপূর্ব্বেও ইহার প্রতি আমি ইঙ্গিত করিয়াছি।

পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকারের যিনি— **'এমাম'**, তাঁহার হেদায়েতের নূর তাঁহার মুরীদগণের মধ্যে বিনা মাধ্যমে হউক বা এক-মধ্যস্থতায়, কিম্বা বহু মধ্যস্থতায় হউক, ঐ পর্য্যন্ত পরিচালিত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত **তাঁহার বিশিষ্ট তরীকা বিকৃতি ও পরিবর্ত্তনের কালিমা দ্বারা কলুষিত না হয়** এবং বেদ্‌আত বা নূতন কার্য্যাদি সংযোগ করতঃ উহাকে বিনষ্ট করা না যায়। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যাহা (নেয়্‌মত) দান করিয়াছেন তাহা পরিবর্ত্তন করেন না, যে— পর্য্যন্ত তাহারা স্বীয় ব্যবহার পরিবর্ত্তন না করে।"

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাদের একদল এই পরিবর্ত্তনকে তরীকার পূর্ণতা ভাবিয়া থাকে এবং উক্তরূপ সংযোগ উক্ত 'নেছ্‌বতের' সমাপ্তি ধারণা করে। তাঁহারা ইহা অবগত নহে যে— সমাপ্তি ও পূর্ণ করণ, প্রত্যেক মাথা-মুণ্ডরহিত ব্যক্তির কার্য্য নহে এবং নূতন বিষয়ের সংযোজন যে— সে ব্যক্তির ক্ষমতাধীন নহে।

সূক্ষ্মতম শত বিন্দু আছে যে— হেথায়,
লোমাগ্র হতেও সূক্ষ্ম জানিবে তাহায়।
মুণ্ডন করিলে না-কি, নিজেদের শির ;
বিনা ক্লেশে হবে তারা— কলন্দরী পীর।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উজ্জ্বল ছুন্নতের নূরকে বেদ্‌আতের তমোরাশি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং নূতনত্বের কালিমাপুঞ্জ তাঁহার 'মিল্লাৎ' বা ধর্ম্মের

চাকচিক্য বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি— উহাকে সুন্দর কার্য্য বলিয়া অনুমান করে এবং উক্ত 'বেদ্‌আত্‌' সমূহকে 'নেকী' বা পূর্ণ বলিয়া গণ্য করে, ও উহার দ্বারা দীনের পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করে। পরন্তু তাহারা উক্ত 'বেদ্‌আত্‌'-সমূহ প্রতিপালনের প্রতি সর্ব্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন ! তাহারা কি ইহা অবগত নহে যে, এই নূতনত্বের পূর্ব্বেই দীন-ইছ্‌লাম পূর্ণ হইয়াছে ও আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়্‌মত পূর্ণরূপে বর্ষিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি হাছিল হইয়াছে। যথা— আল্লাহ্‌পাকের ফরমান— "অদ্য আমি তোমাদের জন্য— তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়্‌মতকে পূর্ণ করিলাম ; ও ইছলাম যে তোমাদের ধর্ম্ম, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম"। অতএব নূতন কার্য্যসমূহ দ্বারা দীনের পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করার অর্থ এই আয়াত শরীফের মর্ম্ম অস্বীকার কারা মাত্র।

সামান্য কহিনু, পাছে পাও মনোব্যথা।
নতুবা অনেক ছিল কহিবার কথা।

মোজ্‌তাহেদ্‌ আলেমগণ 'দীনের' হুকুম বা নিয়ম-কানুন সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু যাহা দীনের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা নূতন ভাবে সংযোগ করেন নাই। সুতরাং এজ্‌তেহাদ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হুকুমসমূহ— নূতনত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং দীনের আছল বা মূল হইতেই সংগৃহীত ; কেননা দীনের চতুর্থ আছল (মূল সূত্র)— কেয়াছ (হেতুবাদ)।

হে বৎস, মাব্‌দা ওয়া মায়াদ রেছালার মধ্যে "ফায়দা— আদান-প্রদান" অধ্যায়ে— **'কোত্‌বে এরশাদ'** সম্বন্ধে যে মারেফত লেখা হইয়াছে— উহা এই স্থানের উপযোগী ও উপকারী বলিয়া এই মকতুবেও উহা লিখিতেছি ; ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

'কোত্‌বে এরশাদ'— যিনি 'ফরদিয়াত্‌' বা অসাধারণত্বের যাবতীয় গুণ সম্পন্ন, এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। দীর্ঘদিন পর পর এরূপ রত্নতুল্য ব্যক্তির আবির্ভাব হয় এবং তমসাচ্ছন্ন জগত তাঁহার নূরে— আলোকিত হয়। তাঁহার হেদায়েতের নূরে— 'আরশ' হইতে 'ফরশ' (ভূ-কেন্দ্র) পর্য্যন্ত সকলেই শামিল হইয়া থাকে। যে কেহ হেদায়েত ও ঈমান লাভ করুক না কেন, **তাহা— তাঁহা হইতেই প্রাপ্ত হয় ;** তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত কেহই উক্ত দৌলত লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহার নূরের উদাহরণ, যথা— প্রশান্ত মহাসাগর—জগৎ বেষ্টন করিয়া আছে। কিন্তু উহা যেন স্থির ; উহাতে কিছুমাত্র স্পন্দন নাই। যে কোন ব্যক্তি উক্ত বোজর্গের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্‌ বা মনোযোগী হয় ও তাঁহার সহিত বিশিষ্ট ভালবাসা রাখে, কিম্বা উক্ত বোজর্গ কোন তালেবের প্রতি মনোযোগী হন ; তখন উক্ত তাওয়াজ্জোহের সময় তালেবের (সাধকের) অন্তরের বাতায়ন খুলিয়া যায় এবং তাওয়াজ্জোহ্‌ ও এখ্‌লাছ অনুযায়ী উক্ত পথে উক্ত মহাসাগর হইতে সে— পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার জেকেরে মশ্‌গুল বা লিপ্ত থাকে, কিন্তু উক্ত বোজর্গের প্রতি মোটেই লক্ষ্য না করে, তাহা এন্‌কার বশতঃ নহে ; বরং সে তাঁহার পরিচয়েই জানে না, তথায়ও উক্তরূপ ফায়দা প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য প্রথম ব্যক্তিগণ— দ্বিতীয়

ব্যক্তিগণ হইতে অধিক 'ফায়দা' লাভ করিবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উক্ত বোজর্গকে এন্‌কার করিবে, কিংবা উক্ত বোজর্গ যদি কাহারও প্রতি মনঃকষ্ট রাখেন, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জেকেরে যতই মশ্‌গুল থাকুক না কেন ; প্রকৃত হেদায়েত ও সরল পথ প্রাপ্তি হইতে মহরূম বা বঞ্চিত থাকিবে। তাহাদের এন্‌কার ও মনঃকষ্ট প্রদানই 'ফয়েজ' প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র। ইহা নহে যে, উক্ত বোজর্গ, তাহাদের ফায়দা না পাইবার বা অনিষ্টের চেষ্টা করেন। এরূপ ব্যক্তিগণ প্রকৃত হেদায়েত হইতে বঞ্চিত ; তাহাদের হেদায়েত বাহ্যিক হেদায়েত মাত্র ; আভ্যন্তরীণ হেদায়েত ব্যতীত বাহ্যিক হেদায়েতের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু যে দল, উক্ত বোজর্গের সহিত খাঁটি মহব্বত রাখেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জেকের হইতে গাফেল থাকিলেও, কেবল মাত্র মহব্বতের মাধ্যমে হেদায়েতের নূর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই এই মকতুবের শেষ মারেফত।

সমাপ্ত করিনু এবে, জ্ঞানীদের তরে—
ইহাই যথেষ্ট। যদি তারা পথ ধরে।
দু-এক চিৎকার দিয়ে করি অনুমান,
গাঁয়ে কেহ আছে কি-না ? হইবে প্রমাণ।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক, তিনি অতি দয়াবান, অত্যন্ত দয়ালু। প্রারম্ভে ও পরিশেষে দরূদ ও ছালাম তাঁহার রছুল মোহাম্মদ (ছঃ) এর ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনবরত, ও চিরতরে বর্ষিত হউক।

২৬১ মকতুব

ছাইয়েদ মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট— নামাজের ফজিলত এবং উহার বিশিষ্ট কামালাত সমূহ— ইত্যাদির বিষয়ে লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত ও দোওয়ার পর— স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ , আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, নামাজ এছলামের 'রোকন'— স্তম্ভ পঞ্চকের মধ্য হইতে দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং ইহা যাবতীয় এবাদতের সমষ্টি স্বরূপ। ইহা যদিও অংশ, তথাপি সমষ্টিভূতি হেতু— সমগ্রের তুল্য এবং যাবতীয় নৈকট্য প্রদানকারী আমলের শীর্ষস্থানীয়। ছরওয়ারে আলম (ছঃ) মে'রাজের রাত্রে বেহেশ্‌তের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন সৌভাগ্য— যাহা লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে অবতরণের পর ইহজগতের অনুকূল— উক্ত দৌলত তিনি নামাজের মধ্যে লাভ করিতেন। এইহেতু তিনি বলিয়াছেন, "নামাজ মো'মেনগণের মে'রাজ"। আরও তিনি ফরমাইয়াছে, "নামাজের মধ্যেই বান্দা— স্বীয় প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্ত্তী হয়।" হজরত (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসারীগণ ইহ-জগতে নামাজের মধ্যেই উক্ত দৌলতের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অবশ্য উহা 'দর্শন' নহে ; যেহেতু ইহ-জগত তাহা সহ্য করিতে অক্ষম। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি নামাজ পাঠের আদেশ না করিতেন, তাহা হইলে উদ্দিষ্ট বস্তুর বদন হইতে কে পর্দ্দা অপসারিত করিয়া দিত ! এবং তালেব (প্রত্যাশী)-কে মতলুবের (উদ্দিষ্ট বস্তুর) প্রতি কে পথ প্রদর্শন করিত ! নামাজই ব্যথিত ব্যক্তিগণের লজ্জত প্রদানকারী, নামাজই পীড়িত ব্যক্তিগণের শান্তি প্রদানকারী। "শান্তি প্রদান কর হে— বেলাল" (হাদীছ) ইহারই প্রতি ইঙ্গিত। "আমার নয়নের তৃপ্তি, নামাজের মধ্যেই"। এই বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি ইশারা। যে সকল অনুভূতি, লম্ফ-ঝম্প ও এল্‌ম-মারেফত, হালত, মাকাম, নূর, রং, অস্থিরতা, পরিবর্ত্তনশীলতা, প্রকার সম্ভূত বা প্রকার বিহীন তাজাল্লী এবং বিবিধ প্রকার বা প্রকারের আবির্ভাব, যাহা কিছু নামাজের বাহিরে সংঘটিত হয় ; ও যাহা নামাজের হকীকত বা তত্ত্ব— অবগত না হওয়া হেতু লাভ হয়, সে সমুদয়ই প্রতিবিম্ব ও অনুরূপ বস্তু হইতে উদ্ভূত ; বরং "অহম ও খেয়াল" বা চিন্তা ও ধারণা জাত। যে 'মুছল্লী' বা নামাজ পাঠকারী, নামাজের হকীকত অবগত ; সে নামাজ পাঠকালে যেন ইহজগত হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া পরজগতে প্রবিষ্ট হয় ; অতএব সে— তখন আখেরাতের জন্য যে সকল দৌলত-সম্পদ বিশিষ্ট তাহা লাভ করিয়া থাকে, এবং মূলবস্তুর প্রতিবিম্ব-রহিত অংশ প্রাপ্ত হয়। কেননা ইহ জগত প্রতিবিম্বজাত কামালাতসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, প্রতিবিম্বের বাহিরের যে কার্য্যকলাপ তাহা আখেরাতের জন্যই বিশিষ্ট। অতএব উহা লাভ করিতে হইলে মে'রাজ বা সোপান ও আরোহণী ব্যতীত উপায় নাই এবং মো'মেনগণের জন্য উহাই নামাজ। এই দৌলত, এই উম্মতের জন্যই খাছ বা বিশিষ্ট। পয়গাম্বর (ছঃ) মে'রাজের রাত্রে ইহজগত হইতে প্রস্থান করিয়া আখেরাতে গমন পূর্ব্বক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার 'দর্শন' সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই উম্মতগণও তাঁহার অনুসরণ দ্বারা উক্ত পূর্ণতা ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। "হে আল্লাহ্, আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)কে তাঁহার উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান কর ! এবং প্রত্যেক নবী (আঃ) কে তাঁহাদের উম্মতের পক্ষ হইতে যেরূপ প্রতিদান দিয়াছিলে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান তাঁহাকে [আমাদের পয়গাম্বর (দঃ)কে] দাও ও যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণকেও উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান কর। যেহেতু ইঁহারা খল্‌কুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষাৎকারের প্রতি পথ প্রদর্শক।"

ইঁহাদের মধ্য হইতে যে সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌তায়ালা নামাজের হকীকতের প্রতি 'অবগতি' এবং উহার বিশিষ্ট কামালাতসমূহের 'জ্ঞান' প্রদান করেন নাই, তাহারাই স্বীয় ব্যাধির চিকিৎসা ও কামনা পূর্ণ হওয়া অন্য বস্তুর প্রতি নির্ভর করিয়াছে। তাঁহাদের এক দল নামাজকে কার্য্যসিদ্ধি হইতে দূরবর্ত্তী ধারণা করিয়া অপর অপরত্বের উপর উহার ভিত্তি বলিয়া জানিয়াছে, এবং 'রোজা'কে নামাজ হইতে শ্রেষ্ঠ ধারণা করিয়াছে ; ফুতুহাতে মক্কিয়ার লেখক বলিয়াছেন যে, "রোজার মধ্যে পানাহার পরিত্যাগ করা যায় বলিয়া— 'ছমাদিয়াৎ' (কাহারও প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া) গুণের সহিত গুণান্বিত হওয়া— হয় এবং নামাজের মধ্যে অপর ও অপরত্বে অবতরণ করা হয় ও আবেদ-মাবুদ জানা হয়।" তাঁহার এই বাক্য আপনি নিজেই দেখিতেছেন যে, তৌহীদ বা একবাদ সম্ভূত, যাহা মত্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা। নামাজের হকীকত অবগত না হওয়ার কারণেই ইহাদের এক বৃহৎ

সম্প্রদায় স্বীয় অন্তরের অস্থিরতা, গান বাদ্যাদি, লম্ফ-ঝম্প ইত্যাদি দ্বারা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বীয় মতলুব বা উদ্দিষ্টজনকে সঙ্গীতের পর্দার আড়াল হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; অতএব তাহারা নৃত্য ও বাদ্যের অভ্যাস করিয়া লইয়াছেন। অথচ তাহারা ইহাও শুনিয়াছেন যে, "আল্লাহ্পাক হারাম বস্তুর মধ্যে 'শেফা' বা মুক্তি প্রদান করেন নাই" (হাদীছ)। হাঁ, ডুবন্ত ব্যক্তি তৃণাদি যাহাই পায়— তাহাই ধরিতে চেষ্টা করে এবং কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইলে মানব অন্ধ ও বধির হইয়া থাকে। নামাজের কামালাত সমূহের তথ্য যদি তাহাদের প্রতি যৎকিঞ্চিত ব্যক্ত হইত তাহা হইলে বাদ্য, সঙ্গীত ইত্যাদির আলোচনা তাহারা কখনই মুখে আনিত না এবং নর্ত্তন, কুর্দ্দনের বিষয় স্মরণই করিত না। প্রকৃত তথ্য না দেখিয়া তাহারা কাহিনী আরম্ভ করিল। হে ভ্রাতঃ— **নামাজ এবং গান-বাদ্যের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, তদ্রূপ নামাজ হইতে যে কামালাত বা পূর্ণতাসমূহ উৎপত্তি হয় এবং গান-বাদ্য হইতে যে কামালাত সৃষ্টি হয়, উভয়ের পার্থক্যও তদ্রূপ জানিবেন**। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ইশারাই যথেষ্ট। ইহা এক পূর্ণতা, যাহা সহস্র বৎসর পর প্রকাশ পাইয়াছে এবং এমন পরিশিষ্ট যাহা প্রারম্ভের অনুরূপ। বোধ হয় এই কারণেই হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "তাহাদের পূর্ব্ববর্তীগণ শ্রেষ্ঠ কিংবা পরবর্ত্তীগণ (তাহা অনুমান করা যায় না)" ; তিনি ইহা বলেন নাই যে, "পূর্ব্ববর্ত্তীগণ শ্রেষ্ঠ কিংবা মধ্যবর্ত্তীগণ"। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সহিত পরবর্ত্তীগণের অধিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছেন। অন্যত্র তিনি ফরমাইয়াছেন, "এই উম্মতের মধ্যে 'পূর্ব্ববর্ত্তীগণ শ্রেষ্ঠ অথবা পরবর্ত্তীগণ এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে মলিনতা আছে।" হাঁ, এই উম্মতের পরবর্ত্তীগণের মধ্যে যদিও নেছবৎ বা আত্মীক সম্বন্ধের উচ্চতা আছে, কিন্তু উহা অতি অল্পসংখ্যক এবং মধ্যবর্ত্তীগণের মধ্যে যদিও নেছবতের উচ্চতা নাই, কিন্তু তাহারা অধিক সংখ্যক, বরঞ্চ অত্যধিক। ইহাদের প্রত্যেক দলের পরিমাণ ও প্রকার অনুযায়ী এক একটি পক্ষ আছে। সুতরাং পরবর্ত্তীগণ অতি অল্পসংখ্যক নেছবতধারী হওয়ার কারণে সংখ্যালঘিষ্টতাই উহাদিগকে উচ্চ দরজায় উপনীত করিয়াছে এবং 'ছাবেকীন' বা পুরোগামীগণের সহিত সম্পর্ক দিয়াছে ও সুসংবাদ প্রাপ্ত করিয়াছে। হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "এছলাম— পথিক মুছাফিরের ন্যায় আরম্ভ হইয়াছে, অবশেষে আবার তদ্রূপ হইবে। অতএব মোছাফিরগণের সুসংবাদ"।

হিজরীর দ্বিতীয় সহস্রের প্রারম্ভ হইতে পরবর্ত্তী যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কেননা সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে কার্য্যের পরিবর্ত্তনের অতি বৃহৎ বিশেষত্ব আছে এবং বস্তুসমূহের অবস্থানান্তরের বিষয়ে কঠিন 'তাছীর' বা শক্তি আছে। এই উম্মতের মধ্যে যখন 'মন্ছুখ' বা আত্মীক সম্বন্ধ তাঁহাদেরই ঐ শ্যামলতা ও চাকচিক্য সহ পরবর্ত্তীগণের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে ও দ্বিতীয় সহস্রের মধ্যে শরীয়ত ও ধর্ম্মের সহায়তা ও সংস্কার করিয়াছে। হজরত ঈছা (আঃ) ও মেহদী আলায়হে-রেজওয়ানই ইহার বিশ্বস্ত প্রমাণ।

পুত-আত্মা— জিব্রাইল হইলে সহায়,
সকলি করিবে, যাহা করিছে ঈছায় (আঃ)।

হে ভ্রাতঃ আমার একথা ইদানীং অনেকের প্রতি কঠিন বলিয়া ধারণা হইবে ও ইহা তাহাদের বোধগম্য হইতে দুরবর্ত্তী, কিন্তু যদি এন্‌ছাফ ও সুবিচার করা যায় এবং উহাদের পরস্পরের এল্‌ম-মারেফত সমূহ পরিমাপ ও তুলনা করিয়া দেখা যায় ও শরীয়তের অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতার সহিত ইহাঁর সত্যাসত্যের তুলনা করিয়া দেখা যায় ও শরীয়ত এবং নবূয়তের সম্মানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, যে— ইহাদের কোনটির মধ্যে উহা অধিকভাবে বর্ত্তমান আছে— তখন হয়তো তাহাদের জ্ঞান হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইবে না। আপনি এ ফকীরের পুস্তক, রেছালাদিতে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে— লিখা হইয়াছে— "তরীকত এবং হকীকত শরীয়তের খাদেম বা ভৃত্য স্বরূপ ও নবূয়ত বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ ; যদিও উহা উক্ত নবীরই বেলায়েত হউক না কেন।" আরও লিখা হইয়াছে—"কামালাতে নবূয়তের তুলনায়— কামালাতে বেলায়েতের কোনই মূল্য নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত একবিন্দু পানির যেরূপ তুলনা ; তথায় তাহাও অন্তর্হিত।" এরূপ আরও অনেক কিছু লিখা হইয়াছে, বিশেষতঃ যে মকতুব ইতিপূর্ব্বে প্রিয় বৎসের নিকট তরীকার বর্ণনায় লিখিয়াছি, তথায় দেখিয়া লইবেন। আমার এই সমস্ত আলোচনার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়মত প্রকাশ করা এবং এই তরীকার তালেবদিগকে উৎসাহ প্রদান করা। অন্য সকল হইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নহে। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফত বা পরিচয় ঐ ব্যক্তির প্রতি হারাম, যে নিজেকে ফিরিঙ্গী কাফের হইতেও শ্রেষ্ঠ জানে, অতএব বোজর্গগণ হইতে শ্রেষ্ঠ জানা কিরূপে সম্ভব।

ধুলি হ'তে প্রভু যবে— তুলিল আমায়,
আকাশে তুলিলে শির, তাও শোভা পায়।
নগণ্য মৃত্তিকা— আমি, বর্ষা-জলধরে—
কতিপয় বারি বিন্দু দিল মম শিরে।
ছুছুনের মত হ'লে মম— শতানন,
কৃতজ্ঞতা তাঁর কভু— হবে না পালন।

এই মকতুব পঠনের পর যদি আপনার মধ্যে নামাজ শিক্ষার এবং উহার কতিপয় বিশিষ্ট পূর্ণতা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় ও এ-বিষয়ে আপনার মন অস্থির হয়, তাহা হইলে এস্তেখারা করার পর আপনি এ দিকে পদার্পণের চেষ্টা করিবেন এবং নামাজ শিক্ষার জন্য স্বীয় জীবনের কিয়দংশ ব্যয় করিবেন। আল্লাহ্পাক সরল-পথ প্রদর্শনকারী।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৬২ মকতুব

মওলানা মোহেব্‌ আলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আমাদের তরীকার বন্ধন মহব্বতের বা প্রেমের বন্ধন ; আমাদের আকর্ষণ প্রতিবিম্বিত আকর্ষণ।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক যে পবিত্র লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। উহাতে অতিরিক্ত মহব্বত ও পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত ছিল বলিয়া আরও অধিক আনন্দ প্রদান করিল। আপনি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞা পালনের বিষয় লিখিয়াছেন। হে মান্যবর ! শরীয়তের আচার ব্যবহার অনুযায়ী যে ভাবেই থাকুন না কেন, তাহাতে কোনই বাধা-বিঘ্ন নাই ; কিন্তু এই শর্ত্তে যে, এই মহব্বতের সূত্র যেন বিচ্ছিন্ন না হয় ; বরং দৈনন্দিন যেন প্রবল হইতে থাকে, এবং আকাঙ্ক্ষার অগ্নিশিখা যেন শিথিল হইয়া না যায় ; বরং মুহুর্মুহুঃ যেন উষ্ণতর হইতে থাকে। কেননা— আমাদের বন্ধন— মহব্বতের বন্ধন এবং আমাদের সম্বন্ধ— প্রতিবিম্ব প্রদান ও রঞ্জিত হওন সম্বন্ধ। ইহার দূরত্বে ও নৈকট্যে পার্থক্য নাই। অবশ্য দ্রুতি ও বিলম্বন এবং কতিপয় বিশেষত্বের অবগতি ও অনবগতির বিষয় পার্থক্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ের তাহ্‌কীক (তত্ত্বান্বেষণ), যে মকতুব স্নেহাস্পদ সরলচিত্ত বৎসের নিকট লিখিয়াছি তাহার পরিশিষ্ট হইতে দেখিয়া লইবেন। উক্ত মকতুবের প্রতিলিপি ভ্রাত ছৈয়দ মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের বন্ধুগণ আনিয়াছেন ; তথা হইতে চাহিয়া লইবেন। অধিক আর কি লিখিব ; ওয়াচ্ছালাম।

২৬৩ মকতুব

মায়ারেফ আগাহ্‌— মিঞা শায়েখ তাজুদ্দীনের নিকট লিখিতেছেন। 'কা'বা' শরীফের মারেফত বা গূঢ় তত্ত্ব ও নামাজের ফজিলতের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার শুভাগমন সংবাদ— প্রেমিক ও বন্ধুগণকে অত্যন্ত আনন্দিত করিল ; এইহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী ও কৃতজ্ঞতা করিতেছে।

'মিনা'কৃত, হে আকাশ, তব ছায়া তলে,
সত্য বল ! এ দুটির কে সুন্দর চলে—
পূর্ব্ব হ'তে— সমাগত ত্বদীয় ভাস্কর,
অথবা 'শামের' পথে মম-হিমাকর।

অনুগ্রহপূর্ব্বক যখন আসিয়াছেন, তখন যত শীঘ্র হয়— সাক্ষাৎ করিবেন। কেননা আকাঙ্ক্ষীগণ আপনার অপেক্ষায় ক্লিষ্ট আছেন এবং বায়তুল্লাহর (কা'বা গৃহের) সংবাদ শ্রবণের আশা করিতেছেন। এ ফকীরের নিকট 'কা'বা' গৃহের বাহ্যিক আকৃতি—

যেরূপ মানব জাতি, ফেরেশ্‌তা বৃন্দ ইত্যাদি যাবতীয় মখ্‌লুকাতের বাহ্যিক আকৃতির 'মসজুদ' বা ছেজ্‌দার লক্ষ্যস্থল, তদ্রূপ উহার 'হকীকত' বা তত্ত্ব উক্ত মখ্‌লুকাত বা সৃষ্ট পদার্থসমূহের হকীকতের সেজ্‌দার লক্ষ্যস্থল। অতএব উক্ত কা'বার হকীকত— যাবতীয় হকীকতের উর্দ্ধে, এবং উহার আনুষঙ্গিক কামালাত বা পূর্ণতাসমূহ যাবতীয় হকীকতের আনুষঙ্গিক কামালাত বা পূর্ণতাসমূহের উর্দ্ধে। হকীকতে 'কা'বা'— "হাকায়েকে এলাহী" (আল্লাহ্‌তায়ালার স্বয়ং জাতের হকীকত) ও "হাকায়েকে কওনী" (সৃষ্ট পদার্থসমূহের হকীকত বা তত্ত্ব)-এর মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ। "হাকায়েকে এলাহীর" অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার আজমত কিব্‌রিইয়ায়ী বা উচ্চতা ও মহত্বের শিবির, যাহা যাবতীয় রং ও রকম প্রকার হইতে পবিত্র এবং যথায় প্রতিবিম্বের কোনও অবকাশ নাই। পার্থিব উন্নতির চরম ও আবির্ভাব সমূহের শেষ— "হাকায়েকে কওনী" বা সৃষ্ট পদার্থের তত্ত্ব সমূহের শেষ বিন্দু পর্য্যন্তই হইয়া থাকে। 'নামাজ' যাহা মো'মেনগণের জন্য মে'রাজ তুল্য, তাহা ব্যতীত "হাকায়েকে এলাহী" বা আল্লাহ্‌তায়ালার তত্ত্বসমূহের অংশ প্রাপ্তি, পরকালের জন্যই বিশিষ্ট। এই মে'রাজ বা নামাজের মধ্যে যেন, ইহজগত হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া পরজগতে গমন করতঃ পরকালে প্রাপ্ত বস্তুর অংশ লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ধারণা করি যে— মুছল্লীর (নামাজ পাঠকের) নামাজকালে 'কা'বার' দিকে লক্ষ্য করাই তাহার এই দৌলত বা সম্পদ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা উহা হাকায়েকে এলাহীর আবির্ভাব স্থল। সুতরাং পৃথিবীর বুকে 'কা'বা' একটি বিস্ময়জনক ও অত্যাশ্চর্য্য বস্তু ; দৃশ্যতঃ উহা ইহজগতের বস্তু, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরজগতের বস্তু এবং উহার মাধ্যমে নামাজও এই সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া থাকে ; নামাজ স্বীয় আকৃতি ও তত্ত্ব দ্বারা— দুন্‌ইয়া ও আখেরাতকে একত্রিত করিয়াছে। ইহা আমার নিকট সঠিক ভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, নামাজ পাঠকালে—নামাজ পাঠকারীর যে 'হালত' বা আত্মীক অবস্থা লাভ হয়, তাহা নামাজ ব্যতীত অন্য সময়ের যাবতীয় হালত হইতে উচ্চতর। কারণ উক্ত হালতসমূহ (নামাজের বাহিরের হালতসমূহ) যতই উচ্চ হউক না কেন, প্রতিবিম্বের বৃত্তের বহির্ভূত নহে, এবং নামাজের সময়ের হালত 'আছল' বা মূল বস্তুর অংশ রাখে। অতএব প্রতিবিম্ব ও মূল বস্তুর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, উক্ত হালতদ্বয়ের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য জানিবেন। আমি আরও দেখিতেছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে, মৃত্যুর সময় যে অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নামাজের অবস্থা হইতেও উচ্চতর। কেননা মৃত্যু— পরকালের হালতসমূহের প্রারম্ভ এবং পরকালের যাহা যত নিকটবর্ত্তী, তাহা তত অধিক পূর্ণ হইয়া থাকে। যেহেতু এস্থলে (ইহজগতে) আকৃতির আবির্ভাব হয় এবং তথায় (পরজগতে) প্রকৃত বস্তুরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য। এইরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে সমাধির মধ্যে যে হালত লাভ হয়, তাহা মৃত্যুকালের হালত হইতেও উচ্চতর হইয়া থাকে। আবার সমাধির তুলনায় রোজ হাশরের অবস্থা আরও অধিক পূর্ণ ও উচ্চ হইবে। তথাকার দর্শন আরও পূর্ণ হইবে, এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন রোজ হাশরের দর্শন হইতেও অধিক পূর্ণ

হইবে। উল্লিখিত যাবতীয় স্থানের আবির্ভাব হইতে পূর্ণ ও উচ্চতম আবির্ভাব ঐ স্থানে হইবে যে স্থানের বিষয়ে সত্য সংবাদ দাতা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালার একটি বেহেশ্ত আছে, যাহাতে কোন 'হুর' বা 'বালাখানা' নাই, তথায় শুধু আমাদের পরওয়ারদেগার (প্রভু) সহাস্য বদনে প্রকাশ হইবেন।" সুতরাং জানা গেল যে— যাবতীয় আবির্ভাবের নিম্নতর আবির্ভাব ইহজগত, ও ইহার যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব ; পক্ষান্তরে সর্ব্বোচ্চ আবির্ভাব উল্লিখিত বেহেশ্তের আবির্ভাব। বরঞ্চ, ইহজগত যেন মোটেই আবির্ভাব স্থল নহে, প্রতিবিম্ব বা অনুরূপ বস্তুর আবির্ভাব— যাহা ইহজগতে হয়, এ ফকীরের নিকট সে সমস্তও ইহলৌকিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রকৃত পক্ষে উহারাও সৃষ্ট পদার্থের আয়ত্বাধীন। উহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব বা তাঁহার জাতের প্রতিবিম্ব যাহাই বলা হউক না কেন ; আল্লাহ্তায়ালা, সর্ব্বসাধারণে যাহা বলে তাহা হইতে অতি উচ্চ ও মহান। এ ফকীর নিখিল বিশ্বে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, ইহা নিছক শূন্য—এস্থলে উদ্দিষ্ট বস্তু বা আল্লাহ্তায়ালার নাম-গন্ধও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় না। ফলকথা, ইহা পরকালের ক্ষেত্র-স্থান মাত্র ; এ স্থলে উদ্দিষ্ট বস্তু অন্বেষণ করা শুধু নিজকে ক্লান্ত করা ; কিংবা যাহা উদ্দিষ্ট বস্তু নহে, তাহাকে উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া ধারণা করা। অনেকেই এইভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে ; তাহারা খাব্-খেয়াল বা স্বপ্ন-ধারণা দ্বারা যেন শান্তিলাভ করিতেছে। একমাত্র নামাজই ইহজগতে 'আছল' বা মূল-বস্তুর প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকে এবং উদ্দিষ্ট বস্তুর সুগন্ধ বহন করে। ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ !

২৬৪ মকতুব

মীর ছাইয়েদ বাকের ছাহারানপুরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নিজের অবস্থা হয়রানী এবং অজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করা আবশ্যক। কাশ্ফ্ বা আত্মীক বিকাশ ইত্যাদির প্রতি নির্ভর করা উচিৎ নহে, ইত্যাদি।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। অত্যধিক ভালবাসা ও পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সহিত যে পত্র দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিল। আপনি স্বীয় আধ্যাত্মিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন এবং এছ্ম-ছেফাত (নাম-গুণাবলী) সমূহের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এছমে জাত (আল্লাহ্ শব্দ)-এর জেকেরে লিপ্ত ও মশগুল থাকিবেন ; যেন স্বীয় আত্মীক অবস্থা অজ্ঞতা ও হয়রানীতে (অস্থিরতায়) উপনীত হয়। কেননা এছ্ম-ছেফাত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক সময় অনেক প্রকার অবস্থা ও প্রেরণার উদ্ভব হয় ; পরন্তু ইহা শুনিয়া থাকিবেন যে, আত্মীক অবস্থা ও প্রেরণাসমূহের মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, ও হক-বাতেলের বা সত্য-অসত্যের সহিত অনেক স্থলে সম্মিলিত হইয়া সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শুনুন, ইতিমধ্যে এতদ্দেশের জনৈক পীর, এ ফকীরের নিকট স্বীয় অবস্থা ব্যক্ত করিয়া এক প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমার 'ফানা' (লয়-প্রাপ্তি) ও 'মোহুবিয়াত্' (বিলীনতা) এতদূর হইয়াছে যে, "আমি যে-কোন পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করি— কিছুই পাইনা। আছ্মান-জমিনের দিকে লক্ষ্য করি, কিন্তু কিছুই পাইনা, এবং আরশ্-কুরছীকেও পাইনা। নিজের প্রতি দৃষ্টি করি, নিজেকেও কিছুই পাইনা। আমি যদি কাহারও নিকট যাই—তাহাকেও পাইনা। আল্লাহ্তায়ালা অনন্ত, তাঁহার অন্ত কেহই প্রাপ্ত হয় নাই। অন্যান্য মাশায়েখগণ ইহাকেই পূর্ণতা বলিয়া জানিয়া থাকেন, আপনিও যদি ইহাকে পূর্ণতা মনে করেন, তবে আল্লাহ্তায়ালার অন্বেষণের জন্য আপনার নিকট আমি আর কি জন্য যাইব ! যদি ইহা ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণতা আপনার জানা থাকে, তবে তাহা লিখুন।"

এ ফকীর ইহার উত্তরে লিখিয়াছে যে, আপনার এই অবস্থা কল্বের রূপান্তরণ মাত্র। এবং কল্ব আধ্যাত্মিক পথের প্রথম ধাপ। উল্লিখিতরূপ যাহার অবস্থা, সে উক্ত কল্বের মাকামের একচতুর্থাংশ অতিক্রম করিয়াছে মাত্র, অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করার পর তাহাকে 'রূহ্' নামক দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করিতে হইবে। এইরূপ আল্লাহ্তায়ালার যতদূর ইচ্ছা, চলিতে থাকিবে। এই ঘটনার কিছুদিন পর এ ফকীরের বন্ধুগণের মধ্যে এক ব্যক্তি— যিনি এ ফকীরের নিকট তরীকা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় বাটীতে গিয়াছিলেন। বাটী হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন নিজের অবস্থা বর্ণনা করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, ইহার অবস্থা উপরোল্লিখিত প্রশ্নকারী— পীরের অবস্থার অনুরূপ ; বরং ইনি উহা হইতেও দু-এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন। আমি যখন তাঁহার অবস্থার প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলাম, তখন আমি প্রকাশ্যভাবে বুঝিলাম যে, তাঁহার উক্ত 'ফানা' ও 'মহুবিয়াত' বা লয়প্রাপ্তি ও বিলীনতা— 'উনছরে হাওয়া' বা বায়ুর মধ্যে ঘটিয়াছে এবং বায়ু প্রত্যেক অনু-পরমাণূকে বেষ্টন করিয়া আছে। অতএব তিনি বায়ু ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতেছেন না ; উহাকেই অনন্ত আল্লাহ্ বলিয়া মনে করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে বহু উচ্চে। দ্বিতীয়বার তাহাকে খোঁজ করিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া— আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, বায়ু ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার আকৃষ্টতা ছিলনা। তখন আমি তাহাকেই ইহা জানাইয়া দিলাম ; তিনি যখন নিজের অনুভূতির প্রতি ধাবিত হইলেন, তখন তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন যে, বায়ু ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই লাভ হয় নাই। তখন তিনি তওবা-এস্তেগ্ফার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

জানিবেন যে, 'আলমে খাল্ক'— স্থূলজগত, যাহা "আনাছেরে আরবায়া" (অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা ও সলিল)-এর জগৎ এবং আলমে আরওয়াহ্ বা আত্মার জগৎ-এর মধ্যে 'কল্ব' মধ্যস্থ স্বরূপ। উহা উল্লিখিত দুই জগতের রং ধারী ; অতএব কল্বের অর্ধভাগ আলমে খালক বা স্থূল জগতের ও দ্বিতীয় অর্ধভাগ আলমে আরওয়াহ্ বা আত্মার জগতের বস্তু। যখন উহার আলমে খাল্কের অর্ধ ভাগকে— দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইবে, তখন উনছরে হাওয়া— বায়ুর সহিত কারবার পড়িবে। কাজেই কল্বের এক চতুর্থাংশের

অর্থ— বায়ুর মাকাম, যাহা কল্‌বের সহিত সন্নিবিষ্ট। আমার প্রতি শেষে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা পূর্ব্বের উত্তরের অনুকূল এবং উহার প্রকৃত তত্ত্ব বিকাশের বর্ণনা।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্ত্তার প্রেরিত রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়াছেন। অধিক লিখার সময় হইল না ; আপনাদের প্রতি এবং যাঁহারা হেদায়েতের অনুগামী ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২৬৫ মকতুব

শায়েখ আব্দুল হাদী বদায়ূনীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নির্জ্জনবাস কালে যেন মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দের— 'হক' বিনষ্ট না হয়, ইত্যাদি।

হাম্‌দ ও ছালাত এবং দোওয়ার পর, জানিবেন যে, আপনার পত্র উপনীত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিল। আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী ও অনুগ্রহ যে, বিচ্ছেদ কাল দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আপনার খালেছ মহব্বত ও বিশুদ্ধ ভালবাসার মধ্যে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে নাই। ইহা সত্ত্বেও যদি ইতিমধ্যে আসিতেন, তবে— আরও উৎকৃষ্ট হইত। যাহা হউক আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা করেন, তাহাই শ্রেয়ঃ। আপনি নির্জ্জন বাসের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন ; অবশ্য উহা ছিদ্দীক বা সত্যবাদীগণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, উহা আপনার জন্য মোবারক হউক। নির্জ্জনবাস ও একাকী থাকা অভ্যাস করিতে পারেন, কিন্তু মোছলমানগণের— 'হক' প্রতিপালন পরিত্যাগ করিবেন না। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, মোছলমানের প্রতি মোছলমানের 'হক' বা প্রাপ্য পাঁচটি — ছালামের প্রত্যুত্তর প্রদান, পীড়িত ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, জানাজার (মৃত দেহের) অনুসরণ, দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) পালন ও ক্ষুৎকার (হাঁছি)-এর উত্তর প্রদান। অবশ্য দাওয়াত পালনের কতকগুলি শর্ত্ত আছে। হজরত এমাম আবু হামেদ গাজ্জালী (রাঃ) 'ইহ্ইয়াউল উলূম' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন, "যদি খাদ্য-সন্দিগ্ধ দ্রব্যের হয়, কিংবা 'স্থান' বা 'ফরশ' হালাল-বিধেয় বস্তু কর্তৃক না হয় অথবা তথায় কোন প্রকার অবৈধ বস্তু থাকে, যথা— রেশমী ফরশ কিংবা রৌপ্য পাত্র অথবা ছাদ, দেওয়ালে প্রাণীর ছবি থাকে, কিংবা তথায় গান, বাদ্য, খেলা-ধুলা ইত্যাদির আয়োজন থাকে, কিংবা গীবত-নিন্দা— চর্চ্চা, চোগলখুরী, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদির আলোচনা হয়, তাহা হইলে তথায় দাওয়াত গ্রহণ নিষিদ্ধ ; বরং এমতাবস্থায় উহা হারাম কিংবা মকরূহ্ হইবে"। তদ্রূপ দাওয়াতকারী যদি জালেম বা অত্যাচারী কিংবা বেদআতী বা ফাছেক অথবা দুই প্রকৃতির হয়, অথবা অহংকার হেতু অতিরিক্ত আড়ম্বর করে, তথায়ও উক্ত রূপ— হুকুম বা বিধান। "শেরআতুল্ ইছলাম" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, "রিয়াকারী বা লোকের প্রশংসার উদ্দেশ্যে যদি খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, তবে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে না"। 'মুহীত'— নামক কেতাবে বর্ণিত আছে, "যে— খানার আনুষঙ্গিক খেলা-ধুলা ও গানবাদ্য কিংবা পরের দুর্নাম চর্চ্চা অথবা মদ্যপান আছে, সে খাদ্যের নিকট বসিবে না"। 'মাতালেবুল্ মু'মেনীন'— নামক পুস্তকেও এরূপ বর্ণনা আছে। অতএব উল্লিখিত প্রকারের প্রতিবন্ধকসমূহ যদি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে দাওয়াত গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই। অবশ্য ইদানীং এই প্রতিবন্ধকসমূহ তিরোহিত হওয়া দুষ্কর ; আরও জানিবেন যে—

নির্জ্জনে একাকী বাস শ্রেষ্ঠ অতিশয়
অপর হইতে ; কিন্তু বন্ধু হ'তে নয়।

কেননা অন্তরংগ বন্ধুগণের সংসর্গ এই মহান তরীকার মধ্যে 'ছুন্নতে মোয়াক্কাদা" বা একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য। হজরত খাজা নকশবন্দ (কুঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমাদের তরীকা ছোহ্‌বত্ বা সংসর্গের তরীকা। যেহেতু নির্জ্জন বাসের মধ্যে নাম প্রচার হইয়া থাকে এবং প্রচার হইলেই বিপদ"। ছোহ্‌বত্ বা সংসর্গের অর্থ তরীকার অনুকূল ব্যক্তিগণের সংসর্গ ; প্রতিকূল ব্যক্তিগণের নহে। যেহেতু পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিলীন হওয়া সংসর্গের শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যাহা অনুকূল ব্যক্তির সহিত ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

পীড়িত ব্যক্তির 'এয়াদত্' বা পর্য্যবেক্ষণ ছুন্নত, যদি তাঁহার দেখাশুনার নিযুক্ত লোক থাকে। কিন্তু যদি কোনও জিম্মাদার লোক না থাকে, তখন তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ওয়াজেব হয়; যথা— মেশকাত শরীফের টীকায় লিখিত আছে— "জানাজায় উপস্থিত হওয়া এবং কমপক্ষে তাঁহার পিছনে কিছু দূর যাওয়া আবশ্যক, তবেই মাইয়্যেতের 'হক' পালিত হইবে। জুম'আর নামাজ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামায়াত এবং দুই ঈদের নামাজে হাজির হওয়া ইছলামের একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ; ইহা না করিলেই নয়। ইহার পর অবশিষ্ট সময় সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য হিসাবে অতিবাহিত করিতে পারেন। কিন্তু প্রথমে নিয়ত বা উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। যেন এই নির্জ্জন বাস কোনও পার্থিব গরজ ও উদ্দেশ্যের কালিমায় কলুষিত না হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জেকের কর্তৃক আভ্যন্তরীণ নিশ্চিন্ততা অর্জ্জন ও অনর্থক কার্য্য এবং খেলা-ধুলা ইত্যাদি হইতে বিরত থাকার নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন নিয়ত যেন না হয়। নিয়ত দোরস্ত ও বিশুদ্ধ করার মধ্যে বিশেষ সাবধানতা আবলম্বন করা উচিৎ। আল্লাহ্ না করুন, ইহাতে কোনরূপ নফ্‌ছানী-গরজ বা প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা যেন নিহিত না থাকে, উদ্দেশ্য সংশোধনের জন্য ক্ষুন্নমনে ও ভগ্ন প্রাণে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে অত্যধিক ক্রন্দন ও অনুনয়-বিনয় করা উচিত। হয়তো ইহাতে প্রকৃত নিয়ত ও সৎ উদ্দেশ্য লাভ হইতে পারে। সপ্তবার এস্তেখারা করতঃ নেক নিয়তের সহিত নির্জ্জনবাস গ্রহণ করিবেন, আশা করি ইহাতে সুফল ফলিবে। অবশিষ্ট বিষয় সাক্ষাতের জন্য রাখা হইল। ওয়াচ্ছালাম॥

২৬৬ মকতুব

স্বীয় পীরজাদা অর্থাৎ খাজা আবদুল্লাহ্ এবং খাজা ওবায়দুল্লাহ্ ছাহেবানের নিকট লিখিতেছেন। এল্‌মে কালাম বা বিশ্বাস সম্বন্ধীয় কতিপয় বিষয়, যাহা তিনি এল্‌হাম কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছিলেন এবং নক্‌শবন্দীয়া তরীকার কামালত বা পূর্ণতা ইত্যাদির বিষয়ে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছ্‌মিল্লাহির্ রহমানের রাহীম। হে আল্লাহ্, ইহা সহজ কর, কঠিন না, এবং সুষ্ঠুরূপে সমাপ্ত করিয়া দাও !

হাম্‌দ-ছালাত এবং দোওয়ার পর, জনাব মখদুম জাদাগণের খেদমতে প্রকাশ করিতেছি যে, এ ফকীর আপাদ-মস্তক আপনাদের ওয়ালেদ বোজর্গের এহ্‌ছানের মধ্যে নিমজ্জিত। তাঁহার নিকট হইতে এই তরীকার আলিফ-বে-এর ছবক লইয়াছি এবং এই পথের বর্ণ পরিচয় শিখিয়াছি। প্রারম্ভে— শেষ-বস্তু প্রবিষ্ট করণ দৌলতটি তাঁহার সংসর্গের বরকতে হাছিল করিয়াছি। "ছফর দর ওয়াতান্" (আবাস ভবনে অবস্থান করিয়াই ভ্রমণ করা) সৌভাগ্যটিও তাঁহার খেদ্‌মতের অছিলায় লাভ করিয়াছি, তাঁহার খাছ তাওয়াজ্জোহ্ বা লক্ষ্য—সার্দ্ধ-দুই (আড়াই) মাসের মধ্যে এই অনুপযুক্ত খাদেমকে নক্‌শবন্দীয়া নেছবৎ বা সম্বন্ধ পর্য্যন্ত উপনীত করিয়া দিয়াছে এবং ইঁহাদের বিশিষ্ট হুজুরী বা বিরাজ, প্রদান করিয়াছে। তাঁহার তোফায়েলে এই অল্প সময়ের মধ্যে যে, 'তাজাল্লী' ও আবির্ভাব ও 'নূর' ও 'রং' বেরংগী (বৈচিত্র) এবং রকম প্রকার বিহীনতাসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত বর্ণনা আর কি করিব ! তৌহিদ, 'এত্তেহাদ' বা একবাদ এবং নৈকট্য ও একত্রিত হওন ও বেষ্টন ও প্রবেশ করণ ইত্যাদির মারেফতের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ তাঁহার পবিত্র তাওয়াজ্জোহের বরকতে অতি সামান্যই হয়তো অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, যাহা এ ফকীরের প্রতি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই। একাধিক বস্তু বা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এক বস্তু বা আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন এবং এক বস্তুর মধ্যে একাধিক বস্তু অবলোকন এই মারেফতের প্রারম্ভ ও মুখবন্ধ স্বরূপ। ফলকথা, যে স্থলে নক্‌শবন্দীয়া নেছ্‌বৎ বা সম্বন্ধ ও ইঁহাদের খাছ হুজুরী (বিশিষ্ট আবির্ভাব) আছে, তথায় উক্ত মারেফতের নাম মুখে আনা এবং উক্তরূপ শুহুদ, মোশাহাদার আলোচনা করা ইতর দৃষ্টির পরিচায়ক মাত্র।

এই বোজর্গগণের কার্য্যকলাপ অতীব উচ্চ। ইঁহারা প্রতারণাকারী ও নর্তকগণের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। যখন এতাদৃশ্য উচ্চ দৌলত এ ফকীর আপনার ওয়ালেদ বোজর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত, তখন আজীবন যদি আপনার দরবারের খাদেমগণের পদতলে স্বীয় মস্তক বিদলিত করে, তথাপি যেন, কিছুই করিল না। স্বীয় ত্রুটি সমূহের কথা কি আর আরজ করিব এবং অনুতপ্ত হওয়ার কথা কি-বা বর্ণনা করিব ! তত্ত্ববিদ্ খাজা হোছামুদ্দিন আহ্‌মদকে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। তিনি আমাদের মত ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিগণের দায়িত্ব নিজের প্রতি লইয়া সাহসের

সহিত আপনাদের দরবারের খাদেমগণের খেদ্‌মতের জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন এবং আমাদের মত দূরবর্ত্তীগণকে অবসর দান করিয়াছেন।

হয় যদি মোর লোমকুপ আদি, জিহ্বাসম এই দেহে,
সহস্রটির একটিও তাঁর— কৃতজ্ঞতা হইবেনা ; হে !

এ ফকীর তিনবার মাত্র আপনাদের ওয়ালেদ বোজর্গের কদমবুছির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, শেষবার তিনি এ ফকীরকে বলিয়াছিলেন যে, আমার দৈহিক দুর্ব্বলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনের আশা খুব কম। আমার সন্তানগণের তত্ত্বাবধান করিবেন। তৎপর আপনাদিগকে সম্মুখে ডাকিলেন, আপনারা সে সময় ধাত্রী মা'র কোলে ছিলেন এবং আমাকে আদেশ করিলেন যে, ইহাদের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান কর। তখন আমি তাঁহার সম্মুখেই আপনাদের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিলাম, এমনকি বাহিরেও তাওয়াজ্জোহের ফল প্রকাশ পাইল। তৎপর তিনি ফরমাইলেন যে, ইহাদের মাতাকেও গায়েবানা তাওয়াজ্জোহ্ দাও, তাঁহার আদেশক্রমে 'গায়েবানা' বা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাওয়াজ্জোহ্ দিলাম। আমি আশা করি যে, তাঁহার সম্মুখে তাওয়জ্জোহ্ দেওয়ার বরকতে, নিশ্চয় উক্ত তাওয়াজ্জোহ্ ফলবতী হইবে। আপনারা ধারণা করিবেন না যে, আমি তাঁহার অবশ্য প্রতিপালনীয় আদেশ ও দৃঢ় অছিয়ৎ ভুলিয়া গিয়াছি, কিংবা তাহাতে অবহেলা করিতেছি, ইহা নিশ্চয় নহে। বরং আমি আপনাদের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছি ও আদেশের প্রতি তাকাইয়া আছি। উপস্থিত নছিহত স্বরূপ কয়েকটি বাক্য লিপিবদ্ধ হইতেছে, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

আল্লাহ্‌পাক আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান করুন। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের প্রতি প্রথম ফরজ, উদ্ধারপ্রাপ্ত দল ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী স্বীয় আকিদা বিশ্বাস দুরস্ত করা। কতিপয় আকিদা বিশ্বাসের মাছ্‌আলা যাহাতে কিছু সন্দেহ আছে, তাহার বর্ণনা করিতেছি।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং অস্তিত্ববান এবং যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তায়ালা কর্ত্তৃক অস্তিত্ব প্রদান হেতু অস্তিত্ববান হইয়াছে। আল্লাহ্‌পাকের 'জাত' এক, তাঁহার 'ছেফাৎ' বা গুণাবলীও এক এবং তাঁহার কার্য্যকলাপও এক। প্রকৃত পক্ষে কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত কাহারও কোনরূপ শেরকৎ বা অংশ নাই, উহা অস্তিত্বের বিষয় হউক বা অন্য কোনও বিষয় হউক। নামতঃ সাদৃশ্য ও বাহ্যিক সম্বন্ধ আলোচনার বহির্ভূত (অর্থাৎ ধর্ত্তব্য নহে)। আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ তাঁহার পবিত্র জাতের ন্যায়— প্রকার বিহীন, উহা সৃষ্ট জীবগণের গুণাবলী ও কার্য্যকলাপের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখে না। যেরূপ 'এল্‌ম' গুণ ; ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার একটি অনাদি গুণ এবং প্রকৃত অবিভাজ্য। সম্বন্ধের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও উহাতে একাধিকতার কোনই অবকাশ নাই, যেহেতু তথায় একটি মাত্র অবিভাজ্য বিকাশ ; আদি হইতে অন্তের যাবতীয় 'জানিত' বস্তু উক্ত বিকাশ কর্ত্তৃক বিকশিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাসমূহ সমষ্টিগত বা আংশিক ভাবে, তাহাদের প্রত্যেকটির বিশিষ্ট কালসমূহ সহ—

এক অবিভাজ্য মুহূর্ত্তেই জানিয়াছেন। তিনি এক মুহূর্ত্তেই 'জায়েদ' নামক ব্যক্তিকে অস্তিত্বধারী জানিয়াছেন এবং অস্তিত্ববিহীনও জানিয়াছেন ও তাহাকে 'ভ্রূণ' হিসাবে জানিয়াছেন ও শিশু হিসাবেও জানিয়াছেন, যুবক জানিয়াছেন, বৃদ্ধও জানিয়াছেন এবং মৃতও জানিয়াছেন। দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, হেলান অবস্থায়, শয়ন অবস্থায়, হাস্যমান, ক্রন্দনশীল, লজ্জৎপ্রাপ্ত, ক্লিষ্ট, সম্মানী, লজ্জিত, এবং সমাধিস্থ ও রোজহাশরোস্থিত ও বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তির মধ্যে লিপ্ত জানিয়াছেন। অতএব তথায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট একাধিক সম্বন্ধ নাই, যেহেতু একাধিক সম্বন্ধের জন্য বিভিন্ন মুহূর্ত্ত ও বিভিন্ন 'কাল' আবশ্যক। কিন্তু আল্লাহ্‌তয়ালার দরবারে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক অবিভাজ্য মুহূর্ত্ত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তথায় একাধিকতা সমূলে নিবারিত। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কোনরূপ 'কাল' অতিবাহিত হয় না ; এবং তথায় অগ্রপশ্চাৎ পূর্ব্বাপর কিছুই নাই। সুতরাং যদি তাঁহার এল্‌মের মধ্যে 'মালুম' বা জানিত বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধ প্রমাণ করি তবে তাহা এমন এক সম্বন্ধ হইবে যাহা যাবতীয় জানিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত। উহাও আবার তাঁহার এল্‌ম গুণের মত প্রকার বিহীন হইবে। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহার দুর্বোধ্যতা বিদূরিত করিতেছি এবং বলিতেছি যে, এক ব্যক্তি যদি—একই সময় 'কলেমা' বা 'পদ'-কে তাহার বিভিন্ন কেছেম, বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন ভাব সহ অবগত হয়, তবে তাহা সঙ্গত। অর্থাৎ এক মুহূর্তে 'কলেমা'-কে এছেম (বিশেষ্য), ফে'ল (ক্রিয়া), হরফ (অব্যয়), ছোলাছি (তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ), রোবাই (চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ), মো'রাব ও মোতামাক্কেন (পরিবর্ত্তনশীল শব্দ), মাব্‌নী ও গায়ের মোতামাক্কেন (অপরিবর্ত্তনশীল) এবং মোনছারেফ (একপক্ষ বিশিষ্ট), গায়ের মোনছারেফ (দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট), মা'রেফা (নির্দ্দিষ্ট বিশেষ্য) ও নাকেরা (অনির্দ্দিষ্ট), মাজী (অতীত কাল) ও মোছ্‌তাক্‌বেল (ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানকাল যুক্ত), আমর (আদেশ যুক্ত) এবং নহী (নিষেধ যুক্ত) বলিয়া অবগত হয়। বরং উক্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা বলা সঙ্গত, যে— 'কল্‌মা' বা পদ-এর এই ভাগ সমূহ, কল্‌মা বা পদ-এর দর্পণে একই মুহূর্ত্তে— আমি বিস্তৃতভাবে অবলোকন করিতেছি। অতএব যখন সৃষ্ট পদার্থের এল্‌ম বরং তাহার নজরে বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তখন অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক— যিনি তুলনা রহিত তাঁহার এল্‌মে উহা কেন অসম্ভব হইবে ! ইহা জানা আবশ্যক যে, এস্থলে যদিও দৃশ্যতঃ বিপরীত বস্তুর একত্রিত হওয়া লক্ষ্যিত হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তথায় উহাদের মধ্যে বৈপরীত্য নাই— কেননা জায়েদ নামক ব্যক্তিকে যদিও এক মুহূর্তে অস্তিত্বধারী ও অস্তিত্ব বিহীন জানিতেছেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে ইহাও জানিতেছেন যে, উহার অস্তিত্বের সময় যথা— সহস্র বৎসর পর অমুক হিজরীতে এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী নাস্তির নির্দ্দিষ্ট কাল উহার পূর্ব্বে ছিল ও উহার পরবর্ত্তী ধ্বংসের কাল, উক্ত সহস্র বৎসরের আরো একশত বৎসর পর। কাজেই বাস্তবে

ইহাদের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য থাকিল না, যেহেতু এস্থলে কাল বিভিন্ন। এরূপ অন্যান্য অবস্থা সমূহকেও জানিবেন।

এই বর্ণনা হইতে বিশদভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌তায়ালার 'এল্‌ম' যদিও বিভিন্ন আংশিক বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তথাপি তাহাতে পরিবর্ত্তনের কোন অবকাশ নাই, এবং উক্ত এল্‌ম গুণের মধ্যে নূতনত্বের সন্দেহ জন্মে না ; যেরূপ দার্শনিকগণ ধারণা করিয়াছেন (তদ্রূপ নহে)। কেননা পরিবর্ত্তনের সন্দেহ তখন আসিতে পারে যখন একটির পর একটির অবগতি লাভ হয়, কিন্তু যখন উক্ত সমুদয়কে একই মুহূর্ত্তে অবগত হয়, তখন পরিবর্ত্তন ও নূতনত্বের কোনই স্থান থাকে না। অতএব আল্লাহ্-এর এল্‌মের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করার কোন আবশ্যক করে না, যাহাতে পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব উক্ত সম্বন্ধ সমূহের দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁহার এল্‌ম গুণের দিকে নহে ; যেরূপ দার্শনিকগণের সন্দেহ দূরকরণার্থে কোন কোন এল্‌মে কালাম বা বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনাকারী আলেমগণ—করিয়া থাকেন। অবশ্য সৃষ্ট পদার্থসমূহের দিকে যদি বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রমাণ করি, তবে তাহারও অবকাশ আছে।

এইরূপ তাঁহার 'কালাম' বা বাক্য একটি অবিভাজ্য বাক্য। আদি হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ একটি বাক্য দ্বারাই বক্তা। যদি আদেশ হয়, তবে ঐ এক বাক্য হইতে উৎপন্ন, এবং যদি নিষেধ হয়, তাহও উহা হইতে, আবার যদি সংবাদ প্রচার হয়, তাহাও তথা হইতে, যদি জিজ্ঞাসা হয়, তাহাও ঐস্থান হইতে ও যদি আশা-দুরাশা হয়, তাহাও উহা হইতে হইয়া থাকে। যে কেতাব ও ছহিফা সমূহ রছুল (আঃ)-গণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, সে সমুদয় উক্ত অবিভাজ্য বাক্যেরই এক পৃষ্ঠা মাত্র। যদি 'তৌরাত' নামক পুস্তক হয়, তাহাও তথা হইতে প্রতিলিপি করা হইয়াছে ও যদি 'ইঞ্জিল' নামক কেতাব হয়, তাহাও তথা হইতে শব্দের আকার ধারণ করিয়াছে ও যদি 'জব্বুর' কেতাব হয়, তাহাও উহা হইতে লিখা হইয়াছে এবং যদি 'কোরআন শরীফ' হয়, তাহাও ঐস্থান হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

বাস্তবে 'কালাম' এক, জানিবে খোদার,
নাজেল হইল, ধরি— বিভিন্ন আকার।

এইরূপ তাঁহার কার্য্য— একটি কার্য্য। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উক্ত এক কার্য্য দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। "এবং আমার আদেশ, এক— আদেশ ব্যতীত নহে, যথাঃ— চক্ষের পলক" (কোরআন)। উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত। যদি জীবিত করণ বা মৃত্যু প্রদান হয়, তাহাও উক্ত কার্য্যের উপর নির্ভরশীল এবং কষ্ট অথবা নেয়মত প্রদান যাহাই হউক উহারই প্রতি ন্যস্ত। এইরূপ সৃষ্টিকরণ বা ধ্বংসকরণও উক্ত কার্য্য হইতে উৎপন্ন। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ নাই,— বরং এক সম্বন্ধ দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী যাবতীয় সৃষ্টি স্ব স্ব অস্তিত্বের বিশিষ্ট কালে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। উক্ত সম্বন্ধটিও তাঁহার কার্য্যের ন্যায় উদাহরণ রহিত— প্রকার বিহীন। কেননা

প্রকার সম্ভূত বস্তুর— প্রকার বিহীন বস্তুর দিকে কোনই পথ নাই, বাদ্‌শাহ্‌র বাহন ব্যতীত তাঁহার দান বহিতে পারে না। ইমাম আবুল হাছান আশ্‌আরী আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যের প্রকৃত তত্ত্বের অবগতি লাভ না করা হেতু 'তাকবিন্' বা সৃষ্টি করণ গুণকে নূতন বলিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যকলাপকে নবোৎপন্ন বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। তিনি ইহা অবগত হন নাই যে, উক্ত কার্য্যাবলী আল্লাহ্‌তায়ালার অনাদি কার্য্যের ক্রিয়া, তাঁহার কার্য্যাবলী নহে। কোন কোন ছূফী— যাহা 'তাজাল্লীয়ে আফ্‌য়াল' (আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যকলাপের আবির্ভাব) প্রমাণ করিয়াছেন এবং উক্ত স্থানে সৃষ্ট পদার্থের কার্য্যাবলীর দর্পণে যে এক আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্য ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করেন না, তাহাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ; প্রকৃত পক্ষে উক্ত তাজাল্লী আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যের— ক্রিয়া বা ফল। তাঁহার কার্য্যের তাজল্লী নহে। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্য, যাহা উদাহরণ রহিত ও প্রকার বিহীন এবং অনাদি ও তাঁহার পবিত্র জাত কর্তৃক দণ্ডায়মান— যাহাকে 'তকবিন' বলা হয়, তাহা নূতন বা আদি যুক্ত বস্তুর দর্পণে সংকুলান হয় না এবং সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রকাশ পায় না।

সঙ্কীর্ণ আকারে না হয়— অর্থ সংকুলান,
না হয় ভিখারী-গৃহে — নৃপতির স্থান।

এ ফকীরের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যকলাপ ও গুণাবলীর তাজাল্লী বা আবির্ভাব তাঁহার পবিত্র জাতের তাজাল্লী ব্যতীত সম্ভবপর নহে ; কেননা তাঁহার কার্য্যকলাপ ও গুণাবলী তদীয় পবিত্র জাত হইতে বিভিন্ন হয় না, যাহাতে জাতের তাজাল্লী ব্যতীত উহাদের তাজাল্লী হওয়া সম্ভবপর হয়। জাত হইতে যাহা বিভিন্ন হয়, তাহা তদীয় কার্য্যকলাপ ও গুণাবলীর 'জেল' বা প্রতিবিম্ব। অতএব উহাদের তাজাল্লী,— কার্য্যকলাপ ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব সমূহের 'তাজাল্লী' বা আবির্ভাব, প্রকৃত কার্য্যকলাপ ও গুণাবলীর আবির্ভাব নহে। কিন্তু সকলের জ্ঞান এই কামালাত বা পূর্ণতা পর্য্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রচুর অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন, আল্লাহ্‌পাক অতি বৃহৎ অনুকম্পাশীল (কোরআন)।

এখন আসল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করি। আল্লাহ্‌তায়ালা কোনও বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেন না এবং কোনও বস্তু তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। অবশ্য তিনি যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন এবং উহাদের সহিত তাঁহার নৈকট্য, সঙ্গতা আছে, কিন্তু উক্ত বেষ্টন, নৈকট্য ও সঙ্গতা— যেরূপ আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবধৃত ও অনুমিত হয়, তদ্রূপ নহে। কেননা উহা তাঁহার পবিত্র দরবারের উপযোগী নহে। আত্মীক বিকাশ ও আত্মীক দর্শন কর্তৃক যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা হইতেও তিনি পবিত্র, যেহেতু সৃষ্ট-বস্তু তাঁহার জাত, ছেফাত ও

কার্য্যকলাপ সমূহ হইতে অজ্ঞতা ও হয়রানি ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হয় না। গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে এবং যাহা আত্মীক বিকাশ ও আত্মীক দর্শন কর্তৃক উপলব্ধি হয় তাহাদিগকে 'লা' বা 'নহে' কলেমার (বাক্যের) অন্তর্ভুক্ত করতঃ নিবারিত হইবে।

আন্‌কা তোমার ফান্দে কভু পড়বে না,
ফাঁদ লও তুলি,
ফান্দে শুধু পড়বে 'বায়ু', ফাঁদ লয়ে
তাই, যাও চলি।

আমাদের হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রাঃ)-এর মছনবীর একটি পদ্য এইস্থলে উপযোগী।

সে-মহান প্রভুটির পূতঃসিংহাসন,
এখনও অতি উচ্চে, তাহার প্রাঙ্গন।
"পাইয়াছি আমি এবে তদ সন্নিধান,"
না-পছন্দ বটে, মম— এই অনুমান।

অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টনকারী এবং উহাদের নিকটবর্ত্তী ও উহাদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু উক্ত বেষ্টন, নৈকট্য ও সঙ্গতা কি অর্থে, তাহা আমরা অবগত নহি ! এল্‌ম কর্তৃক বেষ্টন, নৈকট্য বলা— 'মোতাশাবেহ্' বা সন্দিগ্ধ আয়াত সমূহের অর্থ করার অন্তর্ভুক্ত, এবং আমরা উহার অর্থ করার পক্ষপাতী নহি।

আল্লাহ্‌পাক কোন বস্তুর সহিত অথবা কোন বস্তু— তাঁহার সহিত একত্রিত হয়না। কোন কোন ছূফীর বর্ণনা হইতে একত্রিত হওয়ার যে অর্থ বুঝায়, তাহা উহাদেরই উদ্দেশ্যের বিপরীত। যথা— 'ফকর' বা মুখাপেক্ষিতার যখন অবসান হয়, তখন উহাই আল্লাহ্। এইরূপ একত্ব জ্ঞাপক বাক্য হইতে তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, যখন 'ফকর' বা মুখাপেক্ষিতার অবসান ঘটে এবং শুধু নাস্তিই লব্ধ হয়, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, উক্ত ফকীর বা মুখাপেক্ষী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত এক হইয়া যায় ও আল্লাহে পরিণত হয়। যেহেতু ইহা কুফর ও বে-দীনী ; আল্লাহ্‌তায়ালা— জালেমদিগের এরূপ অসৎ ধারণা হইতে বহু উচ্চে। আমাদের খাজা ছাহেব (কোঃ ছেররুহু) ফরমাইয়াছেন যে, 'আনাল্‌হক' বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে, আমিই 'হক' বা আল্লাহ্ ; বরং ইহার অর্থ এই যে,— আমি অস্তিত্ব বিহীন এবং আল্লাহ্‌তায়ালাই অস্তিত্ববান।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত ও ছেফাত বা গুণাবলী এবং কার্য্যকলাপ সমূহের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। অতএব পবিত্র ঐ জাত— যাহার জাত ও ছেফাত ও কার্য্যকলাপ সমূহ সৃষ্টির নূতনত্বের কারণে পরিবর্ত্তীত হয় না। 'ওজুদিয়া' বা একবাদ মতাবলম্বী ছূফীগণ 'তানাজ্জলাতে খামছা'— নামক যে পঞ্চস্তর প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার মধ্যে পরিবর্ত্তন হিসাবে নহে, যেহেতু উহা কুফর এবং ভ্রষ্টতা। বরং উক্ত তানাজ্জলাত সমূহ আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতাসমূহের আবির্ভাবের স্তরে অনুমান করিয়াছেন, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালার জাত-ছেফাত ও কার্য্যকলাপের কোনও পরিবর্ত্তনের অবকাশ নাই।

আল্লাহ্তায়ালা গণী বা শর্ত্তবিহীন অভাবশূন্য। তাঁহার জাত, গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই তিনি গণী। কোনও বিষয়েই তিনি কোনও বস্তুর মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি যেরূপ অস্তিত্বে কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, তদ্রূপ আবির্ভাব ও প্রকাশ হওয়ার বিষয়েও কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। কোন কোন ছূফীর বর্ণনা দ্বারা যাহা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় এছ্ম ও ছেফাত সম্ভূত পূর্ণতাসমূহ প্রকাশ করার জন্য আমাদের মুখাপেক্ষী— এরূপ বাক্য এই ফকীরের প্রতি অত্যন্ত কঠিন। আমি জানি যে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইহাদেরই পূর্ণতা অর্জ্জন। ইহা নহে যে, সৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার 'জনাব পাকের' (তাঁহার নিজের) কোন পূর্ণতা সাধিত হয়। আল্লাহ্র বাণী— "আমি জ্বীন এবং এন্ছানকে এবাদত করা বা আমার পরিচয় লাভ করা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই" (কোরআন)। উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থক। অতএব জ্বীন-এন্ছান সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য উহাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার মারেফত হাছিল হওয়া, যাহাতে উহাদেরই পূর্ণতা সাধিত হয়, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি-প্রবর্ত্তিত কোন বিষয়ের জন্য নহে। হাদীছে কুদ্ছিতে আসিয়াছে যে, "অতঃপর আমি সৃষ্টি করিয়াছি পরিচিত হওয়ার জন্য", ইহার অর্থ ও সৃষ্ট পদার্থ সমূহের জন্য পরিচয় লাভ হওয়া ; ইহা নহে যে, আমি (আল্লাহ্) পরিচিত হই, এবং এই পরিচিতির মাধ্যমে আমার কিছু পূর্ণতা সাধিত হয়। ইহা হইতে আল্লাহ্তায়ালা অতি উচ্চ ও মহান।

আল্লাহ্তায়ালা যাবতীয় ক্ষতি ও নূতনত্বের কালিমা হইতে পবিত্র। তিনি দেহ বিশিষ্ট বা শরীরী নহেন, এবং স্থান ও কাল সম্ভূতও নহেন। যাবতীয় পূর্ণতা-গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে আটটি পূর্ণগুণ, তাঁহার মধ্যে তাঁহার অস্তিত্ব হইতে অতিরিক্ত অস্তিত্ব অনুযায়ী বর্ত্তমান আছে। উক্ত গুণসমূহ— 'হায়াত'[১] বা জীবনী শক্তি, 'এল্ম'[২] বা জ্ঞান, 'কুদ্রত'[৩] বা ক্ষমতা, 'এরাদা'[৪] বা ইচ্ছা শক্তি, 'ছামা'[৫] বা শ্রবণ শক্তি, 'বছর'[৬] বা দর্শন শক্তি, 'কালাম'[৭] বা বাক শক্তি, 'তক্বীণ'[৮] বা সৃষ্টি শক্তি। এই ছেফাতসমূহ বাস্তব জগতে অবস্থিত। ইহা নহে যে, ইহারা শুধু আল্লাহ্তায়ালার এল্মে তাঁহার জাত হইতে অতিরিক্ত

অস্তিত্ব হিসাবে অবস্থিত এবং বাস্তব স্থানে শুধু আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। যেরূপ ওজুদিয়া বা একবাদ মতাবলম্বী কোন কোন ছূফী ধারণা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বলেন যে,

দেখিলে মনীষা দ্বারা তব গুণাবলী,
অনুমিত হয়, তাহা যে, অপর বলি।
বাস্তবে— অপর নহে, অস্তিত্ব তাঁহার ;
তব জাত-গুণাবলী, সব একাকার।

প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্তায়ালার ছেফাত সমূহকে অস্বীকার করা। যেহেতু ছেফাত সমূহ অস্বীকারকারী দল— যথা— 'মুতাজিলী' ও দার্শনিকগণও 'ছেফাত' সমূহকে এল্মের মধ্যে আল্লাহ্ হইতে বিভিন্ন ও বাস্তব জগতে উভয় এক বলিয়াছেন। তাঁহারা এল্মের মধ্যে বিভিন্নতা অস্বীকার করে নাই এবং তাঁহারা ইহা বলে নাই যে, 'এল্ম' বা 'জ্ঞান' গুণের উদ্দেশ্য অবিকল আল্লাহ্তায়ালার জাত, অথবা তিনি অবিকল 'কুদ্রত' বা শক্তিগুণের কিংবা 'এরাদাত' বা ইচ্ছা শক্তির উদ্দেশ্য। বাস্তব অস্তিত্ব হিসাবে অবিকল এক বলিয়াছেন। অতএব যে পর্য্যন্ত বাস্তব জগতে উহাকে বিভিন্ন অস্তিত্বধারী বলিয়া স্বীকার না করিবে, সে পর্য্যন্ত ছেফাতসমূহ অস্বীকারকারী দল হইতে বহির্গত হইবে না। যথা বিদিত ; ধারণায় বিভিন্ন হওয়ার কোনই উপচয় নাই।

আল্লাহ্তায়ালা আদি-অন্ত শূন্য। তিনি ব্যতীত অন্য কেহই অনাদি-অনন্ত নাই। যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ ইহাতে একমত। আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত যে কেহ অন্য কোন বস্তুকে অনাদি-অনন্ত বলে তাহাকে সকলেই কাফের বলিয়াছে। এইহেতু ইমাম গাজ্জালী, এব্নে সিনা ও ফারাবী এবং অন্যান্য দার্শনিকগণকে কাফের বলিয়াছেন ; কেননা তাহারা দশ 'আক্ল' ও 'নফ্ছ' বা প্রাণকে অনাদি বলিয়াছেন এবং 'হাইউলা' বা প্রত্যেক বস্তুর মূল ও 'ছুরত' বা বস্তুর আকৃতিকেও অনাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আকাশ ও তাহাতে যাহা কিছু আছে সবই অনাদি বলিয়াছেন। আমাদের হজরত খাজা (কোদ্দেছাছেররুহু) বলিয়াছেন যে— কামেল ব্যক্তিগণের 'রূহ্' সমূহকে শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্নে আরাবী অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন। অবশ্য এইরূপ বাক্য বাহ্যিক হিসাবে ধারণা না করিয়া ভাবার্থ হিসাবে ধরিয়া লইতে হইবে। যাহাতে যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের একতার সহিত মতানৈক্য না ঘটে।

আল্লাহ্তায়ালা সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময়। ঔচিত্য ও বাধ্যতা হইতে পবিত্র। অজ্ঞ দার্শনিকগণ বাধ্যতাকেই পূর্ণতা বলিয়া ধারণা করে। অতএব তাহারা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে— 'এখ্তিয়ার' বা স্বেচ্ছাধীন হওয়া নিবারণ করতঃ বাধ্যতা প্রমাণ করিয়া থাকে। এই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ অবশ্যম্ভাবী জাতপাককে বেকার নির্দ্ধারিত করিয়াছে এবং আছ্মান জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে শুধু এক সৃষ্টি ব্যতীত কোন সৃষ্টি হয় নাই

বলিয়া জানে, উহাও আবার বাধ্যতামূলক। দৈনন্দিনের নূতন কার্য্যসমূহ— 'আক্‌লে ফায়াল'[১] নামক স্রষ্টা যাহার অস্তিত্ব শুধু তাহাদেরই ধারণায় বর্ত্তমান, তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত মনে করে। তাহাদের বিকৃত ধারণায় আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাহাদের যেন কোনই সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং বিপদ ও কষ্টের সময় বাধ্য হইয়া তাহারা আক্‌লে ফায়ালের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মোটেই লক্ষ্য করে না, যেহেতু প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও অধিকার প্রদান করে না। তাহারা বলে যে— আক্‌লে ফায়ালই প্রাত্যহিক নূতন কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখে। বরং তাহারা আক্‌লে ফায়ালের প্রতিও মনোযোগী হয় না। কেননা বিপদ-আপদ বিদূরিত করার মধ্যে তাঁহারও নাকি কোন অধিকার নাই। এই হতভাগা দার্শনিকগণ আহ্‌মকী ও বোকামীতে যাবতীয় পথভ্রষ্ট দলের অগ্রগামী। কাফেরগণও এই বেকুফদিগের বিপরীত, তাহারা বিপদ-আপদে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিকট বিপদ মুক্তি কামনা করে। এই দার্শনিক হতভাগাগণের মধ্যে যাবতীয় পথভ্রষ্ট বেকুফ দল হইতে দুইটি বিষয় অধিক আছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার অবতারিত হুকুমসমূহ ও প্রেরিত সংবাদাদি অস্বীকার করা ও উহাদের সহিত শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করা ; দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অহেতুক উদ্দেশ্য ও মতলবসমূহ প্রমাণ করণার্থে কতকগুলি 'ফাছেদ' বা ব্যর্থ মুখবন্ধ নির্দ্ধারণ করা ; তাহারা কতিপয় বাতেল বা অমূলক প্রমাণাদি করিতে গিয়া এরূপ পাগল সাজিয়াছে এবং মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে যে, কোনও অজ্ঞ-বেকুফও তদ্রূপ হয় নাই। আকাশ ও নক্ষত্ররাজি যাহারা সর্ব্বদা অস্থির ও ঘূর্ণমান, উহারা-যাবতীয় কার্য্য তাহাদের গতিবিধির প্রতি নির্ভরশীল মনে করে এবং আকাশ ও নক্ষত্র ইত্যাদির স্রষ্টা ও চালক ও বিধানকর্ত্তা ও ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কার্য্য হইতে দূরে মনে করে। ইহারা আশ্চর্য্য ধরণের বেআক্‌ল এবং বিস্ময়কর দুর্ভাগ্যশীল। ইহারা হইতেও অজ্ঞ ঐ ব্যক্তি— যাহারা ইহাদিগকে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বলিয়া ধারণা করে। এই দার্শনিকগণের বহিষ্কৃত 'এল্‌ম' সমূহের মধ্য হইতে একটি বিদ্যা— 'জ্যামিতি', যাহার কোনই উপকারিতা নাই, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, কি কাজে আসিবে ! শাক্‌লে আরুছি বা ৪৭ প্রতিজ্ঞা, শাক্‌লে মামুনী— ৫ম প্রতিজ্ঞা, যাহা তাহাদের মর্ম্মস্পর্শী প্রতিজ্ঞা, ইহাদের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এল্‌মে 'তেব' বা শরীরতত্ত্ব শাস্ত্র ও এল্‌মে নজুম্ বা নক্ষত্র বিদ্যা এবং চরিত্র সংশোধন বিদ্যা— যাহা উহাদের যাবতীয় এল্‌মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কেতাব হইতে উহারা অপহরণ করতঃ স্বীয় অমূলক বিদ্যাসমূহ প্রচলিত করার সহায়ক করিয়া লইয়াছে। ইহা হজরত ইমাম গাজ্জালী স্বীয়— "আল মোন্‌কেজ আনেজ্জালাল" নামক পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন। ধর্ম্মাবলম্বীগণ ও পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণকারীগণ যদি দলিল-প্রমাণে ভুল করেন, তবে কোনই ভয়ের কারণ নাই ; যেহেতু পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের প্রতিই

টীকাঃ-১। কার্য্যকারী জ্ঞান যাহা প্রথম স্তরে অবস্থিত।

তাঁহাদের নির্ভর। দলিল-প্রমাণাদি তাঁহারা তাকিদের জন্য অতিরিক্ত আনিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অনুসরণই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট। এই হতভাগাগণ ইহার বিপরীত, কেননা ইহারা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ স্বীকার করে না এবং প্রমাণ করার জন্য শুধু 'দলিলের প্রতিই নির্ভর করে। অতএব ইহারা স্বয়ং পথভ্রষ্ট এবং অন্যকেও ভ্রষ্ট করে। হজরত ঈছা (আঃ)-এর নবুওয়াতের দাওয়াত বা আহ্বান যখন ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আফ্‌লাতুনের নিকট উপনীত হইল, তখন সে বলিল যে, "আমরা পথ প্রাপ্ত দল। আমাদের পথ প্রদর্শনকারী কোন ব্যক্তির আবশ্যক নাই।" কি আশ্চর্য্য বেকুফ্ ! যে ব্যক্তি মৃতকে জীবিত করে এবং জন্মান্ধ ও শ্বেত কুষ্ঠকেও সুস্থ্য করে, যাহা তাহাদের হেক্‌মত শাস্ত্রের আয়ত্বের বহির্ভুত, তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার অবস্থা অবগত হওয়া— তাহার উচিত ছিল। না দেখিয়া উত্তর প্রদান, পূর্ণ হিংসা ও নিরেট মুর্খতার পরিচায়ক। 'ফাল্‌ছাফাহ্'— শব্দের অধিকাংশ অক্ষর ছাফাহ্ (যাহার অর্থ মুর্খতা)। অতএব তাহার সম্পুর্ণই 'ছাফাহ্' বা মুর্খতা। যেহেতু Majority must be granted— অধিকাংশ, সম্পূর্ণের তুল্য।

'ফাল্‌ছাফাহ্' শব্দের অধিক অক্ষর—
ছাফাহ্ যাহার অর্থ— বোকা— সরাসর।
অতএব, ফেলোছফী বোকা দার্শনিক—
বোকামিতে— জয় লাভ, করে সর্ব্বাধিক।

আল্লাহ্‌পাক ইহাদের কদর্য্য বিশ্বাসের তমসা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন (আমীন)। ইতিমধ্যে প্রিয় বৎস মোহাম্মদ জাওয়াহেরে শরহে মাওয়াকেফ নামক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। পাঠকালে এই দার্শনিক নির্ব্বোধগণের অপকৃষ্টতা তাঁহার প্রতি বিশদ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ও তাহাতে অনেক উপকার হইয়াছে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা সরল পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের রছুলগণ 'হক' বা সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন (কোরআন)। হজরত মুহিউদ্দিন এব্‌নে আরাবীর বর্ণনা সমূহও বাধ্যতা ও ঔচিত্য ব্যঞ্জক। তিনি 'কুদ্‌রত' বা ক্ষমতা গুণের অর্থে দার্শনিকগণের মতের অনুকূল ; অর্থাৎ সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কার্য্য পরিত্যাগ করা, তাহাদের মতে জায়েজ নহে এবং তাঁহারা কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, শেখ মুহিউদ্দিন আল্লাহ্‌তায়ালার মকবুল গণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ এল্‌ম সত্যবাদী আলেমগণের মতের বিপরীত ; তাহা ভুল ও অসত্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্য এজ্‌তেহাদ বা মছলা উদ্ধারে ভুল হইলে নিন্দা ও তিরস্কার হইতে যেরূপ রক্ষা পায়, তদ্রূপ 'কাশ্‌ফ' বা আত্মীক বিকাশের ভুল হিসাবে তাঁহাকে মাজুর বা অক্ষম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। শায়েখ মুহিউদ্দিনের প্রতি ইহা আমার খাছ

আকিদা ও বিশ্বাস যে, তাঁহাকে আল্লাহ্তায়ালার মক্বুল বলিয়া জানি ; অথচ তাঁহার বিপরীত এল্‌মসমূহকে ভুল ও সাধারণের ক্ষতিকারক বলিয়া দেখিতেছি। ছুফীগণের কোন কোন সম্প্রদায় শায়েখের প্রতি নিন্দা অপবাদ করে ও তাঁহার এল্‌ম সমূহকেও ভুল বলিয়া ধারণা করে এবং অন্য দল শায়েখের অনুসরণ করেন এবং তাঁহার এল্‌মসমূহকে সত্য বলিয়া জানে। বরং দলিল-আদি দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রমাণ করে, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই উভয় দল মধ্য অবস্থা হইতে সরিয়া অতিরিক্ততা করিয়াছে। শায়েখ আল্লাহ্তায়ালার মকবুলগণের অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং কাশ্‌ফের ভুল বশতঃ তাঁহাকে কিভাবে 'রদ' করা যাইতে পারে, এবং তাঁহার এল্‌মসমূহ যাহা সত্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত ও সত্যবাদী আলেমগণের মতের বিপরীত— কি ভাবে তাহা গ্রহণ করতঃ উহার অনুসরণ করা যাইতে পারে ? অতএব এই উভয়ের মধ্যাবস্থাই সত্য, যাহা আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য "ওহ্দাতুল্ ওজুদ" বা একবাদের মছআলার মধ্যে শায়েখের সহিত ছুফীগণের এক বিরাট দল একমত, যদিও শায়েখ এই মাছআলায় একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন ; কিন্তু মূল বাক্যে সকলেই সমতুল্য। এই মাছ্আলাটি বাহ্যতঃ যদিও সত্যবাদী আলেমগণের বিশ্বাসের বিপরীত, তথাপি উহা চিন্তা সাপেক্ষ ও সমাধান যোগ্য।

এ ফকীর আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে আমাদের হজরতের শরহে রোবায়িতের ব্যাখ্যায় এই মাছ্আলাটিকে সত্যবাদী আলেমগণের মতের সহিত একত্রিত করিয়াছে এবং তাহাদের বিবাদ— শব্দ বিপর্য্যয়ের প্রতি ন্যস্ত করতঃ উভয় দলের সন্দেহ এরূপে সমাধান করিয়াছে যে, আর কোনই সন্দেহের স্থান নাই। উহার পাঠকের প্রতি তাহা অবিদিত নহে।

জানা আবশ্যক যে, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উহা 'জওহার' বা আশ্রয় নিরপেক্ষ বস্তু হউক, কিম্বা 'আরজ' বা আশ্রয় সাপেক্ষ বস্তুই (যথা— রং ইত্যাদিই) হউক অথবা 'জেছম' বা দেহই হউক কিংবা 'আক্ল' বা জ্ঞানই হউক, বা 'নফ্ছ' বা প্রাণই হউক, কিম্বা 'আফলাক্' বা 'আকাশই' হউক, অথবা 'উনূছোর' বা পঞ্চভূতই হউক সবই সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময়ের সৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীল। তিনিই ইহাদিগকে 'আদম' বা নাস্তির আড়াল হইতে বহিষ্কৃত করতঃ অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন। অতএব ইহারা অস্তিত্ব প্রাপ্তি হিসাবে যেরূপ আল্লাহ্তায়ালার মুখাপেক্ষী তদ্রূপ স্থায়ীত্ব লাভের জন্যও তাঁহার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্পাক আছ্বাব-সরঞ্জাম এবং মধ্যস্থতা সমূহকে স্বীয় কার্য্যের পর্দ্দা এবং হেক্মত বা কৌশলকে কুদ্রতের আবরণ স্বরূপ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাও নহে ; বরং আছ্বাবপত্রকে স্বীয় কার্য্যের প্রতি দলিল বা নির্দ্দেষ্টা স্বরূপ করিয়াছেন এবং হেক্মতকে কুদ্রতের অস্তিত্বের অবলম্বন করিয়াছেন। কেননা, অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাদের বিবেক পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ রূপ অঞ্জন দ্বারা অঞ্জনীকৃত হইয়াছে ; তাঁহারা অবগত আছেন যে, সরঞ্জাম ও মধ্যস্থতাসমূহও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব হিসাবে আল্লাহ্তায়ালার মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ববান, ও তাঁহার দ্বারাই দণ্ডায়মান। নতুবা প্রকৃতপক্ষে উহারা নিরেট জড় পদার্থ, উহারা নিজেদের মত অন্য জড় বস্তুর মধ্যে আবার কিভাবে ক্রিয়া প্রকাশ

করিবে ও নূতন নূতন সৃষ্টি কি প্রকারে করিবে ; সুতরাং নিশ্চয় উহাদের পরে কোন একজন শক্তিসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছেন, যিনি ঐ সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন এবং উহাদের প্রত্যেকের উপযোগী পূর্ণতা শক্তি প্রদান করিতেছেন। যথা— জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কোন জড় বস্তুর কার্য্য পরিদর্শন করিলে উক্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহার কর্ত্তা ও পরিচালকের প্রতি ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। কেননা তাঁহারা জানেন যে, এই কার্য্য উক্ত জড় বস্তুর উপযোগী নহে, ইহার পরে নিশ্চয়ই কর্ত্তা আছেন, যিনি উক্ত কার্য্য সৃষ্টি করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট জড় বস্তুর কার্য্য, প্রকৃত কর্ত্তার কার্য্যের আবরণ হয় না ; বরং জড় বস্তুর জড়তার প্রতি দৃকপাত করতঃ উক্ত কার্য্য যেরূপ প্রকৃত কর্ত্তার প্রতি পথ প্রদর্শনকারী হইয়া থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ। হাঁ ! নির্ব্বোধ ব্যক্তির জ্ঞানে জড় পদার্থের কার্য্য প্রকৃত কর্ত্তার কার্য্যের আবরণ হইতে পারে, যেহেতু সে নিরেট মূর্খতার জন্য জড় পদার্থের কার্য্যদৃষ্টে উহাকেই ক্ষমবান বলিয়া ধারণা করে এবং প্রকৃত কর্ত্তাকে অস্বীকার করে। ইহার দ্বারা অনেকেই পথভ্রষ্ট হয় এবং অনেকেই পথপ্রাপ্ত হইয়া থাকে (কোরআন)। আমার এই 'মারেফত' বা বিদ্যা নবুয়তের 'তাক' হইতে গৃহীত ; সকলের জ্ঞান এ পর্য্যন্ত উপনীত হয় না। একদল ছুফী, সরঞ্জাম উঠিয়া যাওয়াকেই পূর্ণতা ধারণা করেন। প্রথমতঃ তাহারা যাবতীয় বস্তুকে বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সম্বন্ধ করেন। তাহারা ইহা জানেনা যে, ছামান অপসারিত হওয়া আল্লাহ্তায়ালার হেক্মত বা কৌশল উঠিয়া যাওয়া। এই হেক্মতের মধ্যে বহু কিছু উপকারিতা ও কল্যাণ নিহিত আছে। "হে আমাদের প্রতিপালক ! ইহা তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই" (কোরআন)। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ছামানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা যাবতীয় কার্য্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত করিতেন। যথা— হজরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্রগণের প্রতি কু-দৃষ্টির ভয়ে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে— "হে বৎস ! তোমরা এক দরোজা দিয়া (বাদশাহের নিকট) প্রবেশ করিও না, বিভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও।" এইরূপ অছিয়ত করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত বিষয়টি আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত করিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাদের উপর হইতে আল্লাহ্তায়ালার দিকের কোন বিষয়ে রক্ষা করিতে পারিব না। ইহা ব্যতীত নহে যে, হুকুম বা আদেশ আল্লাহ্তায়ালারই অধিকারে, আমি তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিলাম এবং নির্ভর কারীগণের উচিত যে— তাঁহারই প্রতি নির্ভর করে।" আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার এই মারেফত বা জ্ঞানকে পছন্দ করিয়া নিজের প্রতি তাঁহার ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "নিশ্চয়ই, তিনি নিশ্চয়ই এল্‌মধারী (বিদ্বান), যেহেতু আমি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছি ; কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিগণ তাহা অবগত নহে" (কোরআন)। আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)-কেও আল্লাহ্পাক আছবাব ছামান গ্রহণ করার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করতঃ বলিয়াছেন, "হে নবী ! আপনার জন্য আল্লাহ্তায়ালাই যথেষ্ট এবং তৎসহ আপনার অনুসরণকারী মো'মেনগণ" (কোরআন)।

এখন, আছ্বাব ছামানের তাছীর বা ক্রিয়ার বিষয় অবশিষ্ট রহিল। ইহা বিধেয় যে, আল্লাহ্তায়ালা কোন কোন স্থলে আছ্বাব ছামানের মধ্যে তাছীর-ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন,

যাহাতে উহারা কার্য্যকরী হয় এবং কোন কোন স্থলে তাছীর সৃষ্টি করেন না। অতএব তখন ছামানের দ্বারা কোনই কার্য্য সংঘটিত হয় না। যথা— অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, কখনো ছামানের প্রতি তাছীর, ক্রিয়া বর্ত্তে এবং কখনো উহার কোনই তাছীর প্রকাশ পায় না। ছামানের তাছীর সাধারণ ভাবে অস্বীকার করা অবিমৃষ্যকারিতা মাত্র। 'তাছীর' স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু উহা উক্ত ছামানের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়, এ ফকীরের এইরূপ অভিমত ; আল্লাহ্‌পাক প্রকৃত বিষয়ের অবগতি প্রদানকারী।

এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, আছবাব ছামানের মধ্যস্থতা গ্রহণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভর করার বিরোধী নহে ; যেরূপ অপূর্ণ ব্যক্তিগণ ধারণা করিয়া থাকে, বরং ছামানের মধ্যস্থতা গ্রহণ পূর্ণ তাওয়াক্কুল-বোধক। হজরত ইয়াকুব (আঃ) ছামান রক্ষার সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কার্য্য ন্যস্ত করিয়া তাওয়াক্কুল করিয়াছিলেন। যথা—তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁহারই প্রতি আমি নির্ভর করিতেছি এবং তাঁহারই প্রতি নির্ভরকারীগণের নির্ভর করা কর্ত্তব্য।"

আল্লাহ্‌তায়ালা ভালমন্দ উভয় কার্য্যের ইচ্ছাকারী ও উহাদের স্রষ্টা, কিন্তু ভাল কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট এবং মন্দ কার্য্যে অসন্তুষ্ট। ইহা 'ইচ্ছা' ও 'সন্তুষ্টি' গুণের মধ্যে একটি সুক্ষ্মতম পার্থক্য মাত্র। ছুন্নত জামা'ত মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা এই পার্থক্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য যাবতীয় সম্প্রদায় এই পার্থক্যের প্রতি পথ প্রাপ্ত না হওয়া হেতু ভ্রষ্টতার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। এই হেতু মো'তাজিলি সম্প্রদায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে "স্বীয় কার্য্যের স্রষ্টা" বলিয়া থাকে এবং কুফর ও গোনাহসমূহ সৃষ্টি করা নিজেদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকে। হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন ও তাঁহার অনুগামীগণের বাক্য হইতে বুঝা যায় যে— 'ঈমান' ও সৎকার্য্য সমূহ যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার 'আল হাদী' বা পথ প্রদর্শক এছমের পছন্দনীয় ও অভিলষিত, তদ্রূপ কুফর ও গোনাহ তাঁহার "আল-মোজেল্ল" বা ভ্রষ্টকারী এছমের মনোনীত ও অভীপ্সিত। তাঁহার এই বাক্যও সত্যবাদী আলেমগণের মতের বিপরীত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বাধ্যতার প্রতি ইঙ্গিতকারী ; যাহা সন্তুষ্টির উৎপত্তিস্থল। যেরূপ বলা হয়, কিরণ ও উজ্জ্বলকরণ সূর্য্যের মর্জ্জি বা পছন্দনীয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় বান্দাগণকে 'ক্ষমতা' ও 'ইচ্ছা' গুণ প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা স্ব-ইচ্ছায় অর্জ্জন করিতে পারে। সৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ও 'অর্জ্জন' বান্দাগণের সহিত সম্বন্ধিত। আল্লাহ্‌তায়ালার আত্মভাব ও প্রকৃতি এই যে, বান্দা কোন কার্য্যের ইচ্ছা করিলে, তাহার ইচ্ছা করার পর আল্লাহ্‌তায়ালার 'সৃষ্টি'— উক্ত কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। অতএব যখন বান্দার ইচ্ছা ও সংকল্পে কার্য্য হয়, তখন প্রশংসা বা নিন্দা এবং ছওয়াব ও আজাব—তাহারই প্রতি বর্ত্তে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে— বান্দার 'এখ্‌তিয়ার' বা ইচ্ছা শক্তি দুর্ব্বল। উহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার 'এখতিয়ারের' তুলনায় যদি দুর্ব্বল বলা যায়—তাহা গ্রহনীয়, কিন্তু যদি এই অর্থে দুর্ব্বল বলা যায় যে,

"আদিষ্ট কার্য্য প্রতিপালনার্থে বান্দার ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট নহে", তবে উহা সত্য নহে। যেহেতু বান্দার আয়ত্তে যাহা নাই, আল্লাহ্‌পাক তাহার দায়ীত্ব প্রদান করেন না। বরং তিনি বান্দার প্রতি সহজ করিতে চাহেন, কঠিন করিতে চাহেন না। ফলকথা, সাময়িক কার্য্যের প্রতি চিরস্থায়ী প্রতিফল অর্পণ— আল্লাহ্‌তায়ালার পরিমাণ নির্দ্ধারণের প্রতি ন্যস্ত। সাময়িক কুফরের কারণে চিরস্থায়ী আজাব বা শাস্তি সমতুল্য প্রতিফল এবং চিরস্থায়ী লজ্জত ও সুখ ভোগ সাময়িক 'ঈমানের' প্রতি নির্ভরশীল। "ইহা পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী আল্লাহ্‌তায়ালার পরিমাণ নির্ধারণ (কোরআন)"। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে অন্ততঃ আমরাও বুঝিতে পারি যে, যিনি— বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়মত-দাতা ও আছমান, জমিনের স্রষ্টা, সুতরাং যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার অস্তিত্ব আছে, তাহা তাঁহারই পবিত্র জাতে বর্ত্তমান আছে ; অতএব এরূপ পবিত্র জাতকে অস্বীকার করার প্রতিফল, যাবতীয় কষ্টদায়ক প্রতিফল হইতে কঠিনতম হওয়া উচিত এবং উহাই চিরস্থায়ী শাস্তির মধ্যে কালাতিপাত করা। পক্ষান্তরে 'নফ্‌ছ' ও শয়তানের প্রাবল্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এরূপ মহান নেয়মত-দাতা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি অদৃশ্য ঈমান আনা ও তাঁহাকে সত্যবাদি জানার প্রতিফল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক, এবং উহাই অফুরন্ত ও অচিন্তনীয় নেয়মত সমূহের মধ্যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করা। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের প্রতি ন্যস্ত। কিন্তু উহাকে ঈমানের প্রতি এই হেতু ন্যস্ত বলা হয় যে— স্বীয় আমল বা কর্ম্মের প্রতিফল যাহা হয়, তাহা অধিক সুস্বাদু বলিয়া মনে হয়। এ ফকীরের নিকট বেহেশ্‌তে দাখিল হওয়া প্রকৃত পক্ষে ঈমানের প্রতি নির্ভরশীল, কিন্তু ঈমান আল্লাহ্‌তায়ালার একমাত্র অনুগ্রহ ও নিছক অবদান। পক্ষান্তরে দোজখে প্রবেশ করা কুফরের প্রতি ন্যস্ত, এবং কুফর 'নফ্‌ছে আম্মারা' ও তাহার আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "উৎকৃষ্ট বস্তু যাহা তুমি প্রাপ্ত হইতেছ— তাহা আল্লাহ্ হইতে এবং নিকৃষ্ট বস্তু যাহা পাইতেছ— তাহা তোমারই 'নফ্‌ছ' বা প্রবৃত্তি হইতে" (কোরআন)।

জানা আবশ্যক যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ ঈমানের প্রতি ন্যস্ত হওয়া প্রকৃত পক্ষে ঈমানকে মর্যাদা প্রদান করা ; বরং যাহার প্রতি ঈমান আনা হয়, তাঁহারই সম্মান করা। এইহেতু এতাদৃশঃ উচ্চতম পারিতোষিক উহার প্রতি বর্ত্তে, (সুতরাং উহাই চরম সম্মান)। এইরূপ দোজখে প্রবেশ করা কুফরের প্রতি ন্যস্ত করাও কুফরকে অপমান করা এবং ঐ ব্যক্তির সম্মান করা যাঁহার সম্বন্ধে কুফর সংঘটিত হইয়াছে ; অর্থাৎ এত কঠিন চিরস্থায়ী শাস্তি উহার কারণে বর্ত্তিয়া থাকে। কতিপয় মাশায়েখ যাহা বলিয়াছেন তাহা ইহার বিপরীত, উহাদের মত এই সূক্ষ্ম বিষয়টি হইতে শূন্য।

এইরূপ দোজখে প্রবেশ করা, যাহা ইহার বিপরীত ; তাহাতে উক্ত মাশায়েখগণের মত পরিচালিত হয় না। কেননা দোজখে প্রবেশ প্রকৃতপক্ষে কুফরের প্রতি নির্ভরশীল। আল্লাহ্ পাকই সত্যের এলহাম[১] প্রদানকারী ; ইহা স্মরণীয়।

টীকা ঃ— ১। প্রাণে (অন্তরে) নিক্ষেপকারী।

মো'মেনগণ পরকালে-বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌তায়ালাকে দর্শন করিবেন, কিন্তু দিক্ ও প্রকার এবং উদাহরণ রহিত হিসাবে। ইহা এমন একটি বিষয় যে, আহ্‌লে ছুন্নত ব্যতীত ইছলামের অবশিষ্ট 'দল' ও অমোছলমানগণ ইহাকে অস্বীকার করিয়া থাকে ; তাহারা দিকশূন্য ও প্রকার বিহীন দর্শন জায়েজ রাখেন না। এমন কি হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্‌নে আরাবীও পরকালের দর্শন 'তাজাল্লীয়ে ছুরী' (বাহ্যিক আকৃতির মধ্যে আবির্ভাব)-এর স্তরে অবতরণ করিয়া আনিয়াছেন ; তিনি ইহা ব্যতীত অন্য তাজাল্লী বা আবির্ভাব জায়েজ রাখেন না। আমাদের পীর কেব্‌লা এক দিবস শায়েখ মুহিউদ্দিনের বাক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন— "মো'তাজেলীগণ যদি আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন-পবিত্রতার মর্ত্তবায় আবদ্ধ না রাখিত এবং তশবিহ্ বা অনুরূপ হওয়া স্বীকার করিতে ও দর্শনকে উক্ত তশবিহ্ বা আকৃতিক তাজাল্লী অনুসারে জানিত, তাহা হইলে নিশ্চয় উহারা আল্লাহ্‌র দর্শন অস্বীকার করিত না এবং অসম্ভব বলিয়া জানিত না। অর্থাৎ দিক্‌শূন্য ও প্রকারবিহীনতা যাহা 'তান্‌জিহ্' বা পবিত্রতার মর্ত্তবার জন্য বিশিষ্ট, তাহার কারণেই উহারা অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু এই আকৃতিক-আবির্ভাব উহার বিপরীত, যেহেতু ইহা দিক এবং প্রকার সম্ভূত"।

প্রকাশ থাকে যে, পরকালের দর্শন 'তাজাল্লীয়ে ছুরী' বা আকৃতিক আবির্ভাবের স্তরে অবতরণ করান, প্রকৃত পক্ষে দর্শনকেই অস্বীকার করা ; যেহেতু উক্ত তাজাল্লীয়ে ছুরী, যদিও পার্থিব তাজাল্লীয়ে ছুরী হইতে বিভিন্ন, তথাপি উহার দর্শন আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন নহে।

দেখিবে মো'মেন, তাঁরে প্রকার বিহীন,
অনুভূতি, নিদর্শন— হইবে বিলীন।

পয়গাম্বর প্রেরণ, জগদ্বাসিগণের প্রতি রহমত বা শান্তি। যদি এই বোজর্গগণের অস্তিত্ব মধ্যস্থ না হইত— তাহা হইলে আমাদের ন্যায় ভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-ছেফাতের প্রতি কে নির্দ্দেশ প্রদান করিত এবং আমাদের মালিক বা কর্ত্তার পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বিষয় সমূহকে কে পার্থক্য করিয়া দেখাইত ! তাঁহাদের আহ্বানকার্য্যের নূরের সাহায্য ব্যতীত আমাদের অপূর্ণ 'জ্ঞান' উক্ত কার্য্য হইতে অপসারিত, এবং আমাদের অপক্ক 'মণীষা' ও বিবেক ইঁহাদের অনুসরণ ব্যতীত উক্ত বিষয়ে লজ্জিত ও অপদস্থ। হাঁ, আকল বা জ্ঞান যদিও দলীল, কিন্তু পূর্ণ দলীল নহে। উহা পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয় নাই। পয়গাম্বর প্রেরণই পূর্ণ দলীল, যাহার প্রতি পরকালের চিরস্থায়ী আজাব, ছওয়াব নির্ভরশীল।

প্রশ্নঃ— পরকালের চিরস্থায়ী আজাব বা শাস্তি যখন পয়গাম্বর প্রেরণের প্রতি নির্ভর করে, তখন উহা (রছুল প্রেরণ)-কে জগদ্বাসীদিগের জন্য রহমত বা অনুগ্রহ কি অর্থে বলা হয় ?

উত্তরঃ— পয়গাম্বর প্রেরণ নিছক 'রহমত', যেহেতু উহা অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ও ছেফাত সমূহের পরিচয় প্রাপ্তির উপায় ; যাহার মাধ্যমে ইহ-পরকালের সৌভাগ্য

লাভ হয় এবং পয়গাম্বর প্রেরণ দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার মহান দরবারের উপযোগী এবং অনুপযোগী বস্তু পার্থক্য লাভ করিয়াছে। কারণ, আমাদের পঙ্গু, অন্ধ-জ্ঞান যাহা নূতনত্বের কালিমায় কলুষিত— তাহা অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালা, যাহার 'উৎপত্তি' শূন্য হওয়া অনিবার্য্য ; কোন্ নাম, কোন্ গুণ ও কোন্ কার্য্য তাঁহার পবিত্র জাতের উপযোগী ও কোন্‌টি অনুপযোগী, সে-কি জানিবে যে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকে প্রয়োগ করিবে অথবা করিবে না ; বরং বহু স্থলে নিজের অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা বশতঃ সে পূর্ণতাকে অপূর্ণতা এবং অপূর্ণতাকে-পূর্ণতা ভাবিয়া থাকে। এ ফকীরের নিকট পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাধ্যমে এই পার্থক্যের জ্ঞান লাভ হওয়াই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় নেয়্‌মত হইতে উচ্চতর নেয়্‌মত। চরম ভাগ্যহীন ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের অনুপযোগী বস্তুসমূহ তাঁহার প্রতি সম্বন্ধিত করে ও অসম্মান সূচক বিষয়গুলি তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করে। পয়গাম্বর-প্রেরণ দ্বারাই হক-বাতেল বা সত্যাসত্য পার্থক্য লাভ করিয়াছে, এবং এবাদতের উপযোগী ও অনুপযোগী বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রেরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় পথে আহ্বান করিয়া থাকেন এবং দাসগণকে মালিকের নৈকট্য ও মিলন-সৌভাগ্যে উপনীত করেন। রছুল প্রেরণের দ্বারাই আবার স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করা হয় ; যথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। উহারই দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার আধিপত্যে হস্তক্ষেপ সঙ্গত ও অসঙ্গত— এর পার্থক্য লাভ করিয়াছে। পয়গাম্বর প্রেরণের এইরূপ আরও বহু উপকারিতা আছে। অতএব সাব্যস্ত হইল যে, পয়গাম্বর-প্রেরণ আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও অনুকম্পা। যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্‌ছে-আম্মারার আকাঙ্ক্ষার বাধ্য, সে ব্যক্তি শয়তান লঈনের আদেশে— পয়গাম্বর প্রেরণ অস্বীকার করিয়া থাকে ও তদ্ নির্দ্দেশানুযায়ী আমল বা কার্য্য করে না। সেস্থলে পয়গাম্বর প্রেরণের দোষ কি এবং উহা রহমত হইবে না কেন ?

প্রশ্নঃ— 'আকল' বা 'জ্ঞান' সাধারণতঃ যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশাদি উপলব্ধি করিতে অসম্পূর্ণ ; কিন্তু উহা নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা লাভ করার পর যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের সহিত উহার প্রকারবিহীন সম্বন্ধ ও সম্মিলন স্থাপিত হয়, তখন উহার উক্ত সম্বন্ধ ও সম্মিলনের ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক হইতে আদেশ ও বিধান সমূহ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেনা কেন ? তাহা হইলে ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে 'অহি' প্রেরণেরও কোনই আবশ্যক হয় না।

উত্তরঃ— 'মনীষা' বা জ্ঞান যদিও উল্লিখিতরূপ সম্মিলন সৃষ্টি করে, তথাপি তাহার যে দৈহিক সম্বন্ধ থাকে, তাহা পূর্ণভাবে অর্ন্তহিত হইয়া যায় না এবং পূর্ণরূপে সম্বন্ধ রহিত হয় না ; অতএব 'চিন্তা-শক্তি' সর্ব্বদাই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে এবং 'ধারণা' কখনও তাহার প্রতি লক্ষ্য পরিহার করে না। ক্রোধ, কামভাব সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গী, ইতরতা, লোভ, আকাঙ্ক্ষা তাহার বন্ধু। ভুলভ্রান্তি যাহা মানব জাতির জন্য অনিবার্য্য, তাহা হইতে পৃথক হয় না, দোষ-ত্রুটি— যাহা ইহ জগতের বৈশিষ্ট্য তাহাও বিদূরিত হয়না। সুতরাং জ্ঞান

নির্ভরযোগ্য বস্তু নহে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার যে বিধান সে গ্রহণ করে, তাহা চিন্তা ধারণার কবল মুক্ত ও ভুল-ভ্রান্তির সংমিশ্রণ হইতে সুরক্ষিত নহে। "ফেরেশ্‌তাগণ— ইহার বিপরীত, যেহেতু তাঁহারা উক্ত অসৎ গুণাবলী হইতে পবিত্র। অতএব তাঁহারা নির্ভরযোগ্য এবং উহাদের গৃহীত বিধান চিন্তা-ধারণার সংমিশ্রণ ও ভুল-ভ্রান্তির সন্দেহ হইতে সুরক্ষিত।" অনেক সময় উপলব্ধি হয় যে, আধ্যাত্মিক এল্‌ম মারেফত যাহা রূহের সাহায্যে গৃহীত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়কে অবগতি করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ার সময় কতিপয় "অসত্য অবতরনিকা" যাহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট অবধারিত এবং যাহা চিন্তা ধারণাদি হইতে উদ্ভূত তাহা অনিচ্ছাকৃত উক্ত রূহানী এল্‌মসমূহের সহিত এমন ভাবে সম্মিলিত হয় যে, তখন উহাদের পার্থক্য বুঝা যায় না ; আবার কখনো বুঝা যায়— এবং কখনো বুঝা যায় না। সুতরাং উক্ত এল্‌ম সমূহ ঐ অবতরণিকা সমূহের সংমিশ্রণ হেতু মিথ্যার আকার ধারণ করে এবং নির্ভরযোগ্য থাকে না। অথবা উত্তরে বলিতে পারি যে, নফ্‌ছের নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা, ঐ সৎকার্য্য সমূহ প্রতিপালনের প্রতি নির্ভরশীল, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দণীয় এবং ইহা 'অহি' প্রেরণের প্রতি নির্ভর করে, যথা— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব অহি ব্যতীত নফ্‌ছের প্রকৃত পবিত্রতা সাধিত হয়না। কাফের ও ফাছেকগণ নফ্‌ছের পরিষ্কৃতি যাহা লাভ করে, তাহা শুধু নফ্‌ছেরই পরিষ্কৃতি বা নির্ম্মলতা মাত্র, কল্‌বের নহে এবং শুধু নফ্‌ছের নির্ম্মলতা, ভ্রষ্টতা ব্যতীত অন্য কিছুই বর্দ্ধিত করে না ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত কোনই নির্দ্দেশ দেয় না। কাফের ও ফাছেকগণেরও নফ্‌ছের ছাফাইয়ের সময় অদৃশ্য বস্তুর কাশ্‌ফ বা বিকাশ হয়, যাহাকে এস্তেদরাজ বা ছলনা মূলক উন্নতি বলা হয় এবং যদ্দারা উক্ত দলের ক্ষতি ও ধ্বংস হওয়াই উদ্দেশ্য মাত্র। আল্লাহ্‌পাক হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে এইরূপ পরীক্ষা হইতে রক্ষা করুন (আমীন)। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও যাবতীয় পয়গাম্বর ও তাঁহাদের বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

এই বর্ণনাদি হইতে প্রকাশ পাইল যে, 'অহির' মাধ্যমে শরীয়তের যে ভার বা দায়িত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাও আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত, শরীয়ত অস্বীকারকারী বে-দীন কাফেরগণ যাহা ধারণা করিয়াছে তদ্রূপ নহে। উহারা 'তকলিফ' (ভার) শব্দ 'কোলফাত' (কষ্ট) শব্দ হইতে গৃহীত ভাবিয়াছে এবং উহাকে জ্ঞানের বিপরীত মনে করিয়াছে। তাহারা বলে যে, ইহা কি অনুগ্রহ যে— আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় বান্দাদিগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্যের আদেশ প্রদান করিয়া বলে যে, যদি তোমরা এই দায়িত্ব অনুযায়ী আমল কর, তবে বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে এবং যদি ইহার বিপরীত কর, তবে দোজখে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদিগকে এইরূপ দায়িত্ব প্রদান না করিয়া মুক্ত ভাবে নিষ্কৃতি দিলেন না কেন ? পানাহার করিত, ঘুমাইত এবং স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী থাকিত। এই কমবখ্‌তা নির্ব্বোধগণ বোধ হয় ইহা অবগত নহে যে, নেয়মত প্রদানকারীর শোকর গোজারী বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞানতঃ ওয়াজেব (অবশ্য কর্ত্তব্য)। শরীয়তের এই দায়িত্বসমূহ উক্ত শোকর গোজারী পালনের বর্ণনা মাত্র। অতএব জ্ঞানানুযায়ী শরীয়তের দায়িত্ব অপরিহার্য্য (ওয়াজেব)। পরন্তু বিশ্বজগতের শৃংখলা

রক্ষাও এই দায়িত্বের প্রতি নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেককে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তবে জগতে দুষ্টামী ও বিশৃংখলা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশ পাইতনা। প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি অপরের ধন সম্পদের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে থাকিত এবং শুধু পাপ ও বিনষ্টির সূত্রপাত হইত ; তাহারা নিজেও ধ্বংস হইত এবং অন্যকেও ধ্বংস করিত। আল্লাহ্ রক্ষা করুন যদি শরীয়তের চাবুক ও প্রতিবন্ধক না হইত তাহা হইলে বড়ই বিপদ হইত। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং প্রতিশোধের মধ্যেই তোমাদের হায়াত বা আয়ু রহিয়াছে, ওহে বিবেচক ব্যক্তিগণ" (কোরআন)।

নৃপতির দণ্ডী যদি না করে শাসন
করিত মাতাল 'কা'বা' গৃহে উদ্‌গিরণ।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইহাও বলিতে পারি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্বোতোভাবে মালিক এবং বান্দাগণ তাঁহার দাস, অতএব তিনি স্বীয় দাসগণের প্রতি যে ভাবেই হস্তক্ষেপ করুন না কেন, ও যে কোন আদেশই প্রদান করুন না কেন তাহা উহাদেরই জন্য নিছক মঙ্গল ও সংশোধন বটে। নিশ্চয় উহা জুলুম ও বিনষ্টি হইতে পবিত্র হইবে। আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন যে, "তিনি যাহা করেন, তাহার প্রতি প্রশ্ন করার কেহই নাই" (কোরআন)।

তাঁহার আতঙ্কে, ডরে সাধ্য আছে কার
সমর্পণ বিনে কথা কহিবে আবার !

আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টির সকলকেই যদি দোজখে প্রেরণ করতঃ চিরকাল শাস্তি প্রদান করেন, তবুও তাঁহার প্রতি প্রতিবাদের অবকাশ নাই, এবং অন্যের অধিকারে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা হইবে না, যাহাতে অত্যাচারের আভাস থাকে। আমাদের 'অধিকার' ইহার বিপরীত— প্রকৃত পক্ষে উহা আল্লাহ্‌তায়ালারই 'অধিকার'। উহার মধ্যে আমাদের সর্ব্ব প্রকারে হস্তক্ষেপ করা, নিতান্ত অত্যাচার ও জুলুম হইবে। কেননা শরীয়তকর্ত্তা আল্লাহ্‌পাক কতিপয় সৎ উদ্দেশ্যে উক্ত অধিকার সমূহকে আমাদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; প্রকৃত পক্ষে উহা তাঁহারই অধিকারাধীন। অতএব ঐ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত, যে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ-প্রকৃত মালিক আমাদের জন্য বৈধ ও 'মোবাহ্' বা সমর্থিত করিয়াছেন।

সম্মানী পয়গাম্বর (আঃ)-গণ আল্লাহ্‌তায়ালার বিজ্ঞপ্তি কর্ত্তৃক যে সকল সংবাদ প্রদান করিয়াছেন ও যে সকল হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সবই সত্য এবং বাস্তবের অনুকূল। 'এজ্‌তেহাদ' বা তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া মছআলা উদ্ধার করার মধ্যে ইঁহাদের ভুল হইতে পারে বটে, কিন্তু ভুলের মধ্যে স্থায়ী থাকা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। কথিত আছে যে, অতি শীঘ্রই উক্ত ভুলের প্রতি তাঁহাদিগকে অবগতি প্রদান করতঃ সাবধান করিয়া সত্যের অবগতি প্রদানে ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকেন। অতএব উক্তরূপ ভুল ধর্ত্তব্য নহে।

কাফেরগণ এবং কতিপয় গোনাহ্‌গার মো'মেনগণের জন্য গোর আজাব সত্য। সত্য সংবাদ-দাতা হজরত (ছঃ) এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

মো'মেন এবং কাফেরদিগকে কবরের (সমাধির) মধ্যে মোনকার-নাকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রশ্নকরা— সত্য। 'কবর' ইহজগত ও পরজগতের মধ্যস্থ স্বরূপ। সুতরাং তথাকার 'আজাব' এক প্রকারে পার্থিব শাস্তির-তুল্য অর্থাৎ উহার সমাপ্তি আছে এবং অন্য ভাবে পরকালের আজাবের অনুরূপ, কারণ প্রকৃত পক্ষে উহা আখেরাতেরই আজাব। কবরের আজাবের বিষয় আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, 'অগ্নি'— সকাল-সন্ধ্যা তাহাদিগকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে", এইরূপ কবরের সুখ-শান্তিরও দুইদিক আছে।

ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাহার ভুল-ত্রুটি সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করেন এবং মোটেই শাসন না করেন। যদিও বা শাসন করেন, তবে পূর্ণ অনুগ্রহে পার্থিব কষ্ট-যন্ত্রণাদি প্রদানে উহার ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন। তথাপি যদি অবশিষ্ট কিছু থাকিয়া যায়, তাহা কবরের সংকীর্ণতা ও তথাকার মেহনতাদি দ্বারা ক্ষতি পূরণ করতঃ পাক-পবিত্র করিয়া হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত করিবেন। যদি কাহাকেও এরূপ না করিয়া তাহার শাসন আখেরাতের জন্যই রাখিয়া দেন, তাহাও আল্লাহ্‌তায়ালার একান্ত সুবিচার হইবে। কিন্তু উক্ত পাপীদিগের পক্ষে বড়ই আক্ষেপ ও সর্ব্বনাশ, অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি মোছলমান দলভুক্ত হয়, তবে অবশেষে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হইবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে ; ইহাও অতি উচ্চ নেয়্‌মত। হে আমাদের প্রতিপালক, ছাইয়্যেদোল মোরছালীন (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদের জন্য নূর— পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব্বশক্তিমান।

রোজে— 'কিয়ামত' বা বিচারের দিন সত্য ; যেদিন আকাশ, নক্ষত্র, ভূ-মণ্ডল, গিরি সমূদ্র ও প্রাণিকুল, উদ্ভিদজাত বস্তু, খনিসমূহ—সবই ধ্বংস ও বিলীন হইবে। আকাশ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইবে, নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইবে, ভূ-মণ্ডল, গিরিপর্ব্বতাদী বালুকণার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। এই ধ্বংসলীলা 'শৃংগের' প্রথম ফুৎকারেই হইবে। দ্বিতীয় ফুৎকারে সকলেই সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া হাশরের ময়দানে গমন করিবে। দার্শনিকগণ আকাশ, নভোমণ্ডল ও নক্ষত্ররাজী ধ্বংস হওয়া বিধেয় মনে করে না। তাহারা ইহাদিগকে অনাদি-অনন্ত বলিয়া থাকে। এইরূপ বলা সত্ত্বেও তাহাদের পরবর্ত্তীগণ নিজেকে ইছলামের দলভুক্ত বলিয়া দাবী করে এবং ইছলামের কতিপয় হুকুমও প্রতিপালন করিয়া থাকে ; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মোছলমানগণের মধ্যে অনেকেই তাহাদের এরূপ বাক্য বিশ্বাস করে ও অবাধে তাহাদিগকে 'মোছলমান' বলিয়া জানে। আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে— অনেক মোছলমান উহাদের অনেকের ইছলামকেই পূর্ণ বলিয়া জানে এবং উহাদের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় ভাবে, অথচ উহারা কোরআন শরীফের অকাট্য বাণী ও প্রকাশ্য হুকুম অস্বীকারকারী ও পয়গাম্বর (আঃ)-গণের 'এজ্‌মা' বা একতা অমান্য কারী। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "যখন সূর্য্য— চাদর-বেষ্টিত হইবে। অর্থাৎ আলোকশূন্য হইবে এবং যখন নক্ষত্ররাজী কৃষ্ণ হইবে"। আরও তিনি ফরমাইয়াছেন, "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ মানিয়া লইবে ও উহার জন্য

তাহাই কর্ত্তব্য"। আরও আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "এবং আছমানসমূহ উন্মুক্ত হইয়া অসংখ্য দ্বারে পরিণত হইবে" অর্থাৎ বিদীর্ণ হইবে। এইরূপ কোরআন শরীফে অনেক আয়াত আছে। উহারা জানেনা যে, শুধু শাহাদতের 'কলেমা' পাঠ করাই ইছলামের জন্য যথেষ্ট নহে, ইছলামধর্ম্মের মধ্যে যে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব সঠিক ভাবে জানা গিয়াছে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য এবং কুফর ও কাফেরী হইতে বিমুখ হওয়াও কর্ত্তব্য। তবেই ইছলাম কার্য্যে পরিণত হইবে। অন্যথায় মেহনত বরবাদ।

পরকালের হিসাব ও মিজান (তুলাদণ্ড) এবং 'পুলছেরাত' সত্য। সত্যসংবাদ দাতা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এইরূপ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। নবীত্ব রীতিঅজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল বিষয়সমূহকে—সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করা, কোন ধর্ত্তব্য নহে। কেননা নবীত্বের পদ্ধতি, জ্ঞানের পদ্ধতির বহির্ভূত। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সত্য সংবাদসমূহকে জ্ঞানের দৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য করা, প্রকৃত পক্ষে নবীত্বের পদ্ধতি অস্বীকার করা মাত্র। তথায় শুধু অনুসরণের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহারা অবগত নহে যে, নবীত্বের রীতিনীতি জ্ঞানের রীতির বিপরীত এবং জ্ঞানের রীতি পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের সাহায্য ব্যতীত উক্ত মহান উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত পথ প্রাপ্ত হয় না। বিরোধীতা অন্য কথা এবং "উপনীত না হওয়া" অন্য কথা, যেহেতু উপনীত হওয়ার পরও 'বিরোধীতা' সম্ভবপর।

বেহেশ্‌ত-দোজখ, বর্ত্তমান আছে। রোজ কেয়ামতের হিসাব সমাপ্তির পর একদলকে বেহেশ্‌তে প্রেরণ করা হইবে এবং অপরদল দোজখে প্রেরিত হইবে। ইহাদের পারিতোষিক ও শাস্তি চিরস্থায়ী, উহার অবসান হইবে না ; যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার অকাট্য-সঠিক বাণী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। 'ফুছুছ' নামক পুস্তকের লেখক বলিয়াছেন যে, সকলের শেষফল রহমত হইবে। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং আমার রহমত সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে"। "তিনি বলিয়াছেন কাফেরগণের তিন 'হোক্‌বা' দোজখের আজাব হইবে, তৎপর 'অগ্নি' তাদের জন্য শীতল ও শান্তি হইবে। যেরূপ— হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য হইয়াছিল।" ভীতি প্রদর্শনের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরা, তিনি জায়েজ রাখেন। তিনি আরও বলেন যে, "আধ্যাত্মিক পথাবলম্বী কেহই— কাফের দিগের চিরস্থায়ী আজাব হইবে স্বীকার করেন নাই"। এ বিষয়েও তিনি সত্য পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইহা অবগত নহেন যে, কাফের ও মো'মেন উভয় রহমত বেষ্টিত হইয়া থাকা, ইহকালের জন্য বিশিষ্ট, পরকালে কাফেরগণ রহমতের গন্ধও প্রাপ্ত হইবে না। যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, নিশ্চয়ই অবস্থা এই যে, "আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কাফেরগণ ব্যতীত কেহই নিরাশ হইবে না"। আরও বলিয়াছেন, "আমার রহমত সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে"— আয়াতটির পরেই বলিয়াছেন যে, "অতি সত্বর উহা আমি ঐসকল ব্যক্তির জন্য লিখিতেছি, যাহারা পরহেজগারী করে (সংযমী হয়) এবং 'জাকাত' প্রদান করে ও আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনে"। শায়েখ প্রথম আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী আয়াতের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখেন নাই। আল্লাহ্‌পাক আরও ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয়ই

আল্লাহ্‌র রহমত নেক্‌কারগণের নিকটবর্ত্তী"। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাঁহার রছুলগণের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলিয়া ভাবিও না"— আয়াতটি শুধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে না। হয়তো এস্থলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা এই কারণে বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞার অর্থ পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে সাহায্য করা এবং তাঁহাদিগকে কাফেরদিগের প্রতি প্রাবল্য প্রদান করা, সুতরাং ইহার মধ্যে প্রতিজ্ঞা ও 'ভীতি প্রদর্শন' উভয়ই আছে। অর্থাৎ রছুলগণের সহিত প্রতিজ্ঞা ও কাফেরদিগের প্রতি ভীতি প্রদর্শন। অতএব এই আয়াত কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন উভয়বিধ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নিবারিত হইল। সুতরাং এই আয়াত উক্ত শায়েখের প্রতিকূল দলীল, তাঁহার অনুকূল প্রমাণ নহে ; অপিচ এই ভীতি প্রদর্শন ভঙ্গ করাও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তুল্য মিথ্যাবাদি হওয়া। অতএব উহা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের উপযোগী নহে ; কেননা তিনি আদিকাল হইতেই অবগত আছেন যে, তিনি কাফেরগণকে চিরকাল আজাব করিবেন না, ইহা সত্ত্বেও কোন কারণ বশতঃ স্বীয় অবগতির বিপরীত বলিয়াছেন যে— চিরস্থায়ী আজাব করিবো। এইরূপ বাক্যও তাঁহার প্রতি সঙ্গত জানা অতীব জঘন্য ও নিন্দনীয়। "তোমার প্রতিপালক, সম্মানী ও পরাক্রমশালী প্রতিপালক। তাহারা যাহা বলিতেছে— তাহা হইতে তিনি পবিত্র" (কোরআন)।

"কাফেরগণের চিরস্থায়ী আজাব হইবে না"— এবিষয়ে আধ্যাত্মিক পথাবলম্বীগণের একতাবদ্ধ হওয়া, উক্ত শায়েখের কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশ। 'কাশ্‌ফের' মধ্যে অনেক ভুল হইয়া থাকে। অতএব উহা কোনই ধর্ত্তব্য নহে, পরন্তু উহা মোছলমানগণের 'একতাবদ্ধ মত'-এর বিপরীত।

ফেরেশ্‌তাবৃন্দ আল্লাহ্‌তায়ালার দাস, উহারা গোনাহ্‌ হইতে 'মাছুম' বা পবিত্র এবং ভুল-ভ্রান্তি হইতে 'মহফুজ' বা সুরক্ষিত। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা আদেশ করেন, তাঁহারা উহার বিপরীত করেন না— "এবং যাহাই আদিষ্ট হন, তাহাই করেন" (কোরআন)। তাঁহারা পানাহার হইতে পবিত্র এবং ভার্যা-পতি হওয়া হইতেও বিশুদ্ধ। কোরআন পাকে পুংলিঙ্গ সর্ব্বনাম তাঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করা, স্ত্রীজাতি হইতে পুরুষজাতির শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ; যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় জাতের প্রতি পুংলিঙ্গ সর্ব্বনাম প্রয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ফেরেশ্‌তাকে আল্লাহ্‌পাক 'রেছালত' বা সংবাদ বহনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। যেরূপ মানবজাতীর মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত দৌলত প্রদানে সৌভাগ্যবান করিয়াছেন। "আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশ্‌তা ও মানব হইতে রছুল নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া থাকেন" (কোরআন)। সত্যবাদী আলেমগণের অধিকাংশের মত এই যে, বিশিষ্ট মানব— বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা হইতে শ্রেষ্ঠ। এমাম গাজ্জালী এবং এমামে হারামায়েন আবদুল মালেক ও 'ফুতুহাতে মাক্কিয়া' প্রণেতা— শায়েখ মুহিউদ্দিন আরাবী, "বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাকে বিশিষ্ট মানব হইতে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াছেন। এ ফকীরের প্রতি যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই যে— ফেরেশ্‌তাবৃন্দের বেলায়েত বা নৈকট্য নবী

(আঃ)-গণের বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু 'নবুওয়াত' ও 'রেছালাত্‌'-এর মধ্যে নবী (আঃ) গণের এমন একটি মর্ত্তবা আছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ সে পর্য্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হয়না এবং উক্ত মর্ত্তবা 'মৃত্তিকা' হইতে উদ্ভূত, যাহা মানব জাতির জন্য বিশিষ্ট। ইহাও এ ফকীরের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, কামালাতে নবুওয়াতের বা সংবাদ প্রেরণের পূর্ণতার তুলনায়— কামালাতে বেলায়েতের বা নৈকট্য লাভের পূর্ণতার কোনই মূল্য নাই। আফ্‌ছোছ ! যদি মহাসাগরের তুলনায় এক বিন্দু পানির অস্তিত্বের সমতুল্যও হইত, (তবুও কিছু হইত) ! অতএব নবুওয়াতের মাধ্যমে যে উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহা বেলায়েত কর্ত্তৃক যে উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহা হইতে বহুগুণ অধিক। সুতরাং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্যই সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে এবং ফেরেশ্‌তাগণ আংশিক শ্রেষ্ঠত্বধারী। কাজেই অধিকাংশ সত্যবাদী আলেমগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঠিক। আল্লাহ্‌পাক তাঁহাদের যত্ন সফল করুন ! আমীন ! এই বর্ণনা হইতে বিশদভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোনও অলী, কোনও নবীর মর্ত্তবায় উপনীত হইতে পারে না, বরং সর্ব্বদাই 'নবীর' পদতলে অলীর শির অবস্থিত।

জানা আবশ্যক যে, কোনও মাছ্‌আলার (বিষয়ে) যখন আলেম সমাজ ও ছূফীগণ দ্বিমত প্রকাশ করেন, তখন আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখি যে— আলেমগণের পক্ষই সত্য। ইহার রহস্য এই যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণহেতু আলেমগণের লক্ষ্য কামালাতে নবুওয়াত [পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণতা] ও তাঁহার এল্‌ম পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে, এবং ছূফীগণের লক্ষ্য কামালাতে বেলায়েত (নৈকট্য-পূর্ণতা) ও তাঁহার মারেফত পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ। অতএব যে এল্‌ম নবুওয়াতের 'তাক' হইতে গৃহীত তাহা, বেলায়েত হইতে গৃহীত এল্‌ম হইতে সত্য ও সঠিক হইয়া থাকে। প্রিয় বৎস খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-এর নামে যে মকতুব তরীকার বর্ণনায় লিখিয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ের বিশদ-বর্ণনা লিখা হইয়াছে। যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে, তথা হইতে জানিয়া লইবেন।

ঈমানে'র অর্থ 'দীন' বা ধর্ম্মীয় বিষয়ে প্রকাশ্য ও সঠিক ভাবে আমাদের নিকট যাহা আসিয়াছে, তাহার প্রতি 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ দ্বারা বিশ্বাস করা। মৌখিক স্বীকারোক্তিকেও ঈমানের একটি 'রোকন' বা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ বলিয়াছেন ; কিন্তু কখনো উহা পরিত্যাজ্য হইবার সম্ভাবনা রাখে। এই বিশ্বাসের চিহ্ন— কুফর এবং কাফেরী ও উহার আনুষঙ্গিক কার্য্যসমূহ, যথা— উপবীত[১] ধারণ ইত্যাদি হইতে বিমুখ হওয়া। আল্লাহ্‌ না করুন, যদি বিশ্বাসের দাবী করিয়া 'কুফর' হইতে বিমুখ না হয়, তবে সে-দুই ধর্ম্ম বিশ্বাসকারী এবং ভ্রষ্টতা কলঙ্কে কলঙ্কিত। প্রকৃত পক্ষে সে মোনাফেকের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সে, এই দলভুক্তও নহে, ঐ দলভুক্তও নহে ; সুতরাং 'ঈমান' খাঁটি ও শোধিত এবং নিখুঁত করিতে হইলে 'কুফর' হইতে বিমুখ না হইয়া উপায় নাই। এই বৈমুখ্যের সর্ব্ব নিকৃষ্ট, 'কল্‌ব' বা

টীকা ঃ— ১। উপবীত=যজ্ঞসূত্র, পৈতা।

অন্তঃকরণ দ্বারা বিমুখ হওয়া ও সর্ব্ব উচ্চ বৈমুখ্য "কল্‌ব ও কালাব" বা মন ও দেহ দ্বারা বিমুখ হওয়া। বৈমুখ্যের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুদিগের সহিত শত্রুতা করা ; উহা কাফেরদের অনিষ্ট করার আশঙ্কা থাকিলে 'কল্‌ব' দ্বারা করা এবং তাহা না থাকিলে 'কল্‌ব' ও 'কালাব' দ্বারা করা। আল্লাহ্‌পাকের ফরমান— "হে নবী, কাফের এবং মোনাফেকদিগের সহিত জেহাদ করুন ও তাঁহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করুন"— ইহার প্রমাণ স্বরূপ। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত এবং রছুল (ছঃ)-এর প্রেম ভালবাসা তাঁহাদের শত্রুদিগের সহিত দুশমনী না করা পর্য্যন্ত সংঘটিত হয় না। "শত্রুতা ব্যতীত মিত্রতা হয়না"— বাক্যটি এস্থলে প্রযোজ্য।

বন্ধুর প্রণয় লাভ করিবার তরে,
তদ অরিগণে অরি হও চিরতরে।

শিয়া-সম্প্রদায়গণ এই বাক্যটি "হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আহলে-বয়তের মিত্রতার বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং খলীফাত্রয় ও অন্যান্য ছাহাবাগণের সহিত শত্রুতা উক্ত মিত্রতার শর্ত্ত"—বলিয়া দাবী করে। উহাদের এরূপ বাক্য উচ্চারণ-সংগত নহে, যেহেতু—"শত্রু হইতে বৈমুখ্য" বন্ধুত্বের শর্ত্তের অর্থ, সর্ব্ব সাধারণ হইতে বৈমুখ্য নহে।

কোন জ্ঞানী, সুবিচারক ব্যক্তি ইহা সংগত মনে করিবেনা যে, পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ তাঁহার আহ্‌লে বয়ত বা পরিবারবর্গের সহিত শত্রুতা পোষণ করিত ; অথচ তাঁহারা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রেম মহব্বতে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং মান-সম্মান, কর্ত্তৃত্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন ; অতএব আহলে বয়তের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা পোষণ, কিভাবে ধারণা করা যায় ! অপিচ আল্লাহ্‌তায়ালার অকাট্য বাণী দ্বারা হজরত (ছঃ) এর আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত প্রমাণিত হইয়াছে এবং উক্ত 'মহব্বত'কে তাঁহার আহ্বান কার্য্যের পারিশ্রমিক তুল্য করিয়াছেন। যথা— আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন, "হে রছুল, আপনি বলিয়া দিন, যে— "আমি ইহার জন্য অর্থাৎ হেদায়াত কার্য্যের জন্য আমার পরিবারবর্গের 'মহব্বত' ব্যতীত অন্য কোনও পারিশ্রমিক চাহি না এবং যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিবে আমি তাহাতে তাহার পূণ্য বর্দ্ধিত করিব" (কোরআন)। হজরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) যে বোজর্গী ও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মূলবৃক্ষ তুল্য হইয়াছেন, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুগণ হইতে বিমুখ হওয়ার কারণেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হেতু আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার অনুগামীগণের সুন্দর অনুসৃতি রহিয়াছে। যখন তাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন যে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের প্রতি বিমুখ, আমরা তোমাদিগকে অমান্য করিলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য প্রকাশ্য শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া গেল, যে পর্য্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন কর। এ ফকীরের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই বৈমুখ্যের তুল্য অন্য কোন কার্য্যই নাই। আমি উপলব্ধি করিতেছি যে,

'কুফর' এবং কাফেরীর সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে এবং বাহ্যস্থিত 'বুত', প্রতিমাবলি-যথা— 'লাত', 'ওজ্জা' এবং উহাদের পুজকদল আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যক্তিগত শত্রু। চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান এই দুষ্কর্ম্মেরই প্রতিফল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপাস্য যথা— অসৎ উদ্দেশ্য সমূহ এবং যাবতীয় অসৎ কার্য্য এরূপ নহে। যেহেতু ইহাদের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধ ও শত্রুতা 'জাতি' বা ব্যক্তিগত হিসাবে নহে। যদি ইহাদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধ থাকে, তবে তাহা ছেফাতী বা গুণজাত এবং যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের প্রতি আজাব করেন, তাহাও কর্ম্মফলের জন্য। এইহেতু চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান, ইহার প্রতিফল হয় নাই ; বরং ইহাদের ক্ষমা তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভরশীল।

জানা আবশ্যক যে, কুফর ও কাফেরদিগের সহিত যখন আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যক্তিগত শত্রুতা প্রমাণিত হইল, তখন রহমত ও অনুগ্রহ যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জামাল বা সুন্দর ও কোমল ছেফাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাহা পরকালে কাফেরগণ মোটেই প্রাপ্ত হইবেনা। রহমত বা অনুকম্পা-গুণ ব্যক্তিগত শত্রুতা বিদূরীত করিতে সক্ষম হয় না। কেননা যে বস্তু জাতের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা ঐ বস্তু যাহা ছেফাতের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহা হইতে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়া থাকে। অতএব ছেফাতের চাহিদা জাতের চাহিদাকে পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না। হাদীছে কুদ্‌ছিতে যাহা আসিয়াছে যে— "আমার অনুকম্পা, আমার ক্রোধ হইতে পুরোগামী"। ইহার অর্থ গুণজাত ক্রোধ— যাহা পাপী মো'মেনগণের জন্য বিশিষ্ট। মোশরেকদিগের জন্য বিশিষ্ট যে জাতি গজব বা ব্যক্তিগত ক্রোধ তাহা নহে।

প্রশ্নঃ— যদি কেহ বলে যে, ইহজগতে কাফেরগণও রহমতের অংশীদার হইয়া থাকে ; যথা— আপনি ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা হইলে ইহজগতে গুণজাত রহমত— জাতী শত্রুতা কিভাবে বিদূরিত করিল" ?

তদুত্তরে বলিব যে ইহজগতে কাফেরগণ দৃশ্যতঃ রহমত প্রাপ্ত হয় ; প্রকৃত পক্ষে উহা তাহাদের জন্য ছলনা মূলক শান্তি এবং প্রবঞ্চনা মাত্র। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন—"তাহারা কি ভাবিয়াছে যে,— আমি তাহাদিগকে ধন-জন দ্বারা যে সাহায্য করিতেছি, তাহা তাহাদিগকে উৎকর্ষের দিকে দ্রুতবেগে লইয়া যাইতেছি ; বরং তাহারা তাহা বুঝিতেছে না।" আরও বলিয়াছেন যে,— "আমি তাহাদিগকে এমনভাবে (ধ্বংসের দিকে) ধীরে ধীরে লইয়া যাইব, যাহা তাহারা জানিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে থাকি। নিশ্চয় আমার ছলনা অতি কঠিন"। এই আয়াত দ্বয় ইহার প্রমাণ স্বরূপ ; এখন বুঝিয়া দেখা উচিৎ।

বৃহত্তম মঙ্গলজনক বস্তু

দোজখের চিরস্থায়ী 'আজাব' কুফরের প্রতিফল মাত্র। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তি ঈমান থাকা সত্ত্বেও যদি কুফরের রছম বা নিয়মাবলী প্রতিপালন করে এবং

কাফেরগণের ব্রতাদির সম্মান করে, আলেমগণ তাহাকে কাফের বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং মোরতাদ বা পথভ্রষ্ট দল ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মোছলমান এই বিপদে পতিত ; সুতরাং আলেমগণের ফত্ওয়া অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তিগণের পরকালে চিরস্থায়ী আজাব হওয়া উচিৎ। অথচ ছহী হাদীছে আসিয়াছে যে, "যাহার অন্তঃকরণে একটি রাই সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকিবে, সে দোজখ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। তাহার চিরস্থায়ী আজাব হইবে না ; আপনার নিকট এ বিষয়ের প্রকৃত সমাধান কি ?

ইহার উত্তরে বলিব যে, আল্লাহ্ না করুন, সে ব্যক্তি যদি নিছক কাফের হয়, তবে তাহার শাস্তি চিরস্থায়ী হইবে ; কিন্তু কুফরের নিয়মাবলী পালন করা সত্ত্বেও যদি সামান্য কিছু ঈমান অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দোজখের আজাবে জড়িত ও ভুক্ত হইবে বটে, কিন্তু উক্ত অণু-পরিমাণ ঈমানের বরকতে আশা করা যায় যে, চিরস্থায়ী আজাব হইতে সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।

এ ফকীর একদিবস কোন এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য গিয়াছিল, যাহার মুমূর্ষ অবস্থা ছিল। যখন তাহার আত্মীক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলাম তখন দেখিলাম যে, তাহার 'কল্‌ব' অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন। উহা বিদূরিত করার জন্য যতই চেষ্টা করিলাম, কোন ফল দৃষ্ট হইল না। বহু বার লক্ষ্য করার পর উপলব্ধি হইল যে, তাহার উক্ত তমঃরাশি 'কুফর' গুণ হইতে উদ্ভূত ; যাহা উহার মধ্যে গুপ্ত রহিয়াছে এবং ইহার কারণ কোফর ও কাফেরদিগের সহিত উহার বন্ধুত্ব ; যাহাকে তাওয়াজ্জোহ্ বা আত্মীক লক্ষ্য বিদূরিত করিতে সক্ষম হয়না, উক্ত তমসা হইতে উক্ত ব্যক্তির বিশুদ্ধি লাভও অগ্নিকুণ্ডের শাস্তির প্রতি নির্ভরশীল ; যাহা কুফরের প্রতিফল এবং ইহাও জানিতে পারিলাম যে, উক্ত ব্যক্তি অণু পরিমাণ বা সামান্য কিছু ঈমান রাখে, যাহার বরকতে অবশেষে দোজখ হইতে সে বহিষ্কৃত হইবে। উহার এরূপ অবস্থা দর্শনে মনে জাগিল যে, উহার জানাজার নামাজে শামিল হওয়া উচিৎ— কি-না ! লক্ষ্য করার পর অবগত হইলাম যে, নামাজ পাঠ করিতে হইবে। অতএব যে মোছলমান ঈমান রাখা সত্ত্বেও কাফেরদিগের রীতিনীতি প্রতিপালন করে ও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দিনসমূহের সম্মান করে, তাহাদের জানাজা পাঠ করিতে হইবে। যেরূপ ইদানীং প্রচলিত তদ্রূপ তাহাদিগকে কাফেরদিগের অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না এবং আশান্বিত হইয়া থাকিতে হইবে যে, আল্লাহ্তায়ালা উহাকে উক্ত ঈমানের বরকতে অবশেষে দোজখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন। সুতরাং জানা গেল যে, কাফেরদিগের জন্য ক্ষমা নাই। "নিশ্চয় আল্লাহ্পাক শেরেককারী বা সমকক্ষ কারীকে ক্ষমা করিবেন না" (কোরআন)। কিন্তু যদি নিছক কাফের হয়, তবে চিরস্থায়ী আজাব তাহার উক্ত কুফরের শাস্তি হইবে এবং যদি সামান্য কিছু ঈমান রাখে, তবে অগ্নিকুণ্ডে সাময়িকভাবে আজাব হইবে। অন্যান্য কবীরা গোনাহের জন্য আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিবেন, কিংবা ইচ্ছা করিলে আজাব করিবেন। এ ফকীরের নিকট, দোজখের আজাব সাময়িক

হউক বা চিরস্থায়ী হউক, তাহা কুফরের রীতিনীতির জন্যই বিশিষ্ট। ইহার সমাধান অচিরেই করা যাইবে।

যে কবীরা গোনাহ্গারগণের গোনাহ্ ক্ষমা প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ তাহারা তওবা-ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই, কিংবা শাফায়াত (সুপারিশ) অথবা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহাদের পাপ পার্থিব কষ্ট ও বিপদাদী কিংবা মৃত্যুকষ্ট দ্বারা কাফ্ফারা বা প্রতিকৃত হয় নাই,— আশা করা যায় যে, তাহাদের শাস্তি হয়তো— কাহাকেও সমাধির শাস্তি প্রদান করিয়াই যথেষ্ট করিবেন এবং কাহাকেও হয়তো উক্ত প্রকারে আজাব করা সত্ত্বেও রোজ কিয়ামতের কষ্ট, আতঙ্ক ইত্যাদি দ্বারা তাহার গোনাহ্র ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন ; এরূপ কোনও পাপ অবশিষ্ট রাখিবেন না যে, তাহার জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশের আবশ্যক হয়। আল্লাহ্তায়ালার ফরমান, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাঁহাদের ঈমান জুলুম বা কুফরের সহিত মিশ্রিত হয় নাই, তাঁহাদের জন্যই শান্তি"— এই কথার প্রমাণ স্বরূপ, কেননা জুলুম -এর অর্থই শের্ক। আল্লাহ্পাকই যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

যদি কেহ বলে যে, কুফর ব্যতীত অন্য গোনাহ্র জন্যও দোজখের আজাবের নির্দ্দেশ আসিয়াছে। যথা— আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন মো'মেনকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বধ করিবে তাহার শাস্তি জাহান্নাম ; চিরতরে সে তথায় অবস্থান করিবে"। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে— কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক এক ফরজ নামাজ 'কাজা'— পরিত্যাগ করিলে এক 'হোক্বা' বা অশীতি বৎসর দোজখের শাস্তি ভোগ করিবে। অতএব দোজখের শাস্তি শুধু কাফেরগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট নহে। তদুত্তরে বলিব যে, মো'মেন ব্যক্তিকে ইচ্ছা পূর্ব্বক 'বধ' করার অর্থ— যে ব্যক্তি উক্ত বধ কার্য্যকে হালাল বলিয়া জানে, এবং যে ব্যক্তি 'বধ' কার্য্যকে হালাল জানে সে কাফের, যেরূপ তফছীরকারীগণ লিখিয়াছেন। কুফর ব্যতীত অন্য যে কোন পাপের জন্য দোজখের আজাবের নির্দ্দেশ আসিয়াছে, তাহা কুফরের গুণাবলীর সংমিশ্রণ হইতে শূন্য নহে ; যথা— উক্ত গোনাহ্কে সামান্য মনে করা ও অবাধে ও নির্ভয়ে তাহা করা এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধকে তুচ্ছ জানা।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "আমার শাফায়াৎ আমার উম্মতের 'কবীরা' বা বৃহত্তর পাপীদিগের জন্য"। অন্যত্র ফরমাইয়াছেন যে, "আমার উম্মত রহমত প্রাপ্ত উম্মত", পরকালে তাঁহাদের জন্য কোনই শাস্তি নাই। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানের সহিত 'জুলুম' বা শের্‌ক সম্মিলিত করে নাই, তাহাদের জন্যই শান্তি"— এ কথার সমর্থক ; যেরূপ পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। মোশ্‌রেকদিগের শিশুগণের অবস্থা ও রছুল-শূন্য যুগের পর্ব্বত-শৃঙ্গের বাসিন্দা মোশ্‌রেকগণের বিষয়ে, যে মকতুব— প্রিয় বৎস মোহাম্মদ ছাঈদের (রাঃ) নামে লিখা হইয়াছে, তাহাতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, তথা হইতে জানিয়া লইবেন।

ঈমানের ন্যূনাধিক্য হওয়ার মধ্যে আলেমগণের মতভেদ আছে। এমাম আজম (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "ঈমান বর্ধিত হয় না এবং (হ্রাস)ও হয়না"। এমাম শাফী রহমাতুল্লাহ্

ফরমাইয়াছেন যে, "ঈমান বর্ধিত ও হ্রাস হয়"। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ঈমান 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণের দৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয়, যাহাতে ন্যূনাধিক্যের অবকাশ নাই ; এবং যাহা ন্যূনাধিক হয় তাহাকে 'জন্ন' বা সন্দেহ বলা হয়, উহা 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস নহে। ফলকথা, সৎ আমল সমূহ উক্ত একীনের পরিষ্কৃতি ও নির্ম্মলতা সাধন করে এবং অসৎ আমল উহাকে কলুষিত করে। অতএব একীনের পরিষ্কৃতি এবং উজ্জ্বলতানুযায়ী ঈমানের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। শুধু একীনের মধ্যে নহে। যে একীন উজ্জ্বল ও নূরানী নহে তাহা হইতে, যে-একীন অধিক উজ্জ্বল তাহাকেই কেহ কেহ ঈমানের আধিক্য বলিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ উজ্জ্বলতাবিহীন 'একীন' কে 'একীন' বলিয়াই গণ্য করেন না ; তাঁহারাই উজ্জ্বল নূরানী একীনকে প্রকৃত 'একীন' জানিয়া নূর-শূন্য একীনকে অপূর্ণ বলিয়া থাকেন। উঁহাদের কেহ আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী, তাঁহারা দেখিলেন যে— এই ন্যূনাধিক্য একীনের গুণাবলীর তারতম্য মাত্র, শুধু একীনের মধ্যে ন্যূনাধিক্য নহে; অতএব তাঁহারা "একীন বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু অপূর্ণ"— বলিয়া থাকেন। যেরূপ স্বচ্ছতার তারতম্য বিশিষ্ট আর্শি দুইটি সমতুল্য দর্পণ। কেহ উক্ত দর্পণদ্বয় মধ্যে যেটি অধিক উজ্জ্বল তাহা দেখিয়া বলে যে, "এই আর্শিটি ঐ আর্শি যাহা পরিষ্কার নহে তাহা হইতে অধিকতর", আবার কেহ দেখিয়া বলে যে, "উভয় আর্শিই সমান— ইহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক্য নাই। কিন্তু উহার স্বচ্ছতা গুণের মধ্যে তারতম্য আছে"। অতএব দ্বিতীয় ব্যক্তির লক্ষ্যই সঠিক ও প্রকৃত বিষয় অবগতিশীল এবং প্রথম ব্যক্তির লক্ষ্য— বাহ্যিক আকৃতির প্রতি লক্ষ্য, উহা গুণ— হইতে প্রকৃত বস্তুতে উপনীত হয় নাই। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং এল্‌ম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের মর্ত্তবাসমূহকে আল্লাহ্‌তায়ালা উচ্চ করিয়া থাকেন"। এ ফকীর ইহার সমাধান যাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইল তদ্দারা ঈমানের ন্যূনাধিক্য হয় না যাহারা বলে তাহাদের বিরোধীদল তাহাদের প্রতি যে— অভিযোগ আনিয়া থাকে তাহা বিদূরিত হইয়া গেল। সাধারণ মো'মেনগণের ঈমান পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ঈমানের তুল্য নহে ; কেননা সাধারণ মো'মেনগণের ঈমান যাহা তারতম্যানুযায়ী তমসা বিশিষ্ট তাহা হইতে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ঈমান— যাহা পূর্ণ নূরানী ও সমুজ্জ্বল ঈমান তাহা বহুগুণ অধিক ফলপ্রদ। এইরূপ হজরত আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান যাহা এ উম্মতের সকলের ঈমান হইতে পরিমাণে অধিক এবং গুরুতর, তাহা উজ্জ্বলতা ও পরিষ্কৃতি হিসাবে জানিতে হইবে এবং পূর্ণতা-গুণাবলী অনুযায়ী তাহাকে অধিক বলিতে হইবে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ যেরূপ সর্ব্ব সাধারণের সহিত মানব হিসাবে সমতুল্য, উভয়ের বাহ্যিক দেহ ও আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব সবই এক, কিন্তু পূর্ণতা গুণাবলী হিসাবে পয়গাম্বর (আঃ)-গণ শ্রেষ্ঠ। যাহার মধ্যে উক্ত পূর্ণতা গুণাবলী নাই, সে যেন উক্ত জাতি হইতেই বহির্ভূত এবং উঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ হইতে বঞ্চিত। অথচ মানব হিসাবে কোনই ন্যূনাধিক্য নাই ; সুতরাং ইহা বলা যাইবেনা যে— মানবতার মধ্যে ন্যূনাধিক্য হয়। আল্লাহ্‌তায়ালাই প্রকৃত বিষয়ের অবগতি প্রদানকারী। অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে, 'তছ্‌দীক' বা বিশ্বাসের অর্থ 'মন্‌তেক' বা

তর্ক-শাস্ত্রের পারিভাষিক 'তছ্‌দীক', যাহা জন্ন (সন্দেহ) ও একীন (দৃঢ়-বিশ্বাস)-এর শামিল ; অতএব প্রকৃত ঈমানের মধ্যেই ন্যূনাধিক্য হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু এস্থলে সত্য কথা এই যে, 'তছ্‌দীক' শব্দের অর্থ একীন ও কল্‌বের (অন্তঃকরণের) দৃঢ় বিশ্বাস ; সাধারণ অর্থ যাহাতে 'জন্ন' বা সন্দেহ শামিল থাকে, তাহা নহে। হজরত এমাম আজম (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমি হক-মো'মেন বা সত্য-ঈমানদার" এবং এমাম শাফী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমি আল্লাহ্ চাহে মো'মেন"। ইহা প্রকৃত পক্ষে শব্দের তারতম্য মাত্র। প্রথম 'মত'— বর্ত্তমান ঈমানানুযায়ী বলা হয় এবং দ্বিতীয় 'মত'— ঈমানের শেষ অবস্থানুযায়ী। অবশ্য বাহ্যতঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ চাহে) শব্দ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ইনছাফ কারীর নিকট ইহা অবিদিত নহে।

অলী-আল্লাহ্‌গণের কারামত— সত্য। অলী-আল্লাহ্‌গণ হইতে অলৌকিক ঘটনাসমূহ অধিক প্রকাশ পাওয়া হেতু উহা যেন তাঁহাদের চিরস্থায়ী স্বভাবগত বস্তু স্বরূপ হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করা, স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতিগত বিদ্যা অস্বীকার করা মাত্র। পয়গাম্বর (আঃ) গণের 'মো'জেজা' নবুয়তের দাবীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অলীর 'কারামত' কোনরূপ দাবীর শামিল নহে ; বরং উহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব অস্বীকার কারীগণ যেরূপ ধারণা করিয়াছে, তদ্রূপ 'মোজেজা' এবং 'কারামতের' মধ্যে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মধ্যে তাঁহাদের খেলাফতের ক্রমানুযায়ী শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য আছে। 'শায়েখায়েন' বা হজরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) হুমার শ্রেষ্ঠত্ব ছাহাবা ও তাবেয়ীনগণের একতাবদ্ধ মত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যথা— আলেমগণ স্বীয় পূর্ব্ববর্ত্তী মহিয়ান এমামগণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ; হজরত এমাম শাফী (রাঃ)ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। শায়েখ এমাম আবুল হাছান আশআরী বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় সমগ্র উম্মতের মধ্যে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব— তৎপর হজরত ওমর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সঠিক, যথার্থ ও অকাট্য"! এমাম জাহাবী বলিয়াছেন যে,—হজরত আলী (রাঃ) হইতে তাঁহার খেলাফত ও শাসনকালেই বহু সংখ্যক ব্যক্তির মাধ্যমে একথা প্রকাশ্য ভাবে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং হজরত ওমর (রাঃ) এই উম্মতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপর তিনি বলিয়াছেন যে,— হজরত আলী (রাঃ) হইতে ইহা অশীতি ব্যক্তিরও অধিক ব্যক্তি রেওয়ায়েত— বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের নামও বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর তিনি বলিয়াছেন, রাফেজীগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা ধ্বংস করুক। তাহারা কতই না অজ্ঞ। এমাম বোখারী— হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরত আবুবকর (রাঃ), তৎপর হজরত ওমর (রাঃ) তৎপর অপর এক ব্যক্তি। তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ এবনে হানাফিয়া বলিলেন যে, "তৎপর আপনি ?" তদুত্তরে হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহা ব্যতীত নহে যে, আমি মোছলমানগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি মাত্র। এমাম জাহাবী ও

অন্যান্য এমামগণ হজরত আলী (রাঃ) হইতে ছহী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে— তিনি বলিয়াছেন— "সাবধান হও আমার নিকট ইহা উপনীত হইয়াছে যে, অনেকেই হজরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) হুমা হইতে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। অতএব তাঁহাদের প্রতি আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে যাহাকে প্রাপ্ত হইবো তাহাকে মিথ্যা দোষারোপকারী বলিবো, তাহার প্রতি ঐরূপ শাস্তি হইবে—যেরূপ মিথ্যা অপবাদকারীর প্রতি হইয়া থাকে"। 'দারকুতনী' হজরত আলী (রাঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন— "যে ব্যক্তিকে হজরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হইতে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেছে দেখিব, তাহাকে বেত্রাঘাত করিব— যেরূপ অপবাদকারীর প্রতি বেত্রাঘাত করা হয়।" এরূপ 'কথা' তাঁহা হইতে ও অন্যান্য ছাহাবীগণ হইতে প্রচুর ভাবে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কাহারও নাই। অপিচ আবদুর রাজ্জাক যিনি শিয়া সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয়, তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি শায়েখায়েনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেছি, যেহেতু হজরত আলী (রাঃ) স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। নতুবা আমি উঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতাম না। অন্যথায় আমার (ধ্বংসের) জন্য এই পাপই যথেষ্ট যে, আমি হজরত আলী (রাঃ)-কে ভালবাসি এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করি"। বর্ণিত বিষয় সমূহ 'ছওয়ায়েক' নামক কেতাব হইতে উদ্ধৃত হইল। হজরত ওছমান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আহ্‌লে ছুন্নত জামা'তের অধিকাংশ আলেমের 'মত' এই যে, হজরত শায়েখায়েনের পর হজরত ওছমান (রাঃ) শ্রেষ্ঠ, তৎপর হজরত আলী (রাঃ)— মোজতাহেদগণের এমাম চতুষ্টয়ের মতও উক্ত রূপ। হজরত ওছমান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় ইতস্তত করা, যাহা এমাম 'মালেক' হইতে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয় কাজী আয়াজ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি (এমাম মালেক) পরবর্ত্তী কালে হজরত ওছমান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। "এমাম কোরতবী" বলিয়াছেন যে—ইহাই সত্য, ইন্‌শাআল্লাহ্‌তায়ালা। হজরত এমাম আজমের নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা হজরত ওছমানের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় 'ইতস্ততঃ' যাহা বুঝা যায়, যথায় তিনি বলিয়াছেন যে, ছুন্নত জামা'তের দলভুক্ত হওয়ার চিহ্ন, শায়েখায়েন হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ) কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান এবং খাতানায়েন [হজরত ওছমান ও হজরত আলী (রাঃ)] কে ভালবাসা, এ-ফকীরের নিকট এরূপ বলিবার অন্য কারণ আছে। অর্থাৎ খাতানায়েনের খেলাফতের সময় যখন বহু প্রকার বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, যাহার কারণে সাধারণের মন কলুষিত ও তমসাময় হইয়াছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করতঃ হজরত এমাম আবু হনিফা খাতানায়েনের প্রতি 'ভালবাসা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্বকেই ছুন্নতের চিহ্ন বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা নহে যে— হজরত ওছমান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল। কিরূপে দ্বিধা থাকিতে পারে, হানাফী মাজহাবের কেতাব সমূহে ইহা পরিপূর্ণ আছে যে— "খেলাফতের ক্রমানুযায়ী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব"। ফলকথা শায়েখায়েনের শ্রেষ্ঠত্ব সঠিক ও অকাট্য এবং হজরত ওছমান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব তত্তুল্য সঠিক নহে। অবশ্য প্রশস্ত পথ এই যে, হজরত

ওছমান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারীকে, বরং শায়েখায়েনের শ্রেষ্ঠত্বকেও যে অমান্য করে তাহাদিগকে কুফরের নির্দ্দেশ যেন প্রদান না করি। বরঞ্চ বেদ্‌য়াতী ও পথভ্রষ্ট বলিয়া জানি। যেহেতু তাঁহাকে কাফের বলার বিষয় আলেমগণের দ্বিমত আছে ও এই বিষয় একতাবদ্ধ হওয়ার মধ্যেও সন্দেহ রহিয়াছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তি লক্ষীছাড়া এজিদের সঙ্গী। অতএব সাবধানতা হেতু উহাকেও মল্‌উন বা অভিশপ্ত বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনকে কষ্ট প্রদানের কারণে আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) ঐরূপ ক্লিষ্ট হন, যেরূপ হজরত এমাম হাছান ও হোছাইন (রাঃ)-এর জন্য কষ্ট পাইয়াছিলেন। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার ছাহাবাগণের বিষয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পরে তাঁহাদিগকে তোমরা পার্থিব লক্ষ্যস্থান করিওনা। ইঁহাদিগকে যে ব্যক্তি ভালবাসিবে, সে আমার ভালবাসার কারণেই ভালবাসিবে, এবং যে শক্রতা করিবে, সে আমার সহিত শক্রতার জন্যই শক্রতা করিবে, এবং যে তাঁহাদিগকে কষ্ট দিবে, নিশ্চয় সে আমাকে কষ্ট দিল, এবং যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ্‌তায়ালাকে কষ্ট দিল, এবং যে আল্লাহ্‌তায়ালাকে কষ্ট দিল, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে ধরিতে ও শাসন করিতে সক্ষম"। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুলকে কষ্ট প্রদান করে, ইহ-পরকালে আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে লানত করিবেন।" "শরহে আকায়েদে নছফীর" মধ্যে মাওলানা ছায়াদউদ্দিন এই শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় যাহা ইনছাফ্ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাহা ইনছাফ্ বা সুবিচার হইতে সুদুরে পতিত এবং তিনি যে ভাবে ইহা রদ করিয়াছেন—তাহা অমূলক। কেননা আলেমগণের নির্দ্ধারিত যে, ছওয়াব বা পূণ্যের আধিক্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব হওয়াই এস্থলে উদ্দেশ্য ; প্রশংসার প্রাচুর্য্য অনুযায়ী নহে, যাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ত্তব্য হইবে। (আলেমগণের নিকট নহে)। যেহেতু ছাহাবা এবং তাবেয়ীনগণ হইতে পরবর্ত্তীগণ হজরত আলী (রাঃ)-এর যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোনও ছাহাবার জন্য তদ্রূপ বর্ণনা করেন নাই। এপর্য্যন্ত যে, এমাম আহ্‌মদ (রাঃ) বলিয়াছেন— "কোন ছাহাবার এরূপ প্রশংসা বর্ণিত হয় নাই, যেরূপ হজরত আলী (রাঃ)-এর জন্য হইয়াছে ; ইহা সত্ত্বেও তিনি খলীফাত্রয়ের শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব উপলব্ধ হওয়া গেল যে, প্রশংসা ইত্যাদি ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কারণ আছে। 'অহী' বা ঐশীবাণী দর্শনকারী ব্যক্তিগণই প্রকাশ্য ভাবে কিংবা প্রকারান্তরে তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; এবং তাঁহারাই (অহী দর্শনকারী ব্যক্তিগণই) হজরত (ছঃ)-এর ছাহাবাবৃন্দ (রাঃ আনহুম)। অতএব আকায়েদে নছফীর ব্যাখ্যাকারী যাহা বলিয়াছেন যে, "শ্রেষ্ঠত্বের উদ্দেশ্য, ছওয়াবের আধিক্য যদি হয়, তাহা হইলে ইতস্ততঃ করার কারণ বর্ত্তমান আছে", একথা পরিত্যাজ্য। কেননা ইতস্ততঃ করার অবকাশ তখন থাকিত, যখন 'ছাহেবে শরীয়ত'— পয়গাম্বর (ছঃ)-এর নিকট হইতে প্রকাশ্য ভাবে বা ইঙ্গিতাদি দ্বারা অবগত হওয়া না যাইত। যখন অবগত হওয়া গিয়াছে তখন আর কেন ইতস্ততঃ করিবেন ! অবগত না হইলে শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশই বা কেন দিবেন ? যে ব্যক্তি সকলকে সমতুল্য জানে

এবং কাহাকেও কাহারও প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা অতিরিক্ততা জ্ঞান করে, সে ফাজিল বা বাচালতাকারী বটে। কি আশ্চর্য্য, 'ফাজিল' বা বাচাল যে, সত্য পথাবলম্বীগণের একতাবদ্ধ মতকে সে 'ফাজিলামি' বা বাচালতা ধারণা করে। বোধ হয় 'ফজল' শব্দ তাহাকে ফাজিলামির দিকে লইয়া গিয়াছে। ফুতুহাতে মক্কিয়ার প্রণেতা যাহা বলিয়াছেন যে, "তাঁহাদের খেলাফতকালের তরতিব বা ক্রম তাঁহাদের আয়ুষ্কাল অনুযায়ী"। তাঁহার এই বাক্য তাঁহাদের সমতুল্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেনা। যেহেতু খেলাফত পৃথক বিষয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব পৃথক। যদি সমতুল্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার এরূপ বাক্য এবং তাঁহার এই প্রকারের অন্যান্য যাবতীয় বাক্য সামঞ্জস্য বিহীন, শরীয়ত গর্হিত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত, যাহা ধর্ত্তব্য নহে। তাঁহার অধিকাংশ 'কাশ্‌ফ' জাত মারেফত বা এল্‌ম—যাহা ছুন্নত জামাতের এল্‌মের বিপরীত, তাহা সত্যতা হইতে সুদূরে পতিত। অতএব যাহার অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা যে— নিরেট অনুসরণকারী সে ব্যতীত এরূপ বাক্যের কেহই অনুগমন করিবেনা।

ছাহাবীগণের মধ্যে যে কলহ বিবাদ ঘটিয়াছিল, তাহা উৎকৃষ্ট পর্য্যায় ধরিয়া লওয়া উচিত। প্রবৃত্তি বা নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা মূলক ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া ধারণা করা আবশ্যক। এমাম তাকতাজানী হজরত আলী (রাঃ)-এর অতিরিক্ত মহব্বত রাখা সত্ত্বেও বলিয়াছেন যে, উঁহাদের মধ্যে যে বাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ ইত্যাদি বাঁধিয়াছিল তাহা খেলাফতের জন্য নহে, বরং বুঝিবার ভুলের কারণে ছিল। উহার টীকা, খেয়ালীর মধ্যে লিখিতেছেন যে, নিশ্চয় হজরত মুয়াবিয়া ও তাঁহার দল, হজরত আলীকে সেই জমানার শ্রেষ্ঠ ও 'এমাম' হইবার উপযুক্ত মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও একটি সন্দেহের কারণে তাঁহারা হজরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। উহা হজরত ওছমান (রাঃ)-এর বধকারীগণ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। কোররা কামাল পুস্তকের টীকায়, হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে— তিনি ফরমাইয়াছেন "উহারা আমাদের ভ্রাতা, আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছে, তাঁহারা কাফেরও নহেন, ফাছেকও নহেন। যেহেতু তাঁহারা এক 'তা'বীল' বা ভাবার্থের উপর আছেন"। এবং ইহাতে সন্দেহ নাই যে— এজ্‌তেহাদ বা বুঝিবার ভুল, নিন্দা অপবাদ হইতে সুরক্ষিত এবং দোষারোপ মুক্ত। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সংসর্গের সম্মান রক্ষা করতঃ যাবতীয় ছাহাবাগণকে ভালভাবে স্মরণ করা উচিত ; এবং পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ভালবাসা হেতু তাঁহাদিগকেও ভালবাসা আবশ্যক। হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে, তাহা আমার ভালবাসার কারণেই ভালবাসিবে এবং যে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিবে, সে আমার সহিত শত্রুতার কারণেই শত্রুতা করিবে", ইহার অর্থ এই যে—আমার সহিত যে ভালবাসা সম্বন্ধিত, সেই ভালবাসাই আমার ছাহাবাগণের সহিত সম্বন্ধিত। এইরূপ আমার সহিত যে শত্রুতা সম্বন্ধিত তাহাই আমার ছাহাবাগণের সহিত সম্বন্ধিত। হজরত আলী (রাঃ)-এর সহিত সংগ্রামকারী-গণের সহিত আমাদের কোনই বন্ধুত্ব নাই। বরং তাঁহাদের প্রতি

মনঃকষ্ট রাখাই উচিত। কিন্তু তাঁহারা যখন আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)-এর সহচর এবং আমরা তাঁহাদের মহব্বতের জন্য আদিষ্ট ও তাঁহাদের সহিত হিংসা পোষণ নিষেধ, সুতরাং তাঁহাদের সকলকেই আমরা ভালবাসি এবং তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করা হইতে বিরত থাকি ; যেহেতু উক্ত শত্রুতা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। কিন্তু যাহারা সত্যের দিকে আছেন তাঁহাদিগকে সত্য বলি এবং যাহারা ভুলের দিকে আছেন তাঁহাদিগকে ভুল বলি। অতএব হজরত আলী (রাঃ) সত্যের দিকে ছিলেন এবং তাঁহার বিরোধীদল-গণ ভুলের দিকে। ইহা হইতে অতিরিক্ত বলা—বাচালতা মাত্র। খাজা মোহাম্মদ আশরাফের মকতুবে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে ; যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে, তথা হইতে দেখিয়া লইবেন।

আকীদা বিশ্বাস দুরস্ত ও বিশুদ্ধ করার পর ফেকাহের নির্দ্দেশাবলি অবগত হওয়া অনিবার্য্য এবং 'ফরজ', 'ওয়াজেব', 'হালাল', 'হারাম', 'ছুন্নত', 'মোস্তাহাব', 'মোস্তাবেহ' (সন্দিগ্ধ বস্তু) ও 'মকরুহ' (ঘৃণিত বস্তু) ইত্যাদি অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আবার উক্ত রূপ আমল করাও অনিবার্য্য। ফেকাহের কেতাব সমূহ পাঠ করা জরুরী জানিবেন, এবং সৎ কার্য্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। 'নামাজ'—দীনে ইছলামের স্তম্ভ, তাহার উৎকর্ষ এবং উহার রোকন[১] বা অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাদির বর্ণনা যৎকিঞ্চিত লিখিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

প্রথমতঃ পূর্ণভাবে 'ওজু' করা আবশ্যক, প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণভাবে তিন তিন বার বিধৌত করিতে হইবে ; তাহাতে 'ছুন্নত' প্রতিপালন হইবে। মস্তক প্রোঞ্ছনের সময় সম্পূর্ণ মস্তক প্রোঞ্ছিত করিতে হইবে। কর্ণ ও গ্রীবা সাবধানতার সহিত প্রোঞ্ছিত করিতে হইবে। পদ-অঙ্গুলী 'খেলাল'[২] করা কালে বাম হস্তের কনিষ্ঠা কর্ত্তৃক নিম্নদিক হইতে খেলাল করার নির্দ্দেশ আছে, তাহা সাবধানতার সহিত করিবেন। 'মোস্তাহাব' কার্য্য প্রতিপালন সামান্য ধারণা করিবেন না। 'মোস্তাহাবের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় কার্য্য ও তাঁহার পছন্দনীয় বস্তু। যদি নিখিল বিশ্বের বিনিময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার একটি পছন্দনীয় ও প্রিয় বস্তুর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্রূপ কার্য্য করার সুযোগ লাভ হয়, তাহা যথেষ্ট জানিবেন। ইহার মূল্য ঐরূপ, যথা—কোন ব্যক্তি কতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে অতি মূল্যবান মণি মুক্তা ক্রয় করে অথবা কোন নিকৃষ্ট জড় বস্তুর পরিবর্ত্তে 'রূহ্' বা আত্মা লাভ করে। পূর্ণভাবে পবিত্র হওন ও উত্তম রূপে অজু করণের পর, 'নামাজ'—যাহা মো'মেনগণের মে'রাজ তাহা পাঠ করিবার নিয়ত বা সংকল্প করিবেন। 'ফরজ' নামাজ সমূহ যাহাতে জামা'ত ব্যতীত পঠিত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। বরঞ্চ এমামের সহিত প্রথম তকবীরই যেন পরিত্যাগ না হয়। মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ 'আদা' করা উচিৎ এবং ছুন্নত পরিমাণ 'কেরা'ত' বা কোরআন পঠন আবশ্যক। 'রুকু' এবং 'ছেজ্‌দা' শান্তি সহকারে পালন করিবেন, যেহেতু উহা অধিকাংশের মতে 'ফরজ' কিংবা 'ওয়াজেব'।

টীকা ঃ-১। নামাজে অন্তর্ভুক্ত কার্য্য। ২। অঙ্গুলীর মধ্যভাগে হস্তাঙ্গুলীদ্বারা পরিষ্কার করণ।

কেয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়ার সময় সরলভাবে দণ্ডায়মান হইবেন, যেন অস্থি সমূহ স্ব স্ব স্থানে উপনীত হয়। দণ্ডায়মান হওয়ার পর কিয়ৎক্ষণ শান্ত হওয়া আবশ্যক ; তাহাও প্রতিপালন করিবেন, যেহেতু উহা 'ফরজ' অথবা 'ওয়াজেব' কিংবা ছুন্নত, ইহাতে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এইরূপ ছেজ্‌দা দ্বয়ের মধ্যে উপবেশন কালেও 'কেয়ামের' ন্যায় কিয়ৎক্ষণ শান্ত হওয়া আবশ্যক। রুকু এবং ছেজদার মধ্যে তছবীহ্ পঠনের সর্ব্ব নিম্ন সংখ্যা তিনবার এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যা সপ্ত অথবা একাদশ বার ; ইহাতেও মতভেদ আছে। মুকতাদীগণের অবস্থা অবগত হইয়া এমাম 'তছবীহ' পাঠ করিবেন। যখন কেহ একাকী নামাজ পাঠ করে এবং শক্তি সামর্থ্য থাকে, তখন যদি সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা তছবীহ্ পাঠ করে তবে তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় ; যদি একান্ত অক্ষম হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ পঞ্চ কিংবা সপ্তবার পাঠ করা উচিত। ছেজ্‌দাহ করিবার সময় যে অঙ্গ মৃত্তিকার নিকটবর্ত্তী তাহা প্রথমে মৃত্তিকায় স্থাপন করিবেন। অতএব প্রথমে অষ্টীবান[১] বা জানু সন্ধিদ্বয় মৃত্তিকায় স্থাপিত করিবেন, তৎপর হস্তদ্বয় তৎপর নাসিকা তৎপর ললাট। অষ্টীবান এবং হস্ত স্থাপন কালীন দক্ষিণ অঙ্গ প্রথমে রাখিবেন ; মস্তক উত্তোলনকালে যে অঙ্গ আকাশের নিকটবর্ত্তী তাহাই প্রথমে উত্তোলন করিবেন। অতএব প্রথমে ললাট উত্তোলন করিবেন। দণ্ডায়মান কালে ছেজ্‌দার স্থানে স্বীয় লক্ষ্য সিবিত[২] করিয়া রাখিবেন। রুকু করার সময় স্বীয় পদদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং ছেজ্‌দাহের সময় নাসিকার অগ্রভাগে লক্ষ্য করিবেন, উপবেশনকালে স্বীয় হস্তদ্বয় অথবা স্বীয় ক্রোড়ের প্রতি তাকাইবেন ; যখন লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষিত হইবে এবং উল্লিখিত স্থান সমূহের প্রতি লক্ষ্য আবদ্ধ থাকিবে, তখন মনোনিবেশের সহিত নামাজ পাঠ হইবে এবং অন্তঃকরণের নম্রতাও হাছিল হইবে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হইতে এইরূপ বর্ণিত আছে। আবার রুকু করার সময় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি পৃথক ভাবে স্থাপন এবং ছেজ্‌দার সময় উহা সম্মিলিত করণও ছুন্নত, ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। অঙ্গুলী পৃথক রাখা ও একত্রিত করা বিনা কারণে নহে, ইহার নিশ্চয় কোন উপকারীতা আছে, যৎপ্রতি লক্ষ্য করতঃ ছাহেবে শরা (ছঃ) তৎপ্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আমাদের জন্য তাঁহার অনুসরণের তুল্য উপকার প্রাপ্তি অন্য কোন কার্য্যেই নাই। ফেকাহের কেতাব সমূহে এসকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করণের উদ্দেশ্য ফেকাহের নির্দ্দেশানুযায়ী আমল বা কার্য্য করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা মাত্র। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় ইছলাম ধর্ম্মের আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত করিবার সুযোগ প্রদানের পর শরীয়তের নির্দ্দেশানুযায়ী 'নেক আমল' করিবার 'তওফিক' বা সুযোগ প্রদান করুন (আমীন)। নামাজের উৎকর্ষ ও উহার বিশিষ্ট পূর্ণতাসমূহ জানিবার যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে পরপর সম্মিলিত এই মকতুবত্রয় পাঠ করিবেন। প্রথম মকতুব যাহা প্রিয় বৎস মোহাম্মদ ছাদেকের নামে লিখা হইয়াছে, (১ম খণ্ড ২৬০ মকতুব), দ্বিতীয় মকতুব যাহা মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের

টীকা ঃ - ১। অষ্টীবান=হাঁটু। ২। সিবিত=সেলাই।

নামে লিখা হইয়াছে (১ম খণ্ড ২৬১ মকতুব) ও তৃতীয় মকতুব যাহা শায়েখ তাজের নামে লিখা হইয়াছে (২৬৩ মকতুব)।

বিশ্বাস ও আমলের দুই বাহু লাভ হইবার পর, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ যদি সহায়তা করে তাহা হইলে ছুফীগণের 'তরীকা' গ্রহণ করিতে হইবে। উহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, উক্ত বিশ্বাস এবং আমল ব্যতীত অন্য কোনও অতিরিক্ত বস্তু লাভ করা যায়, অথবা নূতন কোন বিষয় হস্তগত হয়, বরঞ্চ উহার উদ্দেশ্য এই যে,— শরীয়তের বিশ্বাস্য বস্তু সমূহের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লাভ ও মনের শান্তি হাছিল হয়, যাহা কোনও প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণায় নষ্ট না হয়। কেননা দলীল প্রমাণাদি কাষ্ঠজাত 'পদ' তুল্য এবং প্রমাণকারী আন্তরিক স্থিতি বিহীন। "সাবধান হও, আল্লাহের জেকের বা স্মরণ কর্ত্তৃক হৃদয়ের শান্তি লাভ হইয়া থাকে" (কোরআন)। পরন্তু আমল সমূহে সরলতা লাভ হয় ও আলস্য এবং আদ্দেশ অমান্য করা যাহা 'নফছে আম্মারা' হইতে উদ্ভূত তাহা বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপ ছুফীগণের তরীকায় ছুলুক করার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, অদৃশ্য জাত আকৃতি প্রকৃতি অবলোকন করে এবং বিভিন্ন প্রকারের নূর-আলোকাদি ও রং প্রদর্শন করে ; ইহাও ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গম্য 'নূর' ও ছুরাত সমূহ কি অন্যায় করিল যে, তাহা পরিত্যাগ করতঃ কেহ কঠোর ব্রত পালন কর্ত্তৃক গায়েবের বা অদৃশ্যের নূর ও আকৃতিসমূহ অবলোকনের আকাঙ্ক্ষা করে ! যেহেতু উক্ত আকৃতি এবং এই আকৃতি ও উক্ত 'নূর' এবং এই 'নূর' উভয়ই আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট-বস্তু এবং তাঁহার পবিত্র জাতের প্রতি নির্দ্দেশক। ছূফীগণের যাবতীয় তরীকার মধ্যে নক্‌শবন্দীয়া তরীকা গ্রহণ করাই অধিক উপযোগী ও শ্রেয়ঃ, যেহেতু এই বোজর্গগণ দৃঢ়তার সহিত ছুন্নতের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং বেদাতাদি হইতে বিরত থাকেন ; এই হেতু ইঁহারা যদি অনুসরণ রূপ দৌলত বা সম্পদ প্রাপ্ত হন এবং আত্মীক অবস্থা কিছুমাত্র লাভ না করেন, তাহাতেও ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে আত্মীক হালতাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি অনুসরণ কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে তাহা হইলে উক্ত হালত ইঁহারা পছন্দ করেন না ; এই হেতু ইঁহারা সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি জায়েজ বা বৈধ জানেন না। এবং উহার মাধ্যমে যে হালত বা প্রেরণার সৃষ্টি হয়, তাহার কোনই মূল্য প্রদান করেন না। বরঞ্চ "জেক্‌রে জহর" বা উচ্চস্বরে জেকের করা বেদ্‌য়াত বলিয়া জানেন এবং তাহা নিষেধ করিয়া থাকেন, ও তদ্দারা যে ফল লাভ হয়, তদ্দিকে লক্ষ্য করেন না। এক দিবস আমাদের পীর কেব্‌লা (রাজীঃ)-এর খানার মজলিসে আমি উপস্থিত ছিলাম, শায়েখ কামাল নামক হজরতের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি খানা আরম্ভ করার সময় তাঁহার সম্মুখে 'আল্লাহ্' এছম উচ্চ স্বরে বলিলেন ; আমাদের পীর কেব্‌লা তাহাতে এরূপ অসন্তুষ্ট হইলেন যে, কঠোরভাবে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন যে, "তোমরা উহাকে নিষেধ করিও যেন আমার খানার মজলিসে উপস্থিত না হয়"। আমাদের পীর কেব্‌লার নিকট আমি শুনিয়াছি যে, হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাজীঃ) বোখারার আলেমগণকে একত্রিত করিয়া হজরত আমীর কোলাল (রাজীঃ)-এর খান্‌কাহ্ শরীফে লইয়া গিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা তাঁহাকে "জেক্‌রে জহর" বা উচ্চস্বরে জেকের করা হইতে

নিষেধ করেন। আলেমগণ হজরত আমীর কোলালকে বলিলেন যে, "জেকরে জহর বেদ্‌য়াত ; ইহা আপনি করিবেন না"। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে— "আর করিবনা"। এই তরীকার উচ্চদরের বোজর্গগণ যখন জেক্‌রে জহরের বিষয় এরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন নৃত্য সংগীত লম্প-ঝম্ফ ইত্যাদির বিষয় আর কি বলিব ! শরীয়ত গর্হিত কার্য্য দ্বারা যে প্রেরণাদির উদ্ভব হয়, এ ফকীরের নিকট উহা 'এস্তেদ্‌রাজ' বা ছলনামূলক উন্নতি স্বরূপ ; কোননা আহ্‌লে এস্তেদ্‌রাজ বা ছলনাপ্রাপ্ত (বিধর্ম্মী)গণেরও আত্মীক অবস্থা ও প্রেরণা লাভ হইয়া থাকে এবং 'একত্বাদ' সম্বন্ধীয় আত্মীক বিকাশ ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর আকৃতি-দর্পণ মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব হাছিল হইয়া থাকে। গ্রীক দেশীয় দার্শনিক ও ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের যোগী-সন্ন্যাসীগণও এ বিষয়ে উহাদের সমতুল্য। আত্মীক অবস্থার সত্যতার প্রমাণ— শরীয়তের এল্‌ম সমূহের অনুকূলতা, তৎসঙ্গে হারাম ও সন্ধিগ্ধ বিষয় সমূহ হইতে বিরতি। জানিবেন যে, নৃত্য ও সংগীত প্রকৃত পক্ষে ক্রীড়া, কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান যে, "মানবের মধ্যে কেহ কেহ বাক্যের 'ক্রীড়া' ক্রয় করে" (কোরআন)। ইহা গান-বাদ্য নিষেধ উপলক্ষে নাজেল হইয়াছে। যেরূপ হজরত এবনে আব্বাছ (রাজীঃ)-এর ছাত্র ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হজরত মোজাহেদ বলিয়াছেন যে, 'বাক্যের ক্রীড়া' অর্থাৎ সংগীত। মাদারেক নামক তফ্‌ছীরে আছে যে, "বাক্যের ক্রীড়া অর্থাৎ কেচ্ছা কাহিনী এবং সংগীত"। হজরত এবনে আব্বাছ ও এবনে মাছউদ (রাজীঃ) ছাহাবীদ্বয় শপথ করিয়া বলিতেন যে, উহার অর্থ 'গান'। মোজাহেদ বলিয়াছেন যে— আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান, "যাহারা মিথ্যার মজলিসে হাজির হয় না অর্থাৎ গানের মজলিসে উপস্থিত হয় না"। এমাম আবু মনছুর মাতুরিদী হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমাদের এ যুগের কোরআন পাঠকারীকে বলে যে, 'সুন্দর পাঠ করিল'; সে কাফের হইবে, এবং তাহার স্ত্রী 'তালাকে বায়েন' হইয়া যাইবে ; তাহার যাবতীয় সৎকার্য্য ও পূণ্য আল্লাহ্‌তায়ালা ধ্বংস করিবেন"। এমাম আবু নছর দবুছী— কাজী জহির উদ্দিন খাওয়ার জামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি গায়ক ইত্যাদিগণের নিকট হইতে সংগীত শ্রবণ করিবে, কিংবা কোন হারাম কার্য্য দর্শন করতঃ তাহা পছন্দ করিবে, ইহা বিশ্বাসের সহিত করুক বা অবিশ্বাসের সহিত করুক, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ 'মোরতাদ' বা পরিত্যাজ্য হইয়া যাইবে। যেহেতু সে শরীয়তের হুকুম বাতিল করিল, এবং যে ব্যক্তি শরীয়তের হুকুম বাতিল করে—সে কোনও মোজ্‌তাহেদ— এমামের নিকট ঈমানদার থাকিবে না এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার এবাদত কবুল করিবেন না ; তাহার যাবতীয় সৎকার্য্য আল্লাহ্‌পাক ধ্বংস করিবেন।" আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করুন। সংগীত হারাম-অবৈধ, এ বিষয় কোরআন শরীফের আয়াত এবং হাদীছ-ফেকাহের রেওয়ায়েত বা বর্ণনা এত প্রচুর রহিয়াছে যে, তাহা অবধারিত করা সুকঠিন। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি 'মনছুখ' বা পরিত্যাক্ত হাদীছ কিংবা 'সাজ' বা কদাচিৎ বর্ণিত রেওয়ায়েত, সংগীত জায়েজ হইবার বিষয় বর্ণনা করে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কেননা কোন ফেকাহ্‌বিদ এমাম কোন যুগে সংগীত মোবাহ্‌ বা বিধেয় বলিয়া ফতওয়া প্রদান করেন নাই, এবং নৃত্য ও পদক্রীড়া জায়েজ রাখেন নাই। যেরূপ এমাম জিয়াউদ্দিন শামীর 'মোল্‌তাকাত্‌' নামক

পুস্তকে বর্ণিত আছে। ছূফীগণের আমল হালাল, হারাম হওয়ার বিষয় দলীল নহে ; এই মাত্র যে, আমরা তাঁহাদিগকে 'মা'জুর বা ক্ষম্য বলিয়া জানি এবং তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করি না ও তাঁহাদের শেষ অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ন্যস্ত করি। এ স্থলে এমাম আবু হানীফা, এমাম আবু ইউছুফ, ও এমাম মোহাম্মদের বাক্যের মূল্য আছে ; আবুবকর শিবলী, আবুল হাছান নূরীর কার্য্য মূল্যবান নহে। এ যুগের অপক্ক ছূফীগণ স্বীয় পীরগণের কার্য্যকে উপলক্ষ্য করতঃ নৃত্য সংগীতাদিকে স্বীয় ধর্ম্ম ও এবাদৎ বন্দেগী বা উপাসনা তুল্য করিয়া লইয়াছে। "উহারাই ঐ ব্যক্তি যাহারা ক্রীড়া কৌতুক স্বীয় ধর্ম্ম করিয়া লইয়াছে" (কোরআন)। পূর্ব্ববর্ত্তী রেওয়ায়েত সমূহ হইতে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি হারাম কার্য্যকে উত্তম বলিয়া জানে, সে ইছলামের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে, এবং 'মোরতাদ্‌'— বিতাড়িত হয়। অতএব চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, নৃত্য-সংগীতের মজলিসের সম্মান করা বরং উহাকে এবাদৎ ও উপাসনা তুল্য জানা কতদূর দোষণীয় ও কদর্য্য কার্য্য। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ যে, আমাদের পীরাণে কেরাম এরূপ কার্য্যে লিপ্ত নহেন এবং আমরা,— তাঁহাদের অনুসরণ কারীগণকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আকর্ণিত হইতেছে যে, মখদুম জাদাগণ (পীরজাদাগণ) সংগীত বাদ্যাদির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং জুমা'র রাত্রে সংগীত ও গজল পাঠের মজলিসের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; অধিকাংশ বন্ধুগণই এই কার্য্যে তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য তরীকার মুরীদগণ স্বীয় পীরের কার্য্যকে ব্যপদেশ করতঃ উক্ত রূপ কার্য্য করিতেছে এবং শরীয়ত গর্হ্য[১] হওয়া হইতে স্বীয় পীরের কার্য্যের দোহাই প্রদান করিয়া রক্ষা পাইতেছে। যদিও তাহারা বাস্তবে সত্যাবলম্বী নহে। কিন্তু আমাদের বন্ধুগণ এরূপ কার্য্যের কি আপত্তি দর্শাইবেন ? শরীয়ত গর্হিত হওয়া একদিকে এবং স্বীয় তরীকার পীরাণে কেরামের বিরোধীতা অন্যদিকে ; অর্থাৎ তাহাদের একার্য্যে শরীয়ত পন্থীগণও সন্তুষ্ট নহেন এবং তরীকত পন্থিগণও তুষ্ট নহেন। শরা গর্হিত না হইলেও শুধু তরীকার মধ্যে নূতনত্ব করা কদর্য্য কর্ম্ম। তদুপরি শরারগর্হণ আবার উহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জনাব মির্জ্জা[২] জিউ তাঁহাদের এ কার্য্যে সন্তুষ্ট নহেন ; কিন্তু তাঁহাদের আদব সম্মান রক্ষা করতঃ প্রকাশ্য ভাবে নিষেধ করিতেছেন না এবং বন্ধুগণকেও বাধা দিতেছেন না। এ ফকীরের স্বীয় উপস্থিতি বিলম্ব দর্শনে কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিল। মির্জ্জা জিউ-এর সম্মুখে এই 'ছবক' পাঠ করিবেন এবং তাঁহারই সম্মুখে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া লইবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৬৭ মকতুব

মির্জ্জা হোছামুদ্দীন আহ্‌মদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, যে গুপ্ত রহস্য আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মোজাদ্দেদ (রাজীঃ)-কে প্রদান করিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনাও সুকঠিন ইত্যাদি।

টীকাঃ— ১। গর্হ্য=নিন্দনীয়। ২। খাজা হোছামুদ্দীন আহ্‌মদ।

হাম্দ ছালাত এবং দোওয়ার পর, সমাচার এই যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ ফকীরের নামে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ছরফরাজ হইলাম। আল্লাহ্পাক আপনাকে উৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান করুন। আল্লাহ্তায়ালার নেয়্মত-অবদান সমূহের বিষয় কি আর লিখিব এবং কি ভাবেই বা তাঁহার শোকর গোজারী করিব ; আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে, যে এল্ম মারেফত সমূহ বর্ণিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই লিপিবদ্ধ হইতেছে এবং যোগ্য অযোগ্য সকলেরই কর্ণগোচর হইতেছে, কিন্তু গুপ্ত রহস্য ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ যাহা এ ফকীরকে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথক ভাবে একায়ত্তে প্রদান করিয়াছেন, তাহার কণা মাত্র প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই। বরং ইশারা ইঙ্গিতেও তাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। প্রিয় বৎস [খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)] যিনি এ ফকীরের মারেফত সমূহের সমষ্টি এবং ছুলুক জজ্বার মাকাম সমূহের তালিকাস্বরূপ,— তাঁহার নিকটেও এই গুপ্ত রহস্য সমূহের ইঙ্গিত প্রদান করি নাই ; বরঞ্চ পূর্ণ কৃপণতার সহিত গুপ্ত রাখার চেষ্টা করিয়াছি। অথচ ইহা জানি যে, তিনি রহস্যের আধার ও ভুলভ্রান্তি হইতে সুরক্ষিত। কিন্তু কি করি, অতীব সূক্ষ্মতা হেতু রসনা রুদ্ধ হইয়া আসে এবং কোমলতার জন্য ওষ্ঠ বন্ধ হইয়া যায়। "বক্ষ সংকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু রসনা চলিতেছে না" (কোরআন), যেন— আমার বর্ত্তমান অবস্থা। উক্ত রহস্য সমূহ এরূপ নহে যে, বর্ণনা করা চলেনা, বরঞ্চ আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে নিষেধ বলিয়া বর্ণনা করা চলিতেছে না।

হাফেজের আর্ত্তনাদ অমূলক নয়,
আশ্চর্য্য কাহিনী ইথে আছে হে নিশ্চয়।

এই সৌভাগ্য যাহা আমি গুপ্ত রাখার চেষ্টা করিতেছি, তাহা নবূয়তের 'তাক' হইতে সংগৃহীত। উচ্চদরের ফেরেশ্তাবৃন্দও এই দৌলতে বা সৌভাগ্যে শরীক বা অংশী। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণকারীদিগের মধ্যে যাহাকে আল্লাহ্পাক ইহা প্রদান করিয়াছেন তিনিও শরীক আছেন। হজরত আবু হোরায়রা (রাজীঃ) বলিয়াছেন যে, "আমি রছুলে খোদা (ছঃ)-এর নিকট দুই প্রকার এল্ম গ্রহণ করিয়াছি ; এক প্রকার এল্ম তোমাদের মধ্যে বিস্তার করিয়াছি এবং দ্বিতীয় প্রকার এল্ম যদি প্রচার করিতে যাই, তবে আমার কণ্ঠ ছেদিত হইবে"। উক্ত দ্বিতীয় প্রকারের এল্ম গুপ্ত রহস্যসমূহের 'এল্ম' যাহা সকলের জ্ঞানে সঙ্কুলান হয় না ; "ইহা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য, যাহাকে ইচ্ছা করেন তিনি ইহা প্রদান করেন, তিনি অতি বৃহৎ অনুগ্রহশীল" (কোরআন)।

দ্বিতীয়তঃ হজরত পীরজাদাগণের নিকট একটি পত্র দেওয়া হইয়াছে, বোধ হয় তাহা আপনার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে। হে মান্যবর ! তরীকার মধ্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করা এ ফকীরের নিকট শরীয়তের মধ্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করা হইতে কম নহে। তরীকার ফয়েজ 'বারাকাত' সমূহ ঐ পর্য্যন্ত বর্ষিত হইতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত তরীকার মধ্যে কোনও নূতনত্বের উদ্ভব না হয়। যখনই কোন নূতন কার্য্য প্রকাশ পায়, তখনই উহার ফয়েজ বরকতের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব তরীকার হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত জরুরী এবং উহার বিরোধীতা করা হইতে বিরত থাকা অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। সুতরাং যে স্থানে যাহাকেই স্বীয় তরীকার বিরোধীতা করিতে দেখিবেন, তাহাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করিবেন এবং তরীকার প্রচলন ও সহায়তা করিবেন। ওয়াচ্ছালাম ওয়াল্ একরাম।

২৬৮ মকতুব

খান খানানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হওয়ার এল্ম কি— ইত্যাদি।

আল্লাহ্পাকের প্রশংসা এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। এতদ্দেশের ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার উপযোগী। আপনাদের 'ছালামতি' ও 'আফিয়াত' বা সুস্থতা এবং সুখসচ্ছন্দতা ও শরীয়তের প্রতি দৃঢ়তা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনীয়।

ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হওয়ার এল্মের আলোচনা চলিতেছে বলিয়া উপস্থিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী লিখা যাইতেছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "আলেমগণ নবী (আঃ) গণের উত্তরাধিকারী"। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পরে যে-এল্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা দুই প্রকার ; 'এল্মে আহ্কাম' বা শরীয়তের আদেশ-নিষেধাদির এল্ম এবং 'এল্মে আছ্রার' বা গুপ্ত রহস্য সমূহের এল্ম। ঐ আলেম ব্যক্তিই পয়গাম্বর (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী যিনি উক্ত দুই প্রকার এল্মের অংশ প্রাপ্ত হন। যিনি এক প্রকার অংশ প্রাপ্ত হন— অপর প্রকারের প্রাপ্ত হন না, তিনি ওয়ারিশ নহেন। যেহেতু উহা উত্তরাধিকারীত্বের বিরোধী। কেননা মৃত ব্যক্তির যাবতীয় প্রকারের পরিত্যক্ত বস্তু যে প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ওয়ারিশ বলা হয়। ইহা নহে যে, কতিপয় দ্রব্যের অংশ প্রাপ্ত হয় এবং কতকগুলির প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি কোন এক নির্দ্দিষ্ট-বস্তুর অংশ প্রাপ্ত হয়-সে ব্যক্তি ঋণ আদায়কারী ; যাহা তাহার প্রাপ্য তাহাই সে লইয়া থাকে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমার উম্মতের মধ্যে আলেমগণ বনী ইছরাঈলের নবীগণ তুল্য"। ইহার অর্থও উল্লিখিত ওয়ারিশ তুল্য আলেম বৃন্দ। ঋণ আদায়কারী নহে, তাঁহার আংশিক বস্তু প্রাপ্ত হয়। জাতিত্ব ও নৈকট্য হেতু ওয়ারিশকে মুলধনীর অনুরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঋণ আদায়কারীকে নহে, যেহেতু তাহার সহিত উক্ত রূপ সম্বন্ধ নাই। অতএব যে ব্যক্তি ওয়ারিশ নহে, সে ব্যক্তি আলেমও নহে। অবশ্য উহার এল্ম এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ করতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, "শরীয়তের হুকুম আহ্কামের আলেম"। সর্ব্ব বিষয় সর্ব্বোতভাবে 'আলেম' ঐ ব্যক্তি যিনি ওয়ারিশ এবং উল্লিখিত উভয় প্রকারের এল্মের পূর্ণ অংশধারী। অধিকাংশ ব্যক্তি ধারণা করে যে, 'এল্মে আছ্রার' বা রহস্য জ্ঞানের অর্থ 'একবাদ'-এর এল্ম এবং এক বস্তুর মধ্যে একাধিক বস্তু দর্শন ; অথবা একাধিক বস্তুর মধ্যে 'এক' বস্তু দর্শন, বেষ্টন, প্রবেশ করণ ও নৈকট্য এবং সম্মিলিত হওন ইত্যাদির মারেফতের ইঙ্গিত ; যেরূপ আত্মীক অবস্থাধারী ব্যক্তিগণের প্রতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কখনও নহে যে, এই এল্ম মারেফত সমূহ গুপ্তরহস্য ও নবূয়তের মর্ত্তবার এল্ম হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। কেননা

সাময়িক মত্ততা ও অবস্থার প্রাবল্য উক্ত একবাদের মারেফতের সূচনা, যাহা সজ্ঞানতার বিরোধী, এবং আম্বিয়া (আঃ)-গণের এলম, আহ্কামের এলম হউক বা আছরারের এলম হউক সবই সংজ্ঞা সম্পন্ন ; মত্ততার লেশমাত্র তাঁহার সহিত সংযুক্ত হয় নাই। বরঞ্চ উক্ত একবাদের মারেফত সমূহ বেলায়েতের মাকামের মোনাছিব, যাহারা মত্ততার মধ্যে সুদৃঢ়। অতএব একবাদের এল্‌মসমূহ বেলায়েতের গুপ্ত রহস্য হইতে উদ্ভূত ; নবুয়তের রহস্য হইতে নহে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের যদিও বেলায়েত আছে, কিন্তু উক্ত বেলায়েতের কার্য্যকলাপ পরাজিত এবং নবুয়তের তুলনায় উহা নিস্ত-নাবুদ— বিলীয়মান প্রায়।

প্রচণ্ড কিরণে ভানু হইলে প্রকাশ—
ক্ষুদ্র তারা 'ছোহা'[১] তথা পায় কি বিকাশ ?

এ ফকীর স্বীয় পুস্তকাদির মধ্যে সত্যান্বেষণের পর লিখিয়াছে যে, কামালাতে নবুয়ত বা নবী (আঃ)-গণের পূর্ণতা যেন প্রশান্ত মহাসাগর এবং কামালাতে বেলায়েত তাঁহার সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র-নিকৃষ্ট একটি বিন্দু তুল্য। কিন্তু কি উপায় করা যায়, কতিপয় ব্যক্তি কামালাতে নবুয়ত পর্য্যন্ত উপনীত না হওয়ার জন্য বলিয়া থাকে যে, বেলায়েত— নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ। অপর দল উহার ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, "নবীর বেলায়েত তাঁহার নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ"। এই উভয় দল নবুয়তের তত্ত্ব অবগত না হইয়া অদৃশ্যের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকে। মত্ততাকে সংজ্ঞা হইতে শ্রেষ্ঠ জানাও এইরূপ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। যদি তাহারা সংজ্ঞার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে মত্ততার সহিত কখনও তাহার তুলনা করিত না।

পুতঃ জগতের সহিত হীন মৃত্তিকার,
কি আর তুলনা হয় ; বল সত্যিকার !

বোধ হয় তাহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 'সংজ্ঞা'কে সর্ব্ব সাধারণের সংজ্ঞার অনুরূপ ভাবিয়া মত্ততাকে উহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। আফ্‌ছোছ, তাহারা বিশিষ্ট গণের মত্ততাকে সর্ব্বসাধারণের মত্ততার অনুরূপ জানিয়া যদি এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যের নির্দ্দেশ প্রদান না করিত, তাহাই উৎকৃষ্ট ছিল। কেননা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নির্দ্ধারিত বাক্য যে, "মত্ততা হইতে সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ"। সংজ্ঞা ও মত্ততা যদি ভাবার্থে লওয়া যায় তাহাতেও উক্ত বাক্য প্রযোজ্য হয় এবং যদি প্রকৃত অর্থে লওয়া যায় তাহাতেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বেলায়েতকে নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ জানা এবং মত্ততাকে সংজ্ঞা হইতে উৎকৃষ্ট ধারণা করার উদাহরণ ঐরূপ, যথা— কুফরকে ইছলাম হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা এবং মূঢ়তাকে বিদ্যা হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করা। যেহেতু কুফর ও মূঢ়তা বেলায়েতের মাকামের অনুরূপ এবং ইছলাম ও মারেফত— নবুয়তের মাকামের অনুকূল। মনছুর হাল্লাজ বলিয়াছেন—

আল্লার দীনের প্রতি করিনু কুফর,
"কুফর-ফরজ" কহে আমার অন্তর।

কাঃ—১। ছোহা=তারকার নাম বিশেষ।

ইছলাম সমাজে ইহা কঠিন অন্যায়,
নিকৃষ্ট কার্য্য ইহা কহিবে সবায়।

হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) কুফর হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "ইয়া রছুলুল্লাহ বলিয়া দিন, প্রত্যেকেই স্বীয় স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে"। 'মাজাজী' বা ভাবগত হিসাবে যেরূপ— ইছলাম কুফর হইতে শ্রেষ্ঠ, হকীকত বা প্রকৃত ভাবে ও মূল তত্ত্বানুযায়ীও ইছলামকে কুফর হইতে উৎকৃষ্ট জানিতে হইবে। যেহেতু 'মাজাজ' বা ভাবগত বস্তু 'হকীকত' বা প্রকৃত বস্তুর সেতু তুল্য।

প্রশ্নঃ— যদি কেহ বলে যে, বেলায়েতের মাকামে 'জমা'র বা একত্রিত করণের মর্ত্তবায় যেরূপ কুফর এবং ছোকর বা মত্ততা ও জহল বা অজ্ঞতা একত্রিত হয় ; তদ্রূপ ফরকে'র বা বিভিন্নতার মর্ত্তবায়ও ইছলাম 'ছহো' বা সংজ্ঞা ও মারেফত বা পরিচয় লাভ হইয়া থাকে ; অতএব কুফর ও ছোকর এবং জহলকে বেলায়েতের মাকামের উপযোগী বলার অর্থ কি ?

উত্তরঃ— তদুত্তরে বলিব যে, ছহো বা সংজ্ঞা ইত্যাদিকে ফরকে'র মর্ত্তবায় প্রমাণ করা জমা'র বা একত্রিত করার মর্ত্তবায়ে হইয়া থাকে। যাহা কেবল মাত্র ছোকর (মত্ততা) ও গুপ্ততার মর্ত্তবা। নতুবা উক্ত ফরকের মর্ত্তবার সংজ্ঞাও মত্ততা সম্ভূত, এবং তথাকার ইছলামও কুফর-সম্মিলিত, মারেফতও অজ্ঞতা সংমিশ্রিত। যদি জানিতাম যে, লিখনি সঙ্কুলান হইবে, তাহা হইলে 'ফরকের' মর্ত্তবার অবস্থা ও মারেফত সমূহ বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া, উহাতে যে ছোকর বা মত্ততা ইত্যাদি সম্মিলিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতাম। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বীয় বিবেক দ্বারাও বোধ হয়, ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন না। কি আশ্চর্য্যের কথা ! তাহারা কি কিছুমাত্র বুঝিতেছে না ? অন্ততঃ ইহা উপলব্ধি করা উচিৎ যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণ যে বোজর্গী ও উচ্চ মর্ত্তবা লাভ করিয়াছেন, তাহা নবুয়তের মাধ্যমেই লাভ করিয়াছেন ; বেলায়েতের মাধ্যমে নহে ; এবং বেলায়েত নবুয়তের খাদেম ব্যতীত নহে। যদি বেলায়েত নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ হইত তাহা হইলে উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাগণ যাহাদের বেলায়েত সর্ব্বাধিক পূর্ণ এবং যাবতীয় 'বেলায়েত' হইতে উচ্চ, তাঁহারা পয়গাম্বর (আঃ)-গণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেন। ছুফীগণের মধ্যে একদল 'বেলায়েত'কে নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া উচ্চদরের ফেরেশ্‌তাগণের 'বেলায়েত'কে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েত হইতে পূর্ণ মনে করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা উচ্চ মর্ত্তবার ফেরেশ্‌তাবৃন্দকে পয়গাম্বর (আঃ)-গণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং অধিকাংশ আহ্‌লে ছুন্নতের দল হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। নবুয়তের প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত না হওয়ার কারণেই তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। নবুয়তের যুগ হইতে দূরবর্ত্তী হওয়ার কারণেই কামালাতে নবুয়ত-কামালাতে বেলায়েতের তুলনায় সাধারণের চক্ষে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতেছে। সেই হেতু এ বিষয় কিছু দীর্ঘ আলোচনা করিলাম এবং প্রকৃত বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম। "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গোনাহ্ এবং কার্য্যের অতিরিক্ততা বা সীমা অতিক্রম ইত্যাদি ক্ষমা কর ; এবং আমাদিগকে অটল রাখ ও কাফেরদিগের প্রতি আমাদিগকে সাহায্য প্রদান কর"(কোরআন)। আমীন ॥

প্রিয় ভ্রাতঃ মিঞা শায়েখ দাউদ তদঞ্চলে যাইতেছিলেন বলিয়া দুই চারি ছত্র লিখিয়া আপনাকে কষ্ট দিলাম। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৬৯ মকতুব

মোরতজা খানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, দীন ইছলামের যাবতীয় শত্রুগণকে জলিল খার করা উচিৎ ও তাহাদের বাতেল বা অমূলক মা'বুদ সমূহকে অপদস্থ করা আবশ্যক।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত দাসগণের প্রতি ছালাম।

প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোনও না কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু এ ফকীরের মনের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্তায়ালার ও তাঁহার রছুল (ছঃ)-এর শত্রুগণের প্রতি কঠোরতা করা এবং এই হতভাগাদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা ও হেয় জ্ঞান করা। শুধু তাহাদিগকে নহে, তাহাদের অমুলক প্রতিমা সমূহকেও তদ্রূপ জানা। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অবগত আছি যে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট এই আমল হইতে অধিক পছন্দনীয় অন্য কোনই আমল নাই। এইহেতু পুনঃ পুনঃ আমি আপনাকে ইহার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতেছি, এবং এই কার্য্য যে, ইছলামের একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য, তাহারও অবগতি প্রদান করিতেছি। যখন আপনি স্বয়ং তথায় পদার্পণ করিয়াছেন এবং উক্ত তমসাচ্ছন্ন পল্লী ও পল্লীবাসীদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন প্রথমেই ইহার জন্য শোকর গোজারী করা উচিৎ। যেহেতু তাহারা উক্ত গ্রাম ও উক্ত স্থানের সম্মানের জন্য দলে দলে সমবেত হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদিগকে এইরূপ পরীক্ষায় নিপতিত করেন নাই। এই নেয়মতের শোকর গোজারী প্রতিপালন করার পর ঐ হতভাগাগণ ও তাহাদের প্রতিমা সমূহকে লাঞ্ছিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। যে ভাবেই সুযোগ লাভ হয়, প্রকাশ্যভাবেই হউক বা গুপ্তভাবেই হউক, উহাদিগকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা আবশ্যক। উহাদের গঠিত এবং অসভ্য প্রতিমাগুলিকে নানাপ্রকারে অপদস্থ করিতে যত্নবান হওয়া উচিৎ। আশা করা যায় ইতিপূর্ব্বে এরূপ কার্য্যের যে শৈথিল্য ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার ক্ষতিপুরণ হইয়া যাইবে। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও শীতাধিক্যই প্রতিবন্ধক ; নতুবা আপনার খেদ্মতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে অধিকভাবে উৎসাহিত করিতাম এবং এই সুযোগে একবার ঐ পাথরের প্রতিমার প্রতি থুৎকার করিয়া ধন্য হইতাম ও ইহাকে স্বীয় সৌভাগ্যের মূলধন করিতাম। অধিক আর কি তাকিদ করিব ! ওয়াচ্ছালাম ॥

২৭০ মকতুব

শায়েখ নূর মোহাম্মদের নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত দাস {হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)} এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। ভ্রাতঃ শায়েখ নূর মোহাম্মদ দূরবর্ত্তী বন্ধুগণকে এমন ভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কুশল বার্ত্তাদি দ্বারাও স্মরণ করেন না। নির্জ্জন বাস আপনার আশা ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ কতিপয় সংসর্গ আছে যাহা নির্জ্জন বাস হইতেও উচ্চ ও শ্রেষ্ঠতর। হজরত ওয়ায়েছ করণীর অবস্থা দৃষ্টে চিন্তা করিবেন যে, তিনি নির্জ্জনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংসর্গে উপনীত হয় নাই, এইহেতু তিনি সংসর্গের পূর্ণতাদি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন ও তাবেয়ীনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব হইতে দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছেন। সংসর্গের প্রত্যেক দিবসের অবস্থা বিভিন্ন। "যাহার দুই দিবস সমতুল্য থাকে সে ক্ষতিগ্রস্ত"। (হাদীছ)।

আপনাদের প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের অনুগামী ও হজরত মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২৭১ মকতুব

শায়েখ হাছান বরকীর নিকট তাঁহার স্বপ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। প্রিয় ভ্রাতঃ শায়েখ হাছান আপনার পত্র পাইলাম। আল্লাহ্পাক আপনার যাবতীয় অবস্থা 'হাছান' বা সুন্দর করুন, এবং আপনাকে পূর্ণতায় উপনীত করুন। পরিষ্কার ও সুন্দর স্বপ্ন যাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা প্রকাশ্য ভাবে অবগত হইলাম। উক্ত বিষয়ে আপনি আশান্বিত হইয়া থাকিবেন এবং যৎপ্রতি আদিষ্ট হইয়াছেন, প্রাণপণে তাহা প্রতিপালনের চেষ্টা করিবেন। শরীয়তের আদেশাদি প্রতিপালন করিতে চুল পরিমাণও ত্রুটি করিবেন না, এবং সত্যবাদী ছুন্নত জামাতের— মতানুযায়ী স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস সংশোধিত করিয়া লইবেন। ইহাই কার্য্য, অবশিষ্ট সবই অনর্থক। যদি আপনার পিতা-মাতা সমর্থন করেন এবং ভ্রাতাগণ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভ্রমণ যথেষ্ট বলিয়া জানিবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৭২ মকতুব

মীর ছৈয়দ মোহেব্বুল্লাহ্ মানিকপুরীর নিকট ঈমানে গায়েব ও ঈমানে শুহুদির এবং তৌহিদে শুহুদি ও তৌহিদে অজুদির বিষয় লিখিতেছেন।

হামদ্-ছালাতের পর, ভ্রাতঃ ছৈয়দ মীর মোহেব্বুল্লাহ জানিবেন যে, সেই অবশ্যম্ভাবীজাত— আল্লাহ্পাক এবং তাঁহার যাবতীয় ছেফাতের প্রতি 'ঈমানে গায়েব' বা অদৃশ্য বিশ্বাস পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অংশ এবং তাঁহার ছাহাবাগণ ও যে অলী-আল্লাহ্গণ পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের পর পুনরায় ইহ জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও যাঁহাদের 'নেছবত' বা সম্বন্ধ ছাহাবা কেরামের 'নেছবত' তাঁহাদের অংশ। অবশ্য তাঁহারা অল্প সংখ্যক, বরঞ্চ অতি অল্প ; তৎপর উহা আলেমগণ ও সাধারণ মো'মেনগণের অংশ।

পক্ষান্তরে 'ঈমানে শুহুদি' বা দৃশ্য ও প্রত্যক্ষ ঈমান সাধারণ ছুফীগণের অংশ ; উক্ত ছুফীগণ নির্জ্জনবাসীই হউন, কিংবা সংসারীই হউন। সংসারী ছুফীগণ যদিও প্রত্যাবৃত্ত, কিন্তু পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই ; তাঁহাদের অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বদা উর্দ্ধদিকে লক্ষ্যকারী। বাহ্যতঃ তাঁহারা সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্মিলিত, অতএব সর্ব্বদাই তাঁহাদের ঈমান— 'শুহুদি' বা দৃশ্য ঈমান। পয়গাম্বর (আঃ) গণ যখন পূর্ণরূপে প্রত্যাবৃত্ত ও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভাবে বা দেহ প্রাণ কর্ত্তৃক হেদায়েত কার্য্যে লিপ্ত, তখন তাঁহাদের 'ঈমানে গায়েব' বা অদৃশ্য ঈমান হইয়া থাকে। এ ফকীর কতিপয় রেছালার মধ্যে পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছে যে, প্রত্যাবর্ত্তন করার পরও উর্দ্ধদিকে লক্ষ্য থাকা অপূর্ণতা ও শেষ মর্ত্তবায় উপনীত না হওয়ার নির্দ্দেশক। এবং পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করা অন্তের অন্তঃস্থলে উপনীত হওয়ার চিহ্ন। সাধারণ ছুফীগণ উভয় দিকে এক সঙ্গে লক্ষ্য রাখাকে পূর্ণতা বলিয়া জানেন এবং 'তশবিহ্' বা একবাদ ও 'তন্‌জিহ্' বা দ্বিত্ববাদ-এর একত্রিতকারী ব্যক্তিকে অধিক কামেল-পূর্ণ ভাবিয়া থাকেন। হে আমার প্রতিপালক তাঁহারা ঐরূপ, আমি যে এইরূপ ! পয়গাম্বর (আঃ)-গণ যখন আহ্বান কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন ও স্থায়ী জগতের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং 'রুজু' বা প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সমাপ্ত হয়, তখন পূর্ণ আগ্রহের সহিত 'আররাফিকুল আ'লা' "হে ! উচ্চ সঙ্গী" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন ও পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোযোগী হইয়া 'কোরব্' বা নৈকট্যের মর্ত্তবা সমূহে মহা আনন্দের সহিত প্রফুল্ল অন্তরে ধাবমান হন।

নেয়মত প্রাপ্তগণের তরে, উহাই অতি তৃপ্তিকর।
আশেক ও মিছ্‌কিন তরে, সবই যেন কষ্টকর।

এ ফকীরের নিকট পূর্ণতা এই যে— উর্দ্ধারোহণের সময় যেন একাধিক বস্তু বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তু পূর্ণরূপে দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়, এ পর্য্যন্ত যে আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম সমূহের প্রতিও যেন লক্ষ্য না থাকে, এবং কেবল মাত্র এক জাতে 'আহাদ' ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি গোচর না হয়। তখন তাঁহার সহিত তৎসমুচিত ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; পক্ষান্তরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে যেন 'একাধিক বস্তু' বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি পূর্ণরূপে তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় এবং সাধারণ মো'মেনগণের অনুরূপ সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই যেন তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হয় ; ও এবাদত করা ও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আহ্বান করা ব্যতীত তাহার কার্য্য যেন অন্য কিছুই না হয়। তৎপর যখন তাঁহার আহ্বান কার্য্য সমাপ্ত হইবে এব ধ্বংসশীল জগতকে বিদায় দিবে, তখন-পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র দরবারের প্রতি মনোযোগী হইবে ; এবং তাঁহার অদৃশ্য ঈমান, দৃশ্যে পরিণত হইবে, ও (প্রেমের কথা) কর্ণ (আলোচনা) হইতে ক্রোড়ে আসিবে। "ইহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রচুর অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাঁহাকে ইহা প্রদান করেন। তিনি অতি বৃহৎ অনুগ্রহের অধিকারী" (কোরআন)। কোন অপূর্ণ ব্যক্তি যেন— পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করাকে অপূর্ণতা ধারণা না করে এবং অন্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোযোগী হওয়া খল্‌কুল্লার প্রতি হেদায়েতের জন্য মনোযোগী হওয়া হইতে শ্রেষ্ঠ না জানে। যেহেতু প্রত্যাবর্ত্তনকারী স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণীয় স্তরে অবতরণ করে নাই ; বরঞ্চ

আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় উর্দ্ধ স্তর হইতে নিম্ন স্তরে আরোহণ করিয়াছে, এবং মিলন হইতে বিরহ গ্রহণ করিয়াছে ; অতএব প্রত্যাবর্ত্তনকারী স্বীয় ইচ্ছা বিলীন করতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাকেই বলবতী করিয়াছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, উক্ত তাওয়াজ্জোহকারী বা মনোযোগী ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার মিলন ও আত্মীক দর্শনে লিপ্ত এবং নৈকট্য ও সম্মিলনে উৎফুল্ল আছে।

যে বিরহে পরিতুষ্ট মম প্রিয়বর,
সহস্র মিলন তার নহে বরাবর।
মিলনে আমি যে, স্বীয় প্রবৃত্তির দাস।
বিরহে, দাসত্ব তাঁর পায় পরকাশ।
প্রিয়ার ধেয়ানে-মন জীবন যাপন—
স্বকীয় ধেয়ান হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুখন।

প্রত্যাবর্ত্তনের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা বহু আছে। উর্দ্ধ দিকে মনোযোগী ব্যক্তির সহিত প্রত্যাবর্ত্তনকারীর তুলনা ঐরূপ, প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত এক বিন্দু পানির তুলনা যেরূপ। এই প্রত্যাবর্ত্তন নবীত্বের শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত উর্দ্ধ-লক্ষ্য বেলায়েতের চিহ্ন। ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই পূর্ণতা সকলের জ্ঞানে উপলব্ধি হইবে না। "ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা অতি উচ্চ অনুগ্রহশীল" (কোরআন)।

তন্‌জিহ (পবিত্রতা) ও তছ্‌বিহ (অনুরূপ বস্তু প্রমাণকারী) একত্রকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে, তন্‌জিহের প্রতি সকল মো'মেনগণেরই ঈমান আছে, কিন্তু আরেফ বা আল্লাহ্‌র পরিচয় প্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি যিনি উহার 'তছ্‌বিহ্'কে একত্র করে এবং সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার আবির্ভাবস্থল বলিয়া অবলোকন করে ও একাধিক বস্তুকে এক বস্তুর বস্ত্র স্বরূপ জানে, এবং কারীগরকে-কারীগিরির মধ্যে দর্শন করে। ফলকথা, তাঁহাদের নিকট শুধু 'তন্‌জিহ' বা পবিত্র জাতের প্রতি লক্ষ্য করা ক্ষতির কারণ। এবং 'কাছ্‌রাত' বা একাধিক বস্তু ব্যতীত 'ওয়াহ্‌দাত' বা এক বস্তুকে নিরীক্ষণ নিন্দনীয়। উক্ত দল আল্লাহ্‌তায়ালার শুধু জাতে আহাদ-এর প্রতি লক্ষ্য করাকে অপূর্ণ ধারণা করে, এবং 'কাছ্‌রাত' বা একাধিক বস্তু ব্যতীত 'ওয়াহ্‌দাত' বা একবস্তু দর্শনকে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে। 'ছোব্‌হানাল্লাহে-বেহামদেহী' (আল্লাহ্‌তায়ালা অতি পবিত্র)। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ কেবল মাত্র নিছক 'তনজিহ্' বা পবিত্রতার প্রতি খলকুল্লাহ্‌কে আহ্বান করিয়াছেন এবং আছমানী কেতাব সমূহ তন্‌জিহী বা পবিত্রতামূলক ঈমান প্রমাণ করিয়াছেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বাতেল উপাস্য সমূহকে নিবারণ করিয়াছেন ও উহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী জাত পাক যে, 'এক' ও প্রকার বিহীন তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আপনি কখনও শুনিয়াছেন কি— যে, কোন পয়গাম্বর 'তছ্‌বিহ' বা একবাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করিয়াছে ? এবং সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার আবির্ভাবস্থল বলিয়াছে ? যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ) কলেমায়ে তৌহিদে এক মত, এবং সকলেই আল্লাহ্

ব্যতীত অন্য উপাস্যসমূহকে নিবারণ করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন, "ইয়া রছুলুল্লাহ্ আপনি বলিয়া দিন যে, 'হে আহ্লে কেতাব (আছমানী কেতাব প্রাপ্ত দল) তোমরা আসো, ঐ কলেমার (বাক্যের) প্রতি, যাহা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমতুল্য। তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোনও বস্তুকে অংশী স্থাপন না করি এবং আমরা আমাদের একে অপরকে যেন 'রব্' বা পালন কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ না করি। কিন্তু যদি তাঁহারা অমান্য করে, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমরা (হে ইয়াহুদ) সাক্ষী থাকিও যে, আমরা মোছলমান" (কোরআন)।

পূর্ব্বোল্লিখিত দল অনন্ত 'রব্' বা পালনকর্ত্তা প্রমাণ করিয়া থাকে। এবং ঐ সমস্তকে 'রব্বুল আরবাবের' বা আল্লাহ্তায়ালার বিকাশ অনুমান করে। তাহারা কোরআন হাদীছ হইতে স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রমাণ আনিয়া থাকে। যথা— কোরআন শরীফের প্রমাণ, "তিনি আউয়াল, তিনি আখের, তিনি জাহের, তিনি বাতেন" এবং দ্বিতীয় আয়াত— "ইয়া রছুলুল্লাহ, যখন আপনি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নাই, বরং আল্লাহ্তায়ালাই নিক্ষেপ করিয়াছে"। তৃতীয় আয়াত— "নিশ্চয় ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আপনার নিকট বয়আত গ্রহণ করিতেছে, ইহা ব্যতীত নহে যে,— তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট 'বয়আত' গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার হস্ত তাঁহাদের হস্তসমূহের উপর অবস্থিত"। হাদীছ যথা— 'হে আল্লাহ্ তুমি 'আউয়াল' (সর্ব্ব প্রথম) ; অতএব তোমার পূর্ব্বে কেহই নাই এবং তুমি 'আখের' (সর্ব্ব শেষ) ; অতএব তোমার পরে কেহই নাই এবং তুমি 'জাহের' (ব্যক্ত) ; অতএব তোমা হইতে উচ্চ কেহই নাই এবং তুমি 'বাতেন' (গুপ্ত) ; অতএব তুমি ব্যতীত কেহই নাই"। ইহা তাদের স্বপক্ষের কোনই দলীল নহে। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের অস্তিত্ব যে পূর্ণ নহে, ইহা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। তাহাদের অস্তিত্ব মাত্রই যে নাই, তাহা নহে। যেরূপ হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "ছুরায়ে ফাতেহা ব্যতীত নামাজ হইবে না," (অর্থাৎ ছুরায়ে ফাতেহা ব্যতীত নামাজ পূর্ণ হইবে না)। আরও ফরমাইয়াছেন, "যাহার আমানতদারী নাই, তাঁহার ঈমান নাই"। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমান নাই। কোরআন হাদীছে এইরূপ উদাহরণ বহু বর্ত্তমান আছে। উল্লিখিত রূপে সমাধান করা হাদীছ কোরআনের 'তাবীল' বা ভাবগত অর্থ করা নহে, যেরূপ অনেকেই ধারণা করিয়া থাকে। বরঞ্চ ইহা সাহিত্যিক শব্দবিন্যাশের প্রতি নির্ভর করতঃ সমাধান করা এবং প্রচলিত ভাষায়, যেস্থলে কাহারও প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী করা হয়, সেস্থলে বলা হয় যে, উহার "হস্তই আমার হস্ত"। এস্থলে প্রকৃত বা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নহে ; বরং ভাবার্থ উদ্দেশ্য যাহা প্রকৃত অর্থ হইতে অধিক কার্য্যকরী। কর্ম্ম সম্পাদক হইতে তাঁহার শক্তির অধিক যদি কোন কার্য্য সংঘটিত হয়, এবং উক্ত সাধক যখন পূর্ণ ক্ষমতাশীল ব্যক্তির (আল্লাহ্তায়ালার) দাস ও অধীন এবং যখন উক্ত কার্য্যের প্রতি উক্ত মালিকের পূর্ণ লক্ষ্য থাকে, তখন মালিকের ইহা বলা শোভা পায় যে, "এই কার্য্য আমিই করিয়াছি, তুমি নহে"। এরূপ বাক্যের দ্বারা কখনই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, মালিক ও দাসের কার্য্য একই

কার্য্য বা উভয়ের জাত বা ব্যক্তিত্ব এক। ইহা কখনই নহে যে, অধীনস্থ দাসের কার্য্য অবিকল সর্ব্বশক্তিমান মালিকের কার্য্য এবং উহার জাত বা ব্যক্তিত্ব অবিকল মালিকের জাত। ইহারা বোধ হয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অভিরুচি অনুভব করিতে সক্ষম হন নাই যে, তাঁহাদের আহ্বান দ্বিত্ববাদ এবং অন্য ও অপরত্বের অস্তির প্রতি। তাঁহাদের বাক্যের একবাদ এবং বান্দা ও মালিক এক ইত্যাদি অর্থ করা অর্থশূন্য অতিরঞ্জন ও অত্যুক্তি মাত্র, বস্তুতঃ যদি একবস্তু আল্লাহ্ই অস্তিত্বধারী হয়, অবশিষ্ট সবই যদি তাঁহার আবির্ভাব হয় এবং উহারা যেরূপ ভাবিয়াছে, তদ্রূপ যদি অন্য সকলের এবাদত করা আল্লাহ্তায়ালারই এবাদত হয়, তবে পয়গাম্বর (আঃ)-গণ এরূপ দৃঢ়তা ও তাকিদের সহিত অন্যের এবাদত নিষেধ কেন করিয়াছেন ! ও তাহার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির নির্দ্দেশ কেন প্রদান করিয়াছেন ? এবং কেনই বা অন্যের এবাদত কারীগণকে আল্লাহ্-এর শত্রু বলিয়াছেন ? পয়গাম্বর (আঃ)-গণ তাহাদের ভুল বিশ্বাসের প্রতি কেন ইঙ্গিত করিলেন না এবং অজ্ঞতাবশতঃ যে, তাঁহারা অন্য বস্তুসমূহকে আল্লাহ্র অপর জানিতেছে, তাহা কেন বিদূরিত করিলেন না ও উক্ত অন্য বস্তুর এবাদত যে, অবিকল আল্লাহ্তায়ালারই এবাদত তাহা তাঁহাদিগকে কেন অবগত করাইয়া দিলেন না ? তাহাদের অনেকে বলিয়া থাকে যে, সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান অপক্ক বলিয়া পয়গাম্বর (আঃ)-গণ তৌহিদ বা একবাদের রহস্য সমূহ তাহাদের নিকট গোপন করতঃ অপর বা অপরত্বের প্রতি ভিত্তি করিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং 'একবাদ' গোপন করতঃ 'দ্বিত্ববাদের' প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। উহাদের এই বাক্য ও শিয়া সম্প্রদায়ের তকিয়া[১] বা ভয়ে সত্য গোপন করার তুল্য— অগ্রহণীয়। কেননা পয়গাম্বর (আঃ)-গণ প্রকৃত বিষয়ের প্রচার করার অধিক উপযোগী দায়িত্ব সম্পন্ন। অতএব বাস্তবে যখন একবস্তুই অস্তিত্বশীল এবং অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই, তখন তাঁহারা কি কারণে ইহা গোপন রাখিয়া সত্যের বিপরীত প্রকাশ করিলেন ! বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার 'জাত'(ব্যক্তিত্ব), 'ছেফাত' (গুণাবলী) ও কার্য্যকলাপের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহা তাঁহারা প্রকাশ ও প্রচার করার অধিক উপযোগী। জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ উহা বুঝিতে অক্ষম হউক না কেন ! কোরআন শরীফের মোতাশাবেহাত বা সন্দেহযুক্ত আয়াতসমূহ এবং হাদীছ শরীফের যে সমস্ত মোতাশাবেহ বাক্য আসিয়াছে সর্ব্ব সাধারণ কেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও উহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। তথাপি পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি উহা প্রচার করা নিষেধ আসে নাই এবং সাধারণের ভুলের আশঙ্কা, উহার প্রতিবন্ধক হয় নাই।

কোনও ব্যক্তি যদি দুই 'অজুদ' বা অস্তিত্ব (দ্বিত্ববাদ) স্বীকার করে ও আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্যের এবাদত হইতে বিরত থাকে, তাঁহাকে এই একবাদ মতাবলম্বী দল মোশরেক বলিয়া থাকেন এবং অন্য কোন ব্যক্তি যদি এক অজুদ বা একবাদ স্বীকার করে তাঁহাকে 'মোয়াহ্হেদ' বা এক আল্লাহ্র উপাসক বলিয়া থাকেন। যদিও সে সহস্র বোতের পূজা করুক না কেন ? উহাদের ধারণা যে, ইহারা সবই আল্লাহ্তায়ালার আবির্ভাব এবং ইহাদের এবাদত আল্লাহ্তায়লারই এবাদত। এনছাফ্ কারিয়া দেখা উচিত যে, এই উভয়

টীকাঃ— ১। তকিয়ার অর্থ শেরে খোদা হজরত আলী (রাঃ) ভয় বশতঃ সত্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

দলের কোন্ দল 'মোশ্‌রেক'? এবং কোন্‌টি 'মওয়াহ্‌হেদ' বা এক আল্লাহের উপাসক। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ওয়াহ্‌দাতে অজুদ বা একবাদের দিকে আহ্বান করেন নাই, এবং দুই অস্তিত্ব স্বীকারকারীগণকে মোশ্‌রেক বলেন নাই। বরং এক মাবুদের প্রতিই তাঁহাদের আহ্বান, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকলের এবাদতকে তাঁহারা শেরেক বলিয়াছেন। যদি অজুদিয়া ছুফীগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকে অপর বলিয়া না জানেন, তবে তাহারা নিজেদের উপর হইতে শেরেক অপসারিত করিতে সক্ষম হইবেন না। যে অপর সে অপরই, তাহা উহারা অবগত হউক বা নাই হউক।

উহাদের পরবর্ত্তী একদল সৃষ্ট জগতকে অবিকল আল্লাহ্ বলেন না, অর্থাৎ অবিকল আল্লাহ্ বলা হইতে বিরত থাকেন এবং যাহারা অবিকল আল্লাহ্ বলে তাঁহাদের প্রতি নিন্দা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। শায়েখ মুহিউদ্দিন ও তাঁহার অনুচরগণকে উহারা এন্‌কার করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রতি অপবাদ প্রদান করেন। অথচ উহারা সৃষ্ট জগতকে আল্লাহ্‌তায়ালার অপরও বলেন না ও 'আয়েন' বা অবিকল আল্লাহ্‌ও নহে এবং গায়ের বা আল্লাহ্ হইতে বিভিন্ন নহে— বলিয়া জানেন। উহাদের এই বাক্যও সত্য নহে। "দুই বস্তু পরস্পর বিভিন্ন"— প্রচলিত বাক্য। দ্বিত্ব অস্বীকার করা স্বতঃসিদ্ধ বিবেকের বিপরীত বাক্য। ফলকথা বিশ্বাস-শাস্ত্রবিদ আলেমগণ আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী 'ছেফাত' সমূহের বিষয় বলিয়াছেন যে, "উক্ত ছেফাত সমূহ আল্লাহ্‌ও নহে এবং তাঁহার অপরও নহে"। এস্থলে 'অপর' শব্দ হইতে পরিভাষার বিপরীত অর্থ লইয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণতঃ "দুই বিভিন্ন বস্তু পৃথক হওয়া সম্ভব" ; অতএব ইহা তদ্রূপ নহে। যেহেতু অবশ্যম্ভাবী 'জাত' পাকের 'ছেফাত' সমূহ তাঁহার পবিত্র জাত হইতে পৃথক নহেন ; বরং পৃথক হওয়া সম্ভবপরই নহে। কাজেই 'লা হুয়া ওয়ালা গায়রুহু' অর্থাৎ অনাদি ছেফাত সমূহ তিনিও নহে ও তাঁহা হইতে বিভিন্নও নহে ; সত্য হইল। কিন্তু সৃষ্ট জগত ইহার বিপরীত, উহার সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার এরূপ সম্বন্ধ নাই। "আল্লাহ্‌ই ছিলেন এবং তাঁহার সহিত অন্য কিছুই ছিল না"— ছহি হাদীছ। সুতরাং সৃষ্ট জগত হইতে অপরত্ব নিবারণ করা আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় দিক হইতে সত্য নহে। উহারা প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত না হওয়ার কারণেই সৃষ্ট জগতকে অনাদি ছেফাত সমূহের অনুরূপ ধারণা করিয়াছে এবং ছেফাতের বিশিষ্ট নিয়মাবলী ইহার প্রতি প্রবর্ত্তিত করিতেছে ; উক্ত দল যখন সৃষ্ট জগতকে অবিকল আল্লাহ্ বলা অস্বীকার করে, তখন উহাদের কর্ত্তব্য যে, অপর বলা স্বীকার করে এবং তৌহিদ বা একবাদ মতাবলম্বীদল হইতে বহির্গত হয় ও জগতকে বিভিন্ন অস্তিত্বধারী বলিয়া নির্দ্দেশ দেয়। অবশ্য তৌহিদে অজুদির মধ্যে 'অবিকল এক' না বলিয়া উপায় নাই ; যেরূপ শায়েখ মুহিউদ্দিন ও তাঁহার অনুচরবর্গ বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 'আয়েন' বা অবিকল তিনি বলার অর্থ ইহা নহে যে, সৃষ্ট জগত আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এক। ইহা হইতেই পারে না। বরঞ্চ ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্ট জগত অস্তিত্ববিহীন এবং অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাতই একমাত্র অস্তিত্ববান। এ ফকীর যেরূপ স্বীয় রেছালা সমূহে এ বিষয়ে সমাধান করিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ— 'অজুদিয়া' বা একবাদ মতাবলম্বী ছুফীগণ বলেন যে, দুই অস্তিত্ব প্রমাণ করিলে সে মোশ্‌রেক হয়। কেননা সে, এক বস্তুকে দুই দেখিতেছে এবং যে দিত্ব দর্শী সে তরীকার মধ্যে মোশ্‌রেক।

উত্তর ঃ— এক বস্তুকে দুই দর্শন, যাহা তরীকানুযায়ী শেরেক, তাহা নিবারণ তৌহিদে শুহুদী বা দ্বৈতবাদ— কর্ত্তৃকই সংঘটিত হয়, তথায় একবাদের কোনই আবশ্যক করে না। সাধকের লক্ষ্য ও দর্শন আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র একজাত ব্যতীত যেন অন্য কিছুই না হয়। তবেই 'ফানা' (বিলীনতা) লাভ হইবে এবং তরীকার শেরেক হইতে রক্ষা পাইবে। যেরূপ দিবসে সূর্য্য পরিলক্ষিত হয়, নক্ষত্ররাজি দৃষ্ট হয় না, অতএব তখন দ্বিত্ব-দর্শন থাকিল না। যদিও শত-সহস্র নক্ষত্র দিবসে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দর্শকের উদ্দেশ্য একাকী সূর্য্য অবলোকন করা। নক্ষত্র সমূহ বিদ্যমান থাকুক বা না। বরং বলিব যে, পূর্ণ 'ফানা' ঐ সময় লাভ হয়, যখন অন্য বস্তু সমূহ বর্ত্তমান থাকিবে, কিন্তু সাধক প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এরূপ পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয় যে, অন্য কাহারও প্রতি সে লক্ষ্য করে না। বরং অন্য বস্তুকে যেন দর্শনই করে না, বা, তাহার বিবেক দৃষ্টিতে অন্য কোন বস্তুই যেন পতিত হয় না। এমতাবস্থায় যদি অন্য বস্তুর অস্তিত্ব বর্ত্তমান না থাকে, তবে কাহার 'ফানা' হইবে এবং কোন বস্তু হইতেই বা 'ফানী' (লয় প্রাপ্তি) হইবে এবং কাহাকেই বা ভুলিবে। হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন এব্‌নে আরাবী সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ্য ভাবে একবাদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। যদিও ইতিপূর্ব্বের মাশায়েখগণ একবাদের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উক্ত বাক্য দ্বিত্ববাদের প্রতিও প্রয়োগ যোগ্য ছিল।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তু অবলোকন না করা হেতু তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, "লায়ছা ফি জুব্বাতি ছেওয়াল্লাহ্" অর্থাৎ 'আমার পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই'। কেহ আবার 'ছোবহানী' অর্থাৎ "আমিই পবিত্র জাত" বলিয়া চিৎকার করিয়াছেন এবং কেহ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন "লায়ছা ফিদ্দারে গায়রুহু দৈয়্যারুনা" অর্থাৎ "তিনি ব্যতীত কেহই গৃহে গৃহস্বামী নাই"। তাঁহাদের এই বাক্য সমূহ যেন-একই বৃন্তের প্রস্ফুটিত পুষ্প নিচয়। একবাদের প্রতি ইহাদের কোনটিরই ইঙ্গিত নাই। 'একবাদের' মাছআলা সমূহকে ছরফ্, নহো, ব্যাকরণের মত অধ্যায় ও পরিচ্ছদে বিভক্ত করণ একমাত্র শায়েখ মুহিউদ্দিন (রাঃ)-এরই কার্য্য। একবাদের কতিপয় সূক্ষ্ম বিষয় তিনি নিজের প্রতি বিশিষ্ট বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে, তিনি বলিয়াছেন 'খাতামুন্ নবুওয়াত'— মোহাম্মদ (ছঃ) কতিপয় এল্‌ম মারেফত খাতামুল্ বেলায়েত অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং বেলায়েতে মোহাম্মদীর খাতাম্ অর্থাৎ শেষকারী তিনি নিজেকে ধারণা করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের ব্যাখ্যাকারীগণ ইহার সমাধানে বলিয়াছেন যে, "বাদশাহ্ যদি স্বীয় খাজাঞ্চির নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন তবে, তাহা কি আর ক্ষতির কারণ" ! ফলকথা, 'ফানা'-'বাকা' হাছিল হওয়ার জন্য এবং বেলায়েতে 'ছোগরা' ও 'কোব্‌রা'র কামালত লাভ করার উদ্দেশ্যে তৌহিদে 'অজুদি' বা একবাদ কোনই আবশ্যক করে না, 'তৌহিদে শুহুদ' বা দ্বিত্ববাদই আবশ্যক। তাহা হইলেই 'ফানা' সংঘটিত হইবে,

এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর বিস্মৃতি লাভ হইবে। ইহা সম্ভবপর যে, কোন সাধক প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আত্মীক ভ্রমণ করে এবং একবাদের এল্ম-মারেফত তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র প্রকাশ না পায়। বরং এরূপও হইতে পারে যে, সে উক্ত এল্ম-মারেফত সমূহকে অস্বীকার করে। এ ফকীররের নিকট ছুলুকের সময়, যে পথে উক্ত মারেফত সমূহ প্রকাশ পায় না, তাহা ঐ পথ হইতে নিকটবর্ত্তী, যে পথে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ তৌহিদে শুহুদ বা দ্বিত্ববাদের পথে যাহারা 'ছুলুক্' বা ভ্রমণ করে তাহাদের অধিকাংশই উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে একবাদের পথে যাহারা বিচরণ করে তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই পথে থাকিয়া যায় এবং মহাসাগর ত্যাগ করতঃ একবিন্দু পানি প্রাপ্ত হইয়াই যেন তৃপ্ত হয়, ও সম্মিলনের ধারণায় প্রতিবিম্বের সহিত আকৃষ্ট হইয়া মূল বস্তু হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহা আমি স্বয়ং বহুবার পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি। আল্লাহ্পাক সত্যের অবগতি প্রদানকারী। এ ফকীরের ছয়ের যদিও দ্বিতীয় পথ বা 'একবাদে'র পথে হইয়াছে এবং তৌহিদ বা একবাদের এল্ম-মারেফতের পূর্ণ আবির্ভাব সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তখন আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ সহযোগী ছিল ও 'মহ্বুবী' বা প্রিয়ত্বের পথে ছয়ের হইয়াছে এবং উক্ত একবাদের কাহারো প্রান্তর সমূহ আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের সহায়তায় অতিক্রম করাইয়া পূর্ণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিবিম্ব হইতে মূল বস্তুতে উপনীত করিয়াছেন ; তৎপর যখন শিক্ষার্থীগণের পর্য্যায় উপনীত হইল তখন পরিদৃষ্ট হইল যে, অপর একটি পথ আছে অর্থাৎ 'তৌহিদে শুহুদী' বা 'দ্বিত্ববাদের' পথ, যাহা উহা হইতে অতি নিকটবর্ত্তী ও অতি সহজ।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে এ বিষয়ের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন তবে, আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়াছেন।

(হুঁশিয়ারী)

ইতিপূর্ব্বের বর্ণনাদি দ্বারা উপলব্ধি হইল যে, যদিও অস্তিত্বধারী বস্তু সমূহ একাধিক এবং আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য বস্তুরও অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে ; তথাপি ইহা সঙ্গত যে, 'ফানা-বাকা' লাভ হয় এবং 'বেলায়েতে ছোগ্রা' ও 'বেলায়েতে কোবরা' হাছিল হয়। কেননা 'ফানার' অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া ; অন্য বস্তু সমূহকে বিনাশ করা নহে। অন্য বস্তু যেন সাধকের দৃষ্টি হইতে তিরোহিত হয়। ইহা নহে যে, উহা ধ্বংস ও বিলীন হইয়া যায়। এ বিষয়টি প্রকাশ্য হওয়া সত্ত্বেও, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরই অধিকাংশের নিকট ইহা গুপ্ত আছে। সর্ব্ব সাধারণের বিষয় আর কি বলিব ! 'তৌহিদে শুহুদী' বা দ্বিত্ববাদকে 'তৌহিদে অজুদী' বা একবাদ ধারণা করতঃ তাঁহারা একবাদের মারেফতকে এই পথের শর্ত্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং দুই অস্তিত্ব যাহারা বলে তাঁহাদিগকে ভ্রষ্ট

ও ভ্রষ্টকারী অনুমান করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্পাকের পরিচয় প্রাপ্তি 'তৌহিদে অজুদীর' মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া জানে ও একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তু অবলোকন করাই চরম উন্নতি, ধারণা করে। এ পর্য্যন্ত যে, তাঁহাদের অনেকেই প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছেন যে, আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) 'কামালতে নবুওয়াত' হাছিল করার পর একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তুর দর্শন বা একবাদের মাকামে ছিলেন। 'ইন্না আ'য়-তায়না কাল্-কাওছার' আয়াতটি উহার প্রতি ইঙ্গিত বলিয়া দাবী করেন এবং উক্ত আয়াতের অর্থ এরূপ করেন যে, "নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে 'কছরার' বা বহু বস্তুর মধ্যে 'ওয়াহাদাৎ' বা এক বস্তুর দর্শন ও আবির্ভাব প্রদান করিয়াছি। বোধ হয় তাঁহারা 'কাছার' শব্দের মধ্যে কওছার শব্দের ওয়াও প্রবেশ করা হেতু ইহার ইঙ্গিত— ধারণা করিয়াছেন। ইহা কখনই নহে। এইরূপ মারেফত নবুওয়াতের মাকামের উপযোগী কখনোও হইতে পারে না। যেহেতু পয়গাম্বর (আঃ)-গণ প্রকার বিহীন আল্লাহ্তায়ালার দিকে আহ্বান করিয়াছেন এবং প্রকার সম্ভূত বস্তুর দর্পণে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা প্রকার বিহীনতা হইতে বঞ্চিত ও প্রকার সম্ভূত হওয়ার কলঙ্কে কলঙ্কিত। আল্লাহ্তায়ালা উহাদিগকে 'এন্ছাফ' প্রদান করুন। বোধ হয় তাহারা পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে তাঁহাদের পূর্ণতা— তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিতেছে এবং পয়গাম্বর (আঃ) গণের পূর্ণতাকে নিজেদের কামালতের অনুরূপ ভাবিতেছে। ইহা অতি বৃহৎ বাক্য, যাহা তাঁহাদের (ক্ষুদ্র) আনন হইতে নির্গত হইতেছে।

যে 'কীট' পাষাণ তলে থাকে চিরকাল,
সে— যে, ভাবে উহাকেই আকাশ-পাতাল।

পয়গাম্বর (ছঃ)-এর এ নগণ্য উম্মতের প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ মারেফত যাহা লাভ হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি বিশেষ অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী আছি এবং উক্ত 'শুহুদ' বা একবাদ খৃষ্টানদিগের প্রবেশ করণ স্বরূপ আল্লাহ্তায়ালার দরবার পাক হইতে উহা নিবারণ করিতেছি। হজরত খাজা নক্শবন্দ কোদ্দেছাছেরুহু ফরমাইয়াছেন যে, "যাহা কিছু পরিদৃষ্ট ও পরিশ্রুত ও অবগত হওয়া যায়, তাহা সবই আল্লাহের-অপর ; উহাদিগকে 'লা' কল্মার তত্ত্ব দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে"। অতএব একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তু দর্শন কার্য্যটিও নিবারণ যোগ্য, এবং যাহা নিবারণ যোগ্য তাহা আল্লাহ্তায়ালার 'জাত' পাক হইতে অপসারিত। হজরত খাজা নক্শবন্দ ছাহেবের এই বাক্য আমাকে উল্লিখিত 'শুহুদ' 'হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছে, এবং উক্তরূপ 'মোশাহাদা' বা দর্শন হইতে উদ্ধার করিয়াছে ও এল্ম বা জ্ঞান— অজ্ঞতায় পরিণত করিয়া দিয়াছে, এবং মারেফত বা পরিচয়— হায়রত্ বা অস্থিরতায় উপনীত করিয়াছে। আল্লাহ্পাক তাঁহাকে আমার পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান করুন। এই বাক্যটি দ্বারা আমি তাঁহার মুরীদ বা শিষ্য ও ভক্ত এবং অনুগত দাস। সত্যই অলীগণের মধ্যে অল্প সংখ্যকই এইরূপ বাক্য আলোচনা করিয়াছেন এবং যাবতীয় মোশাহাদা ও দর্শন এরূপভাবে নিবারিত করিয়াছেন। এই মাকামেই তাঁহার নিম্ন উদ্ধৃত বাক্যের তত্ত্বানুসন্ধান করা আবশ্যক। যথা— তিনি বলিয়াছেন, "বাহাউদ্দিনের প্রতি আল্লাহের মারেফত হারাম, যদি তাঁহার প্রারম্ভ বায়েজিদের শেষ মাকাম না হয়"। যেহেতু

বায়েজিদ (রাঃ) এতাদৃশ উচ্চ বোজর্গ হওয়া সত্ত্বেও 'শুহুদ মোশাহাদা' বা 'একবাদ' অতিক্রম করেন নাই, এবং 'ছোব্‌হানী' (আমি পবিত্র জাত)-এর সংকীর্ণ গলি হইতে বাহিরে পদক্ষেপ করেন নাই। আমাদের হজরত খাজা ইহার বিপরীত ; তিনি শুধু মাত্র এক 'লা' কলেমা কর্তৃক হজরত বায়েজীদের যাবতীয় আত্মীক দর্শন নিবারণ করিয়াছেন এবং উহাদিগকে আল্লাহ্‌-এর অপর বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার 'তন্‌জিহ' (পবিত্রতা) খাজার নিকট 'তশবিহ' (অনুরূপ বস্তু প্রমাণ) ও তাঁহার প্রকার বিহীনতা খাজার নিকট প্রকার বিশিষ্টতা এবং তাঁহার পূর্ণতা ইঁহার নিকট অপূর্ণতা। অতএব তাঁহার শেষ মাকাম, যাহা তশ্‌বিহ্‌ অতিক্রান্ত হয় নাই, তাহা আমাদের খাজা নক্‌শবন্দ ছাহেবের প্রারম্ভ। ইহার আরম্ভ তশ্‌বিহ্‌ বা 'একবাদ' হইতে এবং ইহার শেষ মাকাম 'তন্‌জিহ্‌' অর্থাৎ পবিত্রতা বা দ্বিত্ববাদ। অবশ্য হজরত বায়েজিদকে শেষ সময়ে এই ভুলের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা অবগতি প্রদান করিয়াছিলেন। কেননা তিনি মৃত্যুর সময় বলিয়াছেন যে, "হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমাকে গাফলাত (অন্যমনষ্কতা) ব্যতীত স্মরণ করি নাই এবং অবহেলা ব্যতীত খেদমত করি নাই"। তিনি পূর্ব্বের হুজুরি বা আবির্ভাবকে 'গাফ্‌লাত' বলিয়া জানিয়াছিলেন। যেহেতু উহা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরি ছিল না। বরং কোন 'জেল্ল' বা প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব ও কোন জুহুর বা আবির্ভাবের আবির্ভাব ছিল। অতএব প্রকৃত পক্ষে উহা আল্লাহ্‌ হইতে অন্য মনষ্কতা ছিল। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা উহারও পরে, আরোও পরে। প্রতিবিম্ব ও আবির্ভাব সমূহ মুখবন্ধ, অবতরণিকা অথবা সোপান ও সরঞ্জাম স্বরূপ।

হজরত খাজা (রাঃ) যাহা ফরমাইয়াছেন যে, "আমরা শেষ বস্তকে প্রারম্ভে প্রবেশ করাইয়া থাকি"— তাহাও বাস্তব বটে। কেননা প্রথম হইতেই ইঁহাদের লক্ষ্য আল্লাহ্‌তায়ালার এক জাতের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাত বা নামগুণাবলী হইতে তাঁহার পবিত্র জাত ব্যতীত ইঁহারা অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই তরীকার প্রারম্ভ কারী সরলচিত্ত মুরীদগণ প্রতিবিম্বন হিসাবে এই সৌভাগ্য— উক্ত রূপ পূর্ণতা লাভকারী স্বীয় পীর হইতে হাছিল করিয়া থাকেন। তাঁহারা (মুরীদগণ) ইহা অবগত হউক বা নাই হউক। অতএব অন্যান্য তরীকা পূর্ণতাকারীগণের শেষ, আমাদের তরীকার প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট। ফলকথা, প্রারম্ভকারী সাধকদের যদি এক জাতের প্রতি লক্ষ্য প্রবল হয় এবং উহার বহির্জ্জগতকেও অন্তর্জ্জগতের রঙ্গে-রঞ্জিত করিতে পারে, তাহা হইলে নিম্নস্তরের 'মোশাহাদা' বা দর্শন যাহা— সৃষ্ট বস্তু সমূহের দর্পণে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতে সাধক মুক্তিলাভ করে এবং 'একবাদের' মারেফত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত 'তাওয়াজ্জোহ' বা লক্ষ্য প্রবল না হয়, এবং শুধু অন্তর্জ্জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে অনেক স্থলে উহার বহির্জ্জগত একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তুর অবলোকন করিয়া লজ্জত প্রাপ্ত হয় এবং 'তৌহিদ', 'এত্তেহাদ' বা একবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। অবশ্য তাহাদের এই শুহুদ বা দর্শন উহার বহির্জ্জগতেই সীমাবদ্ধ। অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না। অন্তঃকরণ নিছক একজাতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী হইয়া থাকে। কিন্তু জাহের বা বহির্জ্জগতে

একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালাকে দর্শন করে। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে তাঁহার বাহ্যিক সম্বন্ধের প্রাবল্য হেতু অন্তর্জ্জগতে লক্ষ্য অনুভূত হয় না। বাহ্যিক দর্শনই অনুভূত হইয়া থাকে। যেরূপ এই ছত্র লেখকের পূর্ব্বাবস্থায় এইরূপই হইয়াছিল। সে তাঁহার জাহেরের সম্বন্ধের প্রাবল্য হেতু বাতেনের নিছক এক জাতের প্রতি লক্ষ্যের কিছুমাত্র অনুভব করিত না, পূর্ণরূপে 'শুহুদে ওয়াহদাত্‌' বা একবাদের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত প্রাপ্ত হইত। কিছুদিন পর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে অন্তর্জ্জগতের লক্ষ্যের অনুভূতি প্রদান করিলেন ও বহির্জ্জগত হইতে অন্তর্জ্জগতের প্রাবল্য প্রদান করিলেন এবং আমি উপস্থিত যে-মর্ত্তবায় আছি, এই মর্ত্তবা পর্য্যন্ত উপনীত করিলেন। ইহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী করিতেছি। এই নক্‌শবন্দীয়া খান্দানের কোন কোন খলিফার দ্বারা যে, তৌহিদী মারেফত ও ছিফ্‌লী (নিম্নস্তরের দর্শন) অর্থাৎ একবাদাদী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা উল্লিখিত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যে উহার প্রতি আকৃষ্ট তাহা নহে। অন্যান্য তরীকার বোজর্গগণ ইহার বিপরীত, তাঁহারা জাহের বাতেন কর্ত্তৃক— অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে উক্ত 'শুহুদ' বা একবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং উক্ত 'শুহুদকে' 'তান্‌জিহ্‌' ও 'তশ্‌বিহের' একত্রকারী ধারণা করতঃ উহাকেই পূর্ণতা বলিয়া জানে ; ইহাদের বাতেন বা অন্তঃকরণ যদিও তান্‌জিহের-ছেরফের বা নিছক পবিত্রতার প্রতি ঈমানধারী, কিন্তু আকৃষ্টতা অন্য বস্তু ও ঈমান অন্য বস্তু এবং হাল বা অবস্থা ভিন্ন বস্তু ও এল্‌ম বা জ্ঞান ভিন্ন বস্তু। যাহারা তান্‌জিহে ছেরফের (নিছক পবিত্রতার) প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং 'ছিফলি মোশাহাদা' (সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন) ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি আস্থা করে না, তাহারা বিধর্ম্মীগণের অন্তর্ভুক্ত ও আলোচনার বহির্ভূত। এ ফকীরের নিকট-সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন, যাহাকে একদল ছুফী পূর্ণতা বলিয়া গণ্য করে এবং তশ্‌বিহ-তন্‌জিহের সম্মিলন ধারণা করে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন নহে। বরং উহা তাহাদের মনগড়া কাল্পনিক বস্তুর দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যেহেতু সম্ভাব্য ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্যম্ভাবীজাত, বা স্রষ্টা নহে। এবং 'হাদেছ' বা নূতন বস্তুর মধ্যে যাহা লব্ধ হয়, তাহা 'কদীম' বা অনাদী নহে, ও তশ্‌বিহের মধ্যে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা 'তন্‌জিহ' নহে। সাবধান ! ছুফীগণের অমূলক বাক্যসমূহ দ্বারা প্রবঞ্চিত হইও না এবং যাহা 'আল্লাহ্‌' নহে তাহাকে 'আল্লাহ্‌' বলিয়া বিশ্বাস করিও না। উক্ত ছুফীগণ অবস্থার চাপে মাজুর বা নিরূপায়। যেরূপ মোজ্‌তাহেদ বা মাছআলা উদ্ধারকারী এমামের ভুল ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু উক্ত ছুফীগণের অনুসারীগণের সহিত যে, কি ব্যবহার করা যাইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। আফ্‌ছোছ ; তাহারা ভুলকারী মোজ্‌তাহেদের অনুগামীগণের তুল্যও যদি হইত, তথাপি নিষ্কৃতি ছিল, কিন্তু যদি তদ্রূপও না হয়, তাহা হইলে ব্যাপার বড়ই কঠিন। 'কেয়াছ' এবং 'এজ্‌তেহাদ' শরীয়তের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত ও আমরা উহার অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট কিন্তু 'কাশ্‌ফ' ও 'এল্‌হাম' তদ্রূপ নহে। আমরা উহার অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট নহি, এল্‌হাম অন্যের জন্য দলীল নহে ; কিন্তু 'এজ্‌তেহাদ' মোকাল্লেদ বা

অনুসরণকারীগণের জন্য দলীল। অতএব মোজ্‌তাহেদ আলেমগণের অনুসরণ করিতে হইবে এবং দীনের মূলনীতি তাঁহাদের মতানুযায়ী অন্বেষণ করিতে হইবে। মোজ্‌তাহেদ আলেমগণের মতের বিপরীত ছূফীগণ যাহা কিছু বলেন বা করেন, তাহার অনুসরণ করা উচিত নহে। অবশ্য সদ্বিশ্বাস হেতু তাঁহাদের প্রতি দোষারেপ করা হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, এবং উহাকে তাঁহাদের শরীয়ত বিরোধী অনর্থক বাক্যসমূহের মধ্যে গণ্য করতঃ বাহ্যিক অর্থ হইতে ফিরাইয়া অন্য প্রকার অর্থ করা আবশ্যক। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ছূফীগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের 'কাশ্‌ফ' ও 'এল্‌হাম'-জাত বিষয়সমূহের প্রতি সর্ব্বসাধারণকে ঈমান আনার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। যথা— 'ওহ্‌দাতুল অজুদ' বা 'একবাদ' ইত্যাদিকে বিশ্বাস করার ও উহার অনুসরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ও তাহা বিশ্বাস না করিলে তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করেন ; ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। অবশ্য তাঁহারা যদি উহা অস্বীকার না করার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিতেন এবং অস্বীকারকারীগণের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিতেন ; তাহা হইলে উহা বড়ই সুন্দর হইত ; যেহেতু বিশ্বাস করা অন্য বস্তু এবং অস্বীকার না করা অন্য বস্তু। উহাদের প্রতি ঈমান আনা জরুরী নহে, কিন্তু উহা এন্‌কার করা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। যাহাতে উক্ত অস্বীকার উহার কর্ত্তার প্রতি প্রবর্ত্তিত না হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অলীগণের সহিত শত্রুতার সৃষ্টি না করে। অতএব সত্যবাদী আলেমগণের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে এবং ছূফীগণের কাশ্‌ফের প্রতি সদ্‌বিশ্বাস রাখিয়া মৌনাবলম্বন করিতে হইবে। ভাল-মন্দ কিছু না বলাই শ্রেয়ঃ। অতিরিক্ততা হইতে ইহাই মধ্যবর্ত্তী সত্যপথ। আল্লাহ্‌পাকই সত্যের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই পথের দাবীদার একদল, 'শুহুদ' 'মোশাহাদা' বা আত্মীক দর্শন প্রাপ্তে যথেষ্ট মনে করেন না। বরং ইহাকে, অবনতি ধারণা করতঃ 'রুইয়াত' বা প্রত্যক্ষ দর্শন স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রকারবিহীন অবশ্যম্ভাবী জাতকে আমি অবলোকন করি। আরো বলেন যে, "আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) শবে মে'রাজে মাত্র একবার যে সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, আমার তাহা প্রত্যহই লাভ হয়"। তাঁহারা যে 'নূর' অবলোকন করেন, তাহাকে প্রভাতের আলোর সহিত তুলনা করেন এবং উক্ত নূরকে 'বেকায়্‌ফী' বা প্রকারবিহীনতার মর্ত্তবা অনুমান করিয়া থাকেন ও এই নূর প্রকাশ প্রাপ্তিকেই উন্নতির চরম স্তর ধারণা করেন ; "জালেমগণ যাহা বলে, তাহা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা অতি উচ্চে" (কোরআন)।

তাহারা আবার আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কথোপকথন প্রমাণ করেন, এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এইরূপ, এইরূপ—কথা বলিয়াছেন। কখনো কখনো তাঁহারা স্বীয় শত্রুদের জন্য শাস্তির কথাও আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং বন্ধুগণকে অনেক সময় সুসংবাদ প্রদানও করেন। তাহাদের অনেকেই বলে যে, "এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ রাত্রি হইতে ফজরের নামাজ পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি, সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি"। "নিশ্চয়ই তাহারা স্বীয় জ্ঞানে

অত্যধিক উচ্চ হইয়াছে এবং অত্যন্ত নাফরমানী করিয়াছে" (কোরআন)। তাহাদের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত নূরকেই তাহারা অবিকল আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত' বলিয়া জানে। ইহা নহে যে, উহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার কোন আবির্ভাবের প্রকাশ বা কোন প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব মনে করে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, উক্ত নূরকে আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত' বলা নিছক মিথ্যা দোষারোপ এবং বে-দীনী ও ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা মাত্র। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অত্যন্ত সহিষ্ণুতা যে, এতাদৃশ দোষারোপকারীদিগকে অবিলম্বে নানা প্রকার আজাবে গ্রেফতার করিতেছেন না ও ইহাদের মূল উৎপাটিত করিতেছেন না। হে আল্লাহ্ ! তোমার অবগতি থাকা সত্ত্বেও সহিষ্ণুতার জন্য তোমার প্রশংসা করিতেছি এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তোমার 'ক্ষমার' জন্য তোমার পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি। হজরত মুছা (আঃ)-এর দল আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে চাহিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং হজরত মুছা (আঃ)ও উক্তরূপ দর্শন কামনা করার ফলে 'লান্‌তারানী' (তুমি দেখিবেনা)-এর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি উহা হইতে তওবা করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জগত পিতার প্রিয় ব্যক্তি এবং পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যাবতীয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বশরীরে মে'রাজগমণ ও আরশ্-কুর্‌ছী মকান (স্থান) জমান (কাল) অতিক্রম করতঃ উর্দ্ধারোহণ করা সত্ত্বেও স্বচক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক অবলোকন করার বিষয়ে পবিত্র কোরানে ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও ওলামাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ আলেম দর্শন না করারই পক্ষপাতী। এমাম গাজ্জালী বলিয়াছেন যে, সত্য কথা এই যে, মে'রাজের রাত্রে তিনি স্বীয় পরোয়ারদেগারকে দর্শন করেন নাই, কিন্তু এই মাথামুণ্ড রহিত ব্যক্তিগণ নিজেদের ভ্রষ্ট ধারণায় প্রত্যেক দিবসেই আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিতে পায়। অথচ উলামাগণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মাত্র একবার দর্শনের বিষয়ই মতভেদ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদিগকে শাস্তি প্রদান করুন। ইহারা কতই না অজ্ঞ। উহাদের বাক্য দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, তাহারা যে বাক্য শ্রবণ করে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি তাহার ঐরূপ সম্বন্ধ প্রদান করে, যেরূপ বাক্যের সহিত বক্তার সম্বন্ধ; ইহা নিছক বে-দীনী ও অধর্ম্ম। ইহা কখনই নহে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে এরূপ বাক্য সংঘটিত হয়— যাহাতে সাধারণ কথাবার্ত্তার ন্যায় নিয়ম ও অগ্র-পশ্চাৎ বর্ত্তমান থাকে। অবশ্য ইহা নূতনত্বের চিহ্ন। পীর বোজর্গগণের বাক্য ইহাদিগকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিয়াছে। কেননা মাশায়েখগণও আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বাক্যালাপ প্রমাণ করিয়াছেন ; কিন্তু জানা আবশ্যক যে, মাশায়েখ্‌গণ উক্ত কথাবার্ত্তার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এইরূপভাবে প্রদান করেন না, যেরূপ সাধারণ বাক্যের সহিত বক্তার সম্বন্ধ হয়। বরং তাহারা সৃষ্ট পদার্থের সহিত স্রষ্টার যেরূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সম্বন্ধ বলিয়া জানেন। অতএব ইহা কোনই অসম্ভব নহে। হজরত মুছা (আঃ) বৃক্ষ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্য শ্রবণ

করিয়াছিলেন। উক্ত বাক্যের সম্বন্ধ আল্লাহ্তায়ালার সহিত এইরূপ ছিল যেরূপ সৃষ্ট পদার্থের সহিত স্রষ্টার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বক্তার সহিত বাক্যের যেরূপ সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে। এইরূপ হজরত জিব্রাইল (আঃ) যে বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্তায়ালার সহিত উহার সম্বন্ধ, সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার সম্বন্ধের ন্যায় ছিল। ফলকথা, উক্ত বাক্যই আল্লাহ্তায়ালার বাক্য। যে উহা অস্বীকার করিবে সে কাফের, বে-দীন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ 'কালামে নফ্ছী' বা আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের অবিভাজ্য বাক্য এবং 'কালামে লফ্জী' বা শব্দ সম্ভূত বাক্য, যাহা আল্লাহ্তায়ালা বিনা মধ্যস্থতায় সৃষ্টি করিয়াছেন, উভয় সম্মিলিত হইয়া যেন আল্লাহ্তায়ালার কালাম বা বাক্য হইয়াছে। অতএব উক্ত কালামে লফ্জী বা শব্দ জাত বাক্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্তায়ালারই বাক্য। কাজেই উহা অস্বীকার ও অমান্যকারী কাফের। ইহা বুঝিয়া লও। কেননা এই সমাধান তোমার বক্ষস্থলে উপকারী হইবে। আল্লাহ্তায়ালা তওফীক প্রদানকারী।

জানা আবশ্যক যে, সম্ভাব্য বস্তু বা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমরা যে— 'অজুদ' বা অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছি, তাহা অতি সামান্য ও দুর্ব্বল অস্তিত্ব। যেরূপ সৃষ্ট পদার্থের অন্যান্য গুণাবলী দুর্ব্বল। আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী এল্মের (অবগতির) সম্মুখে সৃষ্ট পদার্থের এল্মের কি আর মূল্য আছে ? এবং তাঁহার অনাদি ক্ষমতার নিকট সৃষ্ট পদার্থের 'আদি' ক্ষমতার স্থানইবা কোথায় ? এইরূপ অবশ্যম্ভাবী জাতের অস্তিত্বের তুলনায় সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব পূর্ণ নিস্ত-নাবুদ ও বিলীন। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, উক্ত অস্তিত্বদ্বয়ের মরতবার তারতম্য হেতু দর্শক সন্দেহে পতিত হয়— যে, 'অজুদ' শব্দ এই দুই বস্তুর প্রতি প্রয়োগ করা প্রকৃত অর্থে হইবে, কিংবা একটির প্রতি প্রকৃত অর্থে হইবে ও অন্যটির প্রতি ভাবার্থে হইবে ? কেননা ছুফীগণের এক বৃহৎ দল দ্বিতীয়টি বিশ্বাস করেন। তাঁহারা সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বের প্রতি 'অজুদ' শব্দ ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানেন। সৃষ্ট পদার্থ সমূহের 'অজুদ' বা অস্তিত্ব সাধারণ ব্যক্তিগণ অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই প্রমাণ করেন না। "শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ"-এর অর্থ নবী (আঃ)-গণ এবং তাঁহাদের উম্মতগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি তাঁহাদের আছ্লী বেলায়েত বা মূল নৈকট্যে উপনীত হইয়াছেন ও পূর্ণরূপে দায়রায়ে জেলাল বা প্রতিবিম্বের বৃত্তকে অতিক্রম করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণগণ বাহ্যিক দৃষ্টিধারী ; তাহারা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের অস্তিত্ব এবং সৃষ্ট বস্তুগণের সম্ভাব্য অস্তিত্ব উভয়কে একই প্রকারের অস্তিত্ব ধারণা করে এবং উভয়কেই প্রকৃত অস্তিত্ববান বলিয়া অনুমান করে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিধারী ; তাঁহারা উভয় অস্তিত্বকে সাধারণ অস্তিত্বের শাখা হিসাবে পাইতেছে এবং অস্তিত্বের শাখা-প্রশাখার মর্ত্তবার তারতম্যকে 'অজুদ' বা অস্তিত্বের ছেফাত ও এ'তেবার সমূহের প্রতি সম্বন্ধ করিতেছেন, 'অজুদ' বা অস্তিত্বের হকীকত এবং জাত বা প্রকৃত তথ্যের প্রতি নহে। তাহা হইলে একটি প্রকৃত অর্থে অন্যটি ভাবার্থে হইত। মধ্যবর্ত্তী দল যাহারা

সর্ব্বসাধারণের মর্ত্তবা হইতে স্বীকৃতি করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বকে প্রকৃত অস্তিত্ব বলা অতীব কঠিন। এই হেতু মধ্যবর্ত্তী দল বলিয়া থাকেন যে, সৃষ্ট বস্তুকে এই হিসাবে অস্তিত্ববান বলা যায় যে, অস্তিত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। যেরূপ বলা হয় সূর্য্যের পানি অর্থাৎ সূর্য্য তপ্ত পানি। ইহা নহে যে, সৃষ্ট পদার্থের সহিত অস্তিত্ব দণ্ডায়মান আছে। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে উহারা 'মওজুদ' বা অস্তিত্ববান হইত। উক্ত দলের কেহ-কেহ সৃষ্ট পদার্থের এরূপ অস্তিত্ব বলা হইতে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে প্রমাণ বা নিবারণ কিছু করেন না। কেহ কেহ আবার সৃষ্ট পদার্থের 'অজুদ' নিবারিত করেন এবং অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার জাত ব্যতীত অন্য কাহাকেও অস্তিত্ববান বলিয়া জানেন না। উহাদের একদল আবার সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বকে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের অপর বা বিভিন্ন মনে করেন না। আবার উহাকে অবিকল আল্লাহ্তায়ালাও বলেন না। অপর একদল ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, "যে অজুদ বা অস্তিত্ব কর্তৃক আল্লাহ্তায়ালা অস্তিত্ববান, সেই অজুদ কর্তৃকই সৃষ্ট পদার্থসমূহ অস্তিত্বধারী"। তাহাদের এই বাক্যের দ্বারাও সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব নিবারিত হয়। ফলকথা, সম্ভাব্য ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে তীক্ষ্নদৃষ্টি আবশ্যক ; যাহাতে অবশ্যম্ভাবী জাত আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বের প্রখর নূরের সম্মুখে উক্ত সৃষ্ট পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্ব দর্শন করিতে সক্ষম হয়। যাহাদের দৃষ্টি সতেজ তাঁহারা দিবাভাগেই সূর্য্যের তীক্ষ্ন আলোর সম্মুখে নক্ষত্ররাজি অবলোকন করিতে পারে, কিন্তু যাহারা ক্ষীণ দৃষ্টিধারী, তাহারা সক্ষম হয় না। অতএব সৃষ্ট পদার্থ সমূহের 'অজুদ' দিবসের নক্ষত্রতুল্য। যে ব্যক্তি তীক্ষ্ন দৃষ্টিসম্পন্ন সে দর্শন করিতে পারে এবং যে ক্ষীণ দৃষ্টি বিশিষ্ট সে উহার দর্শন হইতে বঞ্চিত।

যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, সর্ব্বসাধারণ ক্ষীণ দৃষ্টিযুক্ত ও বিবেক শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট পদার্থের 'অজুদ' কিরূপে 'অবলোকন করিল'? অথচ আল্লাহ্তায়ালার 'অবশ্যম্ভাবী' অজুদের প্রখর কিরণ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার প্রতিবন্ধক ? তদুত্তরে বলিব যে, সর্ব্বসাধারণ শুধু এল্ম বা জ্ঞানধারী, দৃষ্টিশক্তিধারী নহে, এবং আমরা দর্শনের বিষয় আলোচনা করিতেছি, জ্ঞানের বিষয় নহে। কেননা শুধু জ্ঞানধারী ব্যক্তিগণ আলোচনার বহির্ভূত। অতএব অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার 'অজুদ' বা অস্তিত্বের নূর তাহাদের জন্য যেন অন্তর্হিত। অতএব উহা সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব অবলোকনের প্রতিবন্ধক হয় না। কিংবা ইহাও বলিতে পারি যে, নূরের আবির্ভাব সৃষ্ট পদার্থের অজুদ (অস্তিত্ব) অবলোকনের প্রতিবন্ধক বটে। কিন্তু উহার অস্তিত্বের জ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক নহে। কেননা অনেক সময় শুনিয়া বা অনুসরণ করিয়া অনেক বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়, এবং চিন্তা, প্রমাণ দ্বারাও অনেক সময় উপলব্ধি হয়। যেরূপ দিবসে নক্ষত্ররাজির অস্তিত্বের জ্ঞান— সূর্য্যের প্রখর

কিরণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষীণ দৃষ্টিযুক্ত ব্যাক্তিগণেরও নক্ষত্ররাজির অস্তিত্ব জ্ঞান বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বসাধারণ সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান সম্পন্ন, কিন্তু উহা দর্শন করার ক্ষমতাধারী নহে : যেহেতু দর্শন, বিবেক জাত এবং উহাদের বিবেক চক্ষু অন্ধ। ফেরেশ্‌তা অথবা আছমানবাসী কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালার 'জবারুত' বা বোজর্গী বা 'লাহুত' অর্থাৎ তাঁহার নিজস্ব জাত পরিদর্শিত বস্তু হউক না কেন !

হে স্নেহাস্পদ ! এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমতুল্য, অন্যান্য স্থানেও ইহাদের মধ্যে সমতা বর্ত্তমান আছে। এই হেতু পয়গাম্বর (আঃ)-গণ বহু বিষয় সর্ব্বসাধারণের অনুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং সমাজ ও পরিবারবর্গের সহিত উহাদের মত ব্যবহার করেন। শ্রেষ্ঠ নর হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত যেরূপ সুন্দর ব্যবহার করিতেন, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। কথিত আছে যে, এক দিবস হজরত ছৈয়্যেদুল বশর (দঃ) হজরত ইমাম হাছান ও হোছায়েন (রাঃ হুমা) কে চুম্বন করিলেন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, "ইয়া রছুলুল্লাহ্ ! আমার একাদশটি পুত্র বর্ত্তমান আছে। নিশ্চয়ই আমি তাহাদের কাহাকেও চুম্বন করি নাই"। তদুত্তরে হজরত (দঃ) ফরমাইলেন যে, "ইহা রহমত, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় মেহেরবান বান্দাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন"। চরম বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন কোন বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহিত সমতুল্য হইয়া থাকেন। অবশ্য ইহা বাহ্যিক তুল্যতা। এইহেতু সর্ব্বসাধারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের কামালত বা পূর্ণতা সমূহ হইতে বঞ্চিত থাকে এবং তাঁহাদিগকে নিজেদের অনুরূপ ধারণা করে। কিন্তু যে ব্যক্তির আচার ব্যবহার সর্ব্বসাধারণ হইতে পৃথক, তাঁহার প্রতি উহারা আকৃষ্ট হয় ও তাঁহাকে বোজর্গ বলিয়া জানে। অলী-আল্লাহ্‌গণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সাধারণের আচার ব্যবহার হইতে পৃথক বলিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহারের অনুরূপ, যাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহা হইতে উহাদিগকেই উৎকৃষ্ট মনে করে, উহা[১] পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মধ্যেই থাকুক না কেন।

হে বৎস ! শোন, কথিত আছে যে, মখদুম শায়েখ ফরিদ শকরগঞ্জ (রাঃ)-এর যখন এক পুত্র এন্তেকাল করিলেন এবং তাঁহার নিকট উক্ত সংবাদ উপনীত হইল, তখন তাঁহার মনের অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিল না ; বরং তিনি বলিলেন যে, "কুত্তার ছানা মারা গিয়াছে, বাহিরে ফেলিয়া দাও"। কিন্তু যখন ছৈয়্যেদুল্ বাশার (ছঃ)-এর ইব্রাহীম (রাঃ) নামক পুত্র পরলোক গমন করিলেন, তখন আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) তাঁহার জন্য অশ্রু নিক্ষেপ করিলেন এবং শোক প্রকাশ করতঃ বলিলেন, "হে ইব্রাহীম ! তোমার বিচ্ছেদে আমরা বিশেষ দুঃখিত"। তিনি বৈশিষ্ট্যের সহিত স্বীয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এখন বুঝিয়া দেখুন যে, শকরগঞ্জ শ্রেষ্ঠ কিংবা ছৈয়্যেদুল বাশার (ছঃ) ! চতুষ্পদ তুল্য সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রথম ঘটনাটিই মূল্যবান বটে, এবং তাঁহারা উহাকে নির্লিপ্ত বলিয়া জানে। দ্বিতীয়

টীকাঃ-১। উহা=সর্ব্বসাধারণের আচার ব্যবহার।

ঘটনাটিকে সর্ব্বসাধারণ পার্থিব আকৃষ্টতা বলিয়া ধারণা করে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের এইরূপ অসৎ বিশ্বাস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অবশ্য ইহজগত যখন পরীক্ষার জগত, তখন সাধারণের সহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আনুরূপ্য ও সাধারণের জন্য সন্দেহের কারণ হওয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার 'হেকমত' বা কৌশল ও রহস্য। হে আল্লাহ্ ! ছাইয়্যেদুল বাশার (ছঃ)-এর মাধ্যমে সত্য— কে— সত্য হিসাবে আমাদিগকে প্রদর্শন কর এবং তাঁহার অনুসরণের সৌভাগ্য প্রদান কর ও অসত্যকে— অসত্য হিসাবে প্রত্যক্ষ করাও এবং তাহা হইতে বিরত থাকিবার ক্ষমতা প্রদান কর। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি ও তাঁহার বংশধর ও তাঁহার সহচরগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরূদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক।

এখন আসল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হই এবং বলি যে, পয়গাম্বর (আঃ) এবং তাঁহার আছহাব (রাঃ) এবং যে সকল অলী-আল্লাহ্‌গণ ছাহাবাদলের অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের সকলের ঈমান'— শুহুদি' বা প্রত্যক্ষ ঈমান হওয়ার পর, যখন তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণকে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আহ্বান করার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন উহা ঈমানে গায়েবে বা অদৃশ্য ঈমানে পরিণত হয়। যেরূপ কোন ব্যক্তি দিবসে সূর্য্য দর্শন করতঃ তাঁহার প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাস লাভ করে ; কিন্তু যখন রাত্রি হয়, তখন উক্ত প্রত্যক্ষ বিশ্বাস অপ্রত্যক্ষে পরিণত হইয়া যায়। আলেম ব্যক্তিগণের ঈমান, যদিও গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান, কিন্তু তাঁহাদের গায়েব পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের নূর কর্ত্তৃক অভ্যন্তরীণ তীক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করে ; যাহাতে তাঁহাদের ঈমান প্রমাণ সাপেক্ষ ঈমান হইতে স্বতঃসিদ্ধ ঈমানে পরিণত হয়। আলেম হইতে এস্থলে পরকাল ভাবী আলেম অর্থ লওয়া হয়। দুনিয়াদার আলেম নহে ; যেহেতু দুনিয়াদার আলেম সাধারণ মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মো'মেনগণের ঈমানে গায়েব বা অদৃশ্য বিশ্বাস— যাহা হইয়া থাকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐ 'ঈমান' যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ কর্ত্তৃক লাভ হয় এবং যাহা— "আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন কিংবা তাঁহার রছূল (ছঃ) বলিয়াছেন"। ইত্যাদি রূপ বাক্যের প্রতি নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ঃ— আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, "প্রমাণ দ্বারা যে ঈমান লাভ হয়, তাহা অনুসরণ কর্ত্তৃক লব্ধ ঈমান হইতে শ্রেষ্ঠ"। এ পর্য্যন্ত যে, অনেক আলেম দলীল প্রমাণকে 'ঈমানের শর্ত্ত' বলিয়াছেন এবং অনুসরণ সম্ভূত ঈমানকে ঈমান বলিয়াই গণ্য করেন নাই। অথচ আপনি ইহাকে উৎকৃষ্ট বলিতেছেন।

উত্তর ঃ— পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ কর্ত্তৃক যে ঈমান লাভ হয়, তাহাই প্রমাণ সম্ভূত ঈমান ; যেহেতু অনুসরণকারী প্রমাণ দ্বারা অবগত আছে যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণ পয়গাম্বরী প্রচার কার্য্যে সত্য। কেননা আল্লাহ্‌পাক 'মো'জেজা' বা 'অলৌকিক' ঘটনাদি দ্বারা যে ব্যক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ; অবশ্য তিনি সত্য। অতএব পয়গাম্বর (আঃ)-গণ যখন সকলেই মো'জেজা কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত, তখন তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী। ঈমানের বিষয় যদি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুসরণ করে ও পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সত্যতার প্রতি এবং তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখে, তাহা হইলে উক্ত অনুসরণ ধর্ত্তব্য

নহে। এইরূপ ঈমান অধিকাংশ আলেমগণের নিকট মূল্যবান নহে। এখন রহিল তর্কশাস্ত্রবিদগণের প্রমাণাদি, যাহা উক্ত শাস্ত্রবিদগণ স্বীয় মুখবন্ধসমূহ দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন এবং বাক্য বিন্যাস ও তর্‌তিবাদী কর্ত্তৃক উহার ফল বাহির করেন। এইরূপ প্রমাণ সম্ভাব্যের নিকটবর্ত্তী কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইতে দূরবর্ত্তী। আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী 'জাত' প্রমাণের বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মাওলানা জালালউদ্দিন দাওয়ানীর সমতুল্য বোধ হয়, কেহই অতিবাহিত হয় নাই। যেহেতু তিনি বিচক্ষণ আলেম এবং পরবর্ত্তীগণের অন্তর্ভুক্ত ও এই অতি উচ্চ উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মুখবন্ধসমূহের মধ্যে এমন কোন একটি মুখবন্ধ নাই, যাহাতে তাঁহার পুস্তকের টীকা-টীপ্পনী কারীগণ কোন না কোন অভিযোগ প্রবর্ত্তিত করেন নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু দলীল প্রমাণ কর্ত্তৃক ঈমান হাছিল করে এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণ অবলম্বন না করে, তাহার প্রতি শত সহস্র ধিক্কার। হে আল্লাহ্ ! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ, তাহার প্রতি আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং রছুল (ছঃ)-এর অনুসরণ করিয়াছি। অতএব আমাদিগকে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত ও তালিকাভুক্ত কর। (আমীন) ॥

২৭৩ মকতুব

মীরজা হোছামুদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণিত হইবে যে, 'ছালেকের' উচিৎ যে দৃঢ়ভাবে স্বীয় পীরের তরীকার অনুসরণ করে এবং অন্যান্য মাশায়েখগণের তরীকার প্রতি লক্ষ্য না করে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে এই সরল পথের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি হেদায়েত না করিতেন, তবে নিশ্চয় আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ 'সত্য' লইয়াই আগমন করিয়াছেন। উক্ত রছুলগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ, সম্মান বর্ষিত হউক।

যে অনুগ্রহ লিপি এ ফকীরের নামে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে উৎকৃষ্ট প্রতিদান প্রদান করুন। আপনি লিখিয়াছেন যে, "আপনি সংগীত শ্রবণ বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন, যাহা মিলাদ ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর না'ত্, কছিদা পাঠ সম্ভূত ছিল, কিন্তু ভ্রাতঃ, মীর মোহাম্মদ নো'মান ও অন্যান্য বন্ধুগণ স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এই মিলাদের মহফিলের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, অতএব তাঁহাদের প্রতি উক্ত মিলাদের মহফিল পরিত্যাগ দুষ্কর"। হে মান্যবর ভ্রাতঃ, যদি স্বপ্নের মূল্য থাকিত এবং উহার প্রতি নির্ভর করা চলিত তবে মুরীদগণের জন্য পীরের কোনই আবশ্যক করিত না ও কোন তরীকা গ্রহণের প্রয়োজনও হইত না। যেহেতু প্রত্যেক মুরীদ স্বীয় স্বপ্নানুযায়ী কার্য্য করিত ও তদনুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, উক্ত স্বপ্নাদি তাঁহার পীরের তরীকার অনুকূল হউক বা নাই হউক, এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকুন বা না থাকুন। এরূপ হইলে পীরি মুরীদি ছেল্‌ছেলার বিশৃঙ্খলা ঘটিত এবং প্রত্যেক নির্ব্বোধ মুর্খ— স্বয়ংস্বাধীন হইত। সত্য মুরীদ ঐ ব্যক্তি যে, স্বীয় পীরের বর্ত্তমানে শত সহস্র স্বপ্নের কোনই মূল্য প্রদান করেনা এবং সরলচিত্ত 'তালেব' ঐ ব্যক্তি যে তাহার পীরের উপস্থিতি সৌভাগ্য লাভ করিলে স্বপ্নাদিকে মূল্যহীন বলিয়া জানে ও তৎপ্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। শয়তান লয়ীন আমাদের প্রবল শত্রু ; শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণও তাহার চক্র হইতে নিশ্চিন্ত নহেন। বরঞ্চ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও ভীত। প্রারম্ভকারী বা মধ্যবর্ত্তী মর্ত্তবার ব্যক্তিগণের বিষয় আর কি বলিব ! অবশ্য মোন্তাহী (শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তি)-গণ শয়তানের মকর হইতে সুরক্ষিত ; কিন্তু প্রারম্ভকারী ও মধ্যবর্ত্তী তদ্রূপ নহেন। অতএব তাহাদের স্বপ্ন নির্ভরযোগ্য নহে এবং শয়তানের চক্র হইতে সুরক্ষিতও নহে।

প্রশ্ন ঃ— স্বপ্নে আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)-কে অবলোকন সত্য, এবং উহা শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে সুরক্ষিত ; যেহেতু হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করে না"। অতএব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের স্বপ্নও সত্য ও শয়তানী মকর হইতে সুরক্ষিত।

উত্তর ঃ— ছাহেবে ফুতুহাতে মক্কিয়া লিখিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ঐ আকৃতি শয়তান ধারণ করিতে সক্ষম হয়না, যে বিশিষ্ট আকৃতি সহ তিনি মদিনা শরীফের রওজা (সমাধি) পাকে সমাধিস্থ আছেন, এবং উল্লিখিত আকৃতি ব্যতীত অন্য আকৃতি ধারণ নিষেধ করা অর্থাৎ শয়তান অন্য আকৃতি ধরিয়া প্রকাশ, নিষেধ করা তিনি জায়েজ রাখেন না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, উক্ত আকৃতি নির্দ্দিষ্ট করা সুকঠিন, বিশেষতঃ স্বপ্নের মধ্যে। অতএব স্বপ্ন কি প্রকারে নির্ভরযোগ্য হইতে পারে ? যদি শয়তান হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আকৃতি ধারণ না করা, তাঁহার উক্ত বিশিষ্ট আকৃতির সহিত বিশিষ্ট না করি এবং যে— কোন আকৃতিতে তিনি দর্শিত হউক না কেন তাহাতে শয়তানের আকৃতি ধারণ না করা জায়েজ রাখি ; যেরূপ অনেক আলেমের অভিমত ও যাহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এর সম্মানসূচক কার্য্য ; তখনও বলিব যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর স্বপ্নে দৃষ্ট উক্ত আকৃতি হইতে আদেশ-নিষেধ গ্রহণ এবং তাঁহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করণ অতীব কঠিন। কেননা ইহা হইতে পারে যে, মহাশত্রু শয়তান মধ্যস্থ স্বরূপ গোপন থাকিয়া অবাস্তবকে বাস্তব রূপে দর্শায় এবং দর্শককে সন্দেহে নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বীয় গতিবিধিকে উক্ত আকৃতির গতিবিধি বলিয়া প্রকাশ করে। যথা— বর্ণিত আছে যে, একদিবস হজরত ছৈয়েদুল বশর (ছঃ) মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন ; কোরায়শের প্রধান ব্যক্তি ও কাফেরদিগের ছরদারগণ এবং বহু সংখ্যক ছাহাবা কেরাম তথায় উপস্থিত ছিলেন। হজরত (ছঃ) তাঁহাদিগকে ছুরায়ে 'ওয়ান্নাজম' পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতেছিলেন। যখন বাতেল বা অমূলক প্রতিমাগুলির আলোচনা আসিল, তখন শয়তান লয়ীন উক্ত প্রতিমাগুলির— প্রশংসা বাচক কতিপয় বাক্য হজরত (ছঃ)-এর বাক্যের সহিত এরূপ ভাবে সংযোগ করিয়া দিল যে,

উপস্থিত সভাস্থ সকলেই বুঝিল যে, ইহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এরই বাক্য। কোনক্রমেই কেহ উহা পার্থক্য করিতে সক্ষম হইল না। উপস্থিত কাফেরগণ কোলাহল আরম্ভ করিল যে, মোহাম্মদ (ছঃ) আজ আমাদের সহিত মীমাংসা করিলেন এবং আমাদের প্রতিমাগুলির প্রশংসা করিলেন। সভাস্থ মোছলমানগণও ইহাতে অস্থির হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু হজরত (ছঃ) শয়তানের বাক্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন যে, "কি ঘটনা হইল" ? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন যে, এই বাক্য সমূহ আপনার বাক্যের সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। তখন হজরত (ছঃ) বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ইতিমধ্যে হজরত জিব্রাঈল (আঃ) অহি লইয়া আগমন করিলেন যে, "এই বাক্যসমূহ শয়তানের নিক্ষিপ্ত বাক্য এবং এরূপ কোন নবী বা রছুল অতিবাহিত হন নাই যে, শয়তান তাঁহাদের বাক্যের মধ্যে কিছু না কিছু নিক্ষেপ না করিয়াছে। তৎপর আল্লাহ্‌পাক উহাকে রদ্দ-বাতিল করতঃ স্বীয় কালাম বা বাক্যকে সুদৃঢ় করিয়াছেন"। অতএব যখন হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জীবমান কালে, জাগ্রত অবস্থায়, ছাহাবাগণের উপস্থিতিতে, তাঁহার বাক্যের মধ্যে শয়তান লয়ীন স্বীয় বাতুল বাক্য নিক্ষেপ করিয়াছিল, এমনিভাবে যে, কেহই উহা ধরিতে সক্ষম হয় নাই; তখন হজরত (ছঃ)-এর তিরোধানের পর, এবং নিদ্রাবস্থায় যাহা ইন্দ্রিয় শৈথিল্যের অবস্থা— সন্দেহের স্থান ও স্বপ্ন দর্শক একাকী, তদবস্থায় সে কিভাবে অবগত হইতে পারিবে যে, উক্ত ঘটনা শয়তানের কবলমুক্ত এবং তাহার চক্রান্ত হইতে সুরক্ষিত। তদুপরি ইহাও হইতে পারে যে, না'ত, গজল পাঠক ও শ্রোতাদিগের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রশংসাকারীগণের প্রতি প্রশংসিত ব্যক্তিগণ যেরূপ সন্তুষ্ট, তদ্রূপ এই কার্য্যে তাহাদের প্রতিও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) সন্তুষ্ট", এই বিশ্বাস তাহাদের ধারণায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং হইতে পারে যে, স্বপ্নে তাহাদের ধারণাস্থিত ঐ আকৃতিই তাহারা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছে। ইহা নহে যে, উক্ত স্বপ্নের মধ্যে বাস্তব বলিতে কিছু বর্ত্তমান আছে। কিম্বা উহা শয়তানের রূপান্তরণ। পরন্তু স্বপ্ন সত্য হইলেও উহা কখনো বাহ্যিক— যাহা দৃষ্ট হয়, তাহারই প্রতি বর্ত্তে; যথা কেহ জায়েদ নামক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিল এবং উহার অর্থ উক্ত ব্যক্তিই ছিল। আবার কখনো বাহ্যিকভাবে অর্থ না হইয়া উহার তাবির করিতে হয়— যথা স্বপ্নে জায়েদকে দেখিল কিন্তু তাবিরে তাহা 'ওমর' নামক ব্যক্তি ছিল। ওমর ও জায়েদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা হেতু এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের বন্ধুগণের উল্লিখিত স্বপ্নকে তাহারা কিভাবে জানেন যে, বাহ্যিকভাবে ইহার অর্থ হইবে ; কিম্বা বাহ্যিক হইতে ফিরাইয়া তাবির অনুযায়ী অর্থ হইবে। ইহা কি হইতে পারে না যে, শয়তানের রূপান্তরণ না হইয়াও উক্ত স্বপ্ন সমূহের অর্থ উহার তাবির অনুযায়ী হয় এবং উহা অন্য কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত হয়। ফলকথা, স্বপ্নাদির প্রতি নির্ভর করা উচিত নহে, যাবতীয় বস্তু বাস্তব জগতে অবস্থিত, জাগ্রত অবস্থায় উহাদিগকে অবলোকনের চেষ্টা করা উচিত। ইহাই নির্ভরযোগ্য এবং ইহার কোন তাবির হয় না। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা 'খাব খেয়াল' বা চিন্তা ধারণা মাত্র। তথাকার বন্ধুগণ বহু দিন

হইতে নিজ ইচ্ছায় চলিতেছেন, তাহাদের এখ্তিয়ারের বল্লা[1] তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ; অবশ্য মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের অনুগত না হইয়া তাহাদের উপায় নাই। আল্লাহ্ না করুন যে, নিষেধ করার পর এক নিমিষও তাঁহারা (তওবা করিতে) অপেক্ষা ও বিলম্ব করেন। যদি অপেক্ষা করেন তবে আর কাহার অনিষ্ট হইবে ! স্বীয় তরীকার মোখালেফ ও বিরোধী বলিয়া তাকিদের সহিত নিষেধ করিতেছি, উক্ত বিরোধীতা নৃত্য-সংগীত কর্ত্তৃকই হউক বা মিলাদ গজলখানি কর্ত্তৃকই হউক। প্রত্যেক তরীকার একটি নির্দ্দিষ্ট মতলবে— উদ্দেশ্যে উপনীত হইবার পথ আছে এবং এই তরীকার মতলবে উপনীত হওয়া উক্ত কার্য্যসমূহ পরিত্যাগ করার প্রতিই নির্ভরশীল, যে ব্যক্তি এই তরীকার মতলব বা উদ্দেশ্যে উপনীত হইতে আশা রাখে, তাহার উচিত যে ইহার বিরোধিতা হইতে বিরত থাকে এবং অন্য তরীকার মতলবের প্রতি লক্ষ্য না করে। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আমরা এই কার্য্য (নৃত্য-সংগীত) করি না এবং ইহা প্রতি এন্‌কারও করি না। অর্থাৎ "ইহা আমাদের এই বিশিষ্ট তরীকার বিরোধী কার্য্য। অতএব আমরা ইহা করি না এবং যখন অন্যান্য বোজর্গ মাশায়েখগণ ইহা করিয়াছেন, তখন ইহার প্রতি আমরা এন্‌কার বা দোষারোপও করি না"। প্রত্যেক ব্যক্তির এক একটি লক্ষ্য স্থান আছে, সে তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকে। 'ফিরোজাবাদ'— যাহা আমরা-ফকীরগণের আশ্রয়স্থান ও আমাদের পীরানে কেরামের অগ্রণী,[2] যখন তথায় এরূপ নূতন কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে, যাহা এই উচ্চ তরীকার বিরোধী তখন ইহা আমরা-ফকীরগণের অধীরতার কারণ বটে। মখদুমজাদাগণ তাঁহাদের স্বীয় ওয়ালেদ বোজর্গের তরীকার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যের অধিক হক্‌দার। খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (রাজীঃ)-এর পুত্রগণ, যখন স্বীয় পিতার তরীকা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল— তখন তাঁহারাই মূল তরীকার হেফাজত করিয়াছেন এবং পরিবর্ত্তনকারীগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। অবশ্য ইহা আপনিও শুনিয়া থাকিবেন।

আমাদের হজরত খাজা ছাহেবের সুমিষ্ট আচার ব্যবহারের বিষয় লিখিয়াছেন। হাঁ, তিনি প্রথম অবস্থায় মালামাতিয়া বা নিন্দার তরীকার কোন কোন কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করতঃ (এবাদতের মধ্যে) শৈথিল্য করিতেন এবং মালামাত্ বা নিন্দাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দানে অনেক কার্য্যে আজিমাত্ বা কৃচ্ছ্র সাধ্যতা পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি উহা হইতে বিরত ছিলেন, এবং মালামাতিয়া তরীকার স্মরণও করিতেন না। এন্‌ছাফের দৃষ্টি দ্বারা দেখুন যে, আজ যদি আমাদের খাজা (রাজীঃ আনহু) জীবিত থাকিতেন এবং এইরূপ সংগীতাদির অনুষ্ঠান দর্শন করিতেন, তিনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন ও ইহা তিনি পছন্দ করিতেন, কি-না ? এ ফকীরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি ইহা কখনও জায়েজ রাখিতেন না; বরঞ্চ এন্‌কার করিতেন। অবগত করানই আমার উদ্দেশ্য, এখন আপনারা গ্রহণ করুন বা না করুন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি ও বিবাদ নাই। যদি মখদুমজাদাগণ ও তথাকার বন্ধুগণ পূর্ব্ব মতই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত আমাদের কোনই উপায় নাই। অধিক আর কি কষ্ট দিব ! ওয়াচ্ছালাম "আউয়ালাউঁ ওয়া আখেরা"।

টীকাঃ— ১। বল্লা=লাগাম। ২। অগ্রণী=নেতা বা প্রধান।

২৭৪ মকতুব

"বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"।

শায়েখ ইউছুফ বরকীর নিকট লক্ষ্য উচ্চ রাখার সম্বন্ধে, এবং নিম্নস্তরের আবির্ভাব সমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার বিষয় লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত এবং দোওয়ার পর জানিবেন যে, পরপর আপনি যে তিনখানা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইলাম। যে স্বপ্ন ও আত্মীক অবস্থা এবং কারামত সমূহের বিষয় লিখিয়াছেন— তাহা প্রকাশ্য ভাবে বুঝিতে পারিলাম। 'শুহুদে ওহ্‌দাৎ' বা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাবের শেষ অবস্থা ; যাহা লিখিয়াছেন এবং নিম্নবর্ণিত রূপে উহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, "দ্বিতীয়তঃ শেষ অবস্থা এই যে, উহা প্রথম অবস্থার অনুরূপ হইয়া যায় এবং নিমজ্জিত হওয়া অবস্থা হারাইয়া ফেলে (অর্থাৎ এই অবস্থা হয়) যে, আমি বান্দা ও সৃষ্ট পদার্থ এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উম্মত"। আপনার এই অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা এবং পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থা সমূহ হইতে উচ্চ। কিন্তু শেষ মর্ত্তবা ইহা নহে। শেষ মর্ত্তবা ইহা হইতে আরো বহু দূরে।

এখনও বহু উচ্চে তাঁর সিংহাসন,
'পাইয়াছি'— ভাবা ভাল নহে কদাচন।

এ ফকীর পূর্ব্বের পত্রে আপনার নিকট যাহা— লিখিয়াছিল, যে— কলেমায়ে তৈয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এরই পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। তাহা হইতে একবাদ বা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব নিবারণ করাই উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী যে, কলেমায়ে তৈয়্যেবার বরকতে (মাধ্যমে) আপনার উপর হইতে উক্ত আবির্ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন লক্ষ্য উচ্চ রাখিবেন। এ পথের আখরোট, মোনাক্কা প্রাপ্তে যথেষ্ট মনে করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা উচ্চ মনোবৃত্তিধারী ব্যক্তিগণকে ভালবাসেন। আপনি 'একবাদের' সংকীর্ণ পথ হইতে প্রশস্ত রাজ পথে উপনীত হইয়াছেন। ইহা যে, আল্লাহ্‌তায়ালার কত উচ্চ নেয়মত ! কিন্তু যদি পূর্ব্বের অবস্থা ও উহার লজ্জতাদির স্মরণ না করেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অবলোকন করার বিষয় আলোচনা না করিয়া দৃঢ়তার সহিত এই পথে কিছুদিন চলিতে থাকেন। আমি বহু 'কোকেন' ভক্ষককে দেখিয়াছি যে, কোকেনের অপকারিতা জানিতে পারিয়া কোকেন ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিছুদিন পর ঘটনাক্রমে কোকেন ভক্ষণ ও উহার লজ্জত ইত্যাদির আলোচনা হওয়ায়, সে পুনরায় তাহার পূর্ব্বের অবস্থায় উপনীত হয়।

হে মান্যবর ! সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে, যে— আবির্ভাবের সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট ও লজ্জৎপ্রদ, এবং 'শুহুদে তানজিহি' বা আল্লাহ্‌তায়ালাকে পবিত্র দর্শন, যাহা 'অজ্ঞতার' অনুকূল, তাহা লজ্জৎ বিহীন। অগ্রগামী পীরের সাহায্য ব্যতীত এ পথে গমন সুকঠিন।

স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ মওলানা আহ্‌মদ বরকি-কে সর্ব্বসাধারণ— জাহেরী আলেম বলিয়া ধারণা করে এবং তিনি নিজের অবস্থা ও বন্ধুগণের অবস্থা অবগত নহেন। ইহার রহস্য এই যে, তাঁহার বাতেন বা অন্তর্জগত সদা-সর্ব্বদা 'শুহুদে তান্‌জিহি' বা পবিত্রতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি দৃষ্টি মান। যাহা অজ্ঞতার আবাস। অতএব তাঁহার ঈমান জাহেরী আলেমগণের অনুরূপ 'ঈমানে গায়েব' বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান। তাঁহার অন্তর্জগত উচ্চ লক্ষ্য হেতু 'শুহুদে কছরৎ' বা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব-এর প্রতি দৃকপাত করে নাই ; এবং তাঁহার বহির্জ্জগত ছূফীগণের অমূলক বাক্যে প্রবঞ্চিত ও গর্ব্বিত হয় নাই। তাঁহার পবিত্র অজুদ তদঞ্চলের জন্য যথেষ্ট, আপনি যে 'হালৎ' প্রাপ্তির বিষয় লিখিয়াছেন, উক্ত মওলানা ছাহেব বহুদিন পূর্ব্বেই উহা লাভ করিয়াছেন। তিনি উহা উপলব্ধি করুন বা না।

এ ফকীরের নিকট উক্ত অঞ্চল তাঁহার অজুদ পাকের প্রতি নির্ভরশীল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাকার কাশ্‌ফ ধারী ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা কিভাবে গুপ্ত আছে ? ফকীরের জ্ঞানে উক্ত মওলানার বোজর্গী সূর্য্য রশ্মির ন্যায় প্রকাশ্য। অধিক আর কি কষ্ট দিব ! দোওয়া এবং ফাতেহা কামনা করি। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৭৫ মকতুব

মোল্লা আহমদ বরকীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ও ফেকাহ্‌র হুকুম আহ্‌কাম শিক্ষা ও প্রচার করার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

হামদ্, ছালাত ও দোওয়ার পর-শায়েখ হাছানাদির দ্বারা যে দুই খানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। প্রথম পত্রে খাজা ওয়েছ করনীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ; অপর পত্রে নিজের কবুল বা গৃহীত হওয়ার বিষয় লিখিয়াছেন ; ইতিমধ্যে আপনার হালতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, অতদঞ্চলের সকলেই আপনার দিকে ধাবিত হইতেছে এবং আপনার নিকট যাচঞা করিতেছে ; তখন আমি জানিলাম যে, উক্ত স্থানের জন্য আপনাকে 'মাদার'[১] এবং তথাকার সকলকেই আপনার প্রতি নির্ভরশীল করা হইয়াছে। এইহেতু আল্লাহ্‌পাকের শোকর গোজারী ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। বর্ণিত বিষয়টির প্রকাশ-স্বপ্ন ইত্যাদি ভাবিবেন না ; যেহেতু স্বপ্নের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। বরং ইহা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক উপলব্ধিকৃত ও দৃষ্ট বস্তু বলিয়া জানিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে স্বীয় দোস্তগণের যে খালেছ মহব্বত প্রদান করিয়াছেন, সেই মহব্বতের সহিত যে স্থানে অজ্ঞতা ও বেদয়াৎ মুলোবদ্ধ হইয়াছে সেস্থানে শরীয়তের এল্‌ম শিক্ষা প্রদান করা, ও ফেকাহ্‌র হুকুমাদি প্রচার করাই আপনার এই সৌভাগ্য লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা ও অবলম্বন। অতএব যথাসাধ্য দীনের এল্‌মসমূহ

টীকাঃ— ১। মাদার=পদ বিশেষ। সকল কার্য্য যাহার উপর নির্ভর করে এমন এক পদ।

শিক্ষা প্রদান করা এবং ফেকাহ্‌র হুকুমাদি প্রচার করা আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ; যেহেতু ইহার প্রতিই উক্ত কার্য্যের নির্ভর ও ইহাই উন্নতির অবলম্বন এবং মুক্তির উপায়। দৃঢ়তার সহিত কটি বাঁধিয়া নিজেকে আলেমগণের দলভুক্ত করিয়া রাখিবেন এবং সৎকার্য্যের আদেশ ও অসৎ কার্য্য হইতে বাধা প্রদান, ও খলকুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌তায়ালার পথ প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইবেন। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় ইহা উপদেশ, তৎপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে স্বীয় পালন কর্ত্তার প্রতি পথ গ্রহণ করিতে পারে"। কল্‌বের জেকের যাহার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছেন, তাহাও শরীয়তের হুকুম পালনের সহায়ক— এবং নফ্‌ছে আম্মারার অবাধ্যতা— বিদূরিতকারী। অতএব ইহাও জারী ও প্রবর্ত্তিত রাখিবেন। নিজের ও বন্ধুগণের অবস্থা অবগত হইতে না পারিয়া দুঃখীত হইবেন না এবং উহাকে বঞ্চিত হওয়ার চিহ্ন ভাবিবেন না। বন্ধুগণের (মুরীদগণের) আত্মীক অবস্থা আপনার কামালত বা পূর্ণতা সমূহের যে, দর্পণ স্বরূপ— তাহাই যথেষ্ট। উহা আপনারই হালৎ সমূহ প্রতিবিম্বিত হইয়া বন্ধুগণের (মুরীদগণের) মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। শায়েখ হাছান আপনার উক্ত বাদশাহীর একটি স্তম্ভ (উজির) স্বরূপ ও আপনার কার্য্যকলাপের সহায়ক। কখনো যদি 'মা ওরা উন্নাহার' (তুরাণ প্রদেশ) বা ভারতবর্ষে আপনার ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে শায়েখ হাছান আপনার তথাকার স্থলাভিষিক্ত। তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং যত্ন লইবেন, যাহাতে তিনি আবশ্যকীয় দীনি-এল্‌ম অতি সত্বর হাছিল করিয়া ফারেগ (অবসর) হইতে পারেন। ভারতবর্ষের ভ্রমণ করা তাহার ও আপনার জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ উপকারী)। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ও আপনাদিগকে ইছলাম ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় রাখুন। ইহার কর্ত্তা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ, ছালাম এবং সম্মান বর্ষিত হউক।

আপনি লিখিয়াছেন— ছয়মাস অতিবাহিত হইল যে, উক্ত বন্ধুটির উন্নতি হইয়াছে ; তিনি মত্ততা ও বেহুঁশির মধ্যে পবিত্র আত্মা সমূহ যাহা দর্শন করিতেন, ইদানীং স্বজ্ঞান অবস্থায়ও তাহা দেখিতে পান। হে মান্যবর ! এরূপ দর্শন উন্নতির কোনই চিহ্ন নহে, উহা স্বজ্ঞান অবস্থায় অবলোকন করুক অথবা অজ্ঞান অবস্থায়। এই পথের প্রথম পদক্ষেপ এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যেন অন্য কিছুই দর্শন না করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুও যেন তাহার ধারণায় স্থান না পায়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে— অন্য বস্তু সমূহকে আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে বিভিন্ন দর্শন না করে। অর্থাৎ অপর বলিয়া না জানে। যেহেতু ইহাও 'একবাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত ; বরঞ্চ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে যেন মোটেই দর্শন না করে ও না জানে। এই অবস্থাকেই 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তি বলা হয়, এবং ইহাই এ পথের প্রথম মঞ্জিল, ইহা ব্যতীত মেহ্‌নত বরবাদ।

যাবত হবেনা 'ফানা' নফ্‌ছে আম্মারার,
তাবত্ পাবেনা পথ— আল্লার দরগার।

ইতিমধ্যে যে মকতুব সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য। অতি মূল্যবান বিষয় উহাতে লিখিত হইয়াছে। শায়েখ হাছান উহার প্রতিলিপি লইয়া আসিয়াছেন।

মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। আপনার ওয়ালেদা মরহুমার মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোওয়া আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছেন ; দোওয়া করা হইল। এ স্থানের অন্যান্য অবস্থা শায়েখ হাছান বিস্তৃতভাবে আরজ করিবেন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম। এ ফকীর ও ফকীরজাদাগণ খাতেমা বিল খায়েরের দোওয়া যাচ্ঞা করিতেছে। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৭৬ মকতুব

মিয়া শায়েখ বদিউদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন। কোরআন শরীফের 'মোহ্‌কাম' ও মোতাশাবেহ্ আয়াতসমূহের এবং ওলামায়ে রাছেখীনগণের বিষয়ে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং ছাইয়্যেদুল মোরছালিন (ছঃ)-এর প্রতি ও তাঁহার পবিত্র আল ও আছহাবগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে 'রাছেখ' বা সুদৃঢ় এল্‌মধারীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন। (আমীন)

হে ভ্রাতঃ— আল্লাহ্‌পাক স্বীয় কালাম মজিদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগ— 'মোহ্‌কামাত' বা সুদৃঢ়। দ্বিতীয় ভাগ— 'মোতাশাবেহাত' বা সংশয়াবিষ্ট। প্রথম প্রকার— শরীয়তের হুকুম আহ্‌কাম সমূহের উৎপত্তি স্থল। দ্বিতীয় প্রকার— প্রকৃত তথ্য ও গূঢ় রহস্য সমূহের এল্‌মের আকর। আল্লাহ্‌তায়ালার হস্ত, বদন, পদ, জঙ্ঘা, অঙ্গুলী, নখ ইত্যাদির কথা-যাহা কোরআন ও হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, তাহা সমুদয় মোতাশাবেহাতের (সংশয়াবিষ্ট বাক্যের) অন্তর্ভুক্ত, এবং কোরআন শরীফে ছুরার প্রারম্ভের পৃথক 'বর্ণ' সমূহ যাহা নাজেল হইয়াছে, তাহাও মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত। ইহাদের তাবিল বা অর্থের প্রতি ওলামায়ে রাছেখীন ব্যতীত কাহাকেও অবগতি প্রদান করেন নাই। আপনি ইহা ধারণা করিবেন না যে, কুদরৎ বা ক্ষমতাকে হস্ত বলা, কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত অর্থাৎ স্বয়ং তাঁহার ব্যক্তিত্বকে 'বদন' বলা ইত্যাদিকে তাবিল করা বলা হয়। ইহার 'তাবিল' অতি গূঢ় রহস্যময়, যাহা বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কোরআন শরীফের 'হরুফে মোকাত্ত্বয়াআৎ'— খণ্ডিত বর্ণ সমূহের বিষয় কি আর লিখিব ! উহার প্রত্যেকটি অক্ষর যে, প্রেমিক ও প্রিয়ার গুপ্ত রহস্যের তরঙ্গময় এক একটি মহাসাগর, এবং উভয়ের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের অতীব গোপনীয় ইঙ্গিত। 'মুহকামাত' বা দৃঢ় আয়াতসমূহ কোরআন শরীফের মাতৃতুল্য বটে ; কিন্তু উহার উদ্দেশ্য বা ফল মোতাশাবেহাত আয়াতসমূহ। বস্তুতঃ কেতাবের বা কোরআন পাকের ইহাই মকছুদ। 'মাতা'-'ফল' লাভের অবলম্বন ব্যতীত অধিক কিছু নহে। অতএব 'মোতাশাবেহাত' আয়াতসমূহ কেতাবের সারাংশ এবং 'মোহ্‌কামাত' উহার খোল্‌স তুল্য। 'মোতাশাবেহাতই'— ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা মূল বস্তুর বর্ণনা করে ; এবং উহার প্রকৃত তথ্যের নিদর্শন প্রদান করে। 'মোহ্‌কামাত' আয়াতসমূহ ইহার বিপরীত। মোতাশাবেহাতসমূহ হকীকত বা প্রকৃত তথ্য স্বরূপ এবং

'মোহ্‌কামাত' উহার তুলনায় উক্ত হকীকতের আকৃতি তুল্য। "আলেমে রাছেখ" বা সুদৃঢ় এলমধারী ঐ ব্যক্তি, যিনি সারাংশ ও খোলস উভয় একত্রিত করিতে সক্ষম হন এবং আকৃতির মধ্যে হকীকত বা তথ্য আনয়ন করিতে পারেন। খোলসধারী আলেমবর্গ খোলস লইয়াই সন্তুষ্ট, এবং 'মোহ্‌কামাত'-কেই তাহারা যথেষ্ট জানেন, ওলামায়ে রাছেখীন-মোহ্‌কামাত সমূহের এল্‌ম অর্জ্জন করতঃ মোতাশাবেহাতের তাবিল বা মূল অর্থের পূর্ণ অংশ লাভ করেন এবং ছুরত (আকৃতি) ও হকীকত (তত্ত্ব) অর্থাৎ মোহ্‌কামাত ও মোতাশাবেহ্‌কে একত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মোহ্‌কামাতের এল্‌ম অর্জ্জন ও উক্ত রূপ আমল না করিয়া মোতাশাবেহাত সমূহের তাবিল করিতে চেষ্টা করে বা আকৃতি পরিত্যাগ করতঃ তত্ত্বের প্রতি ধাবিত হয়, সে ব্যক্তি এতই মূর্খ যে স্বীয় মূঢ়তার জ্ঞানও তাহার তিরোহিত— এবং সে পথভ্রষ্ট ; এমনই পথভ্রষ্ট যে-স্বীয় ভ্রষ্টতা অনুভূতি রহিত ; সে অবগত নহে যে, ইহজগত ছুরত ও হকীকত বা আকৃতি ও তত্ত্ব সম্মিলিত জগত। যতদিন ইহজগতের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, ততদিন কোন হকীকত— ছুরত হইতে পৃথক হইবে না। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং যে পর্য্যন্ত একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস না আসে, সে পর্য্যন্ত এবাদত করিতে থাক"। তফ্‌ছীরকারীগণ একীনের অর্থ 'মৃত্যু' বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্তই এবাদতের শেষ। যেহেতু উহাই ইহজগতের অন্ত। কেননা যাহার মৃত্যু হইল তাহার কেয়ামত সংঘটিত হইল। পরকালে প্রকৃত তত্ত্ব সমূহের বিকাশ হইবে, অতএব তথায় ছুরত— হকীকত হইতে পৃথক হইবে। প্রত্যেক জগতের প্রকৃতি ও নিয়ম পৃথক। গণ্ড মুর্খ কিংবা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট— যাহার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট করা, সে ব্যতীত অন্য কেহই ইহাদের পরস্পরের বিপর্য্যয় ঘটাইবে না। কেননা শরীয়তের আদেশ প্রারম্ভকারীর প্রতি যাহা— শেষ পর্য্যায় উপনীত ব্যক্তির প্রতিও— তাহাই ; এ বিষয় সাধারণ মো'মেনগণ এবং আরেফগণের বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমতুল্য। অপক্ক ছুফীগণ ও বে-দীন— ভ্রষ্ট দিগের উদ্দেশ্য যে, কোন প্রকারে তাহারা শরীয়তের সীমারেখা হইতে মস্তক বহিষ্কার করে এবং শরীয়তের হুকুম সমূহ সাধারণের প্রতি বর্ত্তায়। তাহারা ধারণা করে যে, শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই আল্লাহ্‌র মারেফত লাভের দায়িত্ব সম্পন্ন ; যেরূপ অজ্ঞতা বশতঃ তাহারা আমীর ও বাদশাহগণকে শুধু এন্‌ছাফ ও বিচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত বলিয়া জানেন। তাহারা বলেন যে, শরীয়ত প্রতিপালনের উদ্দেশ্য মারেফত বা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা। অতএব যখন আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ সঙ্ঘটিত হয়, তখন শরীয়তের হুকুম তাহার উপর হইতে চলিয়া যায়। তাহারা এই আয়াত শরীফকে ইহার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন, যে— "এবং তোমার প্রতিপালকের এবাদত কর, যে পর্য্যন্ত 'একীন' লাভ না হয়"। একীনের অর্থ— 'আল্লাহ্‌'। যেরূপ ছাহাল্‌ তোস্তারী বলিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফত লাভ হওয়া পর্য্যন্তই এবাদতের শেষ। বাহ্যতঃ যাহারা একীনকে, 'আল্লাহ্‌' বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এবাদতের মধ্যে কষ্টের শেষ ; আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফত লাভ হওয়া পর্য্যন্ত, এবাদতের শেষ অর্থ নহে, যেহেতু ইহা বে-দীনী ও ভ্রষ্টতায় উপনীত করে।

তাহারা আরও ধারণা করে যে, আরেফ বা কামেল ব্যক্তিগণ রেয়াকারী বা লোক দেখানোর জন্য এবাদত করিয়া থাকেন। যাহাতে প্রারম্ভকারী ও অনুগামীগণ তাহাদের অনুসরণ করেন ; ইহা নহে যে— তাহারা এবাদতের মুখাপেক্ষী। ইহার প্রমাণ স্বরূপ মাশায়েখগণের উক্তি বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলিয়া থাকেন যে— "যে পর্য্যন্ত পীর মো'নাফেক ও রেয়াকার হইবে না, সে পর্য্যন্ত মুরীদ তাহা হইতে উপকৃত হইবে না"। আল্লাহ্‌পাক ইহাদিগকে অপদস্থ করুক, ইহারা কি বিস্ময়কর জাহেল ও অদ্ভুত— অজ্ঞ। আরেফ ব্যক্তিগণ এবাদতের যেরূপ মুখাপেক্ষী, প্রারম্ভকারীগণ তাহার এক-দশমাংশও মুখাপেক্ষী নহে। যেহেতু তাহাদের উন্নতি এবাদত ও শরীয়তের হুকুম প্রতিপালনের প্রতি নির্ভরশীল। সর্ব্ব সাধারণ এবাদতের ফল যাহা ভবিষ্যতে অর্থাৎ রোজকেয়ামতে আশা করেন, আরেফগণের— তাহা এখনই লব্ধ। সুতরাং তাঁহারা এবাদত করার অধিক হকদার ও শরীয়ত প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী।

জানা আবশ্যক যে, শরীয়ত— 'ছুরত-হকীকতের' সমষ্টি। জাহেরী শরীয়তকে 'ছুরত' বা আকৃতি বলা হয় এবং বাতেনী শরীয়তকে 'হকীকত' বা প্রকৃত তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। সুতরাং খোলস ও সারবস্তু উভয়ই শরীয়তের অংশ এবং মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্‌ উভয় উহারই ভাগ বা খণ্ড। জাহেরী আলেমগণ উহার খোলস লইয়াই যথেষ্ট হইয়াছেন এবং ওলামায়ে রাছেখীনগণ উক্ত খোলসের সহিত সারবস্তুকে একত্রিত করতঃ আকৃতি ও সারবস্তু উভয়ের পূর্ণ অংশ লাভ করিয়াছেন। শরীয়তকে আকৃতি ও সারবস্তু সম্মিলিত একটি মানব রূপে ধারণা করিতে হইবে। একদল লোক উহার আকৃতির প্রতি আকৃষ্ট এবং হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বকে অস্বীকার করে। তাহারা হেদায়া, বজদবী ইত্যাদি কেতাবকেই স্বীয় অগ্রগামী পীর স্বরূপ ধারণা করে, ইহারাই খোলসধারী আলেম। দ্বিতীয় দল উহার হকীকতের সহিত আকৃষ্ট। কিন্তু উক্ত হকীকতকে শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন না ; বরঞ্চ শরীয়তকে 'ছুরত' বা আকৃতির প্রতিই সীমাবদ্ধ ও শুধু খোলস বলিয়া জানেন। সারবস্তু অন্যত্র ধারণা করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শরীয়ত প্রতিপালনের চুলমাত্র ব্যতিক্রম করেন না অর্থাৎ আকৃতিকেও পরিত্যাগ করেন না। বরং শরীয়তের কোন হুকুম পরিত্যাগকারীকে পথভ্রষ্ট বলিয়া ধারণা করেন। ইহারাও আল্লাহ্‌তায়ালার 'অলী' এবং তাঁহারা মহব্বতের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য বস্তুর মহব্বত হইতে কর্ত্তিত। অপর আর একদল শরীয়তকে ছুরত এবং হকীকতের সমষ্টি বলিয়া জানেন ও খোলস এবং সারবস্তু সম্মিলিত বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। ইহাদের নিকট শরীয়তের হকীকত বা তত্ত্ব লাভ ব্যতীত ছুরতে শরীয়ত বা শরীয়তের আকৃতি লাভ করা কোনই ধর্ত্তব্য নহে, এবং ছুরত ব্যতীত হকীকত লাভ করা অপূর্ণ। অবশ্য হকীকত ব্যতীত যে ছুরত লাভ হয়, তাহা এছলামের গণ্ডিভুক্ত এবং নাজাত প্রদানকারী মনে করেন। জাহেরী আলেম ও সাধারণ মো'মেনগণের উক্তরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ছুরত ব্যতীত হকীকত লাভ করা অসম্ভব বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানেন, এবং যে ব্যক্তি এরূপ বলে তাহাকে পথভ্রষ্ট,

জিন্দীক আখ্যা প্রদান করেন। ফলকথা, ইঁহাদের (তৃতীয় দলের) নিকট জাহেরী, বাতেনী, পূর্ণতা সমূহ শরীয়তের পূর্ণতা সমূহের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় মারেফত সমূহ আহলে ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী যেরূপ আকিদা-বিশ্বাস রাখা প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ বিশ্বাস রাখার প্রতি নির্ভরশীল। এলমে কালাম বা বিশ্বাস শাস্ত্রের একটি মাছ্আলা (বিষয়) যে, আল্লাহ্তায়ালা রকম-প্রকার বিহীন ; ইহার সহিত শুহুদ মোশাহাদা বা আত্মীক দর্শনের সহস্র মাছ্আলাকে তাহারা সমতুল্য জানেন না। যে আত্মীক অবস্থা ও প্রতিবিম্ব ও আবির্ভাব সমূহ শরীয়তের কোন একটি হুকুমের বিপরীত প্রকাশ পায়, তাহাকে অর্ধ-যব তুল্য মূল্য প্রদানেও ক্রয় করেন না ; বরং উক্ত আবির্ভাবকে এস্তেদরাজ বা ছলনামূলক বলিয়া গণ্য করেন। ইহারাই ঐ সকল ব্যক্তি যাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত করিয়াছেন। অতএব তোমরা ইঁহাদের হেদায়েতের পথে অনুসরণ কর ; ইঁহারাই ওলামায়ে রাছেখ, ইঁহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃত তত্ত্বের অবগতি প্রদান করিয়াছেন ; শরীয়তের আদব-সম্মান রক্ষা করার বরকতে আল্লাহ্পাক ইঁহাদিগকে হকীকতে শরীয়ত বা শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত করিয়াছেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ইহার বিপরীত, তাহারা যদিও হকীকতের প্রতি মনোযোগী ও আকৃষ্ট এবং শরীয়তের হুকুম আহ্কাম পালনে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু তাঁহারা হকীকত-কে শরীয়তের বাহিরে বলিয়া জানেন, এবং শরীয়ত-কে উহার খোলস তুল্য মনে করেন। অতএব তাহারা বাধ্য হইয়া উক্ত হকীকতের প্রতিবিম্বের কোন এক প্রতিবিম্বের মধ্যে থাকিয়া যান এবং উক্ত হকীকতের মূল তত্ত্বে উপনীত হইবার পথ প্রাপ্ত হন না ; সুতরাং ইহাদের বেলায়েত প্রতিবিম্বজাত ও ইহাদের নৈকট্য ছেফাত বা গুণ সম্ভূত। ওলামায়ে রাছেখীনগণের বেলায়েত ইহার বিপরীত ; উহা অতি সত্য ও দৃঢ় এবং মূল বস্তুর প্রতি পথ প্রাপ্ত। উহা প্রতিবিম্বের ব্যবধানসমূহ পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছে। কাজেই ইঁহাদের বেলায়েত অবিকল পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েত, এবং পূর্ব্ব বর্ণিত অলীগণের বেলায়েত, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েতের প্রতিবিম্ব। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত এ ফকীরের 'মোতাশাবেহ্' আয়াত সমূহের 'তাবিল' (ভাব-অর্থ) আল্লাহ্তায়ালার এল্মের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিল এবং ওলামায়ে রাছেখীনগণের জন্য ইহার প্রতি ঈমান আনয়ন ব্যতীত অন্য কিছুই প্রাপ্ত হইত না। ছূফী আলেমগণ যে তাবিলসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা উক্ত 'মোতাশাবেহাতের' উপযোগী বলিয়া জানিত না এবং যে রহস্য সমূহ গুপ্ত রাখার উপযোগী, উহা যে তাহা, ইহা ধারণা করিত না। যেরূপ আয়নুল কোজাত উহার তাবিলে বলিয়াছেন যে, 'আলিফ, লাম, মিম'-এর তাবিল 'আলম'। আলম শব্দের অর্থ 'কষ্ট', যাহা প্রেম-ভালবাসার জন্য অনিবার্য্য ; ইত্যাদি। অবশেষে যখন আল্লাহ্ ছোব্হানাহু ওয়া তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে মোতাশাবেহাতের তাবিল এ ফকীরের প্রতি প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং উক্ত প্রশান্ত মহাসাগর হইতে এই মিছকিনের যোগ্যতার ক্ষেত্রভূমিতে যেন একটি নহর প্রবাহিত করিয়াদিলেন, তখন জানিলাম যে, ওলামায়ে রাছেখীনগণ উক্ত মোতাশাবেহাতের তাবিলের পূর্ণ অংশধারী।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি হেদায়েত করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক হেদায়েত না করিলে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম না, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়ায়াছেন।

স্বপ্নের তাবির যাহা তলব করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাতের অপেক্ষায় রাখিলাম। উক্ত বিষয় কিছু লিখিলাম না। কি করি ? অন্য মারেফতের দিকে কলম চলিল, এবং অন্য এক বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হইল, ক্ষমা করিবেন। আপনাদের ও যাহারা হেদায়েতের অনুগামী ও হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহাদের প্রতি ছালাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধর ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের [পয়গাম্বর (আঃ)-গণের] প্রতি উচ্চ দরূদ ও শ্রেষ্ঠ ছালাম বর্ষিত হউক।

২৭৭ মকতুব

মোল্লা আবদুল হাই-এর নিকট এল্মুল একীন, আয়নুল একীন ও হক্কুল্ একীন সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, আল্লাহ্তায়ালার জাত পাক সম্বন্ধে 'এলমুল একীন' বা জানিয়া বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার কুদরাত বা ক্ষমতার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদানকারী নিদর্শন সমূহ দর্শন করা। এই নিদর্শন অবলোকনকে ছয়রে আফাকীও বলা হয় ; অবশ্য 'শুহুদে জাতী' বা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের আত্মীক দর্শন ও আবর্ভাব ছয়রে আনফুছীর মধ্যে ব্যতীত সংঘটিত হয় না, এবং ছয়রে আন্ফুছী, ছালেকের 'নফ্ছ' বা নিজের মধ্যে ব্যতীত হয় না।

পরমাণু মন্দ হোক, কিম্বা সুগঠন,
নিজ কক্ষে রবে, যদি ধায়— আজীবন।

সাধকের নিজের অভ্যন্তরে ব্যতীত যাহা কিছু পরিদর্শিত হয়, তাহা আল্লাহ্তায়ার পবিত্র জাতের প্রতি নির্দ্দেশক প্রমাণাদির দর্শন স্বরূপ, উহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের দর্শন নহে। কোত্বুল মোহাক্কেকীন ছইয়্যেদুল আরেফীন নাছেরুদ্দিন খাজা ওবায়দুল্লাহ্ (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "ছয়ের বা ভ্রমণ দুই প্রকার, এক প্রকার 'মোস্তাতীল' বা দীর্ঘাকার, দ্বিতীয় প্রকার 'মোস্তাদীর' বা বৃত্তাকার। 'মোস্তাতীল' ভ্রমণ দূর হইতেও দূরবর্ত্তী এবং 'মোস্তাদীর'— নিকট হইতেও নিকটতর। মোস্তাতীল ভ্রমণের অর্থ স্বীয় উদ্দিষ্ট বস্তুকে নিজের বৃত্তের বাহিরে অন্বেষণ করা, এবং মোস্তাদীর ভ্রমণ স্বীয় দেল বা অন্তঃকরণের পার্শ্বে আবর্ত্তন ও মকছুদ বা উদ্দিষ্ট বস্তুকে নিজের মধ্যে অন্বেষণ করা।" অতএব যে তাজাল্লী বা আবির্ভাব সমূহ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও প্রকার সম্ভূত আকৃতিতে প্রকাশ পায় এবং যাহা নূরের পর্দ্দার ব্যবধানে অবস্থিত তাহা যে প্রকারের আকৃতিই হউক না কেন ও যে প্রকারের নূরই হউক না কেন অর্থাৎ উক্ত নূর রঙ্গিন হউক, অথবা বেরং হউক, সীমাবদ্ধ হউক অথবা

অসীম হউক, সৃষ্ট জগতকে বেষ্টন করিয়া থাক, অথবা না থাক ; তাহা সবই এল্‌মুল্‌ একীনের অন্তর্ভুক্ত।

হজরত মকদুমী মৌলভী আবদুর রহমান জামী (রাঃ) শরহে লাম্‌আতের মধ্যে নিম্নলিখিত—

বন্ধু তোমায়, সব অঞ্চলে করছি— আমি অন্বেষণ,
বার্ত্তা তোমার সবার কাছে লইছি আমি সর্ব্বক্ষণ।

এই পদ্যটির বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, ইহা মোশাহাদায়ে আফাকী বা বহির্জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত ; যাহা 'এল্‌মুল একীন'-এর ফল প্রদানকারী। এই শুহুদ বা দর্শন যখন উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি নিদর্শন ও দলিল বা নির্দ্দেশক ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও বার্ত্তা ও আবির্ভাব প্রদান করে না ; তখন ইহা' ধুম্যা ও তাপ দর্শনের অনুরূপ ব্যতীত নহে,— যাহা অগ্নির অস্তিত্বের প্রতি নির্দ্দেশক। সুতরাং এই প্রকারের দর্শন এল্‌মের বৃত্তের বহির্ভূত নহে এবং ইহা এল্‌মুল একীন ব্যতীত অন্য কোনও ফল প্রদান করে না ও সাধকের আমিত্বকে 'ফানা' বা বিলীন করে না। এল্‌মুল একীন কর্ত্তৃক আল্লাহ্‌তায়ালার অজুদ বা অস্তিত্ব অবগত হওয়ার পর তাঁহার দর্শনকে আয়নুল একীন বলা হয়। ইহার দ্বারা ছালেকের (আমিত্বের) 'ফানা' বা 'লয় প্রাপ্তি' সাধিত হয়। যখন সাধকের এই দর্শন প্রবল হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায় ; এ পর্য্যন্ত যে, তাহার আত্মীক দৃষ্টির চক্ষে উহার কোনই চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না ও স্বীয় পরিদর্শিত বস্তুর মধ্যে 'ফানী' বা বিলীন হয়। এই বোজর্গগণ ইহাকে 'এদ্‌রাকে বছীত' বা অবিভাজ্য অনুভূতি বলিয়া অনুমান করেন ও ইহাকে মারেফত বা পরিচয় প্রাপ্তিও বলিয়া থাকেন। এই অনুভূতির মধ্যে সর্ব্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমতুল্য। কিন্তু পার্থক্য এই যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য সৃষ্ট বস্তু দর্শন আল্লাহ্‌তায়ালার 'শুহুদ' বা দর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না ; বরং তাঁহাদের (আত্মীক) দর্শনের চক্ষে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুই পরিদর্শিত হয় না। 'কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের জন্য উহা প্রতিবন্ধক হয়। এই হেতু উক্ত দর্শনের মধ্যে তাঁহাদের বিস্মৃতি ঘটে ও উক্ত অনুভূতির সন্ধান রাখে না। এই 'আয়নুল্‌ একীন' (প্রত্যক্ষ বিশ্বাস) 'এল্‌মুল্‌ একীন' (জানিয়া বিশ্বাস)-এর ব্যবধান স্বরূপ ; যেরূপ 'এল্‌মুল্‌ একীন' উহার ব্যবধান। এই দর্শন বা এল্‌মুল্‌ একীন সংঘটিত হওয়ার সময় সবই যেন অস্থিরতা ও অজ্ঞতাপূর্ণ হয়, এল্‌ম বা জ্ঞানের যেন তথায় কোনই অবকাশ নাই। কোন এক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন যে, 'এল্‌মুল্‌ একীন', আয়নুল একীনের পর্দ্দা এবং আয়নুল একীন এল্‌মুল্‌ একীনের পর্দ্দা ; অপর এক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন যে, কেহ "আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত মারেফত (পরিচয়) লাভ করিয়াছে তাহার চিহ্ন এই যে, সে ব্যক্তি তাঁহার গুপ্ত রহস্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহার কোন 'এল্‌ম' বা অবগতি প্রাপ্ত হয় না ; এই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌তায়ালার এরূপ পূর্ণ মারেফত লাভকারী— যাহার পর অন্য কোনও মারেফত নাই।" অপর এক বোজর্গ

টীকাঃ— ১। মোশাহাদায়ে আফাকী।

ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের অধিক মারেফত লাভকারী ঐ ব্যক্তি যে— তাঁহার বিষয় অধিক হয়রান বা অস্থির।"

হক্‌কোল্‌ একীনের অর্থ সাধকের ব্যক্তিত্ব অপসারিত এবং ব্যক্তিত্ব প্রদানকারী, লুপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌পাক ছোবহানাহুর দর্শন লাভ হওয়া। অবশ্য সাধকের এই 'শুহুদ' বা দর্শন আল্লাহ্‌তায়ালা কর্ত্তৃক আল্লাহ্‌তায়ালাকে দর্শন ; সাধক কর্ত্তৃক নহে। বাদশার বাহন ব্যতীত তাঁহার দান বহিতে পারে না। এই দর্শন বাকাবিল্লার মাকাম, যে মাকামে (আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী) আমা কর্ত্তৃক শ্রবণকারী আমা কর্ত্তৃক দর্শনকারী অবস্থা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ সাধক যখন ফানায়ে মোতলাক বা অবাধ লয়প্রাপ্তি লাভ করে, যথায় উহার জাত এবং ছেফাত বা অস্তিত্ব ও গুণাবলী বিলীন হইয়া যায় ও যখন আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে উহাকে তাঁহার নিকট হইতে এক অস্তিত্ব প্রদান করেন এবং যখন মত্ততা ও আত্মবিস্মৃতির অবস্থা হইতে সংজ্ঞা ও চৈতন্য দান করেন, যাহাকে 'অজুদে মৌহুব' বা 'আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অস্তিত্ব' বলা হয় ; তথায় এল্‌মুল একীন এবং আয়নুল একীন পরস্পর পরস্পরের ব্যবধান হয় না। বরঞ্চ 'শুহুদ'— দর্শনের সময়ও এল্‌মধারী হয় এবং এল্‌মের সময়ও শুহুদ বা দর্শনকারী হইয়া থাকে ; তাহার এই তায়াইয়ুন বা নিদ্দৃষ্ট মর্ত্তবাকে সাধক উক্ত স্থানে অবিকল আল্লাহ্‌ বলিয়া প্রাপ্ত হয়। সৃষ্ট পদার্থের ব্যক্তিত্বকে নহে ; যেহেতু সাধকের দৃষ্টিতে তাহার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নাই। 'তাজাল্লীয়ে ছুরী' বা আকৃতিক আবির্ভাব সমূহ, অর্থাৎ স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আকৃতি সমূহকে আল্লাহ্‌ বলিয়া মনে করা— সৃষ্ট পদার্থের ঐ তায়াইয়ুন বা ব্যক্তিত্ব ; যাহার 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তি হয় নাই। সুতরাং ইহাদের একটি অপরটি কিভাবে হইবে ! মৃত্তিকার সহিত পালন কর্ত্তাগণের কর্ত্তার কি আর তুলনা হইতে পারে ! যদিও বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ 'তাজাল্লীয়ে ছুরী ও হক্‌কুল একীনের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবে না, যেহেতু তাজাল্লীয়ে ছুরী নিজেকে আল্লাহ্‌ বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া এবং হক্‌কুল একীনেও নিজেকে আল্লাহ্‌ বলিয়া জানা। কিন্তু তাজাল্লীয়ে ছুরীর মধ্যে 'আনা' অর্থাৎ 'আমি' শব্দ সাধকের ছুরত বা আকৃতির প্রতি বর্ত্তে এবং 'হক্‌কুল একীনে' উহা তাহার হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি উপনীত হয়। আবার তাজাল্লীয়ে ছুরীর মধ্যে 'হক' বা আল্লাহ্‌তায়ালাকে 'নিজের সহিত' বলিয়া অবলোকন করে এবং হক্‌কুল্‌ একীনের মধ্যে 'হক' বা আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাঁহারই সহিত দর্শন করে। তথায় (হক্‌কুল্‌ একীনে) আল্লাহ্‌তায়ালাকে নিজের সহিত দেখিতে সক্ষম হয় না। অতএব 'তাজাল্লীয়ে ছুরীর' মধ্যে 'শুহুদ' বা দর্শন শব্দ ভাবার্থে প্রয়োগ করা হয় ; যেহেতু আল্লাহ্‌তায়াকে আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত অবলোকন অসম্ভব এবং ইহা (এই অবস্থা) হক্‌কুল্‌ একীনের মরতবায় সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত 'শুহুদ' বা দর্শন তথায় (হক্‌কুল্‌ একীনে) লাভ হয়। এই জমানার কতিপয় পীর এই পার্থক্য অবগত না হওয়া হেতু এবং তায়াইয়ুন বা ব্যক্তিত্বকে সৃষ্ট পদার্থের 'তায়াইয়ুন' ব্যতীত অন্য তায়াইয়ুন না জানার কারণে বোজর্গগণের নির্দ্ধারিত 'হক্‌কুল্‌ একীনের' ব্যাখ্যার জন্য তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন এবং তাহারা

ভাবিয়াছে যে, এই 'হক্কুল্ একীন' তাজাল্লীয়ে ছুরীর মধ্যে হইয়া থাকে, যাহা ছুলুকের পথে প্রথম পদক্ষেপ। অথচ বোজর্গগণ 'হক্কুল্ একীন' উহাকে বলিয়াছেন— যাহা সর্ব্বশেষ পদক্ষেপে লাভ হয়। তাহা হইলে ইহাদের বাক্য কিরূপে ঠিক থাকিতে পারে ? যেহেতু তাহারা বলিয়া থাকে যে, "হক্কুল্ একীন উক্ত বোজর্গগণের শেষ মর্ত্তবায় হাছিল হইয়াছে, তাহা আমাদের 'তাজাল্লীয়ে ছুরী', যাহা প্রথম পদক্ষেপ— তাহাতেই লাভ হয়।"

আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে ছেরাতে মোস্তাকীম বা সুদৃঢ় পথের সন্ধান প্রদান করেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৭৮ মকতুব

মোল্লা আব্দুল করীম ছান্নামীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করার এবং শরীয়তের নির্দ্দেশানুযায়ী আমল করার পর, কল্‌ব বা অন্তঃকরণকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে মুক্ত বা ছালেম (সুস্থ) রাখা অনিবার্য্য ইত্যাদি।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনার পত্র উপনীত হওয়ায় আনন্দের উদ্ভব হইল। বন্ধুগণকে যে উপদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা এই যে, ছুন্নত জামাতের বিশ্বাস শাস্ত্রের কেতাবানুযায়ী স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস দোরস্ত করার এবং ফেকাহ্‌র প্রতিপালনীয় ও পরিবর্জ্জনীয় হুকুমসমূহ যথা- ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মকরূহ, মোস্তাবেহ্— আদী আদেশ প্রতিপালন ও পরিবর্জ্জন করার পর 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণকে অন্যের আকর্ষণ হইতে সুস্থ ও মুক্ত রাখা আবশ্যক। কল্‌বের সুস্থতা ঐ সময় লাভ হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের চিন্তা কল্‌বের মধ্যে পরিচালিত না হয়। যদি কাহারো সহস্র বৎসর জীবনকাল অনুমান করা যায়, তথাপি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ধারণাও যেন তাহার অন্তরে স্থান না পায়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, যে সকল বস্তু অন্তঃকরণে পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র অপর বলিয়া ধারণা না করে, যেহেতু এরূপ অর্থ তৌহীদ বা একবাদ গবেষকগণের প্রথমেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। বরং ইহার অর্থ এই যে, অন্য বস্তু সমূহ অন্তঃকরণে যেন মোটেই স্থান না পায়, এবং ইহা 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণের আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের বিস্মৃতির প্রতি নির্ভর করে অর্থাৎ এমনিভাবে বিস্মৃত হয় যে, ইচ্ছা পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া দিলেও যেন স্মরণ না হয়। এই সৌভাগ্যকেই 'ফানায়ে কল্‌ব' বলা হয় এবং ইহা এই পথের প্রথম পদক্ষেপ। অবশিষ্ট 'কামালাতে বেলায়েত' (নৈকট্যের পূর্ণতা) সমূহ এই সৌভাগ্যের শাখা-প্রশাখা স্বরূপ।

যাবৎ হবে না ফানা নফ্‌ছে আম্মারার,
তাবৎ পাবে না পথ, আল্লার দরগার।

এই উচ্চ দৌলতে উপনীত হইবার সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী পথ এই মহান নক্‌শবন্দীয়া তরীকা। যেহেতু এই বোজর্গগণ আলমে আমর হইতে 'ছয়ের' আরম্ভ করিয়াছেন এবং 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ হইতে কল্‌বের বিপর্য্যয়কারী অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার দিকে পথ লইয়াছেন। অন্যান্য তরীকার কঠোর ব্রত পালনের পরিবর্ত্তে ইঁহারা ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ এবং বেদ্‌আত্ হইতে বিরতি গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমাদের তরীকা যাবতীয় তরীকা হইতে অধিক নিকটবর্ত্তী"। অবশ্য ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। অতএব যাহারা এই নক্‌শবন্দী তরীকার মধ্যস্থতা অবলম্বন করিল ও ইঁহাদের অনুসরণ করিল, তাহাদের জন্যই সুসংবাদ। হজরত মৌলভী জামী (কোঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ—

আশ্চর্য্য নায়ক বটে নক্‌শবন্দীগণ,
গুপ্ত পথে হরমেতে লয়ে অনুক্ষণ।
তাঁহাদের সংসর্গে সাধকের মন,
বৈরাগ্য, চেল্লাকষি— করে বিসর্জ্জন।
অপূর্ণ বলিয়া যদি কোন মূঢ় জন,
ইঁহাদেরে দোষী করে, কহিব তখন ;
খোদার শপথ, আমি এরূপ বচন,
করি না জীবনে যেন মুখে উচ্চারণ।
ব্যাঘ্র সম মহারথী বন্দী সবে ইথে,
এ শৃঙ্খল, ছিঁড়িবে না— শৃগালীর দাঁতে।

দ্বিতীয়তঃ— স্নেহাস্পদ কাজী মোহাম্মদ শরীফের পত্র পাইয়াছি, উহাতে অত্যধিক মহব্বতের ইঙ্গিত ছিল বলিয়া বিশেষ আনন্দ দান করিল। তাহাকে এ ফকীরের দোওয়া বলিবেন।

তৃতীয়তঃ— ভ্রাতঃ শায়েখ হাবিবুল্লার পত্রও পাইয়াছি। তাঁহার ওয়ালেদ মরহুমের এন্তেকালের বিষয় লিখিয়াছিলেন— "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন"। তাহাকে দোওয়া পৌছাইয়া এ ফকীরের পক্ষ হইতে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন এবং বলিবেন যে— দোওয়া, ফাতেহা, ছদ্‌কা, এস্তেগ্‌ফার— ইত্যাদি দ্বারা স্বীয় ওয়ালেদ মরহুমের যেন সাহায্য করিতে থাকেন। যেহেতু মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় ; স্বীয় পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণের দোওয়া প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতে থাকে।

চতুর্থতঃ— জানিবেন যে, শায়েখ আহ্‌মদী এই বোজর্গগণের তরীকা গ্রহণ করিয়া তাছির বা ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে ইহার প্রতি দণ্ডায়মান রাখুন। তিনি যখন নূতন এছলাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ফার্ছী আকিদা বিশ্বাসের কেতাব হইতে আকিদা-বিশ্বাস শিক্ষা প্রদান এবং ফেকাহ্‌র হুকুম আহ্‌কাম ইত্যাদিও অবগত করান

আবশ্যক, যাহাতে তাহার ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মকরূহ, মোস্তাবেহ ইত্যাদির পরিচয় লাভ হয় ; ও তদানুযায়ী জীবন-যাপন করিতে সক্ষম হয়। 'গোলেস্তাঁ'– 'বোস্তা' ইত্যাদি কেতাব শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান অনর্থক। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৭৯ মকতুব

মোল্লা হাছান কাশ্মীরির নিকট নক্শবন্দীয়া তরীকার প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ প্রদানের শোকর গোজারী করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ ফকীরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, মৌলানা মেহ্দী আলীর মাধ্যমে তাহা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। আল্লাহ্পাক আপনাকে সুস্থ রাখুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হজরত শায়েখ মহিউদ্দিন এবনে আরাবী' (রাঃ)-এর কোন্ কেতাবে নিম্নলিখিত বাক্যটি আছে ঃ "যে তাঁহাদের (খলিফা চতুষ্টয়ের) খেলাফতের ধারা– তাঁহাদের আয়ুষ্কালানুযায়ী"।

হে মান্যবর ! বহুদিন পূর্ব্বে ফুতুহাতে মক্কীয়ার মধ্যে উক্ত এবারত (বর্ণনা) দেখিয়াছিলাম, এখন বহু অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু পাইলাম না। পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইলে ইনশায়াল্লাহ্ জানাইয়া দিব।

দ্বিতীয়তঃ– আপনি এ ফকীরকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার শোকর গোজারী করিতে এ ফকীর অক্ষম এবং উক্ত অনুগ্রহের প্রতিদান প্রদানের ক্ষমতা রহিত। আমার এই সকল কার্য্যকলাপ ও আল্লাহ্তায়ালার এই সকল অনুগ্রহ আপনার উক্ত এহ্ছানের প্রতিই নির্ভরশীল। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক আমাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন– তাহা অল্প লোকেই অবলোকন করিয়াছে এবং আপনার বরকতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, অল্প লোকেই তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। খাছ বা বিশিষ্ট দান সমূহ– এতাধিক প্রদান করিয়াছেন যে, অধিকাংশ ব্যক্তি আম বা সাধারণ দানও ঐ পরিমাণ প্রাপ্ত হয় না। আত্মীক অবস্থা ও মাকামসমূহ ও প্রেরণাদি এবং এল্মে মারেফত, তাজাল্লী, (প্রতিবিম্ব) জুহুর বা আবির্ভাবাদিকে উন্নতির সোপান তুল্য করতঃ নৈকট্যের স্তর এবং সম্মিলনের মঞ্জিলসমূহে উপনীত করিয়াছেন। 'কোরব' বা নৈকট্য, অছুল বা সম্মিলন, শব্দদ্বয় ভাষার সঙ্কীর্ণতা হেতু ব্যবহার করিতেছি। নতুবা তথায় নৈকট্য বা মিলন, অথবা বর্ণনা বা ঈঙ্গিত, কিংবা দর্শন বা প্রবেশকরণ ও এক হওন, কিছুই নাই, এবং রকম, প্রকার, স্থান, কাল, বেষ্টন, প্রবেশকরণ, জ্ঞান, পরিচয় ও অপরিচয়, অস্থিরতা-আদীও কিছুই নাই।

আমার পাখীর খোঁজ কি কহিব তোরে,
আন্কার সহিত সে-যে– বসবাস করে।
নামেতে আন্কারে তবু জানে সকলেই,
সে পাখীর, নামটিও– জানে না কেহই।

যখন আল্লাহ্তায়ালার এই অনুগ্রহ সমূহের প্রকাশ ছামানের জগতে আপনার পূর্ব্ব বর্ণিত অবদান কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে, এবং উক্ত নেয়ামত প্রকাশ করার মাধ্যমে আপনার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাও পালিত হইতেছে, তখন কয়েক ছত্রের মধ্যে উহা লিপিবদ্ধ করিলাম, যাহাতে আপনার কৃতজ্ঞতারও কিয়দংশ পালিত হয়।

আপনাদের প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের পথে চলে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম।

২৮০ মকতুব

হাফেজ মাহমুদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে বোজর্গ দলের মহব্বত যাবতীয় সৌভাগ্যের মূলধন ; ইত্যাদি।

হামদ্ ও ছালাত এবং দোওয়া জানিবেন। মওলানা মাহ্দী আলীর সহিত যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া– আনন্দিত হইলাম, আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী যে, ফকীরগণের মহব্বত যাহা ইহ-পরকালের সৌভাগ্যের মূলধন– তাহা আপনার সুদৃঢ় ভাবে বর্ত্তমান আছে এবং দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ তাহাতে কোনও অনিষ্ট করে নাই। দুইটি বিষয়ের– হেফাজত করা একান্ত কর্ত্তব্য, ছাহেবে শরীয়ত হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করা এবং স্বীয় পীরের সহিত খালেছ মহব্বত বা বিশুদ্ধ প্রেম রাখা। এই দুইটি বিষয়ের সহিত আল্লাহ্তায়ালা যাহা প্রদান করেন, তাহা অতি উচ্চ নেয়মত এবং যদি উহার সহিত অন্য কিছুই প্রদান না করেন ও ইহাই সুদৃঢ় ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তবে কোনই চিন্তার কারণ নাই ; অবশেষে নিশ্চয় প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ না করুন যদি ইহাদের কোন একটির মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে এবং তৎসত্ত্বেও আত্মীক হালতাদি বহাল থাকে, তবে উহাকে প্রবঞ্চনামূলক উন্নতি বলিয়া জানা উচিৎ ও তাহাতে স্বীয় অনিষ্টের ধারণা করা আবশ্যক। দৃঢ়তা অবলম্বনের পথ ইহাই।

আল্লাহ্পাক তৌফিক বা সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৮১ মকতুব

ছৈয়দ মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে নক্শবন্দীয়া তরীকার সহিত সম্বন্ধ এবং এই তরীকায় কামালতে নবুয়তের দিকে অধীনস্থ হিসাবে যে পথ আছে, তদ্বিষয়ে বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। কোন্ রসনা– দ্বারা এই উচ্চ নেয়মতের শোকর গোজারী হইতে পারে যে– আমাদের মত ফকীরগণকে আল্লাহ্তায়ালা আহলে ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন

করার পর নক্‌শবন্দীয়া তরীকার ছুলুক করার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং এই মহান উচ্চ খান্দানের সম্বন্ধভুক্ত করিয়াছেন। এ ফকীরের নিকট এই তরীকার একপদ অগ্রসর হওয়া অন্য তরীকার সপ্ত পদ অগ্রসর হওয়া হইতেও উৎকৃষ্ট। কামালাতে নবুয়ত পর্য্যন্ত অধীনস্থ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে পথ খুলিয়া দেওয়া— এই উচ্চ তরীকারই বৈশিষ্ট্য। কামালতে বেলায়েতের শেষ মর্ত্তবা পর্য্যন্ত অন্য তরীকার শেষ। তথা হইতে তাহাদের কামালতে নবুয়ত পর্য্যন্ত কোনও পথ খুলিয়া দেওয়া হয় না। এই হেতু এ ফকীর স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছে যে, এই বোজর্গগণের তরীকা ছাহাবায়ে কেরাম আলায়হেমুর রেজওয়ানের তরীকা। যেরূপ ছাহাবায়ে কেরামগণ উত্তরাধিকারী হিসাবে কামালাতে নবুয়তের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই তরীকার 'মুনতাহী' বা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণও অধীনস্থ হিসাবে উক্ত কামালাতে নবুয়তের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রারম্ভকারী ও মধ্যবর্ত্তী অবস্থার ব্যক্তিগণ যাহারা এই তরীকা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছেন এবং তরীকার কামেল মুন্‌তাহী গণের সহিত প্রেম ভালবাসা রাখেন, তাহারাও আশা রাখিতে পারেন। "যে যাহাকে ভালবাসে যে তাহারই সঙ্গে"— হাদীছটি দূরবর্ত্তীগণের জন্য সুসংবাদ। ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে এই তরীকায় দাখিল হইয়া তরীকার আদব ও সম্মান রক্ষা না করে ও এই তরীকার মধ্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করে এবং স্বীয় স্বপ্নাদির প্রতি নির্ভর করতঃ তরীকার বিপরীত কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। এমতাবস্থায় তরীকার দোষ কি ? সে ব্যক্তি যে স্বীয় স্বপ্নাদির পথে চলিতেছে, যাহা তুরস্কের দিকে, সে-যে স্বেচ্ছায় কা'বা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

হে আরব যাবে নাকো সেই কা'বা পাকে,
যে পথে চলেছ— তাহা তুরস্কের দিকে।

বন্ধুগণ খাতির-জমা বা শান্ত আছেন, তরীকার তালেবগণ উন্নতির জন্য ব্যস্ত আছেন, এমতাবস্থায় আপনাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করা সমীচীন মনে করি না। ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশের ছয়ের করা শর্ত্তযুক্ত ছিল, এখনও তদ্রূপ শর্ত্তযুক্ত মনে করিবেন। পুনঃ পুনঃ এস্তেখারা করার পর যখন বিনা দ্বিধায় মন খুলিয়া যাইবে, তখন যাহাতে পূর্ব্বের পদ্ধতির কোন ব্যাঘাত না জন্মে, তজ্জন্য কোন ব্যক্তিকে স্বীয় স্থলে উপবিষ্ট করাইয়া যদি এতদ্দেশে আগমন করেন, তবে করিতে পারেন। অন্যথায় তথাকার কার্য্য পদ্ধতির বিশৃংখলা ঘটাইবেন না এবং তালেবগণের খাতির-জমা ভঙ্গ করিবেন না। বিশেষ আর কি তাকিদ করিব ! ওয়াচ্ছালাম ॥

২৮২ মকতুব

মিঞা শায়েখ বদিউদ্দিনের নিকট হজরত ইল্‌ইয়াছ (আঃ) ও হজরত খেজের (আঃ)-দ্বয়ের সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ বর্ণনায় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। কিছুকাল গত হয়— বন্ধুগণ হজরত খেজের (আঃ)-এর হালত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অবস্থার প্রতি এ ফকীরকে যথেষ্ট অবগতি প্রদান করেন নাই— বলিয়া উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। হঠাৎ অদ্যকার প্রাতঃকালীন হালকায় দেখিলাম যে, হজরত ইল্‌ইয়াছ ও হজরত খেজের (আঃ)-দ্বয় রূহানীগণের আকৃতিতে উপস্থিত হইলেন এবং রূহানী সাক্ষাৎ অনুযায়ী হজরত খেজের (আঃ) বলিলেন যে, "আমরা 'আলমে আর্‌ওয়াহ্' বা আত্মীক জগতবাসী। আল্লাহ্‌পাক আমাদের রূহ্ বা আত্মাকে এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, দৈহিক আকৃতি ধারণ করিতে সক্ষম হয় এবং দেহ দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, আমাদের রূহ্ দ্বারাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যথা— দৈহিক গতিবিধি ও দৈহিক এবাদত বন্দেগীসমূহ।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনারা কি হজরত এমাম শাফী ছাহেবের মজহাব অনুযায়ী নামাজ পাঠ করিয়া থাকেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "আমরা শরীয়তের দায়িত্বের অধীন নহি। কিন্তু কোত্‌বে মাদারের কঠিন দায়িত্বসমূহ যখন আমাদের প্রতি ন্যস্ত এবং কোত্‌বে মাদার হজরত এমাম শাফীর (রাঃ) মজহাব অবলম্বী, তখন আমরাও এমাম শাফীর (রাঃ) মজহাব অনুযায়ী তাঁহার পিছনে নামাজ পাঠ করি"। তখন আমি জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের এবাদতের কোন পারিতোষিক নাই, এবাদতকারীগণের অনুকূলতার জন্য মাত্র এবাদত করিয়া থাকেন। ইহাও জানিতে পারিলাম যে, কামালাতে বেলায়েত এমাম শাফী ছাহেবের ফেক্‌হার অনুকূল এবং কামালাতে নবুয়ত হানাফী ফেক্‌হার অনুকূল। এই উম্মতের মধ্যে যদি পয়গাম্বর হওয়া অনুমান করা যায়, তবে তিনি হানাফী ফেকাহ্ অনুযায়ী আমল করিতেন। হজরত খাজা মোহাম্মদ পারছা কোদ্দেছা ছের্‌রূহুর উক্তির রহস্যও তখন বুঝিতে পারিলাম। তিনি 'ফুছুলে ছেত্তা' নামক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হজরত ঈছা (আঃ) পুনঃ অবতরণ করার পর হজরত এমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মজহাব অনুযায়ী আমল করিবেন। ইতিমধ্যে আমার মনে জাগিল যে, এই বোজর্গদ্বয় হইতে কিছু যাচঞা করি, তখন তাঁহারা বলিলেন যে, যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার খাছ অনুগ্রহ আছে আমাদের তথায় কি অধিকার আছে"। তাঁহারা যেন নিজেদেরকে সরাইয়া লইলেন। এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে হজরত ইল্‌ইয়াছ (আঃ) কিছুই বলিলেন না। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৮৩ মকতুব

ছুফী কোরবান বেগের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে— হজরত খাতেমুর রোছোল (ছঃ)-এর শবেমে'রাজে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন, যাহা ঘটিয়াছিল— তাহা ইহ জগতে ছিলনা ; বরং আখেরাতে হইয়াছিল।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আহলে ছুন্নত জামাতের 'এজমা' বা একমত যে— ইহ জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন সংঘটিত হয় না, এই হেতু আহলে ছুন্নত জামাতের অধিকাংশ আলেম শবেমে'রাজে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন অস্বীকার করিয়াছেন। যথা— হুজ্জাতুল ইছলাম বলিয়াছেন, "সত্য কথা এই যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) মে'রাজের রাত্রিতে তাঁহার প্রতিপালককে অবলোকন করেন নাই"। অথচ আপনি স্বীয় পুস্তকাদিতে শবেমে'রাজে ইহ-জগতেই হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দর্শন লাভ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি ? তদুত্তরে বলিব যে, মে'রাজের রাত্রিতে তাঁহার ইহ জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভ হয় নাই ; বরং আখেরাত বা পরজগতে ঘটিয়াছিল। কেননা উক্ত রজনীতে তিনি স্থান, কালের বৃত্ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন ও স্থানের সংকীর্ণতা ডিঙ্গাইয়া আজল বা আদি ও আবাদ বা অন্তকে একই মুহূর্তে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রারম্ভ ও শেষ একই বিন্দুতে সন্নিবিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন। যে— বেহেশ্‌তবাসীগণ বহু সহস্র বৎসর পর বেহেশ্‌তে গমন করিবেন তাঁহাদিগকে তথায় অবলোকন করিয়াছিলেন। আবদুর রহমান এব্‌নে আওফ— যিনি ফকীর ছাহাবীগণের পাঁচশত বৎসর পর বেহেশ্‌তে গমন করিবেন, তাঁহাকে দেখিলেন যে, উক্ত কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাকে উক্ত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতএব বুঝা গেল যে, উক্ত স্থানের অর্থাৎ যে স্থানে গমন করতঃ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন সে স্থানের দর্শন পরকালের দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব আলেমগণের এজ্‌মা বা একতাবদ্ধ মতের বিপরীত হইল না। অর্থাৎ পরজগত ব্যতীত যে, দর্শন লাভ হয় না, তাহার বিপরীত হইল না। এই দর্শনকে ভাবার্থে বা বাহ্যিক হিসাবে পার্থিব দর্শন বলা যাইতে পারে। সমূদয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালাই অবগত।

২৮৪ মকতুব

মোল্লা আবদুল কাদের আম্বালীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, অবস্থা ও প্রেরণাসমূহ আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের অংশ এবং উহার জ্ঞান লাভ আলমে খল্‌ক বা স্থূল জগতের অংশ ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, মানব আলমে খল্‌ক বা স্থূল জগত— যাহা তাহার বাহ্যিক দেহ এবং আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগত— যাহা তাহার অন্তর্জ্জগত, এই উভয়ের সংমিশ্রণে সংঘটিত। প্রারম্ভে ও মধ্যপথে যে অবস্থা ও প্রেরণা ও দর্শন এবং প্রতিচ্ছায়াসমূহ প্রকাশ পায়, তাহা মানবের আলমে আমরের অংশ। এইরূপ শেষ অবস্থায় যে— অস্থিরতা ও অজ্ঞতা ও অক্ষমতা এবং নৈরাশ্য লাভ হয়, তাহাও আলমে আমর— যাহা উহার অন্তর্জগত, তাহারই অংশ। কথিত আছে যে, "মহান ব্যক্তিগণের পান পেয়ালার মৃত্তিকাও অংশ লাভ

করিয়া থাকে"। তদনুযায়ী যখন উক্ত ফয়েজসমূহ প্রবল হয়, তখন মানবের বহির্জগতও উহার কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও স্থায়ী হয় না, তথাপি এক প্রকারে উহার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু বহির্জগতের নিজস্ব কার্য্য উক্ত হালতসমূহের জ্ঞান করা মাত্র। কেননা অন্তর্জগত হালত লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান লাভ করে না। যদি বাহ্যিক জগত না হইত, তবে জ্ঞান লাভ ও পার্থক্য করার পথ থাকিত না। উদাহরণিক আকৃতিসমূহের বিকাশ ও আরোহণী ও মাকামসমূহ বাহ্যিক জগতের অনুভূতির জন্যই হইয়াছে। অতএব অন্তর্জগত হালত বা আত্মীক অবস্থা লাভ করে এবং উক্ত হালত লাভের 'জ্ঞান' বাহ্যিক জগতে লাভ হইয়া থাকে। এই বর্ণনার দ্বারা জানা গেল যে, যে অলী-আল্লাহ্‌গণ আধ্যাত্মিক এল্‌মধারী এবং যাহারা উক্ত এল্‌ম হইতে বঞ্চিত, এই উভয় দল আত্মীক অবস্থা লাভে সমতুল্য । উক্ত অবস্থার কেবলমাত্র এল্‌ম বা জ্ঞান লাভ হওয়া না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ— যেরূপ কোন ব্যক্তিকে ক্ষুধায় আকৃষ্ট করিয়াছে এবং সে অবগত আছে যে, এইরূপ অবস্থার নাম 'ক্ষুধা' ; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তিরও উক্ত অবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সে অবগত নহে যে, এই অবস্থার নাম 'ক্ষুধা'। এই উভয় ব্যক্তি অবস্থা লাভ হিসাবে সমতুল্য ; জ্ঞান লাভ হওয়া না হওয়া ব্যতীত তাহাদের মধ্যে অন্য কোনই পার্থক্য নাই।

জানা আবশ্যক যে, যাহারা এল্‌ম রাখেন না, তাঁহারা— দুই প্রকার। প্রথম দল অবস্থা লাভের এল্‌ম রাখেন না ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয়েও কোন অবগতি রাখেন না এবং দ্বিতীয় দল অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, কিন্তু উহা নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম । এই দ্বিতীয় সম্প্রদায় যদিও নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম নহেন ; তথাপি ইহারা এল্‌মধারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ও শায়েখ বা পীর হওয়ার উপযুক্ত। অবস্থার নির্ব্বাচন প্রত্যেক শায়েখের কার্য্য নহে ; বরং দীর্ঘদিন পর এই দৌলত প্রকাশ পাইয়া থাকে। হয়তো তখন কাহাকেও আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা প্রদান করিয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট সকলকে তাঁহার এল্‌মের প্রতি ন্যস্ত করেন ও তাঁহার তা'বে বা অধীনস্থ করিয়াছেন। উলুল আজম পয়গাম্বর (আঃ)-গণ দীর্ঘকাল পর পর প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন হুকুমসমূহ তাঁহাদের জন্যই বিশিষ্ট ছিল। অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণ তাঁহাদের অনুসরণের প্রতি আদিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাদের হুকুমসমূহের প্রতি আহ্বান করাই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

সাধারণের মঙ্গলার্থে— প্রভু দয়াময়,
দাসদিগের কাহাকেও খাছ করি লয়।
ওয়াচ্ছালাম ॥

২৮৫ মকতুব

ছাইয়্যেদ মীর মোহেব্বুল্লাহ্ মানীকপূরীর নিকট লিখিতেছেন, ইহাতে 'ছামা', রক্‌ছ' বা নাচ, গান ইত্যাদির হুকুমের আলোচনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আল্লাহ্পাক আপনাকে সরল ও মধ্যবর্ত্তী পথ প্রদর্শন করুন এবং সহজ পথের নির্দ্দেশ প্রদান করুন (আমীন)। জানিবেন যে 'ছামা' বা নৃত্যসঙ্গীত ইত্যাদি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী, যাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল এবং যাহারা পরিবর্ত্তিত সময়ধারী। কখনও তাহাদের আল্লাহ্তায়ালার হুজুরী বা আবির্ভাব লাভ হয় এবং কখনও উহা অন্তর্ধান হয়। কখনও তাহারা প্রাপ্ত এবং কখনও অপ্রাপ্ত। ইহারাই 'আরবাবে কুলুব' বা কল্বের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ ইহারা ছেফাতের তাজাল্লী সমূহের মাকামে অবস্থিত এবং এক ছেফাত হইতে অন্য ছেফাতে ও এক এছম হইতে পরিবর্ত্তিত অন্য এছমে সদা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকেন। অতএব অবস্থার পরিবর্তন ইহাদের জন্য অনিবার্য্য এবং আশার বিভিন্নতাই ইহাদের মাকামের শেষ ফল। আত্মীক অবস্থার স্থায়ীত্ব ইহাদের জন্য অসম্ভব ও সময়ের স্থিরতা ইহাদের পক্ষে দুষ্কর। ইহারা কিছুকাল 'কব্জ' বা আত্মীক অবরুদ্ধতা অবস্থায় অবস্থান করেন এবং কিছুকাল 'বছ্ত' বা প্রসারণ-এর অবস্থায় থাকেন। ইহারা 'এব্নুল্ ওয়াক্ত' বা সময়ের পুত্র বা সময়ের অধীন। অতএব ইহারা কখনও আরোহণ করেন এবং কখনও অবতরণ করেন। 'তাজাল্লীয়ে জাতি' বা আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের আবির্ভাব— প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যাহারা পূর্ণরূপে কল্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কল্বের পরিচালক অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং অবস্থার দাসত্ব হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া অবস্থার পরিবর্ত্তক আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গ লাভে আজাদ ও মুক্ত হইয়াছেন, তাহারা 'ছামা' বা নৃত্য— সঙ্গীতের মুখাপেক্ষী নহেন। যেহেতু তাঁহাদের সকল সময়ই তাঁহাদের খাছ ওয়াক্ত বা বিশিষ্ট সময় ও তাঁহাদের অবস্থা চিরস্থায়ী। না— না বরং তাঁহাদের যেন কোনও সময়ই নাই এবং তাঁহাদের অবস্থা বলিতেও কিছুই নাই। ইঁহারাই আবুল ওয়াক্ত বা সময়ের পিতা এবং স্থায়ী অবস্থাধারী। ইঁহারাই বাঞ্ছিত বস্তু পর্য্যন্ত উপনীত ; বা মিলন লাভকারী— **স্থিতিশীল** ; ইহাদের প্রত্যাবর্ত্তন মাত্রই নাই। এবং ইহারা বিরহ রহিত। সুতরাং যাহার বিরহ ও অপ্রাপ্তি নাই, তাহার অস্থিরতাও নাই। মোন্তাহী বা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণের একদল এরূপ আছেন, যাহাদের জন্য ছামা বা নৃত্য সঙ্গীত উপকারী হইয়া থাকে। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা এই আলোচনার শেষে আল্লাহ্চাহে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

প্রশ্নঃ— যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন খাতেমুর রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্তায়ালার সহিত আমার এক বিশিষ্ট সময় আছে, তখন কোন মোকার্‌রব ফেরেশ্তা বা কোনও পয়গাম্বর আমার নিকট স্থান পায় না"। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিশিষ্ট সময় সর্ব্বদা স্থায়ী হয় না। ইহার উত্তরে বলিব যে, এই হাদীছ যদি সত্য হয়, তবে এই— উক্ত সময়ের অর্থ— কতিপয় মাশায়েখ স্থায়ী সময় বলিয়া অর্থ লইয়াছেন। অর্থাৎ আমার সহিত আল্লাহ্তায়ালার এক বিশিষ্ট স্থায়ী ওয়াক্ত আছে— অর্থ লইলে কোনরূপ অভিযোগ থাকে না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, স্থায়ী ওয়াক্ত বা সময়ের মধ্যে কখনও কখনও

'খাছ' বা বিশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। অতএব এই ওয়াক্ত বা সময় হইতে কচিৎ উদ্ভূত ভাব ও কদাচিৎ দৃষ্ট সময়— অর্থ লইয়া থাকেন। এই অর্থ লইলেও কোন সমস্যা থাকে না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, গান-বাদ্য শ্রবণ করা উল্লিখিত অবস্থা লাভ হওয়ার সহায়ক হইতে পারে। অতএব শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিও ঐ ভাব ও অবস্থা লাভের জন্য বাদ্য-সঙ্গীত শ্রবণের মুখাপেক্ষী। তদুত্তরে বলিব যে— অধিকাংশ সময় উক্ত অবস্থা নামাজের মধ্যে লাভ হইয়া থাকে। কখনও যদি নামাজের বাহিরে দৃষ্ট হয়, তাহাও নামাজের ফলস্বরূপ, উহারই অন্তর্ভুক্ত। "আমার নয়নের শীতলতা নামাজের মধ্যে", হাদীছটিও বোধ হয়— এই কচিৎ দৃষ্ট ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে। হাদীছ শরীফে আরও আসিয়াছে, "নামাজের মধ্যেই বান্দা স্বীয় রবের অধিক নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে"। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "এবং তুমি ছেজ্দা কর ও অধিক নৈকট্য লাভ কর"। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, যে সময় আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অধিক লাভ হইবে, সে সময় অন্যের অবকাশ অধিকভাবে নিবারিত হইবে। উল্লিখিত হাদীছ এবং কোরআন শরীফের আয়াত হইতেও উপলব্ধি হইতেছে যে, উক্ত বিশিষ্ট সময় নামাজের মধ্যে। ওয়াক্ত বা বিশিষ্ট সময় স্থায়ী হওয়া ও সর্ব্বদা মিলন লাভ হওয়ার প্রমাণ— মাশায়েখগণের এত্তেফাক বা একতাবদ্ধ মত। জিন্নুন মিছ্রী (রাঃ) বলিয়াছেন— "যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সে পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এবং যে উপনীত হইয়াছে সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই"।

ইয়াদ দাশ্ত বা চৈতন্যময় থাকার অর্থ সর্ব্বদা আল্লাহ্তায়ালার হুজুরী লাভ হওয়া। ইহা নক্শবন্দী বোজর্গগণের তরীকার নির্ধারিত নিয়ম। ফলকথা, সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক সময়ের স্থায়ীত্ব অস্বীকার করা, মতলবে বা উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত না হওয়ার চিহ্ন। মাশায়েখগণের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল, যথা— 'এব্নুল আতা' ইত্যাদিগণ যাহারা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তির 'ছেফাতে বশরিয়া' বা মানবীয় চরিত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করা জায়েজ রাখিয়া থাকেন, যাহা হইতে বিশিষ্ট সময়ের স্থায়ীত্ব না হওয়া উপলব্ধি হয়। তাহারা 'প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব' হওয়ার বিষয় মতভেদ রাখেন, কিন্তু উহা যে সংঘটিত নহে, তাহাতে মতভেদ নাই। কেননা উপনীত ব্যক্তির প্রত্যাবর্ত্তন নিশ্চয় ঘটে না। যেরূপ উল্লিখিত উপনীত ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা অবিদিত নহে। অতএব উপনীত ব্যক্তি যে প্রত্যাবর্ত্তন করেনা ; ইহার প্রতি মাশায়েখগণের এজমা বা একতাবদ্ধ মত প্রমাণিত হইল। অবশ্য প্রত্যাবর্ত্তন করা জায়েজ বা সম্ভব হিসাবে কেহ কেহ দ্বিমত করিয়াছেন— ইহা স্মরণীয়।

'মোনতাহী' বা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণের একদল আছেন, যাহারা পূর্ণতার কোন এক দরজায় (স্তরে) উপনীত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার অফুরন্ত, অক্ষয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করার পর, তাহার মধ্যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয় এবং পূর্ণ শান্ত ভাব প্রকাশ পায়, যাহা সম্মিলনের মঞ্জিল সমূহের আরোহণ করা হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখে। অথচ উক্ত মঞ্জিলসমূহ সম্মুখে আরোও আছে ও নৈকট্যের দরজা সমূহ সমাপ্ত হয় নাই, উহারা এইরূপ শৈথিল্য সত্ত্বেও আরোহণের আশা রাখেন এবং আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ নৈকট্যের আকাঙ্ক্ষা

করেন। এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য সংগীত-বাদ্য উপকারী ও উৎসাহ প্রদানকারী হইয়া থাকে। সংগীত-বাদ্যের সাহায্যে প্রতি মুহূর্ত্তে নৈকট্যের মঞ্জিল সমূহে তাঁহাদের উন্নতি হইতে থাকে এবং শান্ত হওয়ার পর উক্ত মঞ্জিল সমূহ হইতে অবতরণ করেন বটে ; কিন্তু উক্ত মাকাম সমূহের রং লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং উক্ত রঙ্গে-রঞ্জিত হইয়া থাকেন। তাহাদের এই প্রাপ্তি বা সম্মিলন— বিচ্ছেদের পর সম্মিলন নহে ; যেহেতু বিচ্ছেদ বা অপ্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে অপসারিত ; বরং সদা-সম্মিলন বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সম্মিলনের মঞ্জিলসমূহে উন্নতি করার জন্য তাঁহাদের এই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মোনতাহী এবং ওয়াছেল্ (প্রাপ্ত বা সম্মিলন লাভকারী) ব্যক্তিগণের ছামা (গান-বাদ্য) ইত্যাদিও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যদিও 'ফানা'-'বাকার' পর তাহাদিগকে জজ্‌বা বা আকর্ষণ প্রদান করা হয়, কিন্তু শিথিলতার প্রাবল্য হেতু শুধু জজ্‌বা উন্নতির মঞ্জিল সমূহে আরোহণার্থে যথেষ্ট হয়না ; অতএব তাহারা সংগীত বাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়।

মাশায়েখগণের অপর এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বেলায়েতের দরজায় (নৈকট্যের স্তরে) উপনীত হওয়ার পর তাঁহাদের 'নফ্‌ছ' বন্দেগী বা দাসত্বের মাকামে অবতরণ করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের 'রূহ্' নফ্‌ছের ঝামেলা ব্যতীত তাহার নিজস্ব মাকামেই অবস্থান করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার জনাব পাকের প্রতি মনোযোগী থাকে। নফ্‌ছে মোত্‌মায়েন্না (প্রশান্ত-প্রবৃত্তি) যাহা বন্দেগীর মাকামে দৃঢ় ও অটল হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহা হইতে তাহাদের রূহ্ প্রতি মুহূর্ত্তেই সাহায্য লাভ করে এবং উক্ত সাহায্যের ফলে উক্ত 'রূহ্' স্বীয় মতলুব বা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত খাছ 'মোনাছাবাত' বা বিশিষ্ট সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই বোজর্গগণ এবাদতের মধ্যেই শান্তি লাভ করেন এবং বন্দেগীর হক বা দায়িত্ব পালন করিলেই ইহাদের বিশ্রাম লাভ হয়। তাঁহাদের অন্তরে উন্নতির বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নাই এবং উর্দ্ধারোহণের স্পৃহা তাঁহাদের মধ্যে কম। শরীয়তের অনুসরণ দ্বারা এখনও তাঁহাদের ললাট সমুজ্জ্বল এবং ছুন্নতের পয়রবী যথা— অঞ্জনী কর্ত্তৃক তাঁহাদের চক্ষু অঞ্জনীকৃত ; সুতরাং তাঁহারা তীক্ষ্ম দৃষ্টিধারী। বহুদূর হইতে তাঁহারা যাহা অবলোকন করিয়া থাকেন, নিকটবর্ত্তীগণও তাহা দর্শন করিতে সক্ষম হন না। যদিও তাহাদের উন্নতি অল্প কিন্তু তাহারা নূরানী (সমুজ্জ্বল), ও আছলের নূর কর্ত্তৃক দীপ্তিমান এবং উল্লিখিত (বন্দেগীর) মাকামে তাঁহারা উচ্চ মর্ত্তবা সম্পন্ন ও অতীব সম্মানী। ইঁহাদের জন্য নৃত্য-সঙ্গীতের কোনই আবশ্যক করেনা। এবাদত বন্দেগীই ইঁহাদের নৃত্য সঙ্গীতের কার্য্য করিয়া থাকে এবং আছল বা মূল বস্তুর নূর প্রাপ্তিই ইঁহাদের ঊর্দ্ধারোহণ হইতে যথেষ্ট হইয়া থাকে। নৃত্য সঙ্গীতকারীগণের একদল যাহারা উক্ত বোজর্গগণের উচ্চ মর্ত্তবার বিষয় অবগত নহেন, তাহারা নিজদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার আশেক বা প্রেমিক বলিয়া জানেন এবং উক্ত বোজর্গগণকে শুধু জাহেদ বা নির্লিপ্ত বলিয়া ধারণা করেন। তাহারা এশ্‌ক বা মহব্বতকে নৃত্য-সঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবিয়া থাকেন।

মোন্তাহীগণের মধ্যে অপর এক সম্প্রদায় আছেন, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা ছয়ের এলাল্লাহ্ অতিক্রম করার ও বাকাবিল্লাহ্ লাভ হওয়ার পর শক্তিশালী 'জজ্‌বা' বা আকর্ষণ প্রদান করিয়া থাকেন এবং 'জজ্‌বা' যথা— বড়শী কর্ত্তৃক আকর্ষিত করিয়া লইয়া যান, তথায় শৈথিল্য প্রবেশ নিবারিত। নিশ্চিন্ত ও উদ্বেগ শূন্য হওয়া তাহাদের পক্ষে অবৈধ। তাঁহারা উন্নতির জন্য কোন বিস্ময়কর বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহাদের নির্জন বাসের সংকীর্ণ গলির মধ্যে নৃত্য-সঙ্গীতের কোন অবকাশ নাই এবং লম্ফ-ঝম্পের সহিত তাহারা কোনও সংশ্রব রাখেন না। তাঁহারা এতাদৃশ উন্নতি করা হেতু— অন্তের অন্তঃস্থলে যে পর্য্যন্ত উপনীতি সম্ভব, সে পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া থাকেন এবং হজরত (ছঃ)-এর অনুসরণ হেতু তাঁহার বিশিষ্ট মাকাম হইতেও ইঁহারা অংশ প্রাপ্ত হন। 'আফ্‌রাদ' নামক দলই এই প্রকারের সম্মিলন লাভ করিয়া থাকেন। 'আক্‌তাব'গণও এই মাকামের অংশ রাখেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে যদি এই অন্তের-অন্তঃস্থলে উপনীত ব্যক্তিকে পুনরায় ইহ জগতে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় এবং আল্লাহ্‌র তালেবগণের প্রতিপালন দায়ীত্ব ইঁহাদের প্রতি ন্যস্ত করা যায়, তখন তাহার 'নফ্‌ছ' বন্দেগীর মাকামে অবতরণ করে ও তাহার 'রূহ্' নফ্‌ছের সংশ্রব ব্যতীত আল্লাহ্‌তায়ালার জনাব পাকের প্রতি মনোযোগী থাকে। এইরূপ ব্যক্তি ফরদিয়াৎ বা সমকক্ষ রহিত হওয়ার কামালাত সমূহের সমষ্টি এবং কুতুবের তকমিল বা পূর্ণতা করণ গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকেন। এস্থলে আমি 'কোতবের' অর্থ কোতবে' এরশাদ লইয়াছি, 'কোতবে আওতাদ' নহে। উক্ত রূপ ব্যক্তি জিল্লী বা প্রতিবিম্বজাত মাকাম সমূহের এল্‌ম ও আছলী দরজা সমূহের মারেফত বিশিষ্ট। বরঞ্চ তিনি যে-স্থলে আছেন, তথায় জেল এবং আছল কিছুই নাই। তাহাকে জেল এবং আছল অতিক্রম করাইয়া লইয়াছেন। এই প্রকারের কামেল (পূর্ণ), মোকাম্মেল (পূর্ণতাকারী) ব্যক্তি অতীব দুষ্প্রাপ্য। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও যদি এইরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব হয় ; তাহাও যথেষ্ট। তাঁহার মাধ্যমে বিশ্ব জগত উজ্জ্বল ও নূরানী হইয়া থাকে। তাঁহার দৃষ্টি আধ্যাত্মিক ব্যাধি বিনাশক এবং তাঁহার আত্মীক লক্ষ্য অপছন্দনীয় চরিত্রের সংশোধক। এইরূপ মহান ব্যক্তি উন্নতির দরজা সমূহ পূর্ণ করতঃ বন্দেগীর মাকামে অবতরণ করিয়াছেন ; আল্লাহ্‌তায়ালার বন্দেগীর মধ্যেই ইঁহারা শান্তি ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। 'আব্‌দিয়াত' বা দাসত্বের মাকাম— বেলায়েতের মধ্যে, যাহার উর্দ্ধে অন্য কোনও মাকাম নাই। উক্ত দল হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া উক্ত মাকাম প্রদান করিয়া থাকেন, মহবুবিয়াত পদের যোগ্যতাও তাঁহারা অর্পিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা বেলায়েতের মর্ত্তবার যাবতীয় কামালাতের সমষ্টি এবং দাওয়াত বা আহবান কার্য্যের মর্ত্তবায় যাবতীয় মাকাম আয়ত্তকারী বেলায়েতে খাছ্ছার (বিশিষ্ট নৈকট্যের) এবং নবুয়তের অংশ প্রাপ্ত। ফলকথা, ইঁহাদেরই প্রতি নিম্নোক্ত পদ্যটি সত্য বটে ঃ—

টীকাঃ— ১। কোতবের অর্থ কেন্দ্র। ইঁহারা কেন্দ্রতুল্য ব্যক্তি।

ভবে রূপবান সবে রাখে যত রূপ,
সবই তোমাতে আছে, ওহে অপরূপ।
— ইহা স্মরণীয়।

প্রারম্ভকারীর জন্য নৃত্য-সঙ্গীত অনিষ্টকর ও উন্নতির প্রতিবন্ধক, যদিও উহা শর্ত্ত সম্ভূত হউক না কেন। সঙ্গীতের কিঞ্চিৎ শর্ত্ত এই মকতুবের পরিশিষ্টে আল্লাহ্ চাহে, প্রদত্ত হইবে। তাহাদের (প্রারম্ভকারীর) জন্য লম্ফ-ঝম্প দোষণীয় এবং তাহাদের আত্মীক অবস্থা তাহাদের পক্ষে বিপদ। তাহাদের গতিবিধি, স্বাভাবিক গতিবিধি ও স্বীয় নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা সম্বলিত। প্রারম্ভকারীর অর্থ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা 'আরবাবে কুলুব' (মন অধিকারী) প্রারম্ভকারী ও শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত ব্যক্তিগণকে 'আরবাবে কুলুব' বলা হয়। শেষ দরজায় উপনীত ব্যক্তি যিনি— তিনিই 'ফানা ফিল্লাহ্' ও বাকা বিল্লাহ্ লাভকারী এবং তিনিই আল্লাহ্র সহিত সম্মিলিত ও কামেল বা পূর্ণ ব্যক্তি। অবশ্য শেষ দরজার মধ্যেও স্তর আছে, যাহার একটি অপরটির উর্দ্ধে এবং উপনীত হওয়ার মধ্যেও মর্ত্তবা আছে, যাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইবার নহে। ফলকথা, মধ্যবর্ত্তী অবস্থার ব্যক্তিগণ ও মোন্তাহী বা সমাপ্তকারীগণের একদলের জন্য নৃত্য-সঙ্গীত উপকারী, যেরূপ— পূর্ব্বে বর্ণিত হইল। কিন্তু জানা আবশ্যক যে, 'আরবাবে কুলুব' গণ (কল্ব হস্তগতকারীগণ) কখনও নৃত্য-সঙ্গীতের মুখাপেক্ষী নহেন। কেবলমাত্র ঐদল যাহারা জজ্‌বা বা ঐশী আকর্ষণ লাভ করে নাই এবং কঠোরব্রত দ্বারা পথ অতিক্রম করিতে যত্নবান হয়, সঙ্গীত-বাদ্য তাহাদেরই সহায়তাকারী হইয়া থাকে। অবশ্য আরবাবে কুলুবগণ যদি মজ্‌জুব বা আকর্ষিত হন তবে, আকর্ষণের সাহায্যে তাহাদের পথ অতিক্রান্ত হয়,, তাহারা সঙ্গীত-বাদ্যের মুখাপেক্ষী হয় না। ইহাও জানা আবশ্যক যে, 'আরবাবে কুলুব' গণের মধ্যে যাহারা মজ্‌জুব বা আকর্ষিত নহেন, তাহাদের জন্য সঙ্গীত যে, সাধারণভাবে উপকারী হয়, তাহা নহে ; বরং উহা কতিপয় শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় মেহনত বরবাদ। উক্ত শর্ত্ত সমূহের মধ্যে নিজেকে অপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করা একটি শর্ত্ত। যদি নিজেকে পূর্ণ বলিয়া ধারণা করিল, তবে সে আবদ্ধ অর্থাৎ তাহার উন্নতি বন্ধ থাকিবে ; অবশ্য সঙ্গীত তাহাকে এক প্রকার উন্নতি প্রদান করে। কিন্তু (সঙ্গীত কর্তৃক প্রেরণা) শান্তি হইবার পর উক্ত মাকাম হইতে সে পুনরায় অবতরণ করিয়া থাকে।

অন্যান্য শর্ত্তসমূহ যাহা স্থিরচিত্ত বোজর্গগণের পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে যথা— 'আওয়ারেফে মায়ারেফ' ইত্যাদিতে তাহার অধিকাংশ শর্ত্তই এই জমানা বাসীগণের মধ্যে অন্তর্হিত। বর্ত্তমান সময় নৃত্য-সঙ্গীত যেরূপ প্রচলিত হইতেছে এবং উহার যেরূপ মজলিশ গঠিত হইতেছে, তাহা যে— নিতান্ত অনিষ্টকারী এবং উন্নতির প্রতিবন্ধক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় উন্নতির কোনই অবকাশ নাই ; বরং উন্নতির ধারণাও তিরোহিত। এস্থলে সঙ্গীতাদি হইতে সহায়তা তো লব্ধ হয়ই না, পরন্তু অনিষ্টই হইয়া থাকে।

তাম্বিহ— সতর্কবাণী

কতিপয় মোন্তাহীর জন্য সঙ্গীতাদীর আবশ্যক হয় বটে ; কিন্তু উক্ত মোন্তাহীগণের জন্য তদুর্দ্ধে আরও স্তর আছে। অতএব তাহারাও মধ্যবর্ত্তীগণের অন্তর্ভুক্ত। যে পর্য্যন্ত লভ্য উর্দ্ধ স্তর ও মর্ত্তবা সমূহ তাঁহারা অতিক্রম না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকৃত সমাপ্তকারী নহেন। তাহাদিগকে ছয়ের এলাল্লাহ্ হিসাবে— সমাপ্তকারী হিসাবে বলা হয় এবং যে এছ্‌ম হইতে উক্ত সাধক প্রকাশ হইয়াছে, সেই এছ্‌ম পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া এই ছয়েরের শেষ। তৎপর উক্ত এছ্‌ম ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহের মধ্যে ছয়ের হইয়া থাকে। অতঃপর যখন উক্ত এছ্‌ম ও যে আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহ সাধকের প্রতি প্রকাশ পায়, তাহা অতিক্রম করতঃ উহার 'মোছাম্মা' বা প্রকৃত নামধারী সমীপে উপনীত হইয়া তথায় 'ফানা'-'বাকা' লাভ করে, তখন প্রকৃত সমাপ্তকারী হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এইভাবেই ছয়ের এলাল্লাহ্ সমাধা হইয়া থাকে। এছ্‌ম পর্য্যন্ত উপনীতকে প্রথমতঃ যে, সমাপ্তি বলা হয়, তাহাকেও ছয়ের এলাল্লাহ্রে শেষ ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে এবং তথায় যে 'ফানা'-'বাকা' লাভ হয়, তদনুযায়ী 'বেলায়েত' বা 'অলী' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছুফীয়ায়ে কেরাম যাহা বলিয়া থাকেন যে, 'ছয়ের ফিল্লাহ্রে' অন্ত নাই, ইহা উন্নতির মনজেল সমূহ অতিক্রম করার পর এবং 'বাকা'-কালীন যে ছয়ের হইয়া থাকে তাহাই। উহার অনন্ত হইবার অর্থ এই যে, যদি উক্ত এছ্‌মের মধ্যে ছয়ের লাভ হয় এবং বিস্তৃতভাবে উহার শুয়ুনাতের (যাহা উক্ত এছমের মূল তাহার) সহিত মিলিত ও গুণান্বিত হয়, তবে নিশ্চয়ই উহার অন্তে উপনীত হইতে পারিবে না। যেহেতু প্রত্যেক এছ্‌মের আনুষঙ্গিক অনন্ত শুয়ুনাত বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উন্নতির সময় যদি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা হয় যে, উক্ত সাধককে উক্ত এছ্‌ম অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান, তবে এক পদক্ষেপে উহা অতিক্রম করাইয়া অন্তের-অন্তঃস্থলে উপনীত করিতে পারেন। তৎপর যদি উক্ত অন্তঃস্থলে তাহাকে বিলীন নিমজ্জিত করিয়া রাখেন, তাহা উহার জন্য চমৎকার সম্মান অথবা যদি উহাকে খলকুল্লাহ্র হেদায়েতের জন্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লন, তাহাও উহার জন্য অত্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব। ধারণা করিবেন না যে, উক্ত এছ্‌ম পর্য্যন্ত উপনীত সহজ বিষয়, বরঞ্চ বহুদিন পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই উক্ত দৌলত লাভ হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যে এই উচ্চ নেয়মত প্রদত্ত হইবেন, তাহা আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। আপনি যাহাকে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রজাত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা পবিত্র জাত নহে, অধিকাংশ স্থলে উহা অনুরূপ ও সৃষ্ট ও অপূর্ণ বস্তু ; বরং অনেক মর্ত্তবা— যাহাকে 'পবিত্র জাত' ধারণা করিয়া থাকেন, তাহা রূহের মাকামেরও নিম্ন স্তরে অবস্থিত। আর্শের ঊর্দ্ধে যে পবিত্রতা আপনার অনুমান হয়, তাহাও 'তশবিহ' বা সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত পবিত্র হিসাবে বিকাশ প্রাপ্ত বস্তুটি 'আলমে আরওয়াহ্' বা আত্মীক জগতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আরশ দিক এবং দুরত্ব সমূহের সমাপক ও শেষ প্রান্ত। অতএব আলমে আরওয়াহ

বা আত্মীক জগত দিক ও দূরত্ব সমূহের বহির্ভূত ; যেহেতু 'রূহ'— লামাকানী বা স্থান রহিত ; স্থানে উহার সঙ্কুলান হয় না। আরশের পরে 'রূহের' স্থান— প্রমাণ করা আপনাকে যেন ঐ সন্দেহে নিক্ষিপ্ত না করে যে— 'রূহ' আপনার নিকট হইতে বহুদূর এবং 'রূহ'— আপনার মধ্যে অনেক দূরত্ব আছে। বস্তুতঃ ইহা নহে। 'রূহ' লা-মাকানী হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় স্থানের সহিত তাহার সম্বন্ধ সমতুল্য। আর্শের পর, বলার অর্থ অন্য। যে পর্য্যন্ত তথায় উপনীত হইবেন না, ইহা বুঝিতে পারিবেন না। ছূফীগণের মধ্যে একদল রূহের পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন এবং উহাকে আর্শের উপরে প্রাপ্ত হইয়া— উহাকেই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা ধারণা করিয়াছেন। ও তথাকার এল্‌ম মারেফত সমূহকে 'গুরুতর— গূঢ় রহস্য' বলিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আর্শে উপবেশন রহস্য, এস্থলে সমাধান করিয়াছেন। সত্য কথা এই যে, উক্ত 'নূর'— রূহের 'নূর', উক্ত মাকাম হাছিল হইবার সময় এ ফকীরের এইরূপ সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে এই চক্র অতিক্রম করাইলেন, তখন উপলব্ধি হইল যে, উহা রূহের নূর ছিল, আল্লাহ্‌তায়ালার নূর নহে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন, তবে আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। যখন 'রূহ্' লামাকানী বা স্থান রহিত এবং রকম প্রকার বিহীনতারূপে সৃষ্ট, তখন সন্দেহের কারণ বটে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকৃত বস্তুকে প্রকৃত ও সত্য করিয়া থাকেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। ছূফীগণের মধ্যে একদল আর্শের উপরের উক্ত রূহের নূর লইয়া অবতরণ করেন ও উহার সহিত 'বাকা' লাভ করিয়া থাকেন এবং নিজেকে তছবিহ বা সৃষ্ট বস্তু এবং তনজিহ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের একত্রিতকারী বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু যদি তাহারা উক্ত নূরকে নিজ হইতে পৃথক দর্শন করেন, তখন তাহাকে 'ফরক বাদাল জমা' (একত্রিত হওয়ার পর পৃথক হওয়া)-এর মাকাম ধারণা করেন। ছূফীগণের এইরূপ ভ্রান্তি অনেক হইয়া থাকে। এরূপ যাবতীয় ভুল ধারণা ও জ্ঞান বিলুপ্তি হইতে আল্লাহ্‌তায়ালাই রক্ষাকারী।

জানা আবশ্যক যে, 'রূহ্' যদিও প্রকার বিহীন জগতের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি প্রকৃত প্রকার বিহীন জাত আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাও প্রকার সম্ভূত বস্তুর শামিল। 'রূহ্' যেন প্রকার সম্ভূত জগত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জগত— যাহা বাস্তব প্রকার বিহীন, তাহার মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ। অতএব রূহ্ উভয় দিকের রঙ্গে রঞ্জিত। উহাকে উভয় দিকের অনুমান করা সত্য হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রকার বিহীন যিনি— প্রকার সম্ভূত হওয়ার তথায় কোনই অবকাশ নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত রূহের যাবতীয় মাকাম হইতে উন্নতি না করিবে, সে পর্য্যন্ত সাধক উক্ত এছ্‌মে উপনীত হইবে না। সুতরাং প্রথমতঃ— আছমানী (আকাশস্থ) যাবতীয় স্তর তথা আরশ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে হইবে, এবং স্থানের আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহ হইতে পূর্ণ রূপে বর্হিগত হইতে হইবে, তৎপর রূহানী জগতের লামাকানী মর্ত্তবা সমূহও অতিক্রম করিতে হইবে। তখন উক্ত সাধক— উক্ত এছ্‌মে উপনীত হইবে।

আপনারে ভাবে 'খাজা' আল্লাহ্ প্রাপ্ত বলি—
পাইয়াছে 'খাজা' শুধু— স্বীয় চিন্তা বলি।

অতএব সেই পবিত্র 'জাত'— তাহারও পরে, আরোও পরে। এই সৃষ্ট জগতের পরে 'আলমে আমর' বা সূক্ষ্ম জগত, তৎপর প্রতিবিম্ব ও মূল বস্তু হিসাবে এবং সংক্ষিপ্তী ও বিস্তৃতি অনুযায়ী এছ্‌ম ও ছেফাত সমূহের মর্ত্তবা (স্তর)। এই প্রতিবিম্ব ও মূলবস্তু এবং সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী বস্তু ও সংক্ষিপ্তী ও বিস্তৃতি সমূহ অতিক্রম করার পর প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তুকে অন্বেষণ করিতে হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা কাহাকে যে এই অন্বেষণে লিপ্ত করেন এবং কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে যে এই দৌলত প্রদান করেন, তাহা তিনিই অবগত। ইহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে ইহা প্রদান করেন। তিনি অতি উচ্চ-অনুকম্পাশীল। উচ্চ-মনোবৃত্তিধারী হওয়া উচিৎ। পথে যাহা হস্তগত হয়, তাহা প্রাপ্তে যথেষ্ট জানা উচিৎ নহে। আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাহারও পরে, আরও পরে অন্বেষণ করা আবশ্যক।

ছোয়াদের কাছে যাব কি উপায় করি,
গিরি-গহ্বর, খাদ্ আছে সারা পথ ধরি।

দ্বিতীয় সর্তকতা ঃ—

"দাওয়ামে ওয়াছাল" বা সর্ব্বদা মিলন এবং স্থায়ী আত্মীক অবস্থা প্রাপ্তি ঐ ব্যক্তির জন্য হইয়া থাকে, যিনি পূর্ণ 'ফানা' প্রাপ্তির পর 'বাকা বিল্লাহ্' লাভ করিয়া থাকেন, এবং যাহার এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত বিদ্যা— এল্‌মে হুজুরী সদা-বিদ্যমান বিদ্যায় পরিণত হয়। এই বিষয়টিকে একটি বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে বুঝাইয়া দিতেছি।

জানা আবশ্যক যে, যে এল্‌ম বা বিদ্যা— বিদ্যার্জ্জনকারীর স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে পৃথক ভাবে লাভ হয় এবং উহার অর্জ্জনের পন্থা মালুম বা জ্ঞাত বস্তুর শুধু আকৃতি— অর্জ্জন কারীর মস্তিস্কে অর্জ্জিত হয় মাত্র, তাহাকে এল্‌মে 'হুছুলী' বা অর্জ্জিত বিদ্যা বলা হয়। পক্ষান্তরে যে এল্‌মের আকৃতি অর্জ্জন করার আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ যাহা স্বীয় অস্তিত্বের এল্‌ম বা জ্ঞান— তাহাকে এল্‌মে হুজুরী বলা হয়। কেননা প্রত্যেকের স্বীয় জাত বা অস্তিত্ব সর্ব্বদাই তাহার নিকট বিদ্যমান। এল্‌মে হুছুলী বা অর্জ্জিত এল্‌মের মধ্যে যে পর্য্যন্ত জানিত বস্তুর আকৃতি মস্তিস্কে বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত উহার প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং যখন উহা মস্তিষ্ক হইতে তিরোহিত হয়, তখন উহার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। অতএব 'এল্‌মে হুছুলীর' মধ্যে সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকা স্বভাবতঃ অসম্ভব। এল্‌মে হুজুরী ইহার বিপরীত। তথায় জানিত বস্তুর প্রতি গাফ্‌লাত বা লক্ষ্যচ্যুতি অসম্ভব। কেননা এই এল্‌মের উৎপত্তি স্বীয় অস্তিত্বের বিদ্যমানতা হইতে। অতএব যখন এই বিদ্যমানতা স্থায়ী, তখন উহার এল্‌মও স্থায়ী এবং স্বীয় জাত বা ব্যক্তিত্ব হইতে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া অসম্ভব। 'বাকা বিল্লাহ্‌র'

মধ্যে এক প্রকারের এল্‌মে হুজুরী লাভ হয়, যাহার অন্তর্ধান অসম্ভব। ইহা ধারণা করিবেন না যে, 'বাকা বিল্লাহ্'— অর্থ নিজেকে 'হক' বা আল্লাহ্ বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া, যেরূপ একদল ছূফী হক্‌কোল একীনকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে। পূর্ণ ফানার পর, যে বাকা বিল্লাহ্ লাভ হয়, তাহা এইরূপ এল্‌মের সহিত সম্বন্ধ রাখে না। উক্ত হক্‌কোল্ একীন যাহা অনেকে বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ 'বাকা বিল্লাহর' সহিত সম্বন্ধ রাখে, যে বাকা বিল্লাহ্ 'জজ্‌বা' বা আকর্ষণের সময় হস্তগত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য যে বাকা বিল্লাহ্, তাহা অন্য বস্তু।

খোদার শপথ তুমি না করিলে পান,
সুরার স্বাদের কভু পাবে না নিশান।

অতএব প্রকৃত বাকা বিল্লাহ্ লাভ হইলে, সদা-বিদ্যমানতা ও 'সর্ব্বদা লক্ষ্য' লাভ হইয়া থাকে। বাকা বিল্লাহ্ লাভ হওয়ার পূর্ব্বে উহাদের স্থায়ীত্ব সম্ভবপর নহে। অবশ্য অনেক ছূফী এই মাকামে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ইহা লাভ হওয়ার অনুমান করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ নক্‌শবন্দীয়া তরীকার মধ্যে। কিন্তু যাহা আমি বর্ণনা করিলাম এবং যাহা আমার প্রতি এল্‌হাম হইয়াছে, তাহাই সত্য। প্রকৃত সত্য, আল্লাহ্‌তায়ালাই অবগত এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আশ্রয় গ্রহণ। প্রারম্ভে ও সর্ব্বশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য ; যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক ; এবং দরূদ ও ছালাম তাঁহার রছুলগণের প্রতি সদা-সর্ব্বদা বর্ষিত হউক।

২৮৬ মকতুব

মাওলানা আমানুল্লাহ্ ফকিহের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে সত্য আকিদা— যাহা কেতাব ছুন্নত হইতে আহলে ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী গৃহীত হইয়াছে ; তদ্‌বিষয় বর্ণনা হইবে।

বিছ্‌মিল্লাহির্ রহ্‌মানির রাহীম। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, তরীকার আবশ্যকীয় বস্তুসমূহের মধ্য হইতে সত্য আকিদা বা বিশ্বাস যাহা আহলে ছুন্নত জামাতের আলেমগণ কোরআন, হাদীছ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণের আচার ব্যবহার হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ বিশ্বাস রাখা একটি আবশ্যকীয় কার্য্য। কোরআন হাদীছের অর্থ— যেরূপ অধিকাংশ সত্যবাদী আলেম অর্থাৎ ছুন্নত জামাতের আলেমগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ অর্থ লওয়াও জরুরী বা আবশ্যকীয় কার্য্য। ঘটনাক্রমে যদি উক্তরূপ অর্থের বিপরীত কোন প্রকার 'কাশ্‌ফ' (আত্মীক বিকাশ) বা এল্‌হাম (ঐশিক বিজ্ঞপ্তি) কর্ত্তৃক কোন অর্থ প্রকাশ পায়, তাহার কোনরূপ মূল্য প্রদান করা উচিৎ নহে। বরঞ্চ তাহা হইতে তওবা এছ্‌তেগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। যথা— কোরআন শরীফের ঐ সকল আয়াত ও ঐ সকল হাদীছ যদ্দারা বাহ্যিক অর্থ হিসাবে তৌহিদে অজুদ বা একত্ববাদ বুঝা

যায়, যথা— আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্ব বস্তুকে বেষ্টন করা ও সর্ব্ব বস্তুতে প্রবেশ করা ও তাঁহার জাতের নৈকট্য ও সঙ্গতা ইত্যাদি। কিন্তু সত্যবাদী আলেমগণ উক্ত আয়াত এবং হাদীছ সমূহ হইতে যখন ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই— তখন মধ্যপথে সাধকের প্রতি এরূপ কিছু প্রকাশ পাইলে বা এক বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও অস্তিত্ব প্রাপ্ত না হইলে ; কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বয়ং তাঁহার জাত দ্বারা সর্ব্ব বস্তুকে বেষ্টনকারী ও নিকটবর্ত্তী জানিলে, যদি'ও সে উক্ত সময় অবস্থার চাপে ও সাময়িক মত্ততার কারণে নিরুপায়, কিন্তু তাহার উচিত যে, সদা-সর্ব্বদা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অনুনয় বিনয় করে, যেন এই চক্র হইতে সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ; এবং সত্যবাদী আলেমগণের মতানুযায়ী তাহার প্রতি কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশ হয়, যাহাতে তাহাদের মতের চুল পরিমাণ বিপরীত প্রকাশ না পায়। ফলকথা, সত্যবাদী আলেমগণ যে অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে স্বীয় কাশ্‌ফ এলহামের সত্যতা কষ্টিপাথর তুল্য জানা উচিৎ। কেননা উহার বিপরীত যে সকল অর্থ হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। যেহেতু প্রত্যেক বেদ্‌আতী-ভ্রষ্টদল কোরআন ও হাদীছকে স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস-এর পেশওয়া ও অগ্রগামী বলিয়া জানে এবং তাহাদের অকর্ম্মণ্য জ্ঞান দ্বারা উহা হইতে সত্যের বিপরীত অর্থ বুঝিয়া থাকে। এই কোরআন কর্ত্তৃক আল্লাহ্‌তায়ালা অনেক ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন এবং অনেককে পথ প্রদর্শন করেন (কোরআন)।

আমি যাহা বলিলাম যে, সত্যবাদী আলেমগণের উপলব্ধ অর্থ ধর্ত্তব্য, তাহার বিপরীত অর্থ ধর্ত্তব্য নহে ; ইহার কারণ এই যে, উক্ত অর্থ সমূহ ছাহাবাগণের বাক্য ও পূর্ব্ববর্ত্তী নেক্‌কারগণের নির্দ্দেশাদি হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হেদায়েত নক্ষত্রের নূর হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এই হেতু পরকালের চিরস্থায়ী উদ্ধার ইঁহাদের জন্যই বিশিষ্ট ও স্থায়ী মুক্তি ইঁহাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ, ইঁহারাই আল্লাহের দল, নিশ্চয় আল্লাহের দলই মুক্তি প্রাপ্ত (কোরআন)।

আলেমগণের মধ্যে যদি কেহ বিশ্বাস দুরস্ত থাকা সত্ত্বেও আনুষঙ্গিক আমলে শৈথিল্য করে ও অনিষ্টের ভাগী হয়, তাহাতে সাধারণভাবে সকল আলেমগণকে এন্‌কার এবং দোষী সাব্যস্ত করা নিছক বে-এনছাফী ও তাকাব্বরী বা অহঙ্কার করা মাত্র। বরঞ্চ উহা দীন ইছলামের অধিকাংশ আবশ্যকীয় বস্তুকে অমান্য করা। কেননা ইহারাই দীন ইছলামের অধিকাংশ জরুরী বিষয়ের— প্রকৃত বাহক এবং উহার ভালমন্দের বিচারকারী। যদি তাঁহাদের হেদায়েতের নূর না হইত, তবে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম না এবং তাঁহারা যদি সত্যাসত্যের পার্থক্য না করিতেন, তবে আমরা পথভ্রষ্ট হইতাম। ইঁহারাই দীন ইছলামের কলেমা উচ্চকরনার্থে স্বীয় শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং মানবজাতির বহু দলকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছেন। যাহারা ইঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহারা ইঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, ছুফীগণের আকিদা বিশ্বাস অবশেষে অর্থাৎ ছুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করিয়া বেলায়েতের চরমে উপনীত হওয়ার পর এই সত্যবাদী আলেমগণের আকিদা বিশ্বাসই হইয়া থাকে। ফলকথা, আলেমগণ অন্যের নিকট হইতে উদ্ধৃত করিয়া অথবা দলীলাদি কর্ত্তৃক যাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন, ছুফীগণ তাহা কাশ্‌ফ বা বিকাশ কিম্বা এল্‌হাম বা বিজ্ঞপ্তি কর্ত্তৃক অবগত হইয়া থাকেন। যদিও মধ্যাবস্থায় অনেক ছুফীর প্রতি মত্ততা হেতু অবস্থার চাপে ইহাদের বিশ্বাসের বিপরীত প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু উহাদিগকে যদি উক্ত মাকাম অতিক্রম করাইয়া শেষ স্তরে উপনীত করেন, তাহা হইলে উক্ত বিরোধিতা ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। অন্যথায় বিরোধিতা থাকিয়াই যাইবে। অবশ্য আশা করা যায় যে, ইহার কারণে তাহাকে শাসন করা যাইবে না। উহার অবস্থা এজ্‌তেহাদ বা মাছ্‌আলা উদ্ধারে ভুল করিলে যেরূপ হয়— তদ্রূপ। এজ্‌তেহাদকারী মাছ্‌আলা উদ্ধারে ভুল করিয়া থাকে এবং উক্ত ছুফী কাশ্‌ফের মধ্যে ভুল করিয়াছে।

উক্ত ছুফীগণের বিরোধিতার মধ্য হইতে ওয়াহ্‌দাতুল্‌ অজুদ বা একবাদ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জাত কর্ত্তৃক সর্ব্ব বস্তুকে বেষ্টন, নৈকট্য ও সংগতাও একটি বিরোধিতা যথা— পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার সপ্ত ছেফাত কিম্বা অষ্ট ছেফাত যাহা খারেজ বা বহির্জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক হইতে অতিরিক্ত অজুদ হিসাবে মওজুদ (অস্তিত্ববান) আছে তাহাকে অস্বীকার করা, আহলে ছুন্নতের আলেমগণ আল্লাতায়ালার ছেফাতসমূহকে তাঁহার জাত হইতে অতিরিক্ত খারেজ বা বহির্জগতে মওজুদ বা বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিশ্বাস রাখেন। ছুফীগণের অস্বীকারের কারণ এই যে, উক্ত অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় তাহারা আছে, সে অবস্থায় ছেফাতসমূহের দর্পণে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জাতকে অবলোকন করিতেছে এবং ইহা জানা আছে যে, দর্পণ দর্শকের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই গুপ্ততা হেতু তাহারা বহির্জগতে উহাদের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তাহারা ধারণা করে যে, ইহাদের অস্তিত্ব যদি থাকিত, তবে নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অস্তিত্বও নাই। তাহারা ছেফাতসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হেতু আলেমগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। বরঞ্চ কাফের এবং প্রতিমা পূজক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ দোষারোপ ও দুঃসাহস করা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। উক্ত ছুফীগণকে যদি আল্লাহ্‌পাক— উক্ত মাকাম হইতে উন্নতি প্রদান করেন এবং এই ব্যবধানের প্রতি দৃষ্টি করা তাহাদের অন্তর্হিত হয়, তখন দর্পণবৎ হওয়াও তিরোহিত হইবে এবং ছেফাতসমূহকে পৃথক দর্শন করিবে ও অস্বীকার করিবে না ও তখন আলেমগণের প্রতি দোষারোপ করার পর্য্যায় উপনীত হইবে না।

উক্ত ছুফীগণের অপর একটি বিরোধিতা এই যে, তাহারা কতিপয় কার্য্যের নির্দ্দেশ প্রদান করেন, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ওয়াজেব বা অনিবার্য্য বলিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। যদিও তাহারা ওয়াজেব বা অনিবার্য্য শব্দ প্রয়োগ করেন না এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে ইচ্ছাময় বলিয়া প্রমাণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার এরাদা বা ইচ্ছাশক্তির

অস্বীকারকারী। এ বিষয় তাহারা যাবতীয় ধর্ম্মের মোখালেফ-বিরোধী, উহাদের উক্ত বিষয়সমূহ হইতে একটি এই যে— তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বীয় কুদরত বা শক্তি দ্বারা সর্ব্ব শক্তিমান জানেন এই অর্থে যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে কার্য্যে পরিণত করেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা না করেন, তবে কার্য্যে পরিণত করেন না। কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তাহারা ইহার প্রথম বাক্যটিকে সত্য বা বাস্তবে পরিণত করা অনিবার্য্য বলিয়া জানেন, এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সত্যে পরিণত করা নিষিদ্ধ মনে করেন। তাহাদের এই বাক্য (আল্লাহ্‌তায়ালাকে) ইজাব বা বাধ্যতায় উপনীত করে। বরঞ্চ যাবতীয় ধর্ম্মানুযায়ী কুদরত বা শক্তির যে অর্থ লইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা হয়। কেননা কুদরত বা শক্তির অর্থ কোন কার্য্য সম্পাদন ও বর্জ্জন সমতুল্য বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাদের বাক্য দ্বারা সম্পাদনই কর্ত্তব্য, বর্জ্জন অসম্ভব অনিবার্য্য হয়। অতএব তাহারা কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয় ইহাদের মাজহাব বা পন্থা অবিকল দার্শনিকগণের মাজহাব বা পন্থা। প্রথম বাক্যটি— ওয়াজেব, দ্বিতীয়টি— নিষেধ বলা সত্ত্বেও এরাদা বা ইচ্ছাশক্তি প্রমাণ করিয়া নিজদিগকে দার্শনিকগণ হইতে পৃথক করার চেষ্টার কোন ফল হয় না ; যেহেতু এরাদা বা ইচ্ছা শব্দের অর্থ উভয়ের যে কোনটি গ্রহণ করা সমতুল্য। অতএব যে স্থলে তুল্যতা নাই, তথায় ইচ্ছা শক্তিও নাই। সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এই স্থলে তুল্যতা নিবারিত। কেননা উভয় দিকের একটি একান্ত কর্ত্তব্য ও অপরটি নিষিদ্ধ। বুঝিয়া দেখুন।

উক্ত বিষয়ের মধ্যে অপর একটি এই যে, তাহারা তক্‌দির বা ভাগ্যলিপি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, বাহ্যতঃ তদ্দারা ইজাব বা বাধ্যতা বুঝায়। এ বিষয় তাহারা লিখিতেছে যে, "হাকীমেই— মহকুম এবং মহকুমেই— হাকীম"। অর্থাৎ আদেষ্টাই— আদিষ্ট এবং আদিষ্টই-আদেষ্টা। তাহাদের এই বাক্য আল্লাহ্‌তায়ালার ইজাব বা বাধ্যতা ব্যতীতও তাঁহাকে কাহারও আদিষ্ট বা আজ্ঞাবহ জানা এবং অন্যকে তাঁহার প্রতি আদেশ কর্ত্তা নির্ধারণ করা অতীব দোষণীয় কদর্য্য কর্ম্ম।

"নিশ্চয় তাহারা নিশ্চয় অপছন্দনীয় ও অবাস্তব বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে" (কোরআন)। ইহাদের এই প্রকারের বিরোধিতা বহু আছে। যথা— তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাজাল্লীয়ে ছুরী বা বাহ্যিক প্রতিবিম্ব ব্যতীত আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভ অসম্ভব। এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন অস্বীকার করা হয়। তাজাল্লীয়ে ছুরী কর্ত্তৃক যে দর্শন তাহারা জায়েজ রাখিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা আল্লাহ্‌ ছোব্‌হানাহুর দর্শন নহে। উহা এক প্রকারের মেছাল বা অনুরূপ বস্তুর দর্শন।

"দেখিবে মো'মেনগণ তাঁহারে সবায়
মেছাল, প্রকার-বোধ, রবে না তথায়"।

তাহাদের অপর একটি বাক্য যে, কামেল বা পূর্ণ ব্যক্তিগণের রূহ্‌ ও আত্মা অনাদি। তাহাদের এই বাক্যও মোছলমানগণের বাক্যের বিপরীত। যেহেতু ইছলাম সমাজে সকলের

নিকট জগত ও জগতের যাবতীয় অংশ হাদেছ বা নূতন এবং রূহ্ জগতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকেই জগৎ বলা হইয়া থাকে। বুঝিয়া দেখুন। সুতরাং সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, তাহার কাশ্‌ফ ও এল্‌হামের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত হক্কানী-সত্যবাদী আলেমগণের দৃঢ় অনুসরণ করে এবং আলেমগণকে সত্য ও নিজেকে ভুল বুঝিয়া অনুমান করে। কারণ আলেমগণের নির্ভর, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের প্রতি— যাহা সঠিক-অকাট্য অহির সাহায্য প্রাপ্ত এবং ভুল-ভ্রান্তি হইতে সুরক্ষিত। অতএব অহি কর্ত্তৃক সাব্যস্ত কোন হুকুমের বিপরীত কাশ্‌ফ-এল্‌হাম হইলে তাহা ভুল। আলেমগণের বাক্য হইতে স্বীয় কাশ্‌ফকে অগ্রগণ্য করা অহি কর্ত্তৃক অবতীর্ণ অকাট্য হুকুম ও আদেশ হইতে উহাকে অগ্রগণ্য করা মাত্র। ইহা নিছক গোমরাহী (ভ্রষ্টতা) এবং পরকাল ধ্বংস ও বরবাদ করা।

কোরআন হাদীছানুযায়ী আকিদা বিশ্বাস স্থাপন যেরূপ জরুরী, তদ্রূপ মোজ্‌তাহেদ আলেমগণ কোরআন-হাদীছ হইতে হালাল-হারাম, ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব, মকরূহ, মোশ্‌তাবেহ ইত্যাদি যে আমল সমূহ বহিষ্কার করিয়াছেন, তদনুযায়ী আমল করা এবং উক্ত হুকুম সমূহ অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মোকাল্লদ বা অনুসারীগণের জন্য সঙ্গত নহে যে, কোরআন হাদীছ হইতে মোজ্‌তাহেদ আলেমগণের বিপরীত হুকুম গ্রহণ করতঃ তদনুযায়ী আমল করে। বরং উচিৎ যে, যে মাজহাবের অনুসরণকারী সেই মাজহাবের কওলে মোখ্‌তার বা গৃহীত বাক্যকে গ্রহণ করে এবং রোখ্‌ছৎ বা সহজ সাধ্য আমল পরিত্যাগ করতঃ আজিমত বা কৃচ্ছ্র সাধ্য কার্য্য অনুযায়ী আমল করে। যথাসম্ভব বিভিন্ন মোজতাহেদগণের বাক্যসমূহ একত্রিত করার চেষ্টা করিবে, যাহাতে সর্ব্ববাদী সম্মত মতানুযায়ী আমল সংঘটিত হয়। যথা— এমাম শাফী ছাহেব অজুর মধ্যে নিয়ত ফরজ বলিয়াছেন ; অতএব নিয়ত ব্যতীত যেন 'অজু' না করে। এইরূপ অজুর অঙ্গগুলি ধুইবার সময় তরতীব বা ক্রম বজায় রাখা ও পরপর বিধৌত করা জরুরী বলিয়া জানে এবং তাহা যেন কার্য্যে পরিণত করে। এমাম মালেক অঙ্গ বিধৌত করার সময় মর্দ্দন করা ফরজ বলিয়াছেন ; অতএব অবশ্য মর্দ্দন করিবে। এইরূপ তিনি নারী ও পুরুষাঙ্গ স্পর্শে অজু নষ্ট হয় বলিয়াছেন। ঘটনাক্রমে উহা ঘটিলে নূতন ভাবে অজু করিবে। এই ভাবে যাবতীয় বিষয় করিবে। যখন আমল— কার্য্য ও এ'তেকাদ (বিশ্বাস) এই দুই বাজু গঠিত হইবে, তখন আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের স্তর সমূহের দিকে আরোহণ করার প্রতি মনোযোগী হইবে ও জোলমানী বা তমসাময় এবং নূরানী— উজ্জ্বল মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করার প্রতি যত্নবান হইবে। কিন্তু জানা আবশ্যক যে, এই মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম ও সোপান সমূহে আরোহণ করা কামেল (পূর্ণ) মোকাম্মেল (পূর্ণতা কারী) পীর যিনি পথের সংবাদ অবগত ও পথ প্রদর্শনকারী এবং পথ প্রদর্শক তাঁহার দৃষ্টির ও আত্মীক শক্তির প্রতি নির্ভরশীল। তাঁহার আত্মীক দৃষ্টি আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ বিদূরিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার লক্ষ্য অপছন্দনীয় ও অসৎ চরিত্রের সংশোধক। সুতরাং প্রথমতঃ কামেল পীর অন্বেষণ করিবে। আল্লাহ্তায়ালার

অনুগ্রহে যদি কামেল পীরের সন্ধান প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার পরিচয়কে অতি উচ্চ নেয়মত ও অনুগ্রহ ভাবিয়া নিজেকে তাঁহার দরবারের মোলাজেম বা খাদেম ও ভৃত্য করিবে ও পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত ও বাধ্য হইয়া থাকিবে। শায়েখুল্ ইছলাম হরবী বলিয়াছেন যে, "ইয়া এলাহী ! ইহা কি রহস্য যে তুমি স্বীয় দোস্তগণকে করিয়াছ, যে,— যাহারা ইঁহাদিগের পরিচয় লাভ করিল, তাহারা তোমাকে প্রাপ্ত হইল এবং যে পর্য্যন্ত তোমাকে প্রাপ্ত হইবে না সে পর্য্যন্ত ইঁহাদিগেরও পরিচয় প্রাপ্ত হইবে না"।

সাধক নিজের এখ্‌তিয়ার বা ইচ্ছাকে পূর্ণরূপে শায়েখ বা পীরের এখ্‌তিয়ারের মধ্যে বিলীন করিবে, এবং নিজেকে যাবতীয় স্পৃহা হইতে পূর্ণরূপে শূন্য করতঃ স্বীয় পীরের খেদমতের জন্য কটি বাঁধিবে। পীর তাহাকে যাহা আদেশ করিবেন, তাহাকে সৌভাগ্যের মূলধন তুল্য জানিয়া তাহা প্রতিপালনার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। পীর যদি জেকের করা তাহার জন্য উপযোগী বলিয়া ধারণা করেন, তবে তাহাই আদেশ করিবেন— কিংবা যদি মোরাকাবা ও তাওয়াজ্জোহ করা অর্থাৎ ধ্যানে নিমগ্ন থাকা উপযোগী ভাবেন, তবে তদ্দিকে ইঙ্গিত করিবেন অথবা শুধু ছোহ্‌বত বা সংসর্গে অবস্থান যথেষ্ট জানিলে তাহাই আদেশ দিবেন। ফলকথা, পীরের ছোহ্‌বত বা সংসর্গে অবস্থানকালীন জেকেরের মুখাপেক্ষী হওয়া এ পথের জন্য কোনও শর্ত্ত নহে। পীর যাহা তালেবের (সাধকের) উপযোগী মনে করিবেন, তাহাই আদেশ করিবেন। তরীকার কোন কার্য্যে যদি ব্যতিক্রম ও ত্রুটি হয়, তবে পীরের ছোহ্‌বত বা সংসর্গ তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে ও তাহার আত্মীক লক্ষ্য উহা পূর্ণ করিয়া দিবে। যদি এরূপ পীরের সংসর্গ প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ না হয়, তবে উক্ত সাধক যদি মোরাদ বা আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত ও প্রিয় ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। কেবলমাত্র তাঁহার অনুগ্রহই উহার যাবতীয় কার্য্যের জন্য যথেষ্ট, যে কোন শর্ত্ত বা আদব তাহার জন্য দরকার হয়, তাহা আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে অবগত করাইয়া দিবেন এবং ছুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করনার্থে কোনও বোজর্গের পবিত্র রূহ্ তাঁহার পথের অছিলা বা মধ্যস্থ করাইয়া থাকেন। কেননা আল্লাহ্তায়ালার প্রচলিত আস্বভাব এই যে, ছুলুকের পথ অতিক্রম করার জন্য মাশায়েখগণের রূহ্‌সমূহের মধ্যস্থতা আবশ্যক। উক্ত সাধক যদি মুরীদ বা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্তায়ালার প্রতি গমনকারী অর্থাৎ প্রেমিক ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে পীরের মধ্যস্থতা ব্যতীত তাহার কার্য্য সঙ্কটাপন্ন হয়। কামেল পীর প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সদা-সর্ব্বদা আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহার কাঁদা-কাটি করা উচিৎ, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে পথ প্রদর্শক পীরের নিকট উপনীত করে। আধ্যাত্মিক পথের শর্ত্তসমূহ বজায় রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে। উক্ত শর্ত্তসমূহ মাশায়েখগণের কেতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, তথা হইতে অবগত হইয়া তাহা প্রতিপালন করিবে। এ পথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শর্ত্ত নফ্‌ছের বিরুদ্ধাচারণ এবং উহা 'ওয়ারা' বা নির্লিপ্ততা ও 'তাকওয়া' বা অবৈধ হইতে বিরতির মাকাম প্রতিপালন করার প্রতি নির্ভরশীল। ওয়ারা, তাকওয়া-এর মাকামের অর্থ হারাম বা অবৈধ বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকা।

যে পর্য্যন্ত মোবাহ্ বস্তুসমূহ আবশ্যকের অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে বিরত না থাকিবে, সে পর্য্যন্ত হারাম বস্তু হইতে রক্ষা পাইবে না। কেননা মোবাহ্ বস্তুর মধ্যে 'বল্গা' শিথিল করিলে সন্দিগ্ধ বস্তুতে উপনীত করে এবং সন্দিগ্ধ বস্তু হারামের নিকটবর্ত্তী। অতএব তাহাতে হারামে উপনীত হইবার কঠিন সন্দেহ আছে।

যে ব্যক্তি রাজকীয় চারণভূমির পার্শ্বে বিচরণ করে, তাহার উহাতে উপনীত হইবার আশঙ্কা আছে। অতএব হারাম হইতে বিরত থাকা মোবাহ্ বস্তু অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে বিরত থাকার প্রতি নির্ভরশীল। সুতরাং পরহেজগারী করিতে হইলে মোবাহ্ বস্তু অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং আত্মীক উন্নতি পরহেজগারীর প্রতি নির্ভর করে। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা এই যে, যাবতীয় আমলের— দুই অংশ আছে, একটি আদেশ প্রতিপালন ; অপরটি নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বিরতি। আদেশ পালনের মধ্যে ফেরেশ্তাবৃন্দ আমাদের সহিত সমতুল্য। যদি আদেশ পালন কর্ত্তৃক উন্নতি সাধিত হইত, তবে ফেরেশ্তাবৃন্দেরও উন্নতি হইত (কিন্তু তাহা হয় না)। পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বিরত থাকা, উহাদের মধ্যে নাই। কেননা তাঁহারা স্বভাবতঃই 'মাছুম'— পাপ-শূন্য ; বিরোধীতা করিবার ক্ষমতা তাহাদের মধ্যে নাই, যে তাহাদিগকে নিষেধ করা যাইবে। অতএব সাব্যস্ত হইল যে, এই নিষিদ্ধ অংশটির প্রতিই উন্নতি নির্ভর করে এবং এই বিরতিই সরাসরি নফ্ছের বিরুদ্ধাচারণ বটে। নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা ও তমসাচ্ছন্ন ব্যবহার অন্তর্হিত করার জন্যই শরীয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা হারাম কার্য্য কিংবা মোবাহ্ অধিক ব্যবহার— যাহা হারামে উপনীত করে, তাহা নফ্ছ বা প্রবৃত্তির স্বভাবজাত। সুতরাং হারাম ও অতিরিক্ত মোবাহ্ বস্তু পরিত্যাগ করাই একমাত্র নফ্ছের বিরোধিতা করা।

যদি কেহ বলে যে, আদেশ পালনের মধ্যেও নফ্ছের বিরোধিতা বর্ত্তমান আছে। কেননা নফ্ছ এবাদতের মশগুল থাকিতে চাহে না। অতএব আদেশ পালন দ্বারাও উন্নতি হইতে পারে এবং ফেরেশ্তাবৃন্দের মধ্যে আদেশ পালনের বিরোধিতা অন্তর্হিত। তাই তদ্দারা উহাদের উন্নতি সাধিত হয় না। সুতরাং আপনার কেয়াছ বা তুলনাত্মক বিচার যুক্তিঙ্গত নহে। ইহার উত্তর এই যে, নফ্ছ এবাদত করিতে এই হেতু সন্তুষ্ট নহে যে, নফ্ছ সর্ব্বদা অবসর কামনা করে, কোন কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। অতএব তাহার এরূপ অবসরের আকাঙ্ক্ষা ও আবদ্ধ না থাকা কার্য্য— হারামের কিম্বা অতিরিক্ত মোবাহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আদেশ পালনের সময়ও নফ্ছে আম্মারার সহিত উক্ত হারাম কিংবা অতিরিক্ত মোবাহ্ কর্ত্তৃক বিরোধিতা করা হয়, শুধু আদেশ পালন কর্ত্তৃক নহে। কেননা ফেরেশ্তাবৃন্দও আদেশ পালন করিয়া থাকেন, সুতরাং এইরূপ কেয়াছ (তুলনাত্মক বিচার) সত্য। এখন জানা গেল যে, যে তরীকায় নফ্ছের বিরুদ্ধাচরণ অধিক, সেই তরীকা আল্লাহ্তায়ালার অধিক নিকটবর্ত্তী এবং ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাবতীয় তরীকা হইতে নক্শবন্দী তরীকার মধ্যেই নফ্ছের বিরুদ্ধাচারণ অধিক। কেননা এই বোজর্গগণ আজীমত বা কৃচ্ছ্র-সাধ্য আমল গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং রোখ্ছত বা সহজ সাধ্য কার্য্য

পরিত্যাগ করেন। ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে, আজিমতের মধ্যে হারাম বস্তু হইতে বিরত থাকা এবং অতিরিক্ত মোবাহ্ পরিত্যাগ করা উভয়েই সন্নিবিষ্ট আছে। রোখ্ছত ইহার বিপরীত, উহাতে শুধু হারাম বস্তু বর্জন আছে মাত্র। যদি কেহ বলে যে, অন্যান্য তরীকার মধ্যেও আজিমত বা কষ্ট সাধ্য আমল গ্রহণ করিতে পারে। তদুত্তরে বলিব যে, অধিকাংশ তরীকার মধ্যে নৃত্য সঙ্গীত আছে, যাহা বহু কৌশলাদি দ্বারা কোন প্রকারে রোখ্ছত পর্য্যন্ত উপনীত হয়। আজিমতের তথায় কোনই স্থান নাই। এইরূপ 'জেকেরে জহর' বা উচ্চস্বরে জেকের করা। ইহাতেও রোখ্ছত ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমান করা যায় না। আবার অন্য মাশায়েখগণের ছিলছিলার মধ্যে তাঁহার স্বীয় তরীকায় সৎ উদ্দেশ্যে অনেক নূতন কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা অনেক সংশোধনের পর অবশেষে রোখ্ছত-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় মাত্র। আমাদের তরীকার বোজর্গগণ ইহার বিপরীত। ইঁহারা চুল পরিমাণ ছুন্নতের ব্যতিক্রম করা এবং বেদআৎ বা নূতনত্ব সমর্থন করেন না। সুতরাং এই তরীকার মধ্যে নফ্ছের পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ হইয়া থাকে। কাজেই ইহাই অধিক নিকটবর্ত্তী তরীকা। অতএব তালেবগণের জন্য এই তরীকা গ্রহণ অধিক উপযোগী। কেননা এই পথ অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী এবং ইহার মতলব বা লক্ষ্য অতি উচ্চ। এই তরীকার পরবর্ত্তী খলিফাগণের একদল পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করতঃ তরীকার মধ্যে কতিপয় নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নৃত্য-সঙ্গীত ও জেকেরে জহর বা উচ্চঃস্বরে জেকের গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, উহারা এই শ্রেষ্ঠ তরীকার বোজর্গগণের প্রকৃত উদ্দেশ্যে উপনীত হন নাই। তাহারা ধারণা করিয়া থাকেন যে, এই নূতনত্বসমূহ দ্বারা তরীকার পূর্ণতা সাধিত হইবে। কিন্তু তাহারা অবগত নহেন যে, ইহার দ্বারা তাহারা তরীকা নষ্ট ও ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে প্রবল করেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শনকারী।

২৮৭ মকতুব

তদীয় সহোদর ভ্রাতা মিয়া গোলাম মোহাম্মাদ ছাহেবের নিকট 'জজ্বা' ও 'ছুলুক' এবং উহাদের মারেফত সমূহের বিষয়ে লিখিতেছেন।

— ঃ বিছমিল্লাহির রহমানের রাহীম ঃ —

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য, যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন, তবে আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন। রছুল (আঃ) গণের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ ব্যক্তি, যিনি সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন, ও তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্পাক রছুল গণের সমাপ্তি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ও তাঁহার যাবতীয় অনুসরণকারীগণের প্রতি

রোজ-কেয়ামত পর্য্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার দরূদ, বরকত এবং সম্মান বর্ষিত হইতে থাকুক, আমীন (হে আল্লাহ, কবুল কর)।

যখন পরিদৃষ্ট হইল যে, তালেবগণ ইতর মনোবৃত্তি হেতু ও কামেল মোকাম্মেল পীর অপ্রাপ্তির কারণে দীর্ঘ পথ ও উচ্চ মতলব বা উদ্দেশ্যকে স্বল্প পথ ও ইতর মকছুদে অবতরণ করিয়াছে, পথিমধ্যে স্বল্প বিস্তর যাহা তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা লইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে ও উহাকে উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়াছে এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে পূর্ণ ও সমাপ্তকারী বলিয়া অনুমান করিয়াছে, প্রকৃত মোন্তাহী ও আল্লাহ্ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শেষ মর্ত্তবার অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, এই ইতর মনোবৃত্তিধারীগণ স্বীয় চিন্তা ও ধারণার প্রাবল্য হেতু উক্ত কামেলগণের হালতসমূহ স্বীয় অপূর্ণ হালতের সহিত তুলনা করিয়াছে। অবিকল যেন নিম্ন বর্ণিত ঘটনা তুল্য।

স্বপনে দেখিল কেহ, একটি ইঁদুর—
উষ্ট্র সম হয়ে যেন, গেল বহু দূর।

অতল সমুদ্র হইতে এক বিন্দু, বরং বিন্দুর অনুরূপ বস্তু, এবং প্রশান্ত মহাসাগর হইতে অতি সূক্ষ্ম কণা, বরং তাহার আকৃতির অনুরূপ বস্তু পাইয়াই তাহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছে। প্রকার সম্ভূত বস্তুকে প্রকার বিহীন, ধারণা করতঃ প্রকৃত প্রকার বিহীন বস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রকার সম্ভূত বস্তু লইয়া শান্ত হইয়াছে। 'সাকার' বস্তুকে নিরাকার ধারণা করতঃ প্রকৃত নিরাকার বর্জ্জন করিয়া 'সাকার' লইয়া মুগ্ধ হইয়াছে। যে সম্প্রদায় অন্যের অনুসরণ কর্ত্তৃক প্রকার বিহীন বস্তুর প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং নিরাকার বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা— 'ছুলুক' অপূর্ণকারী ও তৃষ্ণাতুর— যথা মরীচিকা প্রাপ্তে শান্ত তালেবগণ হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। হক, বাতেল বা প্রকৃত ও অপ্রকৃত এবং ভুল ও সত্যের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। যে সকল তালেব মতলবে উপনীত হয় নাই এবং 'আদি' বস্তুকে 'অনাদি' ধারণা করে ও প্রকার সম্ভূত বস্তুকে প্রকারবিহীন বলিয়া জানে— 'কাশফ' বা আত্মীক বিকাশের ভুলের জন্য যদি আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে ক্ষমা না করেন ও তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ। "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা যদি ভুলিয়া যাই বা ক্রুটি করি, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে শাসন করিও না'। ইহার উদাহরণ এই যে,— কোন এক ব্যক্তি পবিত্র কা'বার উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষার সহিত বাহির হইল। ঘটনাক্রমে, পথে কা'বার বাহ্যিক অনুরূপ একটি গৃহ অবলোকন করতঃ তাহাকেই পবিত্র কা'বা ধারণা করিয়া তথায় এ'তেকাফ বা উপাসনায় উপবিষ্ট হইল, অপর এক ব্যক্তি প্রকৃত কা'বা দর্শনকারী ব্যক্তিগণের নিকট তাহার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া উহার প্রতি বিশ্বাস করিল ; এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও কা'বার উদ্দেশ্যে এক পদও অগ্রসর হইলনা, কিন্তু সে কা'বা ব্যতীত অন্য বস্তুকে 'কা'বা' ধারণা করিল না। এই ব্যক্তির বিশ্বাস সত্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত তালেব বা অন্বেষণকারী হইতে ইহার অবস্থা উৎকৃষ্ট। অবশ্য, যে তালেব মতলবে বা উদ্দেশ্যে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মতলব ব্যতীত অন্য বস্তুকে মতলব বলিয়া ধারণা করে নাই, তাহার অবস্থা ঐ সত্য অনুসরণকারী, যে এক পদও মতলবের প্রতি

অগ্রসর হয় নাই, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট। কেননা উক্ত তালেব, সত্য উদ্দিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করতঃ স্থূলভাবে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে, অতএব উক্ত তালেব উক্ত অনুসরণকারী হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে অন্য এক দল পূর্ব্ব বর্ণিত রূপ পূর্ণতা ও আল্লাহ্ প্রাপ্তির ধারণায় নিজেকে পীরের আসনে ও খলকুল্লাহ্র অগ্রগামী হিসাবে নিযুক্ত করে এবং স্বীয় অপূর্ণতা কারণে বহু পূর্ণতা অর্জ্জন যোগ্যতাধারী ব্যক্তিগণের যোগ্যতা বিনষ্ট করে ও স্বীয় সংসর্গের শৈথিল্যের অমঙ্গল্য হেতু তালেবগণের উৎসাহের উষ্ণতা ধ্বংস করিয়া থাকে। তাহারা নিজেও ধ্বংস হয় এবং অন্যকেও ধ্বংস করে, এবং নিজেও ভ্রষ্ট, অন্যকেও পথ ভ্রষ্ট করে। যে ছালেকগণ জজ্বায় উপনীতি হন নাই, তাহাদের তুলনায় যে— মজ্জুব বা আকর্ষিত ব্যক্তিগণ ছুলুক করেন নাই তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত পূর্ণতা ও আল্লাহ্ প্রাপ্তির ধারণা অধিকভাবে হইয়া থাকে। কেননা প্রারম্ভকারী ও সমাপ্তকারী উভয়ের জজ্বা দৃশ্যতঃ সমতুল্য ও প্রেম মহব্বতে বাহ্যতঃ বরাবর ; যদিও প্রকৃত পক্ষে ইহাদের মধ্যে কোনই তুলনা হয় না এবং উভয়ের আত্মীক অবস্থাও বিভিন্ন।

পুত জগতের সাথে হীন মৃত্তিকার,
কি আর তুলনা দিয়ে— করিবে বিচার ?

প্রারম্ভে যাহা হয়, তাহা দোষণীয় ও স্বার্থ যুক্ত ; কিন্তু শেষ স্তরে যখন সে আল্লাহ্তায়ালার সহিত সংশ্লিষ্ট তখন তাহার সবই আল্লাহ্র জন্য হইয়া থাকে। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আল্লাহ্চাহে অচিরেই করা হইবে। দৃশ্যতঃ সামঞ্জস্য ও বাহ্যিক সম্বন্ধ হেতু উক্ত রূপ ধারণা হইয়া থাকে মাত্র। এই মহান নক্শবন্দী তরীকার মধ্যে 'ছুলুকের' পূর্ব্বে 'জজ্বা' হয়— বলিয়া এই তরীকার 'মজ্জুব' বা আকর্ষিত ব্যক্তি যাহারা 'ছুলুক' করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের এইরূপ ধারণা ও এই প্রকারের অনুমান অত্যধিক হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একদল যাহারা জজ্বা বা আত্মীক আকর্ষণের মাকামে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উপনীত হয়, তাহারা তাহাকেই ছুলুকের মঞ্জিল অতিক্রম এবং 'ছয়ের এলাল্লাহ্' ধারণা করতঃ নিজেকে 'মজজুবে ছালেক' বলিয়া বিশ্বাস করে। উল্লিখিত কারণে আমার মনে উদ্ভব হইল যে, 'জজ্বা' ও 'ছুলুকের' প্রকৃত তত্ত্বের বিষয় ও উক্ত মাকাম দ্বয়ের পার্থক্য ও উভয়ের বিশেষত্বসমূহ এবং প্রারম্ভ ও সমাপ্তকারীগণের 'জজ্বার' পার্থক্য ও পীরি-মুরীদী ও পূর্ণতার মাকামের তথ্য এবং উক্ত মাকামের অনুকূল ও উপযোগী এল্ম ইত্যাদির বিষয়ে কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করি, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে প্রবল এবং অসত্যকে ধ্বংস করেন ; যদিও ইহা দোষী ও পাপীদিগের মনঃপূত নহে। এখন আল্লাহ্তায়ালার কান্তিপূর্ণ তৌফিক (সুযোগ প্রদান) ও সাহায্য লইয়া আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ ছোবহানাহুই পদ প্রদর্শক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মালিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য সমাধাকারী।

এই মকতুবের মধ্যে দুইটি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহার আছে। প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে জজ্বার মাকামের সহিত সম্বন্ধিত মারেফতসমূহের বর্ণনা হইবে, দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদে শুধু ছুলুকের বিষয় বর্ণিত হইবে এবং উপসংহারে বিভিন্ন এল্‌ম— মারেফত, যাহা তালেবগণের অবগত হওয়া অত্যধিক উপকারী, তাহার বর্ণনা হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জানিবেন যে, যে— মজ্‌জুব বা আত্মীক আকর্ষিত ব্যক্তিগণ ছুলুক পূর্ণ করেন নাই, তাহাদের 'জজ্‌বা' যতই শক্তিশালী হউক না কেন এবং যে কোন পথেই আকর্ষিত হউক না কেন, তাহারা 'আরবাবে কুলুব' বা কল্‌ব অধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। 'ছুলুক' এবং নফ্‌ছের পবিত্রতা ব্যতীত কল্‌বের মাকাম অতিক্রম করিয়া কল্‌ব পরিচালক— আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভ সম্ভবপর নহে। উহাদের 'জজ্‌বা' কল্‌বের জজ্‌বা বা আকর্ষণ এবং উহাদের মহব্বত— বাহ্যিক মহব্বত ; প্রকৃত মহব্বত নহে ; উহা স্বার্থ সম্ভূত ; মূলগত নহে। যেহেতু 'নফ্‌ছ' এবং 'রূহ' এই মাকামে সম্মিলিত, অন্ধকার ও আলোক এই ব্যাপারে একত্রিত। কল্‌বের মাকাম-এর সঙ্কীর্ণতা হইতে পূর্ণরূপে বহিষ্কৃতি ও কল্‌ব স্বীয় পরিচালকের সহিত সম্মিলন এবং উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি রূহের আকর্ষণ সৃষ্টি করণ— 'নফ্‌ছের' কবল হইতে 'রূহ্‌' মুক্ত হইয়া উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি লক্ষ্য এবং 'রূহ্‌' হইতে 'নফ্‌ছ' পৃথক হইয়া বন্দিগীর মাকামে অবতরণ না করা পর্য্যন্ত সম্ভবপর নহে। যে পর্য্যন্ত বাস্তবে এই উভয় একত্রিত থাকে, সে পর্য্যন্ত কল্‌বের 'হকীকাতে জামেয়া' বা সমষ্টিভূত তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অতএব তখন রূহের নিছক আকর্ষণ সম্ভব হয় না। 'নফ্‌ছ' হইতে 'রূহের' মুক্তি ছুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম এবং ছয়ের-এলাল্লাহের যাবতীয় পথ সমাপ্ত করা ও 'ছয়ের ফিল্লাহের' সহিত মিলিত হওয়া ; বরং 'ফরক বাদ-আল-জমা' বা 'একত্রিতীর পর পার্থক্য-এর মাকাম যাহা ছয়ের-আনিল্লাহ্‌ বিল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আল্লাহ্‌ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখে— তাহা লাভ করার পর ঘটিয়া থাকে।

ভিখারী কিরূপে হবে সৈনিক প্রধান !
মশক পারে কি হতে শাহ্‌ ছোলেমান !

এখন সমাপ্ত ও প্রারম্ভকারীর 'জজ্‌বা'-এর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পাইল। কল্‌বে অবস্থিত এই মজ্‌জুব ব্যক্তিগণের শুহুদ বা আত্মীক দর্শন সৃষ্ট বস্তুর পর্দ্দার আড়াল হইতে হইয়া থাকে। তাহারা ইহা অবগত হউন কিম্বা নাই হউন। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে 'আলমে আর্‌ওয়াহ' যাহা— সূক্ষ্মতা, বেষ্টন, প্রবেশকরণ— ইত্যাদি হিসাবে স্বীয় স্রষ্টার দৃশ্যতঃ সদৃশ্য, নিশ্চয় "আল্লাহ্‌পাক আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (হাদীছ)। তাহাই উহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রকারের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহারা রূহের দর্শনকে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন বলিয়া জানেন। তাহার বেষ্টন, প্রবেশকরণ, নৈকট্য, সঙ্গতাও এই প্রকারের বলিয়া জানিবেন। কেননা সাধকের দৃষ্টি তাহার ঊর্দ্ধের মাকাম অতিক্রম করে না এবং ঊর্দ্ধের ঊর্দ্ধ মাকামে উপনীত হয় না। যখন উহাদের ঊর্দ্ধে 'রূহের' মাকাম, তখন তাহাদের দৃষ্টি রূহের মাকাম অতিক্রম করে না ও রূহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন

বস্তুই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। রূহের ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা 'রূহের' মাকামে উপনীত হওয়ার প্রতি নির্ভর করে। 'মহব্বত' এবং 'জজ্‌বা' ও আত্মীক দর্শনের অনুরূপ। আল্লাহ্‌তায়ালার 'শুহুদ', বরং তাঁহার মহব্বত ও তাঁহার প্রতি আকর্ষণ— 'ফানা' হাছিল হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল ; যাহাকে 'ছয়ের এলাল্লাহে'র শেষ বলা হইয়া থাকে।

যেতক নফ্‌ছের ফানা হবে না হাছীল,
আল্লার দরবার পাকে হবে না শামিল।
নফ্‌ছে আম্মারার 'ফানা' হবে না যাহার,
পাবে না সে পথ কভু দরগাহে আল্লার।

এস্থলে 'শুহুদ' শব্দ প্রয়োগ করা— ভাষার সঙ্কীর্ণতা হেতু— হইয়াছে। নতুবা এই বোজর্গগণের কার্য্যকলাপ প্রচলিত 'শুহুদ' ইত্যাদি হইতে বহু ঊর্দ্ধে, ইঁহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু যেরূপ প্রকার বিহীন, তদ্রূপ তাঁহার সহিত ইঁহাদের সম্মিলনও প্রকার বিহীন, নিরাকারের দিকে সাকারের কোনই পথ নাই। বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাঁহার 'দান' বহন করিতে কেহই সক্ষম হয় না।

নরের প্রাণের সহিত নরের রব্বের,
প্রকার বিহীন মিল আছে উভয়ের।
কহিলাম নর বটে, নহেকো বানর !
পরমাত্মা না চিনিলে হবে নাকো নর।

তরীকতপন্থী তত্ত্ববিদগণ যাঁহারা শেষ দরজায় (স্তরে) উপনীত হইয়াছেন— তাঁহাদের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার বেষ্টন, প্রবেশ করণ, নৈকট্য ও সঙ্গতা— এল্‌ম কর্ত্তৃক ; যেরূপ ছুন্নত জামাআত দলের হক্কানী আলেমবৃন্দের অভিমত। ইহাদের নিকট তাঁহার পবিত্র জাত কর্ত্তৃক নৈকট্য, ইত্যাদির নির্দ্দেশ প্রদান করা অর্থশূন্য ; বরং উহা দূরবর্ত্তীতার চিহ্ন। নিকটবর্ত্তীগণ "আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের নৈকট্য"— প্রমাণ করেন না। জনৈক বোজর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি বলে আমি নিকটবর্ত্তী, সে ব্যক্তিই দূরবর্ত্তী এবং যে বলে, আমি দূরবর্ত্তী সেইই নিকটবর্ত্তী— তাছাওয়োফ ইহাই"।

তৌহিদে অজুদী বা একবাদের সহিত যে এল্‌ম সম্বন্ধ রাখে, তাহার উৎপত্তি ও সৃষ্টি কল্‌বের মহব্বত ও আকর্ষণ হইতে হইয়া থাকে। যে 'আরবাবে কুলুব'গণ বা কল্‌বের অধীনস্থগণ জজ্‌বা সৃষ্টি না করিয়া ছুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করেন, তাঁহাদের সহিত এই এল্‌মের কোনই সম্বন্ধ নাই। এইরূপ যে মজজুব— ছুলুক কর্ত্তৃক কল্‌ব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণরূপে কল্‌বের পরিচালকের প্রতি মনোযোগী হন, তাঁহারাও এইরূপ এল্‌ম হইতে বিমুখ ও ক্ষমাপ্রার্থী। অবশ্য অনেক 'মজ্‌জুব' এরূপ আছেন, যাঁহারা ছুলুকের পথে মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম করা সত্ত্বেও তাঁহাদের লক্ষ্য তদীয় মনোনীত ও অভ্যস্থ স্থান হইতে বিচ্যুত হয় না ও ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করে না। উল্লিখিত এল্‌ম— এরূপ ব্যক্তিগণের আঁচল পরিত্যাগ করে না এবং তাহারা এই চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না। এই হেতু উহারা নৈকট্যের দরজাসমূহে আরোহণ করিতে ও পবিত্র স্থান সমূহে উত্থিত হইতে অক্ষম ও পঙ্গু।

"হে আমাদের প্রতিপালক, এই জালেম অত্যাচারী দেশবাসীর কবল হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী বন্ধু প্রদান কর" (কোরআন)।

উক্ত এল্‌ম সমূহ হইতে বৈমুখ্যই শেষ মতলবে উপনীত হওয়ার নিদর্শন। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের সহিত সম্বন্ধ যতই গাঢ় হইবে, সৃষ্ট জগতকে স্রষ্টার সহিত ততই সম্বন্ধ বিহীন প্রাপ্ত হইবে ; অতএব তখন সৃষ্ট জগতকে অবিকল স্রষ্টা বলিয়া জানা, অথবা তদীয় জাত কর্ত্তৃক জগতকে বেষ্টনকারী বলিয়া ধারণা করার কোনই অর্থ হয় না। মৃত্তিকার সহিত প্রভুগণের প্রভুর কি আর তুলনা হইবে !

১। মারেফত (প্রকৃত পরিচয়)

হজরত খাজা নক্‌শবন্দ কোদ্দেছাছেররূহু বলিয়াছেন যে, "আমরা শেষ বস্তুকে প্রারম্ভে প্রবেশিত করি"। ইহার অর্থ এই যে, মোন্তাহী বা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণের সর্ব্বশেষে যে আকর্ষণ ও মহব্বত লাভ হয়, উহা আমাদের এই তরীকার প্রারম্ভে যে আকর্ষণ ও মহব্বত সৃষ্টি হয়, তাহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। কেননা মোন্তাহীর জজ্‌বা রূহ্‌ হইতে উৎপন্ন এবং প্রারম্ভকারীর জজ্‌বা কল্‌ব হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কল্‌ব যখন রূহ্‌ এবং নফ্‌ছের মধ্যস্থ, তখন কল্‌বের জজ্‌বা বা আকর্ষণের সহিত রূহের জজ্‌বাও হাছিল হইয়া থাকে। যদিও ইহা যাবতীয় জজ্‌বার মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা এই তরীকার বিশেষত্ব বলার অর্থ এই যে, এই তরীকার পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণ ইহা হাছিল করার জন্য এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন ও এই মতলবে উপনীত হইবার এক খাছ পন্থা নির্ধারিত করিয়াছেন, অন্য তরীকায় ইহা কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে। এ বিষয় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন নাই। অধিকন্তু এই বোজর্গগণ জজ্‌বার মাকামে এক বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করেন, যাহা অন্য তরীকার মধ্যে লাভ হয় না। যদিও বা হয় কিন্তু তাহা কদাচিৎ। এই হেতু উহাদের অনেকের এই মাকামে ছুলুকের মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম না করিয়াও ছুলুককারীগণের অনুরূপ ফানা-বাকা হাছিল হয় এবং তকমীল বা পূর্ণতা কার্য্যের মাকামের কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহা ছয়ের আনিল্লাহ্‌ বিল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আল্লাহ্‌কে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা)-এর মাকামের অনুরূপ, তদ্দারা উহারা স্বীয় মুরীদগণের তরবিয়াৎ বা দীক্ষা প্রদান ও প্রতিপালন করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌চাহে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা অচিরেই লিপিবদ্ধ হইবে। এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে, তাহা জানা আবশ্যক। উহা এই যে, দেহের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে মকছুদ বা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি রূহের এক প্রকার লক্ষ্য ছিল। দেহের সহিত সম্পর্ক হইবার পর উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই মহান তরীকার বোজর্গগণ উল্লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী রূহের লক্ষ্য পুনরায় প্রকাশ করার জন্য একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু রূহ্‌ যখন দেহের সহিত আকৃষ্ট, তখন শুধু কল্‌বের লক্ষ্য হাছিল হয়। যাহাতে নফ্‌ছ এবং রূহ্‌ উভয়ের

লক্ষ্য সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, কল্‌বের 'তাওয়াজ্জোহ' বা লক্ষ্যের মধ্যে রূহের লক্ষ্যও সম্মিলিত আছে। অবশ্য মোন্তাহীগণের রূহের লক্ষ্য রূহের 'ফানা' 'বাকার' পর— যে প্রকৃত 'অজুদ' বা অস্তিত্ব লাভ করে— যাহাকে 'বাকাবিল্লাহ্‌' বলা হয়, তদ্দারা সংঘটিত হইয়া থাকে। কল্‌বের আনুষঙ্গিক রূহের যে তাওয়াজ্জোহ্‌ হয় ; বরং শুধু রূহেরই তাওয়াজ্জোহ— যাহা দেহের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ছিল, তাহা রূহের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকা অবস্থার তাওয়াজ্জোহ, যাহাতে ফানার কোনই অবকাশ নাই। রূহের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকাকালীন তাওয়াজ্জোহ ও উহার অস্তিত্ব 'ফানা' বা বিলীন হওয়ার পর তাওয়াজ্জোহের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। অতএব রূহের উল্লিখিত কল্‌বের অন্তর্ভুক্ত তাওয়াজ্জোহকে এই হিসাবে শেষ বলা যাইতে পারে যে, রূহের এই তাওয়াজ্জোহই শেষ মর্ত্তবা পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। সুতরাং শেষ বস্তুকে প্রারম্ভে প্রবেশ করার অর্থ এই যে, শেষ বস্তুর আকৃতি প্রারম্ভে প্রবেশ করান হয়। উহার হকীকত বা প্রকৃত বস্তুকে প্রবেশ করান নহে, যেহেতু উহা অসম্ভব। ছুরাত বা আকৃতি শব্দটি তথায় ব্যবহার না করার অর্থ এই তরীকার তালেবগণকে উৎসাহ প্রদান করা হইতে পারে। প্রকৃত কথা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে আমি যাহা বর্ণনা করিলাম তাহাই। ছাবেক[১] বা পুরোগামী ব্যক্তিগণ যাহাদের আকর্ষণ কষ্টসাধ্য ও অর্জ্জিত নহে ; বরঞ্চ তাওয়াজ্জোহ এবং হুজুর দ্বারা হইয়া থাকে তাহাদের আকর্ষণও কল্‌বের আকর্ষণ এবং রূহের উল্লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্য— যাহা দেহের সহিত সম্বন্ধ হইবার পরও অন্তর্হিত হয় নাই ; বরং অবশিষ্ট আছে।

রূহের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্য প্রকাশ করার জন্য কষ্ট ও পরিশ্রম উহাদের জন্য আবশ্যক হয় ; যাহাদের রূহ্‌ দেহের সহিত সম্বন্ধিত হওয়ার পর পূর্ব্বের লক্ষ্য বিস্মৃত হয়। 'অর্জ্জন' যেন— তাহাদের পূর্ব্ব লক্ষ্যকে স্মরণ ও হুঁশিয়ার করান বা হারা ধনের প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান মাত্র। অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্য যাহারা বিস্মৃত হন, তাঁহারা এই 'ছাবেক'গণ— যাহারা বিস্মৃত হয় না, তাঁহাদের তুলনায় সূক্ষ্ম যোগ্যতা সম্পন্ন। কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্য পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়া কার্য্যতঃ পরবর্ত্তী লক্ষ্যকৃত বস্তুর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার আভাষ প্রদান করে। কিন্তু বিস্মৃত না হওয়া তদ্রূপ নহে[২]। ফলকথা, ছাবেকগণের মধ্যে উক্ত লক্ষ্য সমুদয় দেহে পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের দেহও তাঁহাদের রূহের স্বভাব ধারণ করে। যেরূপ মহবুব ও মোরাদ বা প্রিয় ও বাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের অবস্থা। কিন্তু মাহবুব ব্যক্তিগণের দেহের মধ্যে পরিচালিত হওয়া এবং ছাবেকীনগণের দেহে পরিচালিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য ঐরূপ, কোন বস্তুর তত্ত্ব ও আকৃতির মধ্যে পার্থক্য যেরূপ। উক্ত তত্ত্ববিদগণের প্রতি ইহা অবিদিত নহে। অবশ্য কামেল মুরীদ ও আল্লাহ্‌ প্রাপ্ত প্রেমিকগণের এইরূপ পরিচালন লাভ হয়, কিন্তু উহা তড়িৎ-বৎ ও ক্ষণিকের জন্য হইয়া থাকে ; আল্লাহ্‌র প্রতি রূহের লক্ষ্য স্থায়ী হয় না। স্থায়ী পরিচালন মাহবুব ব্যক্তিগণের জন্যই বিশিষ্ট।

টীকাঃ— ১। ছাবেক=পুরোগামী অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমাকর্ষণ দ্বারা আকর্ষিত ও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্ত, তাঁহাদিগকে কোনরূপ কষ্ট অথবা অর্জ্জন করিতে হয় না। শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার মেহেরবাণীতে তাঁহারা উন্নতি করেন। ২। যথা শর্করা পানির সহিত পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়, কিন্তু বালুকা মিশ্রিত হয় না অতএব শর্করা শ্রেষ্ঠ।

২। মারেফত বা পরিচয়

আরবাবে কুলুব যে মজ্জুবগণ তাহারা যখন কল্বের মাকামে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হন ও উক্ত মাকামের উপযোগী মারেফত এবং সংজ্ঞা ও চৈতন্য লাভ করেন, তখন তাঁহারা তালেব গণকে উপকার প্রদান করিতে সক্ষম হন। যদিও তাঁহাদের দ্বারা তালেবগণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তথাপি তাঁহাদের সংসর্গে কোন কোন তালেবের কল্বে জজ্বা ও মহব্বত হাছিল হয়। কেননা তাঁহারা স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হন নাই ; অতএব অন্যের পূর্ণতা লাভের মধ্যস্থ হইতে সমর্থ হন না। ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে, "কোন অপূর্ণ ব্যক্তি হইতে পূর্ণ ব্যক্তি গঠিত হয় না"। অবশ্য তাঁহাদের মাধ্যমে যতটুকুই উপকার হয়, তাহা নিছক ছুলককারীগণের উপকার প্রদান হইতে অধিক হইয়া থাকে। উহারা যতই ছুলুকের শেষ দরজায় উপনীত হউক না কেন এবং মোন্তাহীগণের আকর্ষণ লাভ করুন না কেন, কিন্তু তাহারা ছয়ের 'আনিল্লাহ্-বিল্লাহ্'-এর পথে কল্বের মাকামে অবতরণ করেন নাই। কেননা যে মোন্তাহী জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, তিনি অন্যকে পূর্ণ করণ ও উপকার প্রদানের মর্ত্তবা রাখেন না। যেহেতু জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ও তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই যে— উপকার প্রদান করিবে। অগ্রগামী শায়েখ বা পীরকে এই হেতু মধ্যস্থ বলা হয় যে, তিনি মধ্যস্থ মাকাম— যাহা কল্বের মাকাম, তথায় অবতরণ করতঃ রূহ্ এবং নফ্ছ উভয় দিকের পূর্ণ অংশ লাভ করিয়া থাকেন। রূহের দিকে ঊর্দ্ধ হইতে ফায়দা গ্রহণ করতঃ নফ্ছের দিকে স্বীয় নিম্ন স্তরে ফায়দা প্রদান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রতি লক্ষ্য করার সহিত সৃষ্ট জগতের প্রতি 'লক্ষ্য'— তাঁহার জন্য একত্রিত ও সম্মিলিত হইয়াছে ; যেন তাঁহার প্রতি উহাদের কোন একটি— অপরটির ব্যবধান নহে। অতএব একসঙ্গেই তিনি ফায়দা গ্রহণ ও ফায়দা প্রদান করিতে সক্ষম হন। কতিপয় মাশায়েখ, এই মধ্যস্থতাকে সৃষ্ট জীব ও আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে মধ্যস্থ ধারণা করেন এবং শায়েখ মুহীউদ্দিন আরবী (রাঃ) তশবীহ্ (পরস্পর অনুরূপ বস্তু বা সৃষ্ট বস্তু) ও তন্জীহ (পবিত্র ও সাদৃশ্যবিহীন বস্তু আল্লাহ্পাক)-এর একত্রিত কারী ব্যক্তিকে মধ্যস্থ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, উক্তরূপ মধ্যস্থতা— যাহা মত্ততা সম্ভূত, তাহা পীরত্বের মাকামের উপযোগী নহে ; যেহেতু পীরত্বের মাকামের ভিত্তি 'ছহো' বা সজ্ঞানতায় প্রতি এবং তথায় ইহা অন্তর্হিত। কেননা এই মাকামে তাহাদের নফ্ছ রূহের নূরের প্রাবল্যের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে এবং ইহাই তাহার মত্ততার কারণ হয়। কিন্তু কল্বের মধ্যস্থতার মাকামে 'নফ্ছ' এবং 'রূহ' পরস্পর পৃথক থাকে ; সুতরাং তথায় মত্ততার কোনই স্থান নাই। বরং তথায় পূর্ণ সজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, যাহা দাওয়াৎ বা আহ্বান কার্য্যের মাকামের উপযোগী। ইহা অবশ্য স্মরণীয়। কামেল পীরকে যখন কল্বের মাকামে অবতবণ করানো হয়, তখন তিনি মধ্যস্থতা সম্পন্ন হওয়া হেতু সৃষ্ট জগতের সহিত সম্পর্ক অর্জ্জন করেন, এবং কামালাত লাভ করার যোগ্যতাধারী মুরীদগণের কামালাত প্রাপ্তির 'মধ্যস্থ' স্বরূপ হইয়া থাকেন। এইরূপ যে মজ্জুব ব্যক্তি কল্বের মাকামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন, উক্ত মাকামে অবস্থান হেতু

তিনি জগতের সহিত সম্পর্ক রাখেন। তাহাদের (জগতের) প্রতি লক্ষ্য-করনে তিনি কার্পণ্য করেন না ও তাহা বিরক্তিজনক মনে করেন না। পরন্তু তিনি কল্ব কর্ত্তৃক হইলেও কিঞ্চিৎ 'জজ্বা', 'মহব্বত'ও লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার উপকার প্রদানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। বরং বলিব যে, এই স্থিতিশীল 'মজ্জুব'-এর উপকার প্রদানের মাত্রা ও পরিমাণ— প্রত্যাবর্ত্তনকারী মোন্তাহীর উপকার প্রদানের মাত্রা ও পরিমাণ হইতে অধিক। আবার উক্ত মোন্তাহীর উপকার প্রদানের রীতি ও অবস্থা উক্ত মজ্জুবের উপকারের রীতি ও অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা উক্ত মোন্তাহী সৃষ্ট জগতের সহিত যতই সম্পর্ক স্থাপন করুক না কেন, তাহা বাহ্যতঃ। প্রকৃতপক্ষে তিনি জগত হইতে পৃথক এবং মূল বস্তুর রঙ্গে-রঞ্জিত ও তাহাতে 'বাকী' বা স্থিতিশীল। পক্ষান্তরে এই মজ্জুব বাস্তবেই সৃষ্ট জগতের সহিত সম্পর্কধারী ও ইহ জগতের বস্তুর অন্তর্ভূক্ত ও ইহ জগত যদ্দারা স্থিতিশীল, তিনিও তদ্দারা স্থিতিবান ; অতএব ইহ জগতের সহিত প্রকৃত সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা হেতু তালেবগণ উক্ত প্রত্যাবর্ত্তনকারী মোন্তাহীর অনুপাতে এই মজ্জুব হইতে অধিক উপকৃত হইয়া থাকে। বেলায়েতের পূর্ণতাসমূহের স্তরসমূহ লাভ করা উক্তরূপ— মোন্তাহীর জন্যই বিশিষ্ট। সুতরাং মোন্তাহীর উপকার প্রদানের রীতি ও অবস্থা উন্নততর। এইরূপ প্রকৃত পক্ষে জগতের প্রতি মোন্তাহীর লক্ষ্য ও মনোযোগ নাই এবং উক্ত মজ্জুব জগতের প্রতি মনোযোগী ও লক্ষ্যকারী, কাজেই তিনি মনোযোগের সহিত তালেবগণের কার্য্য উদ্ধার করেন ; যদিও পূর্ণ রূপে পূর্ণতা প্রদান করিতে সক্ষম হন না। আবার 'মজ্জুব'গণ হইতে তালেবগণ যে তাওয়াজ্জোহ (আল্লাহ্তায়ালার প্রতি লক্ষ্য) প্রাপ্ত হন, তাহার শেষ— পূর্ব্ব বর্ণিত রূহের পূর্ব্ববর্ত্তী তাওয়াজ্জোহ— যাহা দেহে প্রবেশ করার পর সে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাই। তাঁহাদের সংসর্গে উহাদের স্মরণ হয়, এবং শেষ বস্তু প্রারম্ভে লাভ করণ হিসাবে কল্বের তাওয়াজ্জোহের মধ্যে ইহাই হাছিল হয়। মোন্তাহীগণের সংসর্গে যে তাওয়াজ্জোহ লাভ হয়, তাহা উহা নহে। তাহা নূতন তাওয়াজ্জোহ, ইতিপূর্ব্বে তাহার কোনই অস্তিত্ব ছিল না। রূহের 'ফানা' বরং 'বাকা', হইয়া হককানী অজুদ (প্রকৃত অস্তিত্ব) প্রাপ্তির প্রতি উহা নির্ভরশীল। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী তাওয়াজ্জোহ অতি সহজেই হাছিল হয় এবং পরবর্ত্তী তাওয়াজ্জোহ কষ্টসাধ্য। সুতরাং যাহা সহজ সাধ্য তাহাই অধিক হয় এবং যাহা কষ্টসাধ্য তাহা অল্পই হইয়া থাকে। এই হেতু বোজর্গগণ বলিয়া থাকেন যে— 'জজ্বা' হাছিল করিতে অগ্রগামী পীর মধ্যস্থ নহেন, কেননা ইতিপূর্ব্বেই উহা তাহার হাছিল ছিল। উহা ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে, অবগত করান ও শিক্ষা প্রদানের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। এই প্রকারের পীরকে "তালিম বা শিক্ষা দাতা পীর" বলা হয়। তারবিয়াত্ বা প্রতিপালনকারী পীর নহে। পক্ষান্তরে 'ছুলুক' করার জন্য ও উহার মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করণার্থে অগ্রগামী পীর এবং তাঁহার প্রতিপালন আবশ্যক ; অতএব কোনও পীরের পক্ষে উহা উচিত নহে যে— স্বীয় মুরীদগণের মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারের কল্বের মাকামে স্বীয় মজ্জুবকে সর্ব্বসাধারণের উপকার প্রদানার্থে বিদায় প্রদান করে এবং পূর্ণতা প্রদানার্থে তাহাকে পীর পদে নিযুক্ত

করে। কারণ তালেবগণের মধ্যে হয়তো অনেকে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি আছে— যাহারা স্বয়ং কামালিয়াত বা পূর্ণতা লাভ করতঃ অন্যকেও কামেল করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন। এই প্রকারের তালেবগণের যোগ্যতা উক্ত মজ্জুবের সংসর্গে ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয়। যেরূপ কোন ভূখণ্ড গোধুম উৎপাদন শক্তি রাখে, তথায় গোধুমের উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলে উহার শক্তি অনুযায়ী পূর্ণ ফসল প্রদান করিবে ; কিন্তু যদি নিকৃষ্ট বীজ অথবা চনক (বুট) বপন করা যায়, তাহা হইলে ফসলের আশা তো দুরে থাকুক উহার উর্ব্বরা শক্তিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ঘটনাক্রমে যদি 'পীর' উক্ত প্রকারের কোন মুরীদকে বিদায় প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন ও 'ফায়দা' প্রদান শক্তি তাহার মধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে পীরের উচিৎ যে, উহার ফায়দা প্রদান কতিপয় শর্ত্তে আবদ্ধ করে, তৎপর তাহাকে বিদায় প্রদান করে। শর্ত্তসমূহ যথা— তাহার উপকার প্রদানের সহিত তালেবের সম্পর্ক প্রকাশ প্রাপ্তি এবং তাহার সংসর্গে তালেবের যোগ্যতা বিনষ্ট না হওয়া, ও এইরূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্তে তাহার নফ্‌ছ অবাধ্যতা না করা, কেননা 'নফ্‌ছ' পবিত্র না হওয়া হেতু নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্য হইতে নির্মূল হয় নাই। সে যদি জানিতে পারে যে,— তালেব তাহার উপকার প্রদানের চরমে উপনীত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা যে উন্নতি হইবার— তাহা হইয়াছে, কিন্তু তালেবের যোগ্যতা এখনও অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ সে আরও উন্নতি করিতে সক্ষম, তখন তাহার উচিৎ হইবে যে— ইহা উক্ত তালেবের প্রতি প্রকাশ করিয়া উহাকে বিদায় প্রদান করে, যাহাতে সে অন্য পীরের নিকট স্বীয় কার্য্য পূর্ণ করিয়া লয়। ইহা তাহার উচিৎ হইবে না যে, নিজেকে মোন্তাহী বলিয়া প্রকাশ করতঃ তস্করের ন্যায় কার্য্য করে। তরীকার এই প্রকারের শর্ত্তসমূহ— যাহা তাহার অবস্থার ও সময়ের উপযোগী, তাহা তাহার নিকট ব্যক্ত করতঃ ভালভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় প্রদান করে। অবশ্য যে— মোন্তাহী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সৃষ্ট জগতের প্রতি মনোযোগী হয়, ফয়েজ প্রদান ও পূর্ণ করণার্থে তাঁহার উক্তরূপ শর্ত্ত ও বন্ধনের কোনও আবশ্যক করে না। কেননা তাঁহার সমষ্টিভুতি হেতু যাবতীয় তরীকার ও সকল প্রকারের যোগ্যতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব যোগ্যতা ও সম্বন্ধানুযায়ী তাঁহার নিকট হইতে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। যদিও অগ্রগামী পীরগণের সংসর্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্যের কারণে অবিলম্বন ও বিলম্বনের তারতম্য হইয়া থাকে, তথাপি সকল পীরগণই উপকার প্রদানের মূল বিষয়— সমতুল্য। প্রত্যেক পীরের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য যে, প্রকাশ হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার 'মকর' বা পরীক্ষা থাকিতে পারে। এই ভয়ে তালেবকে শিক্ষা প্রদানের সময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শরীয়ত বা কোরআন পাক্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। অবশ্য এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ উক্ত কার্য্যে, বরঞ্চ যাবতীয় কার্য্যে সকল সময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে দান করিয়া থাকেন। কোনও সময় কোনও কার্য্যে ইহা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। "ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছুলুক বা আত্মীক ভ্রমণের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

জানা আবশ্যক যে, সাধক যখন ছুলুকের পথে ঊর্দ্ধ দিকে লক্ষ্য করে, তখন সে যে এছ্‌ম (আল্লাহ্‌তায়ালার নাম) হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই এছেমে উপনীত হয় এবং তথায় বিলীন ও নিমজ্জিত হয় ; তখন তাহার প্রতি 'ফানা'— বা 'লয় প্রাপ্তি' শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং যখন উক্ত এছ্‌মের মধ্যে স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন 'বাকা'— শব্দ তাহার প্রতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই 'ফানা'-'বাকা'— দ্বারা উক্ত ব্যক্তি বেলায়েত বা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের প্রথম মর্ত্তবায় উপনীত হয়। এস্থলে কিছু বিস্তৃত আলোচনা আছে— যাহা উল্লেখ করা অনিবার্য্য।

আভাষ

আল্লাহ্‌তায়ালার 'পবিত্র জাত' হইতে যে সকল ফয়েজ ও রহমত বর্ষিত হয়, তাহা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব দান এবং সৃষ্টিকরণ ও রেজেক প্রদান, জীবিত ও মৃতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত। দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ— ঈমান ও আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফত বা পরিচয় এবং নবুয়ত ও বেলায়েতের মর্ত্তবার যাবতীয় পূর্ণতার সহিত সম্পর্কিত। প্রথম প্রকারের ফয়েজ 'ছেফাত' সমূহের মাধ্যমে সমাগত— এবং দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ কেহ ছেফাতসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ শুয়ুনাত অর্থাৎ— ছেফাতসমূহের মূল বস্তুর মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ছেফাত ও শুয়ুনাতের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে— যাহা মোহাম্মাদিয়াল্ মাশরাব্ বা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পান ঘাটে সহপানকারী— অলীগণের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি প্রকাশ হয় না। এবং ইহা বিদিত নহে যে, এ বিষয় অন্য কেহ আলোচনা করিয়াছে। ফলকথা, ছেফাত সমূহ বাস্তব জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত হইতে অতিরিক্ত অস্তিত্বে অস্তিত্ববান এবং শূয়ুনাত সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের মধ্যে ধারণাকৃত বস্তু মাত্র। এ বিষয়ের একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইলে বিশদভাবে উপলব্ধ হইবে।

যেরূপ পানি, স্বভাবতঃ নিম্নগামী। উহার এই স্বভাব উহার মধ্যে জীবনী শক্তি, জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি অবস্থানের ধারণা উৎপন্ন করে। কেননা জ্ঞান সম্পন্ন বস্তুসমূহ গুরুত্বের কারণে স্বীয় জ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করে এবং উর্দ্ধারোহণের প্রতি মনোযোগী হয়না। 'জ্ঞান'— জীবনী শক্তির অনুগত এবং ইচ্ছা শক্তি— জ্ঞান শক্তির অনুগত। তদুপরি ক্ষমতা শক্তিও এ স্থলে প্রমাণিত হইল। যেহেতু দুই পক্ষের এক পক্ষ নির্দ্ধারণ করার নামই ইচ্ছাশক্তি। পানির মধ্যে এইরূপ ধারণা করা

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের মধ্যে শূয়ুনাত অবস্থানের উদাহরণ স্বরূপ। উক্ত পানির মধ্যে এই অনুমানকৃত গুণাবলী ব্যতীত যদি অতিরিক্ত কোন গুণ প্রমাণ করা যায়, তাহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতে অতিরিক্ত অস্তিত্বধারী গুণসমূহের উদাহরণ স্বরূপ হইবে। প্রথম প্রকারের ধারণায় উক্ত পানিকে জীবিত জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন এবং ইচ্ছাময় বলা যাইবে না। এইরূপ নামকরণের জন্য উক্ত পানির মধ্যে উল্লিখিত প্রকারের গুণ ব্যতীত ঐ সকল গুণ অতিরিক্তভাবে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। কোন কোন বোজর্গের বর্ণনায় উক্ত ধারণার স্থলেও উক্ত গুণাবলীর দ্বারা পানির নামকরণ প্রমাণ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা ছেফাত ও শূয়ুনের মধ্যে পার্থক্য করেন না। আবার ছেফাত সমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণও উক্তরূপ পার্থক্য না করা। ছেফাত এবং শান সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, শানসমূহের মাকাম শূয়ুন ধারীর অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখীন এবং ছেফাতসমূহের মাকাম তদ্রূপ নহে। হজরত মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ (ছঃ) স্বয়ং তিনি এবং যে অলী-আল্লাহ্গণ তাঁহার পদে পদে চলিতেছেন, তাহাদের দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ শানসমূহের মাধ্যমে সমাগত। অবশিষ্ট পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ও যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের পদানুসরণকারী তাহাদের জন্য উক্ত ফয়েজ, বরঞ্চ প্রথম প্রকারের ফয়েজ ও ছেফাত সমূহের মাধ্যমে বর্ষিত হইয়া থাকে।

এখন বক্তব্য এই যে, যে এছ্ম বা আল্লাহ্তায়ালার নাম হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'রব' বা পালনকর্ত্তা এবং তাহার দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ তাহা আল্লাহ্তায়ালার শানুল এল্ম বা এল্ম গুণের ধারণা কৃত মাকামের প্রতিবিম্ব। এই শানুল এল্ম আল্লাহ্তায়ালার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত যাবতীয় শানসমূহের সমষ্টিস্বরূপ। উক্ত প্রতিবিম্ব আল্লাহ্তায়ালার শানুল এল্ম, বরঞ্চ যাবতীয় সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত শানসমূহের জন্য, তাঁহার জাত পাকের যোগ্যতা বলিয়া ব্যক্ত করা হয়। অবশ্য শানুল এল্ম-- উহার শামিল হিসাবে।

জানা আবশ্যক যে, উক্ত যোগ্যতা যদিও আল্লাহ্তায়ালার জাত ও শানুল এল্মের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ, কিন্তু যখন উহার একদিক বর্ণ রহিত অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের দিক। এই হেতু উহার ব্যবধানের মধ্যেও তাঁহার জাতের বর্ণ প্রকাশ হয় না। অতএব উক্ত ব্যবধান উহার অপর দিকের অর্থাৎ শানুল এল্ম-এর রঙ্গে রঞ্জিত। কাজেই উহাকে শানুল এল্মের প্রতিবিম্ব বলা হইয়া থাকে। আবার কোন বস্তুর প্রতিবিম্বের অর্থ, দ্বিতীয় স্তরে উদাহরণ বা অনুরূপ বস্তু হিসাবে উহার প্রকাশ প্রাপ্তি। অতএব যে উভয় বস্তুর মধ্যে উক্ত ব্যবধান অবস্থিত তাহা হাছিল হইবার পর উক্ত ব্যবধান হাছিল হইয়া থাকে, বলিয়া— বিকাশের সময় উক্ত ব্যবধান উক্ত শানের নিম্ন স্তরে প্রকাশ পায়। সুতরাং এই বিকাশ হিসাবে উহাকে প্রতিবিম্ব বলাই সমীচীন। যে অলী-আল্লাহ্গণ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পদানুসরণকারী তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির জন্য, যে সকল এছ্ম তাহাদের রব বা প্রতিপালক, তাহা উক্ত সমষ্টিভূত যোগ্যতার প্রতিবিম্ব, যাহা উক্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিবিম্বের বিস্তৃতি সমূহ। অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের 'রব' বা প্রতিপালক এবং

তাঁহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাতের ঐ 'কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ'[১] বা 'সম্মিলন যোগ্যতা', যাহা অতিরিক্ত অস্তিত্বধারী ছেফাত বা গুণাবলীর সহিত সম্পর্কিত এবং যে সকল ব্যক্তি উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পদানুসরণকারী তাঁহাদের 'রব' ও প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির অবলম্বন আল্লাহ্তায়ালার ছেফাত বা গুণসমূহ।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জন্য প্রথম প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের ঐ কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ্ বা সম্মিলন যোগ্যতা যাহা যাবতীয় ছেফাত বা গুণাবলীর সহিত সম্মিলিত। অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ যে কাবেলিয়াত বা যোগ্যতা, তাহা যেন এই সমষ্টিভূত কাবেলিয়াতের প্রতিবিম্ব এবং এই সমষ্টিভূত সংক্ষিপ্ত যোগ্যতার বিস্তৃতি স্বরূপ। যে সকল ব্যক্তি হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পদানুসরণকারী তাহাদের জন্য প্রথম প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ পৃথক। অর্থাৎ তাহা আল্লাহ্তায়ালার ছেফাত সমূহ। কাজেই যাহারা মোহাম্মদী অর্থাৎ তাঁহার পদানুসরণকারী গণের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের প্রথম প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ-- দ্বিতীয় প্রকারের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ হইতে পৃথক। কিন্তু অন্য সকলের জন্য ইহার বিপরীত। অর্থাৎ তাহাদের উভয় প্রকার ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ এক। কোন কোন বোজর্গ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর রব বা পালনকর্ত্তা কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। শান এবং ছেফাত সমূহের মধ্যে পার্থক্য না করাই ইহার কারণ। বরঞ্চ তাহাদের শান সমূহের মাকামের জ্ঞান না থাকাই ইহার মূখ্য কারণ। আল্লাহ্তায়ালাই সত্যকে সত্য করেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন কারী।

এখন প্রমাণিত হইল যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর 'রব' রব্বুল আরবাব অর্থাৎ সকল প্রতিপালকের পালন কর্ত্তা। উহা শান সমূহের মাকামেই হউক অথবা ছেফাত সমূহের মধ্যেই হউক এবং উহা তাঁহার উল্লিখিত উভয় প্রকার ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ। ইহাও জানা গেল যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর কামালাতে বেলায়েত বা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের পূর্ণতার মর্ত্তবা সমূহের ফয়েজ প্রাপ্তির মধ্যস্থ— স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার জাত পাক ; তাহাতে অন্য কোন বস্তু মধ্যস্থ নাই। কেননা শান সমূহ অবিকল আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত, অতিরিক্ত যাহা কিছু ধারণা করা যায়, তাহা জ্ঞান কর্তৃক অনুমেয় বস্তু মাত্র ; কোনও অতিরিক্ত বাস্তব বস্তু নহে। এই হেতু তাজাল্লীয়ে জাতী বা আল্লাহ্তায়ালার নিছক পবিত্র জাতের আবির্ভাব তাঁহার জন্যই খাছ বা বিশিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহার মাধ্যমে ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহারাও উক্ত তাজাল্লীয়ে জাতীর মাকামের অংশ প্রাপ্ত হন। ইহারা ব্যতীত অন্য সকলের জন্য যখন ছেফাত সমূহ মধ্যস্থ এবং ছেফাত সমূহ বাস্তব জগতে জাত হইতে অতিরিক্ত

টীকা ঃ— ১। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত— যাবতীয় গুণের সহিত গুণান্বিত হওয়ার যে যোগ্যতা তাহাকে কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ বলা হয়।

অস্তিত্বধারী তখন উহা কঠিন ব্যবধান স্বরূপ ; সুতরাং তাজাল্লীয়ে ছেফাতী বা গুণ জাত আবির্ভাব তাহাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হইল।

জানা আবশ্যক যে, কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ যদিও অনুমেয় এবং বাস্তব জগতে অতিরিক্ত অস্তিত্ব শূন্য। যেহেতু ছেফাত সমূহ বাস্তব অস্তিত্ব সম্পন্ন উহাদের কাবেলিয়াত বা— যোগ্যতা সমূহ নহে ! কিন্তু যখন উক্ত কাবেলিয়াত সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ও ছেফাতের মধ্যে ব্যবধান ; বরং শান ও ছেফাতের মধ্যে ব্যবধান এবং ব্যবধান উভয় দিকের রঙ্গে রঞ্জিত, তখন উক্ত কাবেলিয়াত বা যোগ্যতাসমূহও ছেফাতসমূহের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ব্যবধান স্বরূপ হইয়াছে।

প্রিয়ার বিচ্ছেদ নহে সামান্য দহণ
অতি সূক্ষ্ম বালুকণা সহেনা নয়ন।

উল্লিখিত বর্ণনাদি দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাতের ব্যবধান রহিত বিকাশ 'তাজাল্লীয়ে শুহুদীর'[১] প্রতিবন্ধক নহে ; কিন্তু তাজাল্লীয়ে অজুদীর জন্য প্রতিবন্ধক। এই হেতু হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর কামালাতে বেলায়েতের ফয়েজ প্রাপ্তির দিকে কোন ব্যবধান নাই এবং অজুদী বা দৈহিক বিষয়ের ফয়েজ প্রাপ্তির দিকে পূর্ব্ব বর্ণিত কাবেলিয়াতে এত্তেছাফ ব্যবধান স্বরূপ বটে ; ইহা বলা যাইবে না যে 'শান' সমূহ ও তাহাদের কাবেলিয়াত বা যোগ্যতা-জ্ঞান কর্তৃক অনুমিত। অতএব জ্ঞান ও ধারণার জগতে উহার একটি অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে এবং তদ্দারা জ্ঞানতঃ ব্যবধান হওয়া প্রমাণিত হয়। (যেহেতু ইহার উত্তরে— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "ইহা ধারণার তারতম্য মাত্র ; বাস্তব জগতে উহা অস্তিত্ব বিহীন") ফলকথা, ছেফাত সমূহের ব্যবধান বহির্জগতে বাস্তব অস্তিত্ব ধারী এবং শান সমূহের ব্যবধান জ্ঞান ও ধারণার জগতের বস্তু ; সুতরাং দুই— বাস্তব অস্তিত্ব ধারী বস্তুর মধ্যে ধারণা কৃত বস্তু ব্যবধান হইতে সক্ষম হয় না। বাস্তব বস্তুর জন্য, বাস্তব বস্তুই ব্যবধান হইতে পারে মাত্র।

উপরন্তু যদি উহাকে ব্যবধান বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি ধারণাকৃত ব্যবধান— কোন প্রকার মারেফত বা পরিচয় লাভ হইলে অন্তর্হিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব ব্যবধানের তিরোধান সম্ভব নহে।

যখন এই মুখবন্ধ সমূহ বিশদরূপে উপলব্ধি হইল, তখন ইহাও অবগত হইবেন যে, সাধক যদি 'মোহাম্মদী' অর্থাৎ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পদানুসরণকারী হয়, তবে যে-এছ্‌ম তাহার উৎপত্তি স্থান, সেই এছ্‌মের শান-এর প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত তাহার ছয়ের এলাল্লাহ্‌ বা উন্নতির শেষ। সে উক্ত এছ্‌মের মধ্যে ফানা লাভ করার পর ফানা ফিল্লাহের দ্বারা সৌভাগ্য বান হয়, তৎপর উক্ত এছ্‌মের সহিত যদি 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভ করে,

টীকা ঃ— ১। তাজাল্লীয়ে শুহুদী ও অজুদী। তাজাল্লীয়ে শুহুদী অর্থাৎ দৃশ্যতঃ প্রতিবিম্ব এবং তাজাল্লীয়ে অজুদীর অর্থ— বাস্তব প্রতিবিম্ব। যেরূপ কোনব্যক্তির প্রতিচ্ছায়া কোন দেওয়ালে পড়িলে তাহাকে তাজাল্লীয়ে শুহুদী বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার এই প্রতিচ্ছায়া যদি পানি কিংবা দর্পণের মধ্যে পড়ে, তাহা তাজাল্লীয়ে অজুদীর অনুরূপ ; উক্ত পানি বা দর্পণ যেন ব্যবধান স্বরূপ।

তবে তাহার বাকাবিল্লাহ্‌ হাছিল হইয়া যায় ; এই 'ফানা' এবং 'বাকা' কর্তৃক তিনি হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর বিশিষ্ট বেলায়েতের প্রথম দরজায় (স্তরে) দাখিল হন। পক্ষান্তরে তিনি যদি মোহাম্মদীয়াল মাশ্‌রাব্‌ বা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পদানুসরণকারী না হন, তবে যে-ছেফাত তাহার উৎপত্তিস্থান, সেই ছেফাতের কাবেলিয়াত বা যোগ্যতা পর্য্যন্ত কিংবা শুধু সেই ছেফাত পর্য্যন্তই তিনি উপনীত হন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি উক্ত এছ্‌মে 'ফানা' বা লয় প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে 'ফানী ফিল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে লয় প্রাপ্ত বলা যাইবে না। তদ্রূপ উক্ত এছ্‌মে 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভ করিলে 'বাকী বিল্লাহ্‌' হইবে না, যেহেতু যাবতীয় শান ও ছেফাতের সমষ্টিভূত মর্ত্তবার পবিত্র নাম— 'আল্লাহ্‌'। শান-এর মধ্যে যখন অতিরিক্ততা কেবলমাত্র অনুমেয়, তখন শান এবং জাত পরস্পর যেন এক বস্তু ; অতএব কোন এক শান-এর মধ্যে ফানা লাভ করা, এক হিসাবে— যাবতীয় শান এ'তেবারের মধ্যে ফানা, বরং আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের মধ্যেই ফানা প্রাপ্তি ; তদ্রূপ উহার কোন একটির মধ্যে বাকা লাভ, যাবতীয় শানের মধ্যে বাকা লাভ করণ ; সুতরাং তাহার প্রতি ফানী ফিল্লাহ্‌, বাকী বিল্লাহ্‌ বাক্য প্রয়োগ সত্য হয় ; পক্ষান্তরে 'ছেফাত' সমূহ যখন জাত হইতে অতিরিক্ত অস্তিত্বধারী, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সহিত ছেফাতের বরঞ্চ উহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা সঠিক ও বাস্তব ; অতএব কোন এক ছেফাতের মধ্যে ফানা প্রাপ্তি অপর সকল ছেফাতের মধ্যে ফানা প্রাপ্তি নহে এবং উহাদের বাকার অবস্থাও ঐরূপ। কাজেই তাহাকে এই ফানা কর্তৃক ফানী ফিল্লাহ্‌ এবং এই বাকার দ্বারা বাকী বিল্লাহ্‌ বলা উচিৎ নহে ; অবশ্য সাধারণ ভাবে ফানী— বাকা বলা যাইতে পারে, অথবা কোন এক ছেফাতের মধ্যে ফানী যথা— এল্‌ম ছেফাতের মধ্যে ফানী, অথবা বাকী বলা চলিতে পারে। সুতরাং 'মোহাম্মদী' গণের 'ফানা' ও 'বাকা' পূর্ণরূপে হইয়া থাকে। এইরূপ মোহাম্মদী, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পদানুসরণকারী ব্যক্তির উন্নতি যখন আল্লাহ্‌তায়ালার শান এর দিকে এবং শান-এর সহিত সৃষ্ট জগতের কোন সম্বন্ধ নাই ; যেহেতু সৃষ্ট জগত ছেফাত-এর প্রতিবিম্ব, শান-এর নহে। অতএব কোন সাধকের যখন শান-এর মধ্যে ফানা লাভ হয়, তখন তাহার পূর্ণ ফানা হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যে, উক্ত সাধকের অজুদ বা অস্তিত্বের কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না এবং তাহার কোন চিহ্নও বর্ত্তমান থাকে না। পক্ষান্তরে উক্ত ব্যক্তির 'বাকা' প্রাপ্তির দিকে পূর্ণভাবে উক্ত শানের সহিত তাহার বাকা লাভ হয়। কিন্তু ছেফাত-এর মধ্যে যাহার ফানা হয়, সে ব্যক্তি এইরূপ পূর্ণরূপে স্বীয় আমিত্ব হইতে বহিষ্কৃত হয় না এবং তাহার অস্তিত্বেরও চিহ্ন তিরোহিত হয় না। কারণ উক্ত সাধকের অজুদ বা অস্তিত্ব উক্ত ছেফাত-এর চিহ্ন ও প্রতিবিম্ব। অতএব মূলবস্তুর প্রকাশ দ্বারা পূর্ণরূপে প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হয় না এবং বাকা বা স্থায়ীত্ব 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তির অনুপাতে হইয়া থাকে। সুতরাং 'মোহাম্মদী' সাধক বৃন্দ বশরীয়াত বা মানবিক প্রবৃত্তিতে ফিরিয়া আসা হইতে নির্ভয় এবং মরদুদ বা বিতাড়িত হওয়া হইতে সুরক্ষিত। কেননা তিনি নিজ হইতে পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের সহিত স্থায়ীত্ব লাভ

করিয়াছেন। এ-স্থলে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব, কিন্তু 'ছেফাত'-এর মধ্যে ফানা ইহার বিপরীত। তথায় ফানা হইবার পরও সাধকের অস্তিত্ব চিহ্ন অবশিষ্ট থাকা হেতু পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব। আল্লাহ্‌র মিলন লাভকারীগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, কি— পারে না, লইয়া মাশায়েখগণ যে মতভেদ করিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাই হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, যদি সাধক মোহাম্মদী হন, তবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন হইতে সুরক্ষিত, অন্যথায় ভয়ের কারণ বটে। 'ফানা' প্রাপ্তির পর সাধকের অস্তিত্বের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়া না হওয়ার মধ্যে যে মতভেদ আছে, তাহার কারণও এইরূপ। অর্থাৎ কেহ কেহ সাধকের আয়েন-আছর বা ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন বিলুপ্তি স্বীকার করেন, কেহ কেহ আছর বা চিহ্ন অন্তর্হিত হওয়া বৈধ মনে করেন না। এ স্থলেও সত্য এই যে, যদি সাধক মোহাম্মদী হন, তাহা হইলে 'আয়েন' 'আছর' উভয় তিরোহিত হয় এবং যদি মোহাম্মদী না হন, তবে আয়েন (ব্যক্তিত্ব) চলিয়া যায়, আছর (চিহ্ন) অবশিষ্ট থাকে। কারণ উহার মূলবস্তু-ছেফাত যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহার প্রতিবিম্ব সমূলে ধ্বংস হয় না। এস্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় জানিবার আছে।

জানা আবশ্যক যে, আয়েন-আছর বা ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন দৃশ্যতঃ অন্তর্হিত হয়, বস্তুতঃ হয় না। উহা বাস্তবে অন্তর্হিত হয় বলা— বেদীনি ও ভ্রষ্টতা মাত্র। ইহাদের মধ্যে একদল অজুদ বা অস্তিত্ব অপসারিত হওয়া ধারণা করিয়া থাকেন, কিন্তু সৃষ্ট পদার্থের আছর বা চিহ্ন অপসারিত হয় না বলিয়া জানেন ; বরং উহাকে ভ্রষ্টতা ধারণা করেন ; আল্লাহ্‌তায়ালার বিজ্ঞপ্তি ও নির্দ্দেশানুযায়ী— আমি যাহা সাব্যস্ত করিলাম, তাহাই সত্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা— "সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব চলিয়া যায়", স্বীকার করেন বটে ; কিন্তু তৎসঙ্গে উহার ব্যক্তিত্বও অপসারিত হয় বলিয়া থাকেন, অথচ 'অজুদ' বা অস্তিত্বের ব্যক্তিত্ব অপসারণ উহার আছর বা চিহ্ন অপসারণের ন্যায় বেদীনী ও ভ্রষ্টতা। ফলকথা, বাস্তব হিসাবে ব্যক্তিত্ব ও চিহ্ন অপসারণ অসম্ভব, কিন্তু দৃশ্যতঃ অপসারণ সম্ভব, বরং সংঘটিত। অবশ্য উহা মোহাম্মাদীয়াল মশরবগণের[১] জন্য বিশিষ্ট। অতএব মোহাম্মদীগণ পূর্ণরূপে কল্‌ব হইতে বহিষ্কৃত হইয়া— কল্‌ব-এর পরিচালক আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্মিলিত হন। ইহারা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে মুক্ত এবং অন্যের সহিত আকৃষ্টতা হইতে পূর্ণরূপে আজাদ। অপর সকল ব্যক্তির জন্য আছর বা চিহ্নের অস্তিত্ব ও কল্‌বের পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান থাকা হেতু কল্‌বের মাকাম হইতে তাহাদের মুক্তিলাভ হয় না। কেননা চিহ্নের অস্তিত্ব ও অবস্থার পরিবর্ত্তন কল্‌ব-এর সমষ্টিভূত তত্ত্বের নূরের শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। কাজেই অপর সকলের শুহুদ বা আত্মীক দর্শন পর্দ্দার আড়াল হইতে হয়। সাধকের যে পরিমাণ অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে, অভিষ্ট জনের পর্দ্দা সেই পরিমাণ থাকিয়া যায়। এ-স্থলে যখন আছর বা চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তখন উহাই পর্দ্দা স্বরূপ।

টীকা ঃ—১। মোহাম্মাদীয়াল মশ্‌রব্‌=হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সহপানকারী ব্যক্তি।

মারেফত বা পরিচয়

যদি কোন সাধক অপ্রচলিত পথে— যে এছ্‌ম উহার 'রব' বা প্রতিপালক, তাহার উর্দ্ধের স্তর সমূহের কোন স্তরে উপনীত হয়, যদিও উক্ত এছ্‌ম পর্য্যন্ত— উপনীত না হয় তথাপি উল্লিখিত স্তরে ফানা বা লয়-প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতিও ফানা ফিল্লাহ্‌— নাম প্রয়োগ সত্য হইবে। উক্ত স্তরের বাকাও তদ্রূপ। এ-স্থলে 'ফানাফিল্লাহ্‌' এই অনুপাতে বলা যায় যে, উক্ত মর্ত্তবা (স্তর) যাবতীয় ফানার মর্ত্তবা সমূহের প্রথম মর্ত্তবা (স্তর)।

(জ্ঞাতব্য)

'ছুলুক' বা আত্মীক ভ্রমণ কতিপয়— 'প্রকার বিশিষ্ট'। কোন ব্যক্তির অগ্রে জজ্‌বা বা আকর্ষণ না হইয়া ছুলুক বা আত্মীক ভ্রমণ সংঘটিত হয়। আবার কোন কোন ব্যক্তির ছুলুক বা ভ্রমণের পূর্ব্বে জজ্‌বা লাভ হয় এবং কোন কোন দল ছুলুকের পথ অতিক্রম কালে জজ্‌বা বা আকর্ষণ লাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ছুলুকের মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম করেন বটে, কিন্তু জজ্‌বা বা আকর্ষণ পর্য্যন্ত উপনীত হন না। মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তিগণের জন্যই অগ্রে জজ্‌বা লাভ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট প্রকারের ছুলুক মোহেব্ব বা প্রেমিক ব্যক্তিগণের সহিত সম্পর্কিত। মোহেব্ব ব্যক্তিগণের ছুলুকের অর্থ সর্ব্বজনবিদিত 'দশ মাকাম' তরতীব বা ক্রমানুযায়ী বিস্তৃতভাবে অতিক্রম করা। কিন্তু মাহবুবগণের ছুলুকের মধ্যে উক্ত দশ মাকামের সারাংশ লাভ হইয়া থাকে। তাহাদের জন্য উহা ধারাবাহিক ও বিস্তৃত ভাবে অতিক্রম করার কোনই আবশ্যক করে না। 'ওয়াহ্‌দাতুল্‌ অজুদ'— একবাদ অথবা এই প্রকারের যাবতীয় বিদ্যা, যথা— বেষ্টন, প্রবেশ করণ, আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সঙ্গতা লাভ ইত্যাদি পূর্ব্বে অথবা মধ্যাবস্থায় জজ্‌বা লাভ হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল। নিছক ছুলুক এবং মোন্তাহীগণের জজ্‌বার সহিত এই সকল এল্‌মের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে। মোন্তাহী বা চরম উন্নত ব্যক্তিগণের হক্‌কুল একীনের সহিত একবাদ সম্বন্ধীয় বিদ্যার কোনই সম্বন্ধ নাই। যে সকল স্থলে একবাদের মাকামের অনুরূপ হক্‌কুল একীনের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐ হককুল একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস যাহা প্রারম্ভকারী বা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাধারী মজ্জুব[১] ব্যক্তিগণের লাভ হয়।

'জ্ঞাতব্য'

মাশায়েখ গণের অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তালেবগণ যখন জজ্‌বা পর্য্যন্ত উপনীত হন, তখন হইতে তাহাদের অন্য কোন পথ প্রদর্শকের আবশ্যক করে না ; উক্ত জজ্‌বা বা আকর্ষণই তাহাদের পথ প্রদর্শক। অন্য কোন পথ প্রদর্শকের মধ্যস্থতা প্রয়োজন

টীকা ঃ— ১। মজ্জুব=আত্মীক আকর্ষণ প্রাপ্ত।

হয় না। উক্ত জজ্‌বাই উহাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁহারা উক্ত জজ্‌বা বা আকর্ষণ দ্বারা যদি ছয়ের ফিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার ছেফাত শুয়ুনাতের মধ্যে ভ্রমণ)-এর জজ্‌বা অর্থ লইয়া থাকেন, তবে উহা যথেষ্ট বটে। কিন্তু রাহবার বা পথ প্রদর্শক শব্দ তাহাদের এইরূপ অর্থ লওয়ার প্রতিবন্ধক। যেহেতু ছয়ের ফিল্লাহের পর কোন দূরত্ব নাই যে, তাহা অতিক্রম করিতে রাহবারের প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ প্রারম্ভের জজ্‌বাও উহার অর্থ হইতে পারে না, যাহা বর্ণনার ভাব ধারায় বুঝা যায়। অতএব মধ্যবর্ত্তী অবস্থার জজ্‌বাই তাঁহাদের বাক্যের অর্থ বটে। কিন্তু উহা মতলব পর্য্যন্ত উপনীত হইবার জন্য যথেষ্ট বলিয়া অনুমিত হইতেছে না। কেননা মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অনেকেই এই 'জজ্‌বা' হাছিল করার সময় ঊর্দ্ধারোহণ হইতে বিরত হইয়া থাকেন, এবং উক্ত জজ্‌বাকেই শেষ মর্ত্তবার জজ্‌বা বলিয়া অনুমান করেন। যদি উক্ত জজ্‌বা চরম উন্নতির জন্য যথেষ্ট হইত, তবে উক্ত প্রকারের সাধক গণকে পথে ফেলিয়া রাখিত না। অবশ্য মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তিগণের জন্য অগ্রবর্ত্তী জজ্‌বাকে যথেষ্ট ধারণা করার অবকাশ আছে। মাহবুবগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের বড়শী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইবেন এবং পথে ফেলিয়া রাখিবেন না, কিন্তু এইরূপ যথেষ্ট হওয়া সকল অগ্রবর্ত্তী জজ্‌বার জন্য অসম্ভব। যে জজ্‌বার শেষ ফল ছুলুকে উপনীতকরণ, সেই জজ্‌বাই যথেষ্ট বটে। সাধক যদি ছুলুক পর্য্যন্ত উপনীত না হয়, তাহা হইলে সে অপূর্ণ আকর্ষিত ব্যক্তি। সে মহবুব গণের অন্তর্ভূক্ত নহে।

উপসংহার

মাশায়েখ গণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তাজাল্লীয়ে জাতী বা আল্লাহ্ তায়ালার জাত পাকের আবির্ভাব— সাধকের অনুভূতি অচেতন করে ও ইন্দ্র সমূহকে অকর্ম্মণ্য ও বেকার করিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীয় অবস্থার বিষয় এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, তাহাদের প্রতি যখন উক্ত তাজাল্লীর বিকাশ হয়, তখন তাঁহারা কিছুকাল পর্য্যন্ত অচেতন ও নিশ্চল ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকেন। এ পর্য্যন্ত যে, লোকে তাহাদিগকে মৃত বলিয়া ধারণা করে। কেহ কেহ তাজাল্লীয়ে জাতীর মধ্যে বাক্যালাপ ও ইশারা-ইঙ্গিত ইত্যাদি নিষেধ করিয়া থাকেন। ইহার তথ্য এই যে, উক্ত তাজাল্লীয়ে জাতী আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম সমূহের কোন এক এছ্‌মের পর্দ্দার মধ্য হইতে হইয়া থাকে। উক্ত পর্দ্দা অবস্থানের কারণ তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তির অস্তিত্বের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকা। উল্লিখিত অচৈতন্য— তাহার উক্ত চিহ্ন বর্ত্তমান থাকার কারণেই হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ রূপে ফানা প্রাপ্ত হইত এবং পূর্ণ বাকা বিল্লাহ্ লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় উক্ত তাজাল্লী তাহাকে অজ্ঞান করিত না।

অনলে প্রবেশি দগ্ধ হয়— সমুদয়।
স্বয়ং অনল না-কি দগ্ধিভূত হয় ?

এস্থলেও যেন প্রথম ব্যক্তি অগ্নি স্পর্শকারী, কাজেই সে বিদগ্ধ ও নিশ্চিহ্ন হয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন স্বয়ং অগ্নি, অতএব সে আর কিসে জ্বলিবে। বরং বলিব যে, পর্দ্দার

আড়ালে যে তাজাল্লী হয়, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের তাজাল্লী বা আবির্ভাব নহে। উহা ছেফাত বা গুণাবলীর তাজাল্লী সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে তাজাল্লীয়ে জাতী হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট, তাহা পর্দ্দা ও ব্যবধান রহিত। পর্দ্দা অবস্থানের চিহ্ন অজ্ঞান হওয়া, এবং অজ্ঞানতা দূরবর্ত্তীতার নির্দ্দেশক। পক্ষান্তরে অনুভূতি ও সজ্ঞানতা পর্দ্দা তিরোধানের প্রমাণ এবং অনুভূতি— পূর্ণ হুজুরী বা আবির্ভাবের মধ্যেই হইয়া থাকে। জনৈক বোজর্গ ব্যক্তি উক্ত আছলী বা মূল জাত স্থায়ী তাজাল্লীধারী ব্যাক্তির অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে—

একটি গুণের ছায়া করি দরশন
তুরগিরি 'পরে মুছা হল অচেতন,
তুমি নবী (ছঃ) পুত জাতে করি নিরীক্ষণ
সহাস্য বদন ছিলা তথা বিলক্ষণ।

এই ব্যবধান রহিত তাজাল্লীয়ে জাতী 'মাহবুব' বা প্রিয় গণের জন্য স্থায়ী ভাবে হয় এবং মোহেব্ব বা প্রেমিক ব্যক্তিগণের জন্য তড়িৎবৎ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, 'মাহবুব'গণের দেহ তাহাদের রূহ্ বা আত্মার রঙ্গে রঞ্জিত হয়। অতএব উক্ত সম্বন্ধ তাঁহাদের আত্মা ও দেহ উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে মোহেব্বগণের মধ্যে উক্তরূপ প্রবেশ কার্য্য কদাচিৎ সংঘটিত হয়। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর হাদীছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত আমার এক বিশিষ্ট সময় আছে"। তাহার অর্থ উক্ত তড়িৎবৎ তাজাল্লী নহে। কেননা তিনি (ছঃ) মোরাদ বা মনোনীত ব্যক্তিগণের বাদশাহ। অতএব তাঁহার জন্য এই তাজাল্লীয়ে জাতী— স্থায়ী। বরঞ্চ ইহার অর্থঃ— উক্ত স্থায়ী তাজাল্লীর এক বিশিষ্ট রূপ, যাহা অল্প সময়ের জন্য সংঘটিত হইত। যাঁহারা উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্ত, তাঁহাদের প্রতি ইহা অবিদিত নহে।

মারেফত (জ্ঞাতব্য বিষয়)

মাশায়েখগণ (রাঃ হুমুল্লাহ্) নিম্নলিখিত হাদীছটির অর্থের বিষয় দুই দলঃ— উল্লিখিত হাদীছ যথা— হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত আমার এক বিশিষ্ট সময় আছে, সে সময় আমার সহিত তথায় কোন মোকাররব বা নৈকট্যধারী ফেরেশ্‌তা কিংবা প্রেরিত পয়গাম্বরের সংকুলান হয় না"। একদল মাশায়েখ উক্ত সময় হইতে স্থায়ী সময় অর্থ লইয়াছেন, অপর দল কদাচিৎ সংঘটিত সময় বলিয়া অর্থ লইয়া থাকেন। এ বিষয়ে প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত সময় স্থায়ী বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেই আবার কখনও বিশিষ্ট ভাবের উদ্ভব হয়। ইতিপূর্ব্বেও এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এ নগণ্য ফকীরের অভিমত এই যে, উল্লিখিত বিশিষ্ট সময় ও বিশিষ্ট ভাবের আবির্ভাব নামাজের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, হয়তো হজরত (ছঃ) নামাজের মধ্যেই আমার নয়নের শান্তি বাক্য কর্ত্তৃক ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পরন্তু তিনি (ছঃ)

বলিয়াছেন যে, নামাজের মধ্যেই বান্দা স্বীয় রবের অধিক নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে"। এইরূপ আল্লাহ্‌তায়ালাও ফরমাইয়াছেন যে, "সেজ্‌দা কর এবং নৈকট্য লাভ কর"। অতএব যে মুহূর্ত্তে আল্লাহ্‌তায়ালার অধিক নৈকট্যলাভ হয়, সে মুহূর্ত্তে নিশ্চয় তথায় অন্য কাহারও অবকাশ থাকে না। কোন কোন বোজর্গ স্বীয় আত্মীক হালতের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের বিষয় বলিয়াছেন যে, "আমার অবস্থা পূর্ব্বেও যেরূপ নামাজের মধ্যেও তদ্রূপ"। কিন্তু উল্লিখিত হাদীছ সমূহ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অকাট্য বাণী এইরূপ তুল্যতা ও স্থায়ীত্ব নিবারক।

জানা আবশ্যক যে, স্থায়ী হালত লাভ হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু এ স্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, উক্ত স্থায়ী হালত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দূর্লভ্য হালত সংঘটিত হইতে পারে কি-না ?

এ বিষয়ের সমাধান এই যে, যাঁহারা উক্ত দূর্লভ হালতের অবগতি লাভ করেন নাই, তাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন এবং অপরদল যাঁহারা উক্ত মাকামের অংশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সত্য কথা এই যে, আঁ হজরত (ছঃ)-এর তোফায়েলে যাঁহারা নামাজের মধ্যে মনোযোগীতা লাভ করেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের দৌলত প্রাপ্ত হন, তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক। হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সম্মানের অছিলায় আল্লাহ্‌পাক স্বীয় পূর্ণ অনুগ্রহে আমাদিগকে উক্ত মাকামের অংশ প্রদান করুন (আমীন)।

মারেফত

ছেফাত বা আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর মাধ্যমে যাঁহারা চরম উন্নত, তাঁহারা এল্‌ম ও মারেফত সমূহের বিষয়ে মজ্জুব বা আকর্ষিত ব্যক্তিগণের নিকটবর্ত্তী এবং শুহুদ বা আত্মীক দর্শন হিসাবেও তাঁহারা উভয় সমতুল্য। কেননা ইঁহারা উভয়েই কল্‌বের অন্তর্ভুক্ত। ফলকথা, ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ছেফাতধারী ব্যক্তিগণ বিস্তৃত জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু মজ্জুবগণ তদ্রূপ নহেন। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, 'ছেফাত' ধারী ব্যক্তিগণ ছুলুক (ভ্রমণ) এবং উর্দ্ধারোহণ করা হেতু যে মজ্জুবগণ উর্দ্ধারোহণ করেন নাই— সে সকল মজ্জুব হইতে অধিক নৈকট্যধারী। অবশ্য মূল বস্তুর প্রেম তাহাদের অঞ্চলাকৃষ্ট ; যদিও ব্যবধান বর্ত্তমান আছে। তথাপি ইহা কোনই আশ্চর্য্য নহে যে, মজ্জুবগণের মধ্যেও মূল বস্তুর নৈকট্য ও সঙ্গতা ধারণা করা যায়। কেননা "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে" (হাদীছ)। মজ্জুবগণ প্রেম ভালবাসা অনুপাতে মোহাম্মদীগণের অনুরূপ, কেননা পর্দ্দার ব্যবধান হইতে হইলেও মজ্জুবগণের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতী মহব্বত ও প্রেম বর্ত্তমান আছে।

মারেফত

এই বোজর্গগণের কোন কোন পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, কুতুবগণের প্রতি আল্লাহ্‌ তায়ালার ছেফাত-এর তাজাল্লী হয় এবং আফ্‌রাদগণের প্রতি জাতী তাজাল্লী হইয়া থাকে।

তাহাদের এই বাক্যের মধ্যেও চিন্তার বিষয় আছে! যেহেতু কুতুবগণ 'মোহাম্মদীয়াল্‌ মশরব' বা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সহপানকারী হইয়া থাকেন, এবং মোহাম্মদীগণের প্রতি জাতী তাজাল্লী হইয়া থাকে। অবশ্য এই তাজাল্লীয়ে জাতীর মধ্যেও বহু তারতম্য বর্ত্তমান আছে। আফ্‌রাদ গণের যে নৈকট্য লাভ হয়, 'কুতুবগণের' তৎপরিমাণ হয় না ; কিন্তু উভয়ই তাজাল্লীয়ে জাতীর অংশীদার বটে— এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, উহারা (অলী-আল্লাহ্‌গণ) কুতুবের অর্থ হয়তো কোতবে আবদাল লইয়াছেন, যাহারা হজরত ইস্‌রাফীল (আঃ)-এর পদানুসরণকারী, হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর অনুগামী নহেন।

মারেফত

ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা ছুরাতিহি— "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা আদম (আঃ)-কে তাঁহার ছুরত বা আকৃতির উপর সৃষ্টি করিয়াছেন"। আল্লাহ্‌পাক রকম প্রকার বিহীন। আদম (আঃ)-এর রূহ্‌ বা আত্মা— যাহা তাঁহার সারাংশ তাহাকে আল্লাহ্‌পাক রকম প্রকারবিহীন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্‌পাক যেরূপ 'লা মাকানী'— স্থান রহিত, রূহ্‌ বা আত্মাও তদ্রূপ— 'লা মাকানী' বা স্থান রহিত ! দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঐরূপ, সৃষ্ট জগতের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধ যেরূপ। অর্থাৎ মধ্যেও নহে, বাহিরেও নহে, সম্মিলিতও নহে এবং পৃথকও নহে। কাইয়ুমিয়াত বা রক্ষাকারী সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ বুঝা যায় না। দেহের প্রত্যেক পরমাণুকে আত্মাই রক্ষা করিয়া থাকে, যেরূপ আল্লাহ্‌ সৃষ্ট জগতের রক্ষাকর্ত্তা, তদ্রূপ তিনি রূহ্‌ বা আত্মার মাধ্যমে দেহের রক্ষাকর্ত্তা। আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত হইতে যে কোন ফয়েজ বর্ষিত হউক না কেন তাহা প্রথমে রূহের প্রতি বর্ষিত হয়, তৎপর রূহের মাধ্যমে দেহের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব 'রূহ্‌' যখন প্রকার বিহীন রূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে প্রকৃত প্রকারবিহীন আল্লাহ্‌তায়ালার সংকুলান হইতে পারে। সুতরাং হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, আমার জমিনে এবং আছমানে আমার সংকুলান হয় না— কিন্তু ঈমানদার বান্দাগণের কল্‌ব বা অন্তঃকরণে আমার সংকুলান হয়। কেননা জমিন— এইরূপ বৃহৎ ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও মাকান বা স্থানের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত এবং রকম প্রকারের কলঙ্কে কলঙ্কিত। অতএব যিনি লা-মাকানী বা স্থানের বৃত্তের বহির্ভূত বস্তু এবং যিনি রকম প্রকার হইতে পবিত্র— তাঁহার তথায় সঙ্কুলান হয় না। স্থানের বহির্ভূত বস্তুর স্থানের মধ্যে অবকাশ হয় না, এবং প্রকারবিহীন বস্তু প্রকার সম্ভূত বস্তুর সহিত শান্তি লাভ করে না। সুতরাং মো'মেন বান্দার 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ— যাহা লা-মাকানী এবং রকম প্রকার হইতে পবিত্র, তথায় তাঁহার সংকুলান হইয়া থাকে। মো'মেনের কল্‌বের বিশেষত্ব এই যে, কামেল মো'মেন বা পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির কল্‌ব ব্যতীত অন্য সকলের কল্‌ব লা-মাকানীর

শৃঙ্গ হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া প্রকার সম্ভূত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহার গণ্ডিভুক্ত হইয়া যায়। কাজেই এই অবতরণ ও আকৃষ্টতার কারণে সে যখন স্থান সম্ভূত বস্তুর গণ্ডিভুক্ত হয়, তখন উহার পূর্ব্ব বর্ণিত যোগ্যতা সে ধ্বংস করে। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন, উহারা চতুষ্পদ জন্তু সমতুল্য, বরং তাহা হইতে আরও অধিক পথভ্রষ্ট। (সুতরাং তথায় আল্লাহ্ তায়ালার আবির্ভাব হয় না)। মাশায়েখগণের মধ্যে অনেকেই স্বীয় কল্‌বের প্রশস্ততা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত কল্‌ব হইতে তাহাদের লা-মাকানী কল্‌বই অর্থ হইবে ; কেননা মাকান বা স্থান সম্ভূত বস্তু যতই প্রশস্ত হউক না কেন, তাহা সংকীর্ণ। পবিত্র আরশ অতি বৃহৎ ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও মাকানী হওয়ার কারণে লা-মাকানী রূহের তুলনায় সরিষা বরাবর, বরঞ্চ উহা হইতেও ক্ষুদ্র। বরং বলা যাইতে পারে যে, মো'মেনের কল্‌ব যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অনাদি-নূরের আবির্ভাব স্থল এবং উক্ত অনাদি-জাতের সহিত বাকী বা স্থায়ী হইয়াছে, তখন আরশ এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে, উক্ত মো'মেনের কল্‌বে নিক্ষেপ করিলে নিস্তনাবুদ হইয়া যাইবে এবং উহার কোনই চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিবে না। যেরূপ ছাইয়েদে তায়েফা— হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) এই মাকামের বিষয় বলিয়াছেন যে, আদি বস্তু যখন অনাদির সঙ্গে মিলিত হয়, তখন উহার কোনই আছর বা চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। ইহা রূহের একচেটিয়া বস্ত্র যাহা উহারই দেহে পরানো হইয়া থাকে। ফেরেশ্‌তাগণও এই বৈশিষ্ট্য রহিত। তাহারা স্থানের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকার সম্ভূত বস্তু। সুতরাং মানবজাতি রহমানের খলিফা বা প্রতিনিধি হইল। হাঁ, প্রত্যেক বস্তুর আকৃতিই তাহার প্রতিনিধি বটে। যে পর্য্যন্ত কোন বস্তুর আকৃতির অনুরূপ সৃষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বস্তুর প্রতিনিধি হইতে সক্ষম হইবে না ; এবং যে পর্য্যন্ত প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হইবে না, সে পর্য্যন্ত তাহার আমানত বা গচ্ছিত ধনের অধিকারীও হইতে পারিবে না। বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাহার দান বহন করিতে পারে না। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয়ই আমরা আছমান সমূহ এবং জমীন ও পর্ব্বত সমূহের সম্মুখে আমার আমানত (প্রদানার্থে) ধরিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অসম্মত হইল ও উহা হইতে ভীত হইল এবং মানবজাতি উহা বহন করিল। নিশ্চয় সে (মানবজাতি) অতীব অত্যাচারী এবং নিরেট মুর্খ (ভ্রান্তিসম্পন্ন)" কোরআন। অর্থাৎ মানবজাতি স্বীয় নফ্‌ছের প্রতি অত্যধিক অত্যাচারকারী। এ পর্য্যন্ত যে, তাহার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বস্তুর কোনই চিহ্ন নির্দ্দেশ ও নিদর্শন অবশিষ্ট রাখিল না ও এমন ভ্রান্তি সম্পন্ন যে, উদ্দিষ্ট বস্তুর আনুষঙ্গিক তাহার কোনই অনুভূতি নাই এবং প্রিয় ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহার কোনই অবগতি নাই। বরং অনুভূতি হইতে অক্ষম হওয়াই যেন— তথাকার অনুভূতি ও অজ্ঞতার স্বীকৃতিই যেন— পরিচয় ; সুতরাং তথায় অধিক "অজ্ঞ ও অস্থির" ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার অধিক পরিচয় প্রাপ্ত।

প্রকাশ থাকে যে, অনেক স্থলে আমার বাক্যের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার বিষয় অধিকরণ বা আধার হওয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ভাষার সংকীর্ণতা হেতু জানিবেন। প্রকৃতপক্ষে আমার উদ্দেশ্য ছুন্নত জামাতের আলেম গণের মতের অনুরূপ।

মারেফত (পরিচয়)

সৃষ্ট জগত ক্ষুদ্র অর্থাৎ মানব দেহই হউক অথবা বৃহৎ অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই হউক সবই আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাত বা নাম-গুণাবলীর বিকাশ স্থল এবং তাঁহার শান ও জাতী (ব্যক্তিগত) পূর্ণতা সমূহের দর্পণতুল্য। আল্লাহ্‌পাক গুপ্ত ধন, গূঢ় রহস্য তুল্য ছিলেন। গুপ্ত স্থান হইতে প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার বিকাশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং সংক্ষিপ্ত হইতে বিস্তৃত হইবার ইচ্ছা জাগিল, তখন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন, যেন ইহা স্বীয় মূল বস্তুর প্রতি নির্দ্দেশক এবং স্বীয় তত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ হয়। অতএব নিখিল বিশ্ব আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট পদার্থ এবং তাঁহার গুপ্ত কামালাত বা পূর্ণতা গুণসমূহের প্রতি নির্দ্দেশক ব্যতীত আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাহার অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা ব্যতীত তাহার সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার যদি অন্য কোন সম্মন্ধ স্থাপন করা যায়, তাহা মত্ততামূলক এবং অবস্থার প্রাবল্য সম্ভূত। যথা— আল্লাহ্‌তায়ালা এবং সৃষ্ট পদার্থকে একই বস্তু বলা, অথবা অবিকল তিনি ধারণা করা, কিংবা তিনি নিজেই সর্ব্ব বস্তুকে বেষ্টনকারী এবং সর্ব্ব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি। অপরিবর্ত্তনশীল অবস্থাধারী বোজর্গগণ যাঁহারা ছহ্‌ও বা সজ্ঞানতার অংশ প্রাপ্ত তাঁহারা এই প্রকারের বিদ্যা হইতে বিমুখ এবং ইহা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হয়তো অনেকের পথ অতিক্রম কালে— উক্তরূপ বিদ্যার উদ্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু অবশেষে তাহারা উহা অতিক্রম করতঃ শরার অনুকূল আধ্যাত্মিক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উল্লিখিত বিষয় একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি। কোন মহাবিদ্বান ব্যক্তি, যিনি বহু প্রকারের জ্ঞান, কৌশল অবগত, তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, স্বীয় পূর্ণ জ্ঞানসমূহ বাস্তব জগতে প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্য সংকেতরূপে কতকগুলি বর্ণ ও শব্দ আবিষ্কার করেন, যাহাতে উক্ত বর্ণনাদি দ্বারা স্বীয় গুণসমূহ প্রকাশ করিতে পারেন, এমতাবস্থায় তাঁহার আভ্যন্তরিক গুণসমূহের সহিত, বরঞ্চ উক্ত বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত উল্লিখিত নির্দ্দেশক বর্ণসমূহের কোনই সম্বন্ধ নাই। এই মাত্র সম্বন্ধ যে, ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি উক্ত বর্ণসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং উক্ত বর্ণসমূহ তাঁহার আভ্যন্তরিক গুণসমূহের প্রতি নিদ্দেশক মাত্র। অতএব উক্ত বর্ণ ইত্যাদিকে অবিকল উক্ত পণ্ডিত বলা বা তাঁহার আভ্যন্তরীণ গুণসমূহ বলার কোনই অর্থ হয় না। এইরূপ পরিবেষ্টন ও একত্রিত হওন ইত্যাদি ধারণাও এই ক্ষেত্রে অবাস্তব। উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির গুপ্ত গুণসমূহ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত ভাবেই বর্ত্তমান আছে। অবশ্য উক্ত গুণসমূহ ও উক্ত গুণধারী অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ও উল্লিখিত বর্ণ ও শব্দ ইত্যাদির মধ্যে নির্দ্দেশক ও নির্দ্দেশিত বস্তু হিসাবে সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহাদের বিষয় কিছু অতিরিক্ত অবাস্তব সম্বন্ধের ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উহাদের সহিত উক্ত বর্ণ ইত্যাদির অতিরিক্ত কোনই সম্বন্ধ নাই। এই বর্ণ ও শব্দ সমূহ বাস্তব জগতে অস্তিত্বধারী, ইহা নহে যে, উক্ত পণ্ডিত ও তাঁহার গুণসমূহ বাস্তবরূপে বর্ত্তমান আছে মাত্র এবং উক্ত বর্ণ ইত্যাদি শুধু অনুমান

ও ধারণাকৃত। সুতরাং বুঝা গেল যে, জগত অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সকল বস্তু খারেজ বা বাস্তব হিসাবে অস্তিত্ব সম্পন্ন, কিন্তু উহা প্রতিবিম্ব জাত ও পরবর্ত্তী সৃষ্ট হিসাবে মওজুদ বা অস্তিত্ববান। ইহা শুধু ধারণাকৃত ও অনুমেয় নহে। উহা ছুফুস্তায়ী দার্শনিক গণের মতের অনুরূপ। কারণ উক্ত দার্শনিকগণ সৃষ্ট জগতকে 'খেয়ালী জগত' বলিয়া অনুমান করে এবং ইহার মধ্যে মূলবস্তু প্রমাণ করিলেও ইহাকে খেয়াল বা ধারণা হইতে মুক্ত করে না, অতএব তাহাদের মতে ইহাতে মূলবস্তু আছে, কিন্তু ইহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই— যেহেতু সৃষ্ট জগত— উক্ত নির্দ্ধারিত মূলবস্তু নহে, বরং অন্য বস্তু।

হুঁশিয়ারী

ইতিপূর্ব্বে সৃষ্ট জগতকে আল্লাহ্তায়ালার এছ্ম ছেফাত সমূহের আবির্ভাব স্থল ও দর্পণ স্বরূপ— যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ, উক্ত ছেফাত সমূহের বাহ্যিক আকৃতির দর্পণ স্বরূপ হওয়া। অবিকল এছ্ম ছেফাত সমূহের দর্পণ হওয়া নহে। কেননা উক্ত এছ্ম বা নাম, নামধারী (আল্লাহ্তায়ালার) জাত পাকের মত কোনও দর্পণের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয় না। এবং উক্ত গুণসমূহ গুণধারীর ন্যায় কোনও আবির্ভাব স্থলে আবদ্ধ হয় না।

ক্ষুদ্রতম আকৃতির গৃহের ভিতর
বাস্তব অর্থের কভু হয় কি বাসর?
দীন-ভিখারীর দ্বারে ধনাঢ্য রাজন
কিসের কারণে, কহ করিবে গমন ?

(মারেফত)

তাজাল্লীয়ে জাতী (আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের আবির্ভাব) যাহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আছলী (নিজস্ব) এবং খাছ তাহা তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারীগণও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অবশিষ্ট পযগাম্বর (আঃ)-গণ ছেফাত বা আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর তাজাল্লী প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাজাল্লীয়ে জাতী— তাজাল্লীয়ে ছেফাতী হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা জানা আবশ্যক যে, অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণ তাজাল্লীয়ে ছেফাতীর মাধ্যমে যে নৈকট্য হাছিল করিয়া থাকেন, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণ তাঁহার মাধ্যমে তাজাল্লীয়ে জাতী লাভ করা সত্ত্বেও উক্তরূপ নৈকট্য প্রাপ্ত হন না। ইহার উদাহরণ যথা— কোন ব্যক্তি সূর্য্যের সৌন্দর্য্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যের দিকে আরোহণ করতঃ তথায় উপনীত হয়। এমন কি তাঁহার মধ্যে ও সূর্য্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান ব্যতীত কিছুই থাকে না। অপর এক ব্যক্তি সরাসরি সূর্য্যকেই ভালবাসে, কিন্তু পূর্ব্ববর্তী ব্যক্তির মত উন্নতি করিতে সক্ষম হয় নাই, যদিও উহার মধ্যে এবং সূর্য্যের মধ্যে কোনই ব্যবধান নাই, তথাপি প্রথম ব্যক্তি

দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী এবং সূর্য্যের যাবতীয় বিষয়— বরং তাহার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয় সমূহেরও জ্ঞানধারী। অতএব, যে অধিক নিকটবর্ত্তী ও অধিক পরিচয় লাভ কারী সেই অধিকতর শ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অলী-আল্লাহ্গণ স্বীয় পয়গাম্বর (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কাহারও মর্ত্তবায় উপনীত হইতে পারে না। যদিও ইঁহারা স্বীয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণের কাহারও মর্ত্তবায় উপনীত হইতে পারে না এবং যদিও ইঁহারা স্বীয় পয়গাম্বর (ছঃ)-এর মধ্যস্থতায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় সমূহের মাকাম লাভ করিয়া থাকেন ; সুতরাং যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণ পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন এবং অলী-আল্লাহ্গণ তাঁহাদের মধ্যস্থতাধারী। ইহাই শেষ কথা।

উল্লিখিত বিষয় সমূহের জন্য আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করিতেছি ; বরঞ্চ আল্লাহ্তায়ালার যাবতীয় নেয়মতের জন্য শোকর গোজারী করিতেছি। যিনি শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর তাঁহার প্রতি ও যাবতীয় নবী রছুল (আঃ) ও মোকাররব ফেরেশ্তাবৃন্দ এবং ছিদ্দিক ছালেহীনগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৮৮ মকতুব

ছৈয়দ আম্বিয়া শাহারানপুরীর নিকট নফল নামাজ জামাতের সহিত পাঠ করা নিষেধ, যেরূপ— আশুরা, শবে কদর ও শবে বরাত-এর নামাজ ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

বিছ্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ; যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য, যিনি আমাদিগকে ছৈয়্যেদোল্ মোরছালীন (ছঃ)-এর অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন এবং দীন ইছলামের মধ্যে বেদ্য়াত বা নূতনত্ব করা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দরূদ ও ছালাম ঐ মহাজনের প্রতি যিনি ভ্রষ্টতার ভিত্তি ধ্বংস করিয়াছেন এবং হেদায়েতের পতাকা উচ্চ করিয়াছেন। তাঁহার ছাহাবা ও বংশধরগণের প্রতিও দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

জানা আবশ্যক যে, এই জমানার অধিকাংশ ব্যক্তি, তাহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি হউক অথবা সাধারণ ব্যক্তি হউক, নফল নামাজ সমূহ আদায় করার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান হইয়া থাকে, কিন্তু ফরজ সমূহের বিষয়ে অবহেলা করে। ফরজ নামাজের মধ্যে ছুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না। অর্থাৎ নফল সমূহকে গুরুত্ব প্রদান করেন, কিন্তু ফরজ সমূহকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করেন। প্রায় ফরজ সমূহ মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করেন না এবং জামাত বৃদ্ধির, বরঞ্চ জামাত করারই বিশেষ চেষ্টা করেন না ; অবহেলা ও শৈথিল্যের সহিত কোন প্রকারে কেবল মাত্র ফরজ আদায় করাকেই যথেষ্ট ভাবেন। পক্ষান্তরে 'আশুরা' বা দশই মহররমের নামাজ, শবে বরাত ও সাতাশে রজব ও রজবের প্রথম জুমারাত্র যাহাকে লায়লাতুর রাগায়েব বলা হয়, তাহার নামাজ অতি যত্নসহ পূর্ণ মনোযোগ সহকারে জামাতের সহিত আদায় করিয়া থাকেন এবং ইহাকে তাহারা অত্যন্ত পুণ্য ও উৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া ধারণা করেন। তাহারা জানেনা যে, ইহা শয়তানের প্রবঞ্চনা।

শয়তান এই পাপকার্য্যকে তাহাদের সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও পুণ্য রূপে দেখাইতেছে। শায়েখুল ইছলাম মৌলানা এছামউদ্দিন হারাবী শরহে বেকায়া নামক পুস্তকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, নফল নামাজ জামাতের সহিত পাঠ করা এবং ফরজ নামাজের জামাত পরিত্যাগ করা শয়তানের প্রবঞ্চনার ফাঁদ (অর্থাৎ শয়তানী ধোকা)। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, নফল নামাজ সমূহ পূর্ণ খাতির জমার (জামাতের) সহিত পাঠ করা ঐ নিন্দনীয় মকরূহ (ঘৃনিত) বেদ্‌আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহাকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমাদের দীন ইছলামের মধ্যে যে—ব্যক্তি নূতন কার্য্য সৃষ্টি করে, তাহা পরিত্যক্ত"।

জানা আবশ্যক যে, জামাতের সহিত নফল নামাজ ফেকার কোন কোন রেওয়াতে সম্পূর্ণ মকরূহ্ বলিয়া লিখিয়াছেন, অনেকের মতে ডাকিয়া একত্রিত করা শর্ত্তে মকরূহ্। অতএব যদি বিনা আহ্বানে দুই এক ব্যক্তি মসজিদের এক পার্শ্বে জামাতের সহিত নফল নামাজ পাঠ করে, তবে তাহা জায়েজ হইবে, মকরূহ্ হইবে না। কিন্তু তিন ব্যক্তির মধ্যে মাশায়েখ গণের মতভেদ আছে এবং চার ব্যক্তি হইলে সর্ব্ব বাদী সম্মত মকরূহ্। অপর রেওয়াতে আছে যে, চার ব্যক্তির জন্য মকরূহ্ হওয়াই সঠিক, ফতওয়ায়ে সিরাজীয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, তারাবী এবং সূর্য্যগ্রহণের নামাজ ব্যতীত অন্য সকল নফল নামাজ জামাতের সহিত পাঠ করা মকরূহ্। ফতওয়ায়ে গেয়াছিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, শায়েখ এমাম ছারাখছী[1] (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রমজান ব্যতীত অন্য সময় জামাতের সহিত নফল নামাজ পাঠ করা মকরূহ্, অবশ্য যদি ঘোষণা করিয়া পাঠ করা হয়। কিন্তু যদি দুই এক ব্যক্তি কাহারও এক্তেদা করে, তবে মকরূহ্ হইবে না, তিন ব্যক্তি হইলে তাহাতে মতভেদ আছে এবং চার ব্যক্তি হইলে বিনা দ্বৈধতায় মকরূহ্ হইবে।

'খোলাছা' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, "ঘোষণা করিয়া জামাতের সহিত নফল নামাজ পাঠ করা মকরূহ্, কিন্তু যদি বিনা আজান ও একামতে মসজিদের এক প্রান্তে পাঠ করে তবে মকরূহ্ হইবে না"।

শামছুল আয়েম্মা হালুয়ারী বলিয়াছেন—"যদি এমাম ব্যতীত তিন ব্যক্তি হয়, তবে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে মকরূহ্ হইবে না, চার ব্যক্তির বিষয়ে মতভেদ আছে। সত্য কথা এই যে, মকরূহ হইবে।" ফতওয়ায়ে শাফীয়াতে লিখিতেছেন, "রমজান ব্যতীত অন্য সময় জামাতের সহিত নফল নামাজ পাঠ করা জায়েজ নহে। অবশ্য উহা ঘোষণা করিয়া আজান একামতের সহিত পাঠ করিলে মকরূহ হইবে ; কিন্তু যদি দুই এক ব্যক্তি বিনা ঘোষণায় একতেদা করে, তবে মকরূহ্ হইবে না ; তিন ব্যক্তির বিষয়ে মতভেদ আছে। চার ব্যক্তি হইলে সর্ব্ববাদী সম্মত মকরূহ্। এই প্রকারের আরও রেওয়ায়েত ফেকার কেতাবসমূহে পরিপূর্ণ আছে। ইহা ব্যতীত যদি কোন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, যাহাতে সংখ্যার বর্ণনা নাই এবং সাধারণ ভাবে নফল নামাজের জামাত জায়েজ লেখা থাকে, তাহাকেও উল্লিখিত

টীকা ঃ- ১। ছারাখছ্=ছারাখছ্ খোরাছানের মধ্যে একটি পুরাতন নগর, যাহা ছেকেন্দর বাদশাহ্ স্থাপন করিয়াছে।

শর্ত্তাধীন বলিয়া জানিতে হইবে। যেরূপ অন্যান্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে— তদ্রূপ সাধারণ রেওয়ায়েতকে শর্ত্তযুক্ত অর্থাৎ দুই বা তিন ব্যক্তির অধিক জায়েজ নহে জানিবে। হানাফী মাজহাবের আলেমগণ মূল কানুনে শর্ত্তবিহীন, কোরআন ও হাদীছের রেওয়ায়েতকে শর্ত্তবিহীন ভাবেই পরিচালিত করেন এবং শর্ত্তযুক্তের মধ্যে শামিল করেন না। কিন্তু ফেকার রেওয়ায়েতে শর্ত্তবিহীনকে শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত করা জায়েজ বা বিধেয়, বরঞ্চ লাজেম বা কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও যদি ইহা মানিয়া লওয়া যায় যে, "শর্ত্তবিহীনকে শর্ত্তযুক্তের শামিল করা হইবে না," তথাপি উক্ত শর্ত্তবিহীন রেওয়ায়েত উল্লিখিত শর্ত্তযুক্ত রেওয়ায়েতের মোকাবেলা করিতে ঐ সময় সক্ষম হইবে যদি উক্ত শর্ত্তবিহীন রেওয়ায়েত ইহার সমকক্ষ ক্ষমতাশালী হয়, কিন্তু সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব, যেহেতু মকরূহ্ হওয়ার রেওয়ায়েতগুলি সংখ্যায় অধিক ; উপরন্তু ইহারই অনুকূলে ফতোওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে জায়েজ হওয়ার রেওয়ায়েত উক্তরূপ শক্তিশালী নহে। অপিচ যদি উহাদের সমতুল্য হওয়া— মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি বলা যাইবে যে, মকরূহ্ এবং জায়েজ হওয়ার দলিল যখন পরস্পর মোকাবেলা করে, তখন মকরূহ্ হওয়ার পক্ষকেই সমর্থন করিতে হয়। যেহেতু ইহার মধ্যেই সাবধানতা ; যথা—ফেকাহবিদগণের কানুন। সুতরাং যাহারা আশুরার দিবস ও শবেবরাত এবং লায়লাতুর্ রাগায়েব্-এ জামাতের সহিত নামাজ পাঠ করে ও ন্যূনাধিক্য দুই তিন শত লোক মস্‌জিদে একত্রিত হইয়া জামাত করে এবং উক্ত নামাজ মজমা (সমবেত) এবং জামাতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা করে, তাহারা সর্ব্ববাদিসম্মত মকরূহ্ কার্য্য সম্পন্নকারী। মকরূহ্ কার্য্যকে ভাল জানা অতি বৃহৎ গোনাহ্। হারামকে জায়েজ মনে করা কুফরে পরিণত হয় এবং মকরূহ্‌কে উৎকৃষ্ট কার্য্য ভাবা উহা হইতে এক স্তর নিম্নে। অর্থাৎ কবিরা গোনাহ্। তাহাদের উক্তরূপ কার্য্যের অনিষ্ট— চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। শুধু ঘোষণা না করাই যে, তাহাদের মকরূহ্ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র অবলম্বন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘোষণা না করিলে মকরূহ্ হয় না বটে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র এক ব্যক্তি কিংবা দুই ব্যক্তির পক্ষে, তাহাও আবার মস্‌জিদে এক প্রান্তে পড়িতে হইবে, নতুবা নয়। অপিচ ঘোষণার অর্থ নফল নামাজ পাঠের সংবাদ পরস্পরকে— জানাইয়া দেওয়া, ইহা নিশ্চয় উহাদের মধ্যে হইয়া থাকে। এক গ্রামবাসী অন্য গ্রামবাসীকে জানাইয়া দেয় এবং আহ্বান করে যে আশুরা ইত্যাদির নামাজ শান্তির সহিত পাঠ করার জন্য অমুক শেখ বা অমুক আলেমের মস্‌জিদে যাইতে হইবে", ইহা তাহাদের অভ্যাসস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ 'ঘোষণা' 'আজান' একামতের ঘোষণা হইতেও অধিক কার্য্যকরী হয়। অনেকের মতে আজান একামতকেই যদি ঘোষণা অর্থ লওয়া যায় এবং প্রকৃত আজান ও একামত দেওয়াকেই যদি ইহার অর্থ বলি, তবে পূর্ব্ব বর্ণিত রূপ— "এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তি মস্‌জিদের এক কোণে" ইত্যাদি ভাবে উত্তর দেওয়া যাইবে।

জানা আবশ্যক যে, গুপ্ত রাখার প্রতি নফল নামাজ-এর ভিত্তি, যাহাতে উহা রেয়াকারী হইতে রক্ষা পায়, এবং জামাত করা ইহার বিপরীত। পক্ষান্তরে ফরজসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করাই বাঞ্ছনীয় ; যেহেতু উহা রেয়াকারী হইতে পবিত্র। অতএব উহা জামাতের সহিত পাঠ করাই সমীচীন। অধিকন্তু বলিব যে, অধিক লোকের সমাগমের মধ্যে দুর্ঘটনার আশংকা থাকে, এইহেতু জুমার নামাজের সময় বাদশাহ্ অথবা তাঁহার প্রতিনিধি হাজির থাকা শর্ত ; যাহাতে কোনরূপ বিশৃংখলা না হয় এবং মকরূহ্ জামাতসমূহের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিবার বিশেষ আশংকা আছে। অতএব এই প্রকারের সমাগম শরাহ সংগত নহে। বরং শরাহ গর্হিত। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, ফেৎনা ফাছাদ ঘুমাইয়া আছে, তাহাকে যে ব্যক্তি সজাগ করে, তাহার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হউক। কাজেই এছলামী রাজ্যের দণ্ডধর ও বিচারকগণের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য যে, এইরূপ সমাগমকে প্রতিরোধ করে এবং ইহার জন্য অধিক কঠোরতা অবলম্বন করে ; যাহাতে উক্তরূপ ফেৎনা ফাছাদের উদ্ভবকারী বেদ্আত সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়। আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে প্রবল করেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শনকারী।

২৮৯ মকতুব

ক্বাজা এবং তকদীরের বিষয় মৌলানা বদরউদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন, বিছ্মিল্লাহির্ রহ্মানির রাহীম।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য, যিনি তকদীর (অদৃষ্ট লিপি) এবং কাজা (আল্লাহ্র নিষ্পত্তি)-এর গূঢ় রহস্য সমূহ স্বীয় খাছ বান্দাগণের প্রতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং সর্ব্ব সাধারণ হইতে উহা গুপ্ত রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহারা পথভ্রষ্ট না হয়। তৎপর দরূদ ও ছালাম ঐ মহাজনের প্রতি যাঁহার দ্বারা স্বীয় চূড়ান্ত প্রমাণ সমূহ বান্দাগণের প্রতি পূর্ণ করতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত পাপিষ্ঠগণের ওজর আপত্তির পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার সেই পবিত্র আল্ আওলাদ ও ঐ পুণ্যবান ছাহাবাগণের প্রতি উক্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক— যাঁহারা তকদীরের প্রতি ঈমান আনিয়াছেন ও কাজা বা আল্লাহ্র নিষ্পত্তির প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

অতঃপর তকদীরের বিষয় লইয়া যখন সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে গোমরাহী সৃষ্টি হইয়াছে, অনেকের মনে অনেক প্রকারের অমূলক ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, এইহেতু অনেকেই 'জবর' অর্থাৎ বান্দাগণকে বাধ্য ও ইচ্ছা শক্তি রহিত মনে করে। অনেকে আবার বান্দার কার্য্য সমূহকে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সম্বন্ধীত করা অস্বীকার করে ; উহাদের একদল বিশ্বাস্য বিষয় সমূহে মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা ছেরাতুল্ মোস্তাকীম বা সরল সুদৃঢ় পথ। উদ্ধার প্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহ্লে ছুন্নত জামাত এই পথই প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইহারা অতিরঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

হজরত আবু হানিফা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত (বর্ণিত) আছে যে— তিনি এমাম জাফরে ছাদেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে রাছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সন্তান, আল্লাহ্ পাক যাবতীয় কার্য্যসমূহ স্বীয় দাসগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন কি ? তদুত্তরে তিনি ফরমাইয়াছিলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বান্দাগণের প্রতি অর্পণ করা হইতে পাক, অর্থাৎ বান্দাগণের প্রতি ন্যস্ত করেন নাই। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন— আল্লাহ্তায়ালা বান্দাগণকে মজবুর বা বাধ্য করিয়া কার্য্য করান কি ? তদুত্তরে এমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) ফরমাইলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা অতিশয় ইনছাফকারী— ন্যায়পরায়ণ, তিনি বান্দাগণকে মজবুর বা বাধ্য করিয়া কার্য্য করাইয়া তাহার জন্য উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, ইহা হইতেও তিনি পবিত্র। তখন এমাম ছাহেব বলিলেন— তবে কিভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহার মধ্যবর্ত্তী ; বাধ্যতাও নহে, সম্পূর্ণ ন্যস্ত করাও নহে ; অনিচ্ছা পূর্ব্বক কার্য্য করাও নহে, পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানও নহে। এই হেতু আহ্লে ছুন্নত জামাতগণ বলিয়াছেন যে, বান্দার ইচ্ছাধীন কার্য্যসমূহ সৃষ্টিকরণ ও অস্তিত্ব প্রদান হিসাবে আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের অধীন এবং অর্জ্জন হিসাবে উহা বান্দার ক্ষমতাধীন। অতএব বান্দার গতিবিধি আল্লাহ্র প্রতি সম্বন্ধীত করিলে 'খল্ক' বা সৃষ্টিকরণ বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে উহাকে বান্দার প্রতি সম্বন্ধীত করিলে 'কছব' বা অর্জ্জন বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে এমাম আবুল হাছান আশ্য়ারীর অভিমত এই যে, বান্দাগণের কার্য্যের মধ্যে তাহাদের এখ্তিয়ার বা ইচ্ছার কোনই অধিকার নাই। এই মাত্র যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় আত্মভাব অনুযায়ী বান্দার এখ্তিয়ার বা ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এমাম আশ্য়ারীর নিকট নূতন ক্ষমতা অর্থাৎ বান্দাগণের ক্ষমতার কোনই তাছীর নাই ; অবশ্য এইরূপ অভিমত অনেকটা বান্দার অক্ষমতাবাদের দিকে গড়িয়া পড়ে। এই হেতু ইহাকে স্বেচ্ছাধীনতা ও বাধ্যতার মধ্যবর্ত্তী জবর বা নিরুপায় হওয়া বলা হইয়া থাকে। আবু ইসহাক এছফেরাইনী বলিয়াছেন যে, কার্য্যের মূলে নূতন ক্ষমতার অর্থাৎ বান্দার ক্ষমতার তাছির[1] আছে এবং উভয়দিকের ক্ষমতার সংমিশ্রণে কার্য্য সংঘটিত হয়। অতএব তাহার মতে দুই কর্ত্তার ক্ষমতা একই কার্য্যের প্রতি প্রয়োগ হওয়া দুই বিপরীত পার্শ্ব হইতে সংগত। কাজী আবুবকর বাকেল্লানী বলিয়াছেন যে, কার্য্যের ভালমন্দ হিসাবে বান্দার ক্ষমতার তাছির আছে। যেরূপ কোন কার্য্যকে এবাদত এবং অন্য কোন কার্য্যকে গোনাহ্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়। এই অক্ষম বান্দার অভিমত এই যে, মূলকার্য্যে ও তাহার গুণ সমূহে— এক সঙ্গেই বান্দার ক্ষমতার তাছির হইয়া থাকে। কেননা মূল কার্য্যে তাছির না হইয়া শুধু গুণাবলীর উপর তাছির হওয়ার কোন অর্থ হয় না। যেহেতু কার্য্যের তাছিরকেই উহার গুণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু মূল কার্য্যের তাছির ব্যতীত উহা অতিরিক্ত তাছিরের মুখাপেক্ষী। কেননা গুণাবলীর অস্তিত্ব মূলকার্য্যের অস্তিত্ব হইতে অতিরিক্ত এবং "বান্দার কুদ্রত বা ক্ষমতার তাছির আছে"— একথা বলা কোন দোষণীয় নহে ; যদিও ইহা

টীকা ঃ— ১। তাছীর=ক্রিয়া।

এমাম আশ্‌য়ারীর পক্ষে কঠিন কথা। কারণ যেরূপ বান্দার ক্ষমতা আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট, তদ্রূপ ইহার ক্ষমতার তাছিরও আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট বস্তু। সুতরাং বান্দার ক্ষমতার তাছির আছে, বলাই সত্য। প্রকৃতপক্ষে এমাম আশ্‌য়ারীর অভিমত জবর বা অক্ষমতা মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাহার অভিমত যে, বান্দার নিজস্ব কোনই এখ্‌তিয়ার নাই এবং তাহার ক্ষমতারও কোন তাছির নাই। মাত্র পার্থক্য এই যে, জবরীয়াগণের নিকট বান্দার ইচ্ছাধীন কার্য্যসমূহ উক্ত কার্য্যের কর্ত্তার প্রতি প্রকৃত অর্থে সম্বন্ধীত হয় না ; বরং ভাবার্থে সম্বন্ধীত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্‌য়ারীগণের নিকট যদিও প্রকৃত পক্ষে বান্দার এখ্‌তিয়ার বর্ত্তমান নাই, তথাপি উক্ত কার্য্যসমূহ কর্ত্তার প্রতি প্রকৃত অর্থে সম্বন্ধীত হয়। কারণ সুন্নত জামাতের আলেমগণের নিকট বান্দার কুদ্‌রতের প্রতি কার্য্যের সম্বন্ধ প্রকৃত অর্থে প্রদত্ত হয়। কিন্তু উক্ত কুদ্‌রত হয়তো এক প্রকার কার্য্যকরী হয়। যেরূপ ছুন্নত জামাতের আশ্‌য়ারী ব্যতীত অন্য সকলের অভিমত ; কিম্বা উহা শুধু নির্ভরশীল বস্তু হিসাবে বর্ত্তমান থাকে। যেরূপ আশ্‌য়ারীগণের অভিমত। এই পার্থক্য দ্বারা বাতিল পন্থাসমূহ সত্য পন্থা হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। জবরীয়াদের পন্থানুযায়ী প্রকৃত অর্থে কর্ত্তা হইতে কার্য্যকে নিবারণ করা এবং ভাব অর্থে উহা প্রমাণ করা নিছক কুফর ও স্বতঃসিদ্ধ বস্তুকে অস্বীকার করা মাত্র। তমহিদ গ্রন্থের লেখক বলিয়াছেন যে, জবরীয়াদের অনেকে বলে— বান্দা হইতে বাহ্য দৃষ্টে ও ভাব অর্থে কার্য্য সংঘটিত হয় মাত্র। বস্তুতঃ উহার কোনই সামর্থ্য নাই। বান্দা যেন একটি বৃক্ষতুল্য। যখন বায়ু উহাকে বিকম্পিত করে, তখন সে কম্পমান হয়। বান্দাগণও তদ্রূপ মজবুর বা অক্ষম। এইরূপ বাক্য— কুফর এবং যে ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস রাখে, সে কাফের। তিনি আরও বলিয়াছেন— জব্‌রীয়া মতাবলম্বীগণের কথা এই যে, "প্রকৃত পক্ষে বান্দাগণের কোনই কার্য্য নাই। ভাল হিসাবেও নাই, মন্দ হিসাবেও নাই। বান্দাগণ হইতে যাহা সংঘটিত হয়, তাহার কর্ত্তা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই"। উহাদের এইরূপ বাক্যও— কুফর।

যদি কেহ বলে যে, কার্য্যকলাপে বান্দার ক্ষমতার কোনই তাছির না থাকিলে এবং বাস্তবে উহার এখতিয়ার না থাকিলে— কার্য্যকলাপকে আশ্‌য়ারীগণের মতানুযায়ী বান্দার প্রতি প্রকৃত ভাবে সম্বন্ধীত করার কি অর্থ হয় ? তদুত্তরে বলিব যে, বান্দার ক্ষমতার যদিও তাছির নাই, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা— কার্য্যকলাপ সম্পাদন উহার প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাহাদের উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও ইচ্ছা শক্তি চালনা করার পর আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব কার্য্যসমূহ সৃষ্টি করণার্থে বান্দার ক্ষমতাকে স্বাভাবিক কারণ স্বরূপ করিয়াছেন ; সুতরাং কার্য্য সম্পাদনের মধ্যে বান্দার ক্ষমতার স্বাভাবিক অধিকার আছে। কেননা উক্ত কার্য্যসমূহ স্বভাবতঃ ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত সংঘটিত হয় না। যদিও বান্দার উক্ত ক্ষমতার কোন তাছীর নাই, তথাপি উহা কার্য্য সংঘটিত হওয়ার স্বাভাবিক কারণ বলিয়া প্রকৃত অর্থে কার্য্যসমূহকে বান্দার প্রতি সম্বন্ধীত করা হয়। আশ্‌য়ারীগণের মাজহাবের (পন্থার) ইহাই শেষ সমাধান ; অবশ্য তাহাদের বিষয় এখনও আমি ইতস্ততের মধ্যে আছি।

জানা আবশ্যক যে, ছুন্নত জামাতের আলেমগণ তক্‌দিরের (ভাগ্য লিপির) প্রতি ঈমান আনিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, তক্‌দিরের ভালমন্দ— তিক্ত-মিষ্ট সবই আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে। কেননা কদর শব্দের অর্থ নূতন সৃষ্টি করা এবং ইহা জানা আছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত কোন নূতন সৃষ্টি কর্ত্তা নাই। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন যে, "তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। অতএব তাঁহারই এবাদত কর" (কোরআন)। পক্ষান্তরে মোতাজীলি ও কাদ্‌রিয়াগণ ক্বাজা এবং তক্‌দিরকে অস্বীকার করে। তাহারা ভাবিয়া থাকে যে, বান্দাগণের কার্য্যকলাপ কেবল মাত্র তাহাদের ক্ষমতার দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার ক্বাজানুযায়ী বান্দা যদি মন্দ কাজ করে এবং সেই হেতু আল্লাহ্‌পাক বান্দাগণকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে উহা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। "তাহাদের এইরূপ বাক্য অজ্ঞতা মূলক মাত্র ; যেহেতু ক্বাজা বা আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম বান্দার ক্ষমতা ও এখ্‌তিয়ারকে হরণ করে না। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা ক্বাজা বা নিস্পত্তি করিয়া দিয়াছেন যে, বান্দা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেও পারে এবং পরিত্যাগ করিতেও পারে। ফলকথা, মোতাজিলিগণের মতানুযায়ী উক্তরূপ ক্বাজা বা নিস্পত্তি বান্দার এখ্‌তিয়ার বা ইচ্ছাকে অনিবার্য্য করে এবং উহার দ্বারা এখ্‌তিয়ার ছাবেত বা প্রতিষ্ঠিত হয়, নিবারিত হয় না (অর্থাৎ কার্য্য অনিবার্য্য হয়)। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের উক্ত মত আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যকলাপ দ্বারা বাতিল হয়। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যকলাপ ক্বাজার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো ওয়াজেব বা অনিবার্য্য হইবে, নতুবা অসম্ভব ও নিষিদ্ধ হইবে।

অর্থাৎ যদি অজুদ বা অস্তিত্বের সহিত ক্বাজার[১] সম্বন্ধ হয়, তবে উহা ওয়াজেব হইবে এবং যদি নাস্তির সহিত সম্বন্ধ হয়, তবে নিষিদ্ধ হইবে। অতএব যদি ইচ্ছাধীন কার্য্যসমূহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওয়াজেব বা অনিবার্য্য হয়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা খোদ-মোখ্‌তার বা ইচ্ছাময় থাকেন না ; কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস কুফর। উপরন্তু ইহা প্রকাশ্য কথা যে, পূর্ণ দূর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও স্বীয় কার্য্য সম্পাদনার্থে বান্দাগণকে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন বলা নিরেট মূর্খতা ও চরম বোকামী। এই জন্য তুরাণ দেশীয় আলেমগণ এই বিষয়ে তাহাদিগকে গোমরাহ্‌ বলিয়াছে, এ পর্য্যন্ত যে, তাহারা বলিয়াছেন, "মজুছ বা অগ্নিপূজকগণের অবস্থাও তাহাদের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট। কেননা তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার মাত্র একটি শরিক স্থাপন করিয়াছে এবং ইহারা (মোতাজিলিগণ) অসংখ্য শরিক প্রমাণ করে"।

জবরীয়াগণ ভাবিয়াছে যে, বান্দার ইচ্ছার দ্বারা কোনই কার্য্যের সম্পাদন হয় না এবং ইহার গতিবিধি জড় বস্তুর গতিবিধির অনুরূপ। অর্থাৎ ইহাদের যেন কোনই ক্ষমতা নাই এবং কোনই ইচ্ছা শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহাদের আরও ধারণা এই যে, "বান্দাগণ সৎকার্য্যের কোনই ছওয়াব পাইবে না এবং অসৎ কার্য্যের জন্য তাহাদের কোনই শাস্তি হইবে না। কাফের বা গোনাহ্‌গারগণ মাজুর (অক্ষম)। ইহাদের প্রতি কোনরূপ প্রশ্ন

টীকা ঃ— ১। কাজার=চূড়ান্ত নিস্পত্তি।

হইবে না ; কেননা যাবতীয় কার্য্য আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে সংঘটিত এবং বান্দাগণ এই বিষয় মজবুর বা অক্ষম"। এইরূপ ধারণাও কুফর। এই মুর্জ্জিয়া[১] দল অভিশপ্ত ; ইহারা বলে যে, গোণাহ্ কোনরূপ ক্ষতিকারক নহে এবং গোণাহ্‌গারের কোনই শাস্তি হইবে না। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, সপ্ততি পয়গাম্বরের বাক্য দ্বারা মুর্জ্জিয়া দল অভিশপ্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদের মজহাব বা পন্থা অবশ্য বাতেল, কারণ স্বেচ্ছায় হস্ত কম্পন এবং রাশা বা পক্ষাঘাত জনিত কম্পনের মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য আছে, যেহেতু আমরা জানি যে, প্রথম ব্যক্তির কম্পন ইচ্ছাধীন, দ্বিতীয় ব্যক্তির কম্পন তদ্রূপ নহে। তদুপরি আল্লাহ্‌তায়ালার অকাট্য বাণীসমূহ এইরূপ মজহাবকে নিবারণ করে। যথা— আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "ইহা তাহাদের (বান্দাগণের) কার্য্যের প্রতিফল। আরও তিনি বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ঈমান আনিতে পারে এবং যে ইচ্ছা করে কাফের হইতে পারে" ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, হিম্মত বা মনোবল ও নিয়াতের ন্যূনতা হেতু অধিকাংশ ব্যক্তি শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাহানা খুঁজিয়া থাকে। এইহেতু তাহারা আশ্‌য়ারী বরঞ্চ জবরীয়াদিগের মজহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহারা কখানো বলে— প্রকৃতপক্ষে বান্দার কোন এখ্‌তিয়ার নাই। শুধু ভাবার্থে কার্য্যকলাপ তাহাদের প্রতি সম্বন্ধীত হয়। আবার কখনো বলে যে, বান্দার এখ্‌তিয়ার আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি দুর্ব্বল ; যাহা অক্ষমতা অনিবার্যকারক, ইহা সত্ত্বেও তাহারা এই স্থানে কোন কোন ছূফীর কথা কর্ণপাত করিয়া থাকে যে— "যাবতীয় কার্য্যের কর্ত্তা এক, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। কার্য্যকলাপের মধ্যে বান্দাগণের ক্ষমতার কোনই তাছির নাই এবং ইহাদের গতিবিধি জড় পদার্থের গতিবিধির ন্যায়। বরঞ্চ ব্যক্তিত্বানুযায়ী হউক অথবা গুণাবলী অনুযায়ী হউক, বান্দার অস্তিত্ব মরীচিকা তুল্য, যাহাকে তৃষ্ণাতুর মরুপ্রান্তরে অবলোকন করতঃ পানি বলিয়া অনুমান করে, কিন্তু যখন তথায় উপনীত হয়, তখন কিছুই প্রাপ্ত হয় না এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে তথায় প্রাপ্ত হয়"। কতিপয় ছূফীর এইরূপ বাক্য তাহাদিগকে কথা বার্ত্তায়, কার্য্যকলাপে শৈথিল্য করার প্রতি নির্ভীক করিয়া দিয়াছে। অতএব আমি এ বিষয়ের 'তহকিক' (সত্য উৎঘাটন) করিয়া বলিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। তাহা এই যে, যদি বান্দার প্রকৃতপক্ষে কোন এখ্‌তিয়ার না থাকিত, যেরূপ আশ্‌য়ারীগণের অভিমত, তাহা হইলে বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা জুলুম বা অত্যাচারের ইঙ্গিত করিতেন না। কেননা তাহাদের কোনই এখ্‌তিয়ার নাই ও তাহাদের ক্ষমতারও কোনই তাছির নাই। উহাদের নিকট উক্ত ক্ষমতা ইত্যাদি শুধু নির্ভরশীল বস্তু মাত্র। অথচ আল্লাহ্‌পাক একাধিক স্থানে স্বীয় পবিত্র কেতাবে বান্দাগণের প্রতি জুলুম বা অত্যাচারের সম্বন্ধ দিয়াছেন এবং স্থূলভাবে হইলেও বিনা তাছিরে শুধু নির্ভরশীল বস্তু হওয়ার জন্য বান্দাগণকে অত্যাচারী বলা যাইতে পারে না।

টীকাঃ- ১। মুর্জ্জিয়া=মুর্জ্জিয়া শব্দ এরজা শব্দ হইতে। ইহার অর্থ বিলম্ব করা। উক্তরূপ মতাবলম্বীগণ আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধকে যথাসময়ে গণ্য করা হইতে বিলম্ব করে। অর্থাৎ তাহারা কবীরা গুণাহ্ করিয়া থাকে এবং বলে যে ইহাতে কোনই ক্ষতি নাই। এইরূপ মতাবলম্বী গণকে মুর্জ্জিয়া বলা হয়।

অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দাগণকে যে, কষ্ট ও শাস্তিদিবেন তাহা তাহাদের এখ্‌তিয়ার না থাকিলে আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে উহাকে কোন রূপ অত্যাচার বলা যাইতে পারে না। যেহেতু সেই পবিত্র জাত—মুক্ত ও শর্ত্তবিহীন মালিক এবং তিনি স্বীয় অধিকারে যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু এ স্থলে বান্দাগণের প্রতি অত্যাচারের সম্বন্ধ প্রদানের ফলে তাহাদের মধ্যে এখ্‌তিয়ার বা ইচ্ছা শক্তির প্রতিষ্ঠান অনিবার্য্য হইতেছে। এমতাবস্থায় ভাবার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা উপস্থিত জ্ঞানের বিপরীত ; অতএব বিনা আবশ্যকেই ভাবার্থ গ্রহণ অবাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ উহারা যে, বান্দাগণের এখ্‌তিয়ার (ইচ্ছা)কে দুর্ব্বল বলিয়াছে, তাহা দুই প্রকারে হইতে পারে ; প্রথমতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার এখ্‌তিয়ারের তুলনায় দুর্ব্বল বলিলে তাহা স্বীকার্য্য ও ইহাতে কোনই দ্বৈধতা নাই। অতএব তাহাদের এখ্‌তিয়ার বা ইচ্ছার কোনই স্থিরতা নাই, এই হিসাবে দুর্ব্বল বলিলেও বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি কার্য্য কলাপের মধ্যে তাহাদের এখ্‌তিয়ার বা ইচ্ছা শক্তির কোনই অধিকার নাই বলিয়া দুর্ব্বল বলা যায়, তবে ইহা স্বীকার্য্য নহে, এবং তাহা নিষিদ্ধ। ইহাই উহাদের প্রথম বিষয় এবং ইহার অসম্ভব হওয়ার দলিল ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, বান্দাগণের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে দায়িত্ব ভার প্রদান করিয়াছেন এবং তাহারা দুর্ব্বল সৃষ্টি— বলিয়া তাহাদের প্রতি উক্ত দায়িত্বের ভার লাঘব করিয়াছেন ; যথা— তিনি ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করার ইচ্ছা করেন এবং মানবজাতি দুর্ব্বল রূপে সৃষ্ট"— হইবেনা কেন ! সেই পবিত্র জাত যে, হাকীম বা সুকৌশলী এবং রউফ, রহীম বা অত্যন্ত দয়াবান ও স্নেহ পরায়ণ, মঙ্গলকামী। সুকৌশলী দয়াবান মঙ্গলকামী মহাজনের পক্ষে ইহা শোভনীয় নহে যে, দাসগণ যাহা করিতে অক্ষম, তাহাদের প্রতি তিনি তাহার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুতরাং তিনি যথা— অতি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড—যাহা বান্দাগণ উত্তোলন করিতে অক্ষম, তাহা উত্তোলন করার দায়িত্ব প্রদান করেন নাই। বরং তিনি অতি সহজ কার্য্য সমূহের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। যথা— নামাজ পঠন, যাহা কেয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া) রুকু (বক্র ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া) ছেজ্‌দা (মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন) এবং সামান্য কেরাত (নামাজে কোরআন পাঠ) ইত্যাদি সহজ কার্য্য সম্পন্ন। উক্ত কার্য্য সমূহ এরূপ সহজ সাধ্য যে— তাহা বলাই বাহুল্য। তদ্রূপ রোজা রাখাও অত্যন্ত সহজ এবং জাকাত প্রদানও অতি সামান্য, যেহেতু আল্লাহ্‌পাক মালের চল্লিশ অংশের এক অংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন মাত্র ; সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধেক প্রদানের আদেশ করেন নাই। তাহা হইলে বান্দা গণের প্রতি উহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িত। তিনি পূর্ণ অনুগ্রহ বশতঃ প্রত্যেক আদিষ্ট বস্তুর মূল কার্য্যে কষ্টকর হইলে তাহার প্রতিনিধি স্থাপন করিয়াছেন। যথা— ওজুর পরিবর্ত্তে তাইয়াম্মুম এবং দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পাঠ করিতে অক্ষম হইলে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করা, তাহাতেও অক্ষম হইলে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় পাঠ করা। তদ্রূপ কেহ যদি রুকু, ছেজ্‌দা করিতে সক্ষম না হয়, তবে ইঙ্গিত করিয়া পাঠ করা ইত্যাদি। যাহারা শরীয়তের হুকুমাদি অবগত আছেন, তাহাদের প্রতি ইহা অবিদিত নহে

যে, যাহারা এনছাফের সহিত শরীয়তের হুকুম সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিবে, তাহারা শরীয়তের যাবতীয় হুকুম আহ্‌কামকে অতি সহজ ও সরল হিসাবে প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু তাহাতে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অত্যন্ত দয়াপূর্ণ নিদর্শন প্রাপ্ত হইবে। শরীয়তের হুকুম সমূহ সহজ সাধ্য হওয়ার প্রমাণ এই যে, সর্ব্ব সাধারণ উক্ত আমল সমূহ আরও অতিরিক্ত করার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যথা— অনেকে ফরজ রোজা আরও অধিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। আবার অনেকে ফরজ নামাজ সমূহেরও আধিক্য লালসা করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য এবাদতের মধ্যেও আধিক্য কামনা করিয়াছিল। ইহা উক্ত আমল সমূহ অতি সহজ সাধ্য হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণেই নহে। শরীয়তের হুকুম সমূহ যদি কাহারও নিকট সহজ মনে না হয়, তাহার একমাত্র কারণ তদীয়— 'নফ্‌ছ' তমসাচ্ছন্ন থাকা ; যাহা উহার স্বভাব জাত এবং যে নফ্‌ছে আম্মারা আল্লাহ্‌তায়ালার সমকক্ষতার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহার কুপ্রবৃত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, "ইয়া রছুলুল্লাহ্, আপনি যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহা মোশরেকদিগের অত্যন্ত কঠিন"। আরও বলিয়াছেন, "নিশ্চয় উহা অর্থাৎ নামাজ— নিশ্চয় খাশেয়ীন (নম্রব্যক্তিগণ) ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি অতীব কঠিন"। অতএব বাহ্যিক অসুস্থতা— যেরূপ শরীয়তের হুকুম পালন কঠিন হওয়ার কারণ, তদ্রূপ বাতেনী বা অন্তরের অসুস্থতাও উক্ত হুকুম পালনের কাঠিন্যের কারণ বটে। এইহেতু শরীয়তের মধ্যে নফ্‌ছে আম্মারার খাহেশ ও আকাঙ্ক্ষা এবং কুপ্রবৃত্তি ধ্বংস করার নির্দ্দেশ আসিয়াছে। নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা এবং শরীয়তের হুকুম বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত, কাজেই উক্ত নফ্‌ছ-এর আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকা— শরীয়ত পালন কঠিন হওয়ার একমাত্র কারণ এবং শরীয়ত কঠিন মনে হওয়া উক্ত আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকার চিহ্ন। সুতরাং শরীয়ত যে পরিমাণ কঠিন মনে হইবে, নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা সেই পরিমাণ আছে বলিয়া জানা যাইবে এবং যখন উক্ত কাঠিন্য নিবারিত হইবে, তখন নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা সমূলে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে।

ছুফীগণের মধ্যে অনেকের বাক্য দ্বারা— বান্দাগণের এখ্‌তিয়ার নাই, বা যাহা আছে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া বুঝা যায়, যেরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাদের বাক্য যদি শরীয়তের হুকুমের অনুকূল না হয়, তবে তাহার কোনই মূল্য নাই। অতএব তাহাদের উক্তরূপ বাক্য— কোন প্রকারের দলিল বা অনুসরণের যোগ্য নহে। ছুন্নত জামাতের আলেমগণের বাক্যই একমাত্র অনুসরণের উপযোগী। সুতরাং ছুফীগণের বাক্য যদি তাহাদের বাক্যের অনুকূল হয়, তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে এবং যদি প্রতিকূল হয়, তবে গ্রহণ করা চলিবে না। পরন্তু আমি বলিব যে, স্থায়ী হালত বিশিষ্ট কামেল ছুফীগণ শরীয়তের কণামাত্র ব্যতিক্রম করেন না। উহা তাহাদের আত্মীক অবস্থার বিষয় হউক, অথবা আমলের বিষয় হউক, কিম্বা কথা বার্ত্তাই হউক বা এল্‌ম-মারেফত সম্বন্ধেই হউক, ব্যতিক্রম থাকে না ; এবং তাহারা জানেন যে, আত্মীক অবস্থায় ব্যতিক্রমের কারণেই

শরীয়তের 'বিরোধিতা' ঘটিয়া থাকে। অতএব যদি আত্মীক অবস্থা বিশুদ্ধ ও নিখুঁত হয়, তবে নিশ্চয় সত্য শরীয়তের সহিত তাহার কোন বিরোধিতা থাকিবে না ; ফলকথা, শরীয়তের বিরোধিতা বে-দীনী ও ভ্রষ্টতার চিহ্ন। শেষ কথা এই যে, যদি কোন ছুফী শরীয়ত বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তাহা তাহার অবস্থার বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন আত্মীক বিকাশ এবং সাময়িক মত্ততার কারণে হইয়া থাকে। কাজেই তিনি মাজুর বা অক্ষম ; কিন্তু তাহার কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশ অসত্য ও অন্যের জন্য অনুসরণীয় নহে, এবং উক্ত বাক্য সমূহের বাহ্যিক অর্থ না লইয়া ভাবার্থ লওয়াই সঙ্গত ; কেননা মত্ত ব্যক্তিগণের বাক্য সরাসরি বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নহে।

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে ও সাহায্যে আমাকে এ বিষয় যাহা জ্ঞাত কারাইয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিলাম। অতএব যাবতীয় প্রশংসা তাঁহার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

২৯০ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ হাশেমের নিকট লিখিতেছেন। হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) প্রথম অবস্থায় যে তরীকা প্রাপ্ত হইয়া তালেবগণকে তাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার এবং নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বিশেষত্বের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক এবং ছাইয়েদুল মোরছালীন (রছুলগণের ছরদার) (ছঃ)-এর প্রতি ও তাঁহার পবিত্র বংশধর ও ছাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ সম্মিলনের যে পথ অতি নিকটবর্ত্তী, পূরোগামী ও সকল ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী ও হাদীছ কোরআনের অধিক অনুকূল ও সুদৃঢ়, শান্তিময় অটল ও অতি সত্য এবং অধিক নির্দ্দেশ প্রদানকারী ও অতি উচ্চ ও অধিক সম্মানার্হ ও মহান এবং পূর্ণতর, তাহা এই উচ্চতম তরীকায়ে নক্‌শবন্দীয়া। আল্লাহ্‌তায়ালা ইঁহাদের পবিত্র আত্মাসমূহকে আরও পবিত্র করুন। সমুজ্জল ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ ও অপছন্দনীয় বেদ্‌য়াত বা নূতন কার্য্যসমূহ হইতে বিরতিই এই তরীকার উল্লিখিত রূপ উৎকর্ষের কারণ বটে ; ইঁহারাই ঐ সম্প্রদায় যাঁহাদের জন্য শেষ মরতবার বস্তু। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ছাহাবাগণের অনুরূপ প্রারম্ভেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের হুজুর ও আগাহী চৈতন্যময় থাকা সর্ব্বদা স্থায়ী হয়। পূর্ণতা সাধনের পর ইঁহাদের আগাহী বা চৈতন্য অন্য সকলের আগাহী হইতে উচ্চতর হইয়া থাকে।

হে ভ্রাতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, জানিবেন যে, আমার এই পথের আকাঙ্ক্ষা যখন জন্মিল ও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ আমার সহায়ক হইল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে বেলায়েত পানাহ্, হকীকত আগাহ্ (প্রকৃত তত্ত্ববিদ), এনদেরাজুন

নেহায়েত ফিল বেদায়েতের (শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রাপ্তির) ও আল্লাহ্র নৈকট্য স্তরসমূহে উপনীতকারী তরীকার পথ প্রদর্শক এবং আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের সহায়ক আমাদের শায়েখ ও মওলানা ও আমাদের এমাম হজরত মোহাম্মদ আলবাকী (রাঃ) যিনি নক্শবন্দীয়া খান্দানের বোজর্গগণের জনৈক বৃহত্তম খলিফা, তাঁহার খেদমতে উপনীত করিল। তিনি আমাকে এছমে জাত অর্থাৎ 'আল্লাহ্', 'আল্লাহ্' জেকের শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের তরীকার রীতি অনুযায়ী আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ (আত্মীক লক্ষ্য) প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে আমার অন্তরে পূর্ণ লজ্জতের সৃষ্টি হইল এবং পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সহিত কাঁদাকাটির উদ্ভব হইল। এক দিবস পর 'বে-খুদী' বা আত্ম বিস্মৃতি ভাব, যাহাকে এই তরীকায় গায়বৎ বলা হইয়া থাকে, তাহা দেখা দিল। উক্ত বে-খুদী ভাবের মধ্যে আমি একটি প্রশান্ত মহাসাগরতুল্য সমুদ্র দেখিতে পাইলাম এবং নিখিল বিশ্বের যাবতীয় আকৃতি তাহার মধ্যে ছায়ার মত অবলোকন করিলাম। আমার এই 'বে-খুদী' বা আত্মবিস্মৃতি ভাব ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অধিক সময় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। কোন দিবস এক প্রহর, কোন দিবস দুই প্রহর, কোন দিবস বা সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। যখন আমার এই অবস্থা উল্লিখিত পীর কেব্লার নিকট বর্ণনা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে, এক প্রকারের 'ফানা' হাছিল হইয়াছে এবং তিনি জেকের করা নিষেধ করিলেন ও উক্ত বিস্মৃতি ভাবের হেফাজত করার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ দিলেন। দুই দিবস পর নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের কথিত 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তি আমার হাছিল হইল। উহা পীর কেব্লার খেদমতে নিবেদন করায় তিনি বলিলেন যে, স্বীয় কার্য্যে লিপ্ত থাক। তৎপর উক্ত ফানার আবার ফানা হাছিল হইল। তখন উহাও তাঁহার সমীপে ব্যক্ত করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে এক সম্মিলিত বস্তু হিসাবে দেখিতে পাও কি-না ? আমি নিবেদন করিলাম যে, হাঁ, দেখিতে পাই। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, ঐ 'ফানার' 'ফানা' ধর্ত্তব্য যাহাতে উক্তরূপ দর্শন সত্ত্বেও অজ্ঞানতা ভাবের সৃষ্টি হয়। তৎপর উক্ত রাত্রিতেই আমার উক্তরূপ 'ফানার' 'ফানা' উল্লিখিত বিস্মৃতিভাবসহ হাছিল হইল। তখন উহাও তাঁহার খেদমতে পেশ করিলাম ও তৎসঙ্গে উক্ত ফানার পর যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাও আরজ করিলাম এবং বলিলাম যে, আমার এল্ম বা জ্ঞান আল্লাহ্তায়ালার সম্বন্ধে এল্মে হুজুরী (সদা বিদ্যমান জ্ঞান) অনুযায়ী এবং যে গুণসমূহ আমার সহিত সম্বন্ধীত ছিল, তাহা আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্বন্ধীত বলিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। তৎপর যে নূর যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা প্রকাশ পাইল। আমি উহাকেই আল্লাহ্ বলিয়া জানিলাম। উক্ত নূর কৃষ্ণ বর্ণ ছিল। ইহাও তাঁহার খেদমতে নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন যে, "হক ছোবহানাহু দৃষ্টি গোচর হইতেছে ; কিন্তু নূরের পর্দ্দার ব্যবধানে। আরোও বলিলেন যে, উক্ত নূরের মধ্যে যে প্রশস্ততা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা এল্মের মধ্যে। বিভিন্ন বস্তু যাহা উর্দ্ধে বা অধেঃ আছে, তাহার সহিত আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের সম্বন্ধ আছে বলিয়া উক্তরূপ প্রশস্ততা অনুভূত হইতেছে। ইহাকেও 'নফী' বা

নিবারণ করা আবশ্যক। তৎপর উক্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত নূর সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উহা একটি বিন্দুতে পরিণত হইল। তখন তিনি বলিলেন যে, উহাকেও নিবারণ করা উচিত এবং হয়রানী বা অস্থিরতায় উপনীত হওয়া আবশ্যক। তৎপর আমি তদ্রূপ করিলাম, এবং উক্ত বিন্দুও অপসারিত হইয়া অস্থিরতায় পরিণত হইল। তথায় স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার দর্শনের মাকাম। (অর্থাৎ নূরের পর্দ্দায় নহে)। ইহাও তাঁহার খেদমতে নিবেদন করিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে, ইহাই নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের হুজুরী বা চৈতন্য।

জানা আবশ্যক যে, উল্লিখিত হুজুরী বা চৈতন্য নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের নেছ্বত বা আত্মীক সম্বন্ধ, এই হুজুরীকে ইঁহারা হুজুরে বেগায়বৎ বা অনুপস্থিতি শূন্য উপস্থিতি, কিংবা তিরোধান রহিত বিদ্যমানতা বলিয়া থাকেন। শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রাপ্তি এই স্থানেই লাভ হয়। এই তরীকায় তালেবগণ উল্লিখিত নেছ্বত লাভ করার উদাহরণ, অন্যান্য তরীকায় পীরের নিকট হইতে জেকের অজিফা গ্রহণ করতঃ তাহার প্রতি আমল করিয়া স্বীয় মকছুদে উপনীত হওয়ার অনুরূপ।

দেখিয়া ভাবিও তুমি বাগিচা আমার,
বসন্তে ধরিবে ইথে কিরূপ বাহার।

দীক্ষা গ্রহণের দুই মাস কয়েক দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর এই দুস্প্রাপ্য 'নেছ্বত' আমার হস্তগত হইয়াছিল। এই 'নেছ্বত' লাভ হইবার পর দ্বিতীয় মর্ত্তবার 'ফানা' যাহাকে প্রকৃত ফানা বলা হয়, তাহা লাভ হইল। তখন আমার অন্তঃকরণ এরূপ প্রশস্ত হইল যে, নিখিল বিশ্ব তথা আর্‌শ হইতে ভূ-কেন্দ্র পর্য্যন্ত যেন উক্ত প্রশস্ততার তুলনায় সামান্য সরিষা পরিমাণও নহে। তাহার পর নিজেকে এবং জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, বরঞ্চ প্রত্যেক অণু পরমাণুকে 'হক' বা আল্লাহ্ বলিয়া দেখিতে লাগিলাম। তৎপর জগতের প্রত্যেক পরমাণুকে এক একটি পৃথক ভাবে, যেন 'স্বয়ং আমি' এবং 'আমি যেন অবিকল উহারা' বলিয়া দেখিতে পাইলাম। অবশেষে সমস্ত জগতকে একটি পরমাণুর মধ্যে বিলীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলাম। ইহার পর নিজেকে ও নিজের প্রত্যেক অণূ-পরমাণুকে এরূপ প্রশস্ত ও বিস্তৃত দেখিতে লাগিলাম যে, নিখিল বিশ্ব বরং তাহা হইতেও বহু গুণ বৃহৎ বস্তু তাহাতে সঙ্কুলান হইতে পারে। নিজেকে এবং প্রত্যেক পরমাণুকে একটি প্রশস্ত নূর হিসাবে পাইতে লাগিলাম, যাহা প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট ও জগতের যাবতীয় আকৃতি উহার মধ্যে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন। তৎপর নিজেকে ও নিজের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে নিখিল বিশ্বের নির্ভরশীল বস্তু হিসাবে প্রাপ্ত হইলাম। যখন পীরকেব্লার খেদমতে ইহা পেশ করিলাম— তখন তিনি ফরমাইলেন যে, তৌহীদের (একবাদের) মধ্যে হক্কোল একীন (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর মরতবা (স্তর) এবং 'জমওলজমা'-এর মাকাম ইহাই। তৎপর জগতের আকৃতি সমূহকে পূর্ব্বে যেরূপ আল্লাহ্ বলিয়া প্রাপ্ত হইতাম, এখন উহাদিগকে মওহুম বা ধারণাকৃত বস্তু বলিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে পূর্ব্বে আল্লাহ্ বলিয়া পাইতেছিলাম, উপস্থিত অবিকল সেই সকল অণু-পরমাণুকে ধারণাকৃত বস্তু বলিয়া দেখিতে লাগিলাম। অতএব আমার মনে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তখন স্বীয় পিতার নিকট

'ফুছুছুল্ হেকাম'[১] নামক পুস্তকের যে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হইল ; যথা— উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে জগৎকে 'হক' বা আল্লাহ্ বলিতে পার, আবার যদি ইচ্ছা কর, তবে এক হিসাবে ইহাকে আল্লাহ্ বলিতে পার এবং অন্য হিসাবে সৃষ্ট বস্তু বলিতে পার। আবার পার্থক্য করিতে না পারিয়া—"কি বলি কি-না বলি এই চিন্তায় অস্থির আছি", 'এরূপ কথাও বলিতে পার'। উল্লিখিত বর্ণনাটি আমার মনে কিছু শান্তনা প্রদান করিল। তৎপর স্বীয় পীরকেব্লার খেদ্মতে হাজির হইয়া স্বীয় অবস্থার বর্ণনা করিলাম। তদ্শ্রবণে তিনি ফরমাইলেন যে, এখনও পরিস্কার ভাবে তোমার হুজুরী (সদা বিদ্যমানতা) লাভ হয় নাই, স্বীয় কার্য্যে মশগুল থাক, তবেই 'মওজুদ' বা অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু 'মৌহুম' বা ধারণাকৃত বস্তু হইতে পার্থক্য লাভ করিবে। তখন আমি উল্লিখিত 'ফুছুছ' পুস্তকের এবারত যাহা পার্থক্য নিবারণ বোধক ছিল, তাহা পাঠ করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, শায়েখ অর্থাৎ উক্ত পুস্তকের লেখক, হজরত মুহিউদ্দিন এব্নে আরবী কামেল ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন নাই। অবশ্য অনেকেই এরূপ পার্থক্য করিতে সক্ষম হয় না। তৎপর তাঁহার আদেশ অনুযায়ী স্বীয় কার্য্যে মশগুল থাকিলাম। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার পবিত্র তাওয়াজ্জোহের বরকতে দুই দিবস পর 'মওজুদ' এবং 'মওহুম' বস্তুর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তুকে অস্তিত্ব বিহীন ধারণাকৃত বস্তু হইতে পরিস্কারভাবে পৃথক দেখিতে লাগিলাম এবং যে গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ ও তাহার ক্রিয়া ধারণাকৃত বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ; তাহা আল্লাহ্তায়ালা হইতে দেখিতে লাগিলাম। এ পর্য্যন্ত যে, এই গুণাবলী এবং কার্য্যকলাপকেও নিরেট ধারণাকৃত বলিয়া পাইতেছিলাম ও খারেজ বা বাস্তব জগতে আল্লাহ্তায়ালার শুধু এক জাত ব্যতীত অন্য কাহাকেও অস্তিত্ববান বলিয়া দেখিতেছিলাম না। পীর কেব্লার নিকট যখন এই অবস্থা পেশ করিলাম তখন তিনি ফরমাইলেন যে, 'ফরক বাদাল জম্‌া' অর্থাৎ একত্রিতির পর বিভিন্নতার মাকাম ইহাই এবং সাধনার ইহাই শেষ। ইহার পর প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় ভাব ও যোগ্যতা প্রকাশ পাইতে থাকে। তরীকার মাশায়েখগণ এই মাকামকে তকমিল বা অন্যকে পূর্ণ করণের মাকাম বলিয়াছেন।

জানা আবশ্যক যে, প্রথমতঃ আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যখন মত্ততা হইতে সংজ্ঞা দান করিলেন এবং ফানার মাকাম হইতে বাকার মধ্যে লইয়া আসিলেন, তখন স্বীয় দেহের প্রত্যেক পরমাণুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাতে অন্য কিছুই বর্ত্তমান নাই এবং উক্ত পরমাণু সমূহকে আল্লাহ্ দর্শনের দর্পনতুল্য প্রাপ্ত হইলাম। তৎপর উক্ত মাকাম হইতে পুনরায় অস্থিরতায় উপনীত করিলেন। আবার যখন স্থির চিত্ত হইলাম তখন আল্লাহ্তায়ালাকে নিজের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর 'সহিত' প্রাপ্ত হইলাম, অণু-পরমাণুর

টীকা ঃ— ১। হজরত শায়েখ্ মুহিউদ্দিন, আবি আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ এব্নে আলী, যিনি এব্নে আরাবী বলিয়া পরিচিত এবং হাতেম তাইর বংশধর। আন্দালাহু শহরে তাঁহার জন্ম। ৬৩৮ হিজরীতে তাঁহার এন্তেকাল হয়। তাঁহার লিখিত কেতাব "ফুছুছুল হেকাম"।

'মধ্যে' নহে। পূর্ব্ববর্তী মাকাম এই মাকামের তুলনায় নিম্নতর বলিয়া পরিলক্ষিত হইল। আবার আমাকে অস্থিরতায় লইয়া গেলেন। পূনরায় যখন জ্ঞান লাভ হইল, তখন আল্লাহ্তায়ালাকে এই জগতের সহিত সম্মিলিত ও প্রাপ্ত হইলাম না এবং পৃথকও প্রাপ্ত হইলাম না। জগতের মধ্যেও নহে এবং বাহিরেও নহে ; অর্থাৎ সম্মিলন, বেষ্টন, প্রবেশ করণ ইত্যাদি সম্বন্ধ যাহা ইতিপূর্ব্বে পাইতেছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নিবারিত হইয়া গেল। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা পূর্ব্ববৎ পরিলক্ষিত, বরঞ্চ অনুভূত হইতেছিল। উক্ত সময় একই সঙ্গে সৃষ্টি জগতও পরিলক্ষিত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার সহিত ইহার বর্ণিত সম্বন্ধ সমূহের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তৎপর আবার অস্থিরতায় লইয়া গেলেন ; যখন জ্ঞান লাভ করিলাম তখন বুঝিতে পারিলাম যে, সৃষ্ট জগতের সহিত আল্লাহ্তায়ালার উল্লিখিত সম্বন্ধ সমূহ ব্যতীত অপর একটি সম্বন্ধ আছে, কিন্তু উহা প্রকার বিহীন। পুনরায় আল্লাহ্তায়ালা প্রকার বিহীন রূপে পরিলক্ষিত হইল। তৎপর আবার অস্থিরতায় লইয়া গেলেন ; তখন আমার এক প্রকার 'কব্জ' বা সঙ্কোচন[১] দেখা দিল। তৎপর যখন জ্ঞান লাভ হইল, তখন আল্লাহ্তায়ালা উক্ত প্রকার বিহীন সম্বন্ধ রহিত ভাবে পরিলক্ষিত হইল। তিনি যেন জগতের সহিত প্রকার সম্ভূত ও প্রকার বিহীন যাবতীয় সম্বন্ধ মুক্ত। তখন সৃষ্ট জগতকেও দেখিতেছিলাম ; কিন্তু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সহিত। আল্লাহ্পাক আমাকে তখন একটি বিশিষ্ট এল্ম (জ্ঞান) প্রদান করিলেন। উক্ত এল্ম দ্বারা জানিতে পারিলাম যে, আল্লাহ্তায়ালা ও সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই। অথচ উভয়ই পরিলক্ষিত হইতেছে। আরও জানিলাম যে, উক্ত প্রকারে এবং উক্তরূপ পবিত্রতার সহিত আমি যাহা অবলোকন করিতেছি, তাহা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত নহে ; কারণ এরূপ পরিলক্ষিত হওয়া হইতে তিনি অতি পবিত্র। বরঞ্চ উহা তাঁহার 'তক্বীন' বা সৃষ্টিকরণ গুণের উদাহারণিক আকৃতি, যাহা সৃষ্ট পদার্থের সহিত জানিত বা অজানিত সম্বন্ধ রহিত। ইহাতে বড়ই আক্ষেপের সৃষ্টি হইল।

ছোয়াদের পাশে যাব কি উপায় করি,
গিরি গহ্বর খাদ আছে সারা পথ ধরি।

হে স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ, যদি আমি স্বীয় অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে যাই, তবে অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ যদি তৌহিদে অজুদী বা একবাদে ও বস্তু সমূহের প্রতিবিম্ব হওয়ার এল্মের বিষয় বর্ণনা করি তবে যে সকল দরবেশ একবাদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারা ধারণা করিবেন যে, একবাদ মহাসাগরের যেন একটি বিন্দুও তাঁহারা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। অথচ দরবেশগণ এই ফকীরকে একবাদ সত্যাবলম্বী বলিয়া অনুমান করেন না ; বরঞ্চ উহার বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করেন। তাহাদের ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে ধারণা করেন যে, একবাদ-এর প্রতি স্থির থাকাই পূর্ণতা এবং উহা হইতে উন্নতি করিয়া যাওয়া ক্ষতির কারণ।

টীকা ঃ— ১। আত্মীক সম্বন্ধ সমূহের সঙ্কোচন, যেন আত্মীক অবস্থা কিছুই অনুভূত হয় না।

কতিপয় মূঢ় ব্যক্তি মিলিত হইয়া,
শান্তি পায় স্বীয় দোষে গৌরব ভাবিয়া।

পূর্ব্ববর্ত্তী মাশায়েখগণ একবাদের বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহাদের দলিল। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদিগকে ইনছাফ দান করুন, ইহারা কিরূপে জানে যে, উক্ত মাশায়েখগণ উক্ত মাকামে আবদ্ধ ছিলেন এবং তথা হইতে উন্নতি করেন নাই ! শুধু একবাদ লাভ হওয়া আলোচ্য বিষয় নহে ; কারণ ইহা অনিবার্য্য বরং উহা হইতে উন্নতি করাই আলোচ্য বিষয়। যদি উন্নতিকারী ব্যক্তিকে একবাদ অস্বীকারকারী বলাই তাহাদের পরিভাষা হয় তবে আর কোনরূপ দ্বিধা থাকে না। ফলকথা, সামান্য বলিলেই অধিকের ভাব বুঝা যায় এবং এক বিন্দুই মহাসমুদ্রের ইঙ্গিত প্রদান করে। সুতরাং আমি এক বিন্দুতেই সংক্ষেপ করিলাম।

হে ভ্রাতঃ ! যখন আমার পীর কেব্‌লা (রাঃ) আমাকে কামেল মোকাম্মেল (নিজে পূর্ণ এবং অন্যকেও পূর্ণ করার ক্ষমতাধারী) ভাবিয়া তরীকা শিক্ষা দানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং একদল তালেবকে আমার প্রতি ন্যস্ত করিলেন ; তখন স্বীয় পূর্ণতার প্রতি আমার সন্দেহ হইল, তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন যে, ইতস্ততের কোনই কারণ নাই। যেহেতু মাশায়েখগণ এই মাকামকেই পূর্ণতার মাকাম বলিয়াছেন, যদি আপনার ইহাতে কোন সন্দেহ হয়, তবে উহা উক্ত মাশায়েখগণের প্রতি সন্দেহ করা হইবে, তখন আমি তাঁহার আদেশক্রমে তরীকা শিক্ষা প্রদান করিতে এবং তালেবগণের প্রতি আত্মীক লক্ষ্য বা তাওয়াজ্জোহ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন মুরীদগণের মধ্যে পূর্ণ তাছির (ক্রিয়া) হইতেছে বলিয়া আমার অনুভব হইল ; এ পর্য্যন্ত যে তাহাদের বহু বৎসরের কার্য্য যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমাধান হইতে লাগিল। কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রখরতার সহিত এইরূপ চলিতেছিল, তৎপর আবার স্বীয় দোষ-ত্রুটি সমূহের অবগতি আরম্ভ হইল এবং আমার প্রতি ইহা প্রকাশ করা হইল যে, তাজাল্লীয়ে জাতী বরকী (আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের তড়িৎবৎ আবির্ভাব) যাহাকে মাশায়েখগণ শেষ মাকাম বলিয়াছেন ; তাহা এ পথে প্রকাশ পায় নাই এবং ছয়ের এলাল্লাহ্ ও ছয়ের ফিল্লাহ্ যে কি ? তাহাও আমি অবগত হই নাই। অতএব এই প্রকারের পূর্ণতাসমূহ হাছিল না করিয়া উপায় নাই। ইহা অবগত হওয়ার পর আমার ত্রুটিসমূহ আরোও প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন আমি মুরীদগণকে একত্রিতভাবে আহ্বান করিয়া স্বীয় ত্রুটিসমূহের বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইলাম এবং বিদায় প্রদানের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহারা আমার এই বাক্যকে নম্রতামূলক বাক্য অনুমান করতঃ পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল। কিছুকাল পর হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে আমার আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা হাছিল হইল।

পরিচ্ছেদ

জানা আবশ্যক যে, নক্‌শবন্দী বোজর্গগণের তরীকার মূল, ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মতানুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস স্থাপন এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সমুজ্জ্বল ছুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করণ ও স্বীয় 'নফ্‌ছ'-এর আকাঙ্ক্ষা ও দুরভিসন্ধি এবং বেদ্‌আত কার্য্যসমূহ হইতে বিরতি ও যথাসম্ভব আজিমত বা কৃচ্ছ্র সাধ্য আমল গ্রহণ এবং রোখছত্ বা সহজ সাধ্য আমল পরিত্যাগ করণ। তৎপর প্রথমতঃ 'জজ্‌বার' বা আল্লাহ্‌র আকর্ষণের দিকে বিলীনতা ও লয়-প্রাপ্তি হাছিল হইয়া থাকে। এই লয়-প্রাপ্তিকে আদম (নাস্তি) বলিয়া ব্যক্ত করা হয়। ইহার পর ইহার মধ্যে যে 'বাকা' বা স্থায়িত্ব লাভ হয়, তাহাকে অজুদে আদম (নাস্তির অস্তিত্ব) বলা হয়। অর্থাৎ এই মাকামে যে অজুদ বা অস্তিত্ব ও বাকা (স্থায়িত্ব) লাভ হয়, তাহা আদম বা লয়-প্রাপ্তি সংঘটিত হওয়ার মধ্যে লাভ হইয়া থাকে। এই লয় প্রাপ্তির অর্থ অনুভব শক্তির অন্তর্ধান নহে, অবশ্য এই লয়-প্রাপ্তির সহিত অনেকের অনুভব শক্তির অন্তর্ধান হয়, আবার অনেকের হয় না। উল্লিখিত প্রকারের 'বাকা'— বাকা লাভকারী ব্যক্তির প্রতি মানবীয় গুণাবলী পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা এবং 'নফ্‌ছ'-এর আকাঙ্ক্ষাসমূহ ফিরিয়া আসা সম্ভব কিন্তু 'ফানা' লাভ করার পর যদি তাহার 'বাকা' হাছিল হয়, তবে উক্ত জান্তব গুণসমূহ তাহার মধ্যে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। বোধ হয়, এই কারণেই হজরত নক্‌শবন্দ (কোঃ) বলিয়াছেন যে, 'অজুদে আদম' মানব দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ; কিন্তু 'অজুদে ফানা' মানব দেহে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে না। কেননা প্রথমটির দ্বারা 'বাকা' লাভ হইলে বুঝা যায় যে, সে এখনও পথে আছে এবং পথ হইতে ফিরিয়া আসা সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয়টির দ্বারা 'বাকা' প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভকারী ও চরম উন্নত বলিয়া জানা যাইবে। অতএব সম্মিলিত ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন যে, কেহই ফিরিয়া আসেন নাই ; কিন্তু যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহারা পথ হইতেই আসিয়াছেন এবং যে ব্যক্তি মিলন লাভ করিয়াছে, সে ফিরিয়া আসে না।

জানা আবশ্যক যে, 'অজুদে আদম'-এর মর্ত্তবা সম্পন্ন ব্যক্তি যদিও পথের মধ্যে আছেন, তথাপি তিনি 'শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রাপ্তি' হিসাবে— শেষ মাকামের অবগতিধারী, শেষ দরজা লাভকারী যাহা প্রাপ্ত হন, তাহার সারাংশ সংক্ষেপতঃ এই অজুদে আদমধারী ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যখন মোন্‌তাহী বা চরম উন্নত ব্যক্তির মধ্যে উক্ত নেছবৎ বা আত্মীক সম্বন্ধ ব্যাপ্তভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং তাঁহার আত্মা ও দেহের মধ্যে উহা সাধারণ ভাবে প্রবেশ করে এবং 'অজুদে' আদম ধারী ব্যক্তির মাত্র 'কলব'-এর সারাংশের মধ্যে একরূপ সংক্ষিপ্তভাবে উহা প্রবেশ করে, তখন মোন্‌তাহী বিস্তৃতভাবে উক্ত নেছবতের অধিকারী। অতএব জান্তব গুণের মধ্যে ফিরিয়া আসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কেননা তাঁহার দেহের সর্ব্ব স্থানে উক্ত নেছবৎ প্রবেশ করা হেতু তাঁহাকে তাঁহার জান্তব গুণ হইতে

বহিষ্কৃত করতঃ ফানী বা লয় প্রাপ্ত করিয়াছে। তাঁহার এই 'ফানা' আল্লাহ্তায়ালার নিছক অবদান এবং দান ফিরাইয়া লওয়া আল্লাহ্তায়ালার সম্মানের উপযোগী নহে। কিন্তু 'অজুদে আদম'ধারী ব্যক্তির মধ্যে উহা এইরূপ ব্যাপ্ত ভাবে প্রবেশ করে না ; ফলকথা, উহারা (দেহ ও জান্তব গুণসমূহ) যখন 'কল্ব'-এর অধীন, তখন অধীন হিসাবে কল্ব-এর উক্ত সম্বন্ধ উহাদের মধ্যেও এক প্রকার প্রবেশ করতঃ উহাদের তীক্ষ্ণতার মধ্যে বাধা প্রদান করে ও উহাদিগকে পরাজিত করিয়া রাখে বটে ; কিন্তু 'ফানা' ও লয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত উপনীত করে না। অতএব পুনরায় উহাদের প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর। কেননা পরাজিত বস্তু হয়তো কখনো কোনও বাহ্যিক কারণ বা প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রবল হইতে পারে। কিন্তু যে লয়-প্রাপ্ত তাহার আর প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, ছেলছেলার কোন কোন মাশায়েখ পূর্ব্ব বর্ণিত 'অজুদে আদম'-এর মধ্যে যে নিমজ্জন ও বিলীনতা এবং উক্ত বিলীনতার প্রতি যে 'বাকা' বা স্থায়িত্ব লাভ হয়, তাহার প্রতি 'ফানা', 'বাকা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাজাল্লীয়ে জাতী বা আল্লাহ্ তায়ালার জাতের আবির্ভাব ও শুহুদে জাতী অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের আত্মীক দর্শনও এই মরতবায় (স্তরে) প্রমাণ করিয়াছেন ও উক্ত রূপ 'বাকা' প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভকারী বলিয়াছেন। 'ইয়াদ্ দাস্ত' যাহা আল্লাহ্তায়ালার জাতের প্রতি চৈতন্যমগ্ন থাকা—তাহাও এই স্থানে সংঘটিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ইহা সবই শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করণ হিসাবে হইতে পারে, নতুবা 'মোন্তাহী' ব্যতীত অন্য কাহারও প্রকৃত 'ফানা'-'বাকা' হাছিল হয় না। 'মোন্তাহী বা চরম উন্নত ব্যক্তিই আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ সান্নিধ্য লাভকারী বটে ও 'তাজাল্লীয়ে জাতী' তাহারই জন্য বিশিষ্ট। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের সদা বিদ্যমানতা পূর্ণ সান্নিধ্য লাভকারী ও চরম উন্নত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য লাভ হয় না। কেননা সে আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। অবশ্য 'প্রথম বাকা'[১] পূর্ব্ব বর্ণিত রূপে (শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রাপ্তি রূপে) বলা চলিতে পারে। ইহার জন্যও উপযুক্ত যুক্তি আছে। 'ফানা-বাকা', 'তাজাল্লীয়ে জাতী', 'শুহুদে জাতী', 'ওয়াছল' (মিলন), 'ইয়াদদাস্ত' (চৈতন্য), ইত্যাদির উল্লেখ যাহা হজরত খাজা আহ্রার (কোঃ)-এর 'ফেক্রাত' নামক পুস্তকে আছে ; তাহাও উক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক বোজর্গ বলিয়াছেন যে, উক্ত কেতাব, যাহা চিঠি-পত্র সম্ভূত, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুগণের জ্ঞান ও আত্মীক উন্নতির প্রতি নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। কারণ প্রত্যেকের জ্ঞানানুযায়ী তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিও— এই হাদীছটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি উহা লিখিয়াছেন। ছেল্ছেলাতুল্ আহ্রার নামক পুস্তকে হজরত ওবায়দুল্লাহ্ আহ্রার (রাঃ) যাহা লিখিয়াছেন এবং হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রাঃ) রোবাইয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন—তাহাও এই প্রকারের। উল্লিখিত প্রকারের 'বাকা', বরঞ্চ 'জজ্বা' বা আকর্ষণ দ্বারা যে বাকার উৎপত্তি হয়, তাহার লক্ষ্য তৌহীদে অজুদী বা একবাদের প্রতি হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক মাশায়েখ

টীকা ঃ— ১। উক্তরূপ বাকা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে, আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ কারী বলা হয়।

হক্কোল একীনকে এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা অবশেষে 'তৌহীদে অজুদীতে' পরিণত হয়। উক্তরূপ বর্ণনা আবার অনেককে এই সন্দেহে নিক্ষিপ্ত করে যে, তাহাদের 'হক্কোল একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লীয়ে ছুরী বা বাহ্যিক আবির্ভাবের বিবরণ। এই হেতু তাঁহারা নিন্দা অপবাদের পর্য্যায় উপনীত হইয়া থাকেন। সত্য কথা এই যে, তাঁহাদের এইরূপ 'হক্কোল একীন'; জজ্বার দিক হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাদের এই মারেফত জজ্বার মাকামের অনুকূল। তাজাল্লীয়ে ছুরী বা বাহ্যিক আবির্ভাব ইহা নহে ; যথা— লাভকারীগণের প্রতি উহা অবিদিত নহে।

এক বস্তু (আল্লাহ্তায়ালা) একাধিক বস্তু (সৃষ্ট পদার্থ)-এর দর্পণে এরূপভাবে পরিদর্শিত হয় যে, উক্ত দর্পণ যেন পূর্ণ রূপে গুপ্ত হইয়া যায় এবং আল্লাহ্তায়ালার অক্ষয় জাত ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু পরিদর্শিত না হয়। এই মাকামকে 'ইয়াদ্ দাস্ত' (স্মরণ রাখা)-এর উপযোগী জানিয়া উক্ত ইয়াদ্ দাস্ত নাম ইহার প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহাকে তাজাল্লীয়ে জাতী এবং শুহুদে জাতীও (আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের আত্মীক দর্শনও) বলিয়া থাকেন। এই মাকামকে তাহারা এহ্ছান (অর্থাৎ যেন আল্লাহ্তায়ালাকে দেখিয়া এবাদত করা হয়)-এর মাকাম বলেন। ইহার মধ্যে যে বিস্মৃতি ও তিরোধান সংঘটিত হয়, তাহাকে তাঁহারা মিলন বলিয়া ধারণা করেন।

বিলীন হইয়া যাও তাঁহার ভিতর,
ইহাই খোদার মিলন ওহে বঁধুবর।

ইছলাম ধর্ম্মের সাহায্যকারী হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) উল্লিখিত পরিভাষা সমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন । তাঁহার পূর্ব্বে এই ছেলছেলার কোন মাশায়েখ এইরূপ পরিভাষার আলোচনা করেন নাই।

অতীব সুন্দর যিনি তাঁর কার্য্যাচয়—
যাহা হয়, তাহা অতি সুন্দর নিশ্চয়।

তাঁহার পবিত্র বাক্য সমূহের মধ্যে ইহাও একটি ; যথা ঃ—তিনি বলিয়াছেন যে, "আমাদের রসনা অন্তঃকরণের দর্পণ সদৃশ্য এবং অন্তঃকরণ আত্মার দর্পণ স্বরূপ ও আত্মা মানবতত্ত্বের দর্পণ তুল্য এবং মানবতত্ত্ব আল্লাহ্পাকের দর্পণ স্বরূপ"। "গায়েব বা অদৃশ্য জগতের তত্ত্ব সমূহ আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্য জাত হইতে বহু দূরত্ব অতিক্রম করিয়া রসনায় আগমন করে এবং তথায় শব্দের আকার ধারণ করতঃ তত্ত্বজ্ঞান যোগ্যতাধারী ব্যক্তিগণের কর্ণগোচর হয়"। তিনি আরোও ফরমাইয়াছেন যে, "অনেক বোজর্গের খেদমত করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে দুইটি বস্তু প্রদান করিয়াছেন। একটি এই যে, আমি যাহা লিখি তাহা নূতন বিষয়ে লিখি, পুরাতন বিষয় নহে এবং দ্বিতীয়টি এই যে, আমি যাহা বলি তাহা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে মকবুল বা গৃহীত হয়, মরদুদ বা পরিত্যক্ত হয় না"। তাঁহার এই পবিত্র বাক্যসমূহ দ্বারা তাঁহার বোজর্গী (মহত্ত্ব) ও তাঁহার এল্মে মারেফতের উচ্চতার পরিচয় লাভ হয়। ইহাতে প্রকাশ্য বুঝা যায় যে, তিনি যেন উক্ত বাক্য সমূহের মধ্যস্থ নহেন, তিনি শুধু

দর্পণবৎ ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। তাঁহার প্রকৃত অবস্থা এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাঁহার মর্ত্তবার উচ্চতা আল্লাহ্তায়ালাই অবগত।

তিনি নিম্নবর্ণিত পদ্যগুলি স্বীয় অবস্থার অনুকূল হিসাবে পাঠ করিতেন—

নিজ ধারণায়—বন্ধু আমায় ভাবছে বটে সর্ব্বজন,
কিন্তু কেহই রহস্য মোর, করল না আর অন্বেষণ।
এই নিদারুণ রোদন হতে—রহস্য মোর নাইকো দূর,
অবশ্য এই চক্ষু কানের নাই সে জ্যোতি ঐশী নূর।

হজরত ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রাঃ)-এর এল্‌ম মারেফতের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা সংকুলান হয়, এই মকতুবের শেষে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে আশা রাখি, বাকী আল্লাহ্‌র মর্জি। আল্লাহ্পাক তাহাদের কাহাকেও যদি স্বীয় অনুগ্রহে জজ্‌বা লাভ ও তাহা পূর্ণ হওয়ার পর ছুলুক প্রদানে ভাগ্যবান করেন ; তখন সুদূর দূরত্ব যাহা পঞ্চদশ সহস্র বৎসরের পথ বলিয়া অনুমান করা হয়, যথা—আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন যে, "ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ এক দিবসে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আরোহণ করে, যাহার পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর" ; তাহা সে 'জজ্‌বার' সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত 'ফানা ফিল্লাহ্' ও 'বাকা বিল্লাহে' উপনীত হইতে সক্ষম হয়। 'ছয়ের এলাল্লাহের' শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত 'ছলুক'-এর শেষ সীমা, যাহাকে ফানায়ে 'মুৎলাক' বা সাধারণ ফানা বলা হইয়া থাকে। তৎপর পুনরায় 'জজ্‌বার' মাকাম লাভ হয়। উহাকে 'ছয়ের ফিল্লাহ্' এবং 'বাকা বিল্লাহ্' বলা হয়।

ছয়ের এলাল্লাহের অর্থ—ছালেক স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার যে এছ্‌ম হইতে উৎপন্ন, সেই এছ্‌ম পর্য্যন্ত ছয়ের করা, এবং ছয়ের ফিল্লাহের অর্থ—উক্ত এছ্‌মের মধ্যে ছয়ের বা ভ্রমণ করা। কিন্তু আল্লাহ্রে প্রত্যেক এছ্‌মই (নামই) অসংখ্য এছ্‌মের সমষ্টি ; অতএব উহার মধ্যে ছয়েরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এই স্থানে আমার একটি বিশিষ্ট মারেফত আছে, যাহা একটু পরেই ইন্‌শায়াল্লাহ্ বয়ান করিব। উক্ত এছ্‌ম ঊর্দ্ধারোহণের দিকে "আয়নে ছাবেতা'-এর উপরের স্তর। ছালেকের 'আয়নে ছাবেতা' উক্ত এছ্‌মের প্রতিবিম্ব এবং উহার ছুরাতে এল্‌মিয়া বা আল্লাহ্পাকের এল্‌মস্থিত আকৃতিকে বলা হয়। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ফজল বা অনুকম্পা প্রাপ্ত, তাঁহারা উক্ত এছ্‌ম হইতেও উন্নতি করিয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অশেষ মরতবা লাভ করিয়া থাকেন।

আছে যাহা পরে, তাহা কঠিন বিষয়,
মম জ্ঞানে গুপ্ত রাখা তাহে ভাল হয়।

যদিও অন্য তরীকার ছুলুক দ্বারা আল্লাহ্ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় (ছুলুকের) বিষয় এই নক্‌শবন্দীগণের অনুরূপ ; এবং 'ফানা ফিল্লাহ্', 'বাকা বিল্লাহ্' লাভকারী, কিন্তু ছলুককারীগণ কঠোর ব্রত দ্বারা যে দূরত্ব অতিক্রম করেন এবং দীর্ঘকাল পরে উহার শেষ প্রান্তে উপনীত হন, এই খান্দানের বোজর্গগণ আল্লাহ্ প্রাপ্তি ও আত্মীক দর্শন লাভের লজ্জত

দ্বারা অল্পকাল মধ্যে উহা অতিক্রম করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে উপনীত হইয়া থাকেন এবং তাহার পরও ইঁহাদের অশেষ উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। নিছক ছুলুককারী মোন্তাহীগণ (শেষ প্রান্তে উপনীতগণ) উক্ত উন্নতি ও নৈকট্যের যৎকিঞ্চিৎও লাভ করিতে সক্ষম হন না। কেননা ছুলুকের পূর্ব্বে জজ্‌বা সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে এক প্রকারের 'মহবুবিয়াৎ' (প্রিয়ত্ব) আছে। যে পর্য্যন্ত মোরাদ মনোনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত জজ্‌বা বা আকর্ষণ লাভ করিবে না এবং যখন আকর্ষিত হয়, তখন নৈকট্য অধিক লাভ হইয়া থাকে। বাঞ্ছিত ব্যক্তি ও যাচঞাকারীর মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্পাক অতি বৃহৎ অনুকম্পাশীল।

প্রিয়সীগণের প্রেম অতীব গোপন,
প্রেমিকের প্রেম বাজে পটহ্ যেমন।
প্রেমিক প্রেমের তাপে হয় ক্ষীণ দেহ ;
প্রিয়সী প্রফুল্ল, পুষ্ট হয় অহরহ।

যদি কেহ বলে যে, অন্যান্য তরীকার মোরাদ বা বাঞ্ছিত সাধকগণও উক্তরূপ উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্যে ইহাদের সমতুল্য, যেহেতু তাহাদেরও ছুলুকের পূর্ব্বে জজ্‌বা হইয়া থাকে ; অতএব অন্য তরীকা হইতে এই তরীকা কিভাবে শ্রেষ্ঠ হয় এবং তরীকাকে অধিক নিকটবর্ত্তী কি অর্থে বলা যাইতে পারে ? উত্তরে বলা যাইবে যে, অন্যান্য তরীকা উক্ত রূপ জজ্‌বা সৃষ্টি হওয়ার জন্য আবিষ্কৃত নহে, ঘটনাক্রমে কদাচিত হয়তো কাহারও উক্ত দৌলত হস্তগত হইয়া থাকে, কিন্তু এই নক্‌শবন্দী তরীকা প্রারম্ভে জজ্‌বা হাছেল হওয়ার জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই বোজর্গগণের ভাষায় ইয়াদ দাশত্ (চৈতন্যময় হওয়া) শব্দ যাহা ব্যবহার আছে ; তাহা 'জজ্‌বা' এবং ছুলুক উভয় পক্ষ লাভ হওয়ার পর সংঘটিত হয়। শুহুদ—আত্মীক দর্শন এবং আগাহীর (চৈতন্যের) স্তরসমূহ অনুযায়ী উহাকে শেষ বলা যাইতে পারে ; নতুবা প্রকৃত শেষ মর্তবা বহু পরে, আরও পরে। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, আত্মীক দর্শন হয়তো ছুরত বা আকৃতির দর্পণে হইবে, কিম্বা 'মা'না বা তত্ত্বের দর্পণে হইবে, অথবা উভয়ের বাহিরে হইবে। এই ব্যবধান রহিত দর্শনকে তড়িৎবৎ দর্শন বলা হয়। অর্থাৎ ইহা তড়িতের মত প্রকাশ হইয়া পরক্ষণেই পরদার আড়ালে চলিয়া যায়। আল্লাহ্রে নিছক অনুগ্রহে উক্ত দর্শন যদি পরদার সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া স্থায়ী হয়, তবে উহাকে ইঁহারা 'ইয়াদ্ দাশ্‌ত' বলিয়া থাকেন। ইহা অনুপস্থিতি রহিত 'উপস্থিতি'। কেননা দর্শন যখন পরদার আড়াল হয়, তখন অনুপস্থিতি আসিয়া যায়। সুতরাং যে পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে পর্দা অন্তর্হিত হইবে না, সে পর্য্যন্ত ইয়াদ্ দাশ্‌ত বা চৈতন্যময় থাকা শব্দটি উহার প্রতি প্রয়োগ হইবে না। এ-স্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যাহা অবগত হওয়া আবশ্যক ; তাহা এই যে, কোনও আল্লাহ্ প্রাপ্ত ব্যক্তির বাতেন বা অন্তঃকরণ রুজু বা প্রত্যাবর্ত্তন করে না এবং উহার 'চৈতন্য' স্থায়ী হইয়া থাকে ; কিন্তু উক্ত নেছবৎ তাহার সম্পূর্ণ অবয়বে প্রবেশ করা

তড়িৎবৎ হইয়া থাকে। মহবুব বা আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ব্যক্তিদিগের অবস্থা ইহার বিপরীত। তাঁহাদের ছুলুকের পূর্ব্বে জজ্‌বা হইয়া থাকে, এবং প্রবেশকরণ তাঁহাদের পক্ষে স্থায়ী হয় ও তাঁহাদের জাহেরও বাতেন তুল্য হয়। এবং বাতেনের অনুরূপ কার্য্য করে। ইতিপূর্ব্বেও তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের দেহও আত্মা তুল্য নম্র হয় ও তাঁহাদের জাহের (বহির্দ্দেশ)ও বাতেন (অন্তঃকরণ) তুল্য এবং বাতেন, জাহের তুল্য হয় ; সুতরাং তাঁহাদের চৈতন্যের প্রতি গায়বৎ বা অনুপস্থিতির কোনই অবকাশ নাই। এইহেতু ইঁহাদের 'নেছবৎ' বা আত্মীক সম্বন্ধ অন্য সকল তরীকার নেছবতের ঊর্দ্ধে। ইঁহাদের কেতাব ও রেছালাসমূহে এই কথাই প্রচারিত হইয়াছে। নেছবৎ শব্দের অর্থ চৈতন্যময় হওয়া এবং উক্ত চেতনার শেষ মরতবা এই যে, বিনা ব্যবধানে যেন উহা লাভ হয় এবং স্থায়ী থাকে। নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বোজর্গগণ উক্ত নেছবৎকে নিজেদের জন্য বিশিষ্ট— এইহেতু বিশ্বাস করেন যে, এই তরীকা উক্ত প্রকারের মহান নেছবৎ লাভের জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। নতুবা অন্য তরীকায়ও উক্ত রূপ নেছবৎ লাভ হওয়া সম্ভব ; বরং অনেক স্থলে হইয়া থাকে। যথা—বোজর্গ শিরোমনি হজরত শায়েখ আবু ছাইদ আবুল খায়ের (কোদ্দেছাছেররূহু) উক্তরূপ চৈতন্যের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বীয় ওস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (রাঃ)-কে ইহার সত্যতা অবগতির জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহা কি স্থায়ী হয় ? তিনি বলিলেন—না। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আবার বলিলেন— 'না'। তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বলিলেন যে, হাঁ, কদাচিৎ হইয়া থাকে। তখন শায়েখ আবু ছাইদ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে, ইহা (অর্থাৎ তাহার অবস্থা) উক্ত কদাচিৎ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি যে, প্রকৃত শেষ মরতবা আরও পরে, তাহার অর্থ এই যে, উক্ত আগাহী বা চৈতন্য লাভের পর যদি উন্নতি হয়, তবে হয়রাণির (হতবুদ্ধির) চক্রে উপনীত হয় এবং উক্ত চৈতন্যকে অন্য মরতবা সমূহের মত অতিক্রম করিয়া যায়। এই হয়রাণিকে—'হায়বাতে কোবরা' (বৃহত্তম হয়রাণি) বলা হইয়া থাকে। ইহা বোজর্গগণের বোজর্গ যাঁহারা, তাঁহাদের বিশিষ্ট মাকাম। ছুফীগণের কেতাবসমূহে এইরূপ বর্ণিত আছে। এই মাকামে উপনীত এক বোজর্গ বলিয়াছেন ঃ—

ভবদীয় রূপের কিরণে প্রভু—হয়েছি এমন জর-জবর,
তব বদনের তিল, কাজল আর বেণী কেশে মোর নাই খবর।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতেছেনঃ—

দীনদারি আর কুফর হতে, উচ্চ দেখি প্রেম বিধান ;
সন্দেহ আর বিশ্বাসেরও ঊর্দ্ধে ইহার পাই নিশান।
'ধর্ম্মা-ধর্ম্ম' 'বিশ্বাস' আর 'সন্দেহ' এই চারিটি-পদ,
জ্ঞানের সহিত এক আসরে বস্‌ছে দেখি তাই বিপদ।
অতিক্রম করছি যখন শত জগতের পূর্ণ জ্ঞান,
কোন্ উপায়ে বলব আমি—দেখ্‌ছি কুফর, নয় ঈমান।

তোমার পথের বিঘ্ন বটে, দেখ্‌ছি আমি এই সকল,
সেকেন্দারের পাঁচিল সম এরাই পথের গন্তোপল[১]।

অন্য এক বোজর্গ বলিয়াছেন ঃ—

সেই দরবার হইতে সবে, ফিরিল যে, যে 'লা'-'হু' বলি,
কিন্তু সবার দেখছি যে আজ থলিয়া-পকেট সব খালি।

এইরূপ হয়রানি লাভ হওয়ার পর মারেফত বা পরিচয় লাভের মাকাম। কোন্ ব্যক্তি যে এই দৌলত লাভ করিবে এবং প্রকৃত কুফর যাহাকে হয়রানির মাকাম বলা হয়, তাহার পর প্রকৃত ঈমান, কাহাকে যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদান করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। এই ঈমানের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীগণের শেষ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আছে এবং দাওয়াৎ ও আহ্বান করার মাকাম ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণের মাকাম, যাহাকে তিনি বলিয়াছেন যে আমি এবং আমার অনুসারীগণ বিবেক বা অন্তর্দৃষ্টি কর্ত্তৃক আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আহবান করিতেছি, উক্ত মাকাম ইহাই। দোনো-জাহানের ছরদার হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এইরূপ ঈমান প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে আল্লাহ্ আমাকে সত্য ঈমান প্রদান কর এবং যে বিশ্বাসের পর কুফর বা অবিশ্বাস নাই, আমাকে তাহাই দান কর"। তিনি প্রকৃত কুফর, যাহা হয়রানির মাকাম তাহা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—"হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট মুখাপেক্ষিতা এবং কুফর হইতে রক্ষা চাইতেছি"। ইহাই হক্‌কোল একীনের শেষ মরতবা, এই স্থলে এল্‌মুল্ একীন এবং আয়নুল্ একীন একে অপরের ব্যবধান নহে।

সুখীদের তরে সুখ, অতি সুখময়
প্রেমিক দুঃখীর সব—গলগ্রহ হয়।

ইহাই স্মরণীয়।

আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সরল পথ প্রদান করুন। জানিবেন যে এই বোজর্গগণের জজ্‌বা দুই প্রকারের। প্রথম প্রকার জজ্‌বা হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হইতে সমাগত। যাহার জন্য ইঁহাদের তরীকা ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধিত। উক্ত জজ্‌বা বিশিষ্ট প্রকারের তাওয়াজ্জোহ বা আত্মীক লক্ষ্য দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। যাহা যাবতীয় সৃষ্টি বস্তুর কাইয়ুম বা রক্ষক এবং উক্ত খাছ তাওয়াজ্জোহের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকারের জজ্‌বা যাহা এই তরীকার মধ্যে হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ)-এর প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র জাতের মাইয়াৎ বা সঙ্গতা কর্ত্তৃক উদ্ভূত হয়। উক্ত জজ্‌বা হজরত নক্‌শবন্দ (রাঃ) হইতে তাঁহার প্রথম খলিফা হজরত আলাউদ্দিন (রাঃ) লাভ করিয়াছেন। তিনি সেই জমানার কোত্‌বে এরশাদ ছিলেন বলিয়া উক্ত জজ্‌বা লাভের জন্য তিনিও একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত পদ্ধতি

টীকাঃ—১। গন্তোপল=বড় শীলা খণ্ড, পথের বাধা।

তাঁহার খান্দানের খলিফাগণের মধ্যে 'উলাইয়া' তরীকা বলিয়া মশহুর আছে। এইহেতু তাহাদের পুস্তকে লিখিত আছে যে, 'উলাইয়া' তরীকা সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী তরীকা। ইহার মূল হজরত নক্শাবন্দ (রাঃ) হইতে আসিয়াছে বটে ; কিন্তু উহা হাছিল হওয়ার পদ্ধতি হজরত আলাউদ্দিন (রাঃ) আবিষ্কার করিয়াছেন। সত্যই এই তরীকা অত্যধিক বরকত যুক্ত। ইহার সামান্যও অন্য তরীকার বহুগুণ অধিক হইতে শ্রেষ্ঠ ও উপকারী। উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত 'উলাইয়া' ও 'আহ্‌রারিয়া' খান্দানের মাশায়েখগণ উক্ত দৌলত লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং তালেবদিগকে এই পথে পরিচালিত করিতেছেন। হজরত আলাউদ্দিন (রাঃ)-এর খলিফা হজরত মওলানা ইয়াকুব চরখী (রাঃ)-এর খেদমত হইতে হজরত খাজা আহ্‌রার (রাঃ) উক্ত দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রথম প্রকারের জজ্‌বা যাহা হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হইতে সমাগত, তাহা লাভ করণার্থে পৃথক এক পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহাকে 'অকুফে আদাদী' বলা হয় অর্থাৎ অযুগ্ম ভাবে 'নফী ও এছবাত'-এর জেকের করা। জজ্‌বা লাভের পর— যে ছুলুক সংঘটিত হয়, তাহাও দুই প্রকারের ; বরঞ্চ বহু প্রকারের ; তাহারা এক প্রকার— যদ্দারা হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) স্বীয় মকছুদে উপনীত হইয়াছেন এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)ও এই জজ্‌বার মাকাম হইতে এই পথে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছেন। হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সহিত খালেছ মহব্বত রাখিতেন এবং তাঁহার মধ্যে 'ফানী' (বিলীন) ছিলেন বলিয়া যাবতীয় ছাহাবার মধ্যে তিনি এই বিশেষত্বের পথ লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার জজ্‌বা ও ছুলুকের এই সম্বন্ধ উক্ত বিশেষত্ব সহ হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। হজরত এমামের মাতা ছাহেবা[1] হজরত আবুবকর ছিদ্দীকের বংশের ছিলেন বলিয়া তিনি বলিয়াছেন- যে, আবুবকর আমাকে দুইবার জন্ম দিয়াছেন। হজরত এমাম স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ গণের নিকট হইতেও পৃথক এক 'নেছবৎ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি উভয় তরীকার সংযোজনকারী। তিনি এই তরীকার জজ্‌বা তাঁহাদের ছুলুকের সহিত একত্রিত করিয়াছিলেন এবং এই তরীকার ছুলূক দ্বারা নিজ মকছুদে উপনীত হইয়াছিলেন। এই উভয় তরীকার ছুলুকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হজরত আলী (রাঃ)-এর তরীকার ছুলুক দ্বারা ছয়েরে আফাকী (বহির্জগতে ভ্রমণ) অতিক্রান্ত হয়, এবং হজরত ছিদ্দীক (রাঃ)-এর ছুলুক— ছয়েরে আফাকীর সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখে না। উহা যেন জজ্‌বার আকর্ষণের গৃহ হইতে একটি গবাক্ষ খুদিয়া উদ্দিষ্ট বস্তু পর্য্যন্ত উপনীত করিয়াছে। প্রথম ছুলুকের মধ্যে বহু প্রকারের মারেফত হাছিল হয় এবং দ্বিতীয় প্রকারের ছুলুকে মহব্বতের প্রাবল্য অত্যধিক হয়। এইহেতু হজরত আলী (রাঃ) মদীনায়ে এল্‌ম বা জ্ঞান নগরীর— তোরণ-দ্বার বলিয়া বিখ্যাত। হজরত ছিদ্দিক (রাঃ) হজরত রছুল (ছঃ)-এর খলীল বা দোস্ত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। যথা— হজরত রছূল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমি যদি কাহাকেও খলীল বা বন্ধু হিসাবে বরণ করিতাম, তবে নিশ্চয় আবুবকর (রাঃ)কেই গ্রহণ করিতাম"।

টীকাঃ— ১। হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর পুত্র হজরত এমাম কাছেমের কন্যা। হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাঃ)-এর মাতা ছিলেন।

'জজ্‌বা'— যাহা মহব্বত হইতে উদ্ভূত এবং ছুলুকে আফাকী (বহির্জগতে ভ্রমণ), যাহা এল্‌ম মারেফত সমূহের উৎপত্তিস্থান। এমাম জাফর (রাঃ) এই উভয়ের সমষ্টিভূতি হেতু মহব্বত এবং মারেফতের পূর্ণ অংশ লাভ করিয়াছিলেন। হজরত এমাম জাফর (রাঃ) এই সমষ্টিভূত সম্বন্ধ তাঁহার পর সুলতানুল আরেফীন বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-এর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠে এই আমানতের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন ; যাহাতে ক্রমান্বয়ে উক্ত আমানত গ্রহণের সুযোগ্য ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত উপনীত হয়। অবশ্য তাঁহার লক্ষ্য অন্যদিকে ছিল। এই আমানত প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিলনা। উক্ত 'নেছ্‌বত' বা সম্বন্ধ তাঁহার প্রতি অর্পিত হওয়ার মধ্যেও আল্লাহ্‌তায়ালার বহু হেকমত-রহস্য নিহিত আছে। নেছ্‌বতধারী ব্যক্তিগণ যদিও উহার পূর্ণ অংশ না পাইয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত বোজর্গগণের নূর হইতে উক্ত নেছ্‌বত পূর্ণ অংশ লাভ করিয়াছে। যেরূপ এই নেছ্‌বতের মধ্যে যে ছোকর বা মত্ততা আছে, উহা সুলতানুল আরেফীন খাজা বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-এর নূরের চিহ্ন। উক্ত ছোকর বা মত্ততা প্রারম্ভকারীগণের অনুভূতি অন্তর্হিত করে এবং তাহাদিগকে সংজ্ঞাহীন করিয়া দেয়। তৎপর উহা অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং এই নেছ্‌বতের মধ্যে 'ছহো' বা সজ্ঞানতার আধিক্য থাকা হেতু সাধককে ছহবের মর্ত্তবায় উপনীত করে। অতএব তাহার বাহ্যতঃ সজ্ঞানতা এবং অভ্যন্তরে মত্ততা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং নিম্নলিখিত পদ্যটি তাহাদের অবস্থার পরিচায়ক।

অন্তরে হও প্রেম পাগল আর
বাহ্যতঃ হও আনমনা,
সুন্দর এই ভঙ্গিমা, ভাই বিশ্বে
কোথাও হয়তো না।

এই ভাবে প্রত্যেক বোজর্গ হইতে কোন না কোন এক নূর এই নেছ্‌বতের মধ্যে শামিল হইয়াছে। এবং সেই নূরের যোগ্যতাধারী যে ব্যক্তি তাহার নিকট উহা পৌছিয়াছে। উক্তরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন আরেফ হজরত খাজা আব্দুল খালেক গেজ্‌দাওয়ানী (রাঃ), যিনি খাজাগণের ছেলছেলার শীর্ষস্থানীয়। উল্লিখিত হজরত ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নেছ্‌বত তাঁহার জমানা হইতে নূতন ভাবে আবার সতেজ হইয়া প্রকাশ পাইল ; তাঁহার পর হইতে ছুলুকে আফাকী বা বহির্জ্জগতে ভ্রমণের দিক আবার গুপ্ত হইল। মাশায়েখগণ জজ্‌বা হাছেল করার পর অন্য পথে ছুলুক করতঃ উন্নতি করিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ)-এর আবির্ভাব হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ঐ ভাবে চলিল। যখন তাঁহার আবির্ভাব হইল তখন উক্ত নেছ্‌বত পুনরায় উক্ত 'জজ্‌বা' ও ছুলুকে আফাকীর সহিত সম্মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইল এবং উভয় দিকের সংমিশ্রণে তিনি মারেফত ও মহব্বতের পূর্ণ কামালাতধারী হইলেন। ইহা সত্ত্বেও অপর এক প্রকারের 'জজ্‌বা'— যাহা মাইয়াৎ বা অভিন্নত্ব হইতে উদ্ভূত তাহা তাঁহাকে প্রদান করা হইল। ইতিপূর্ব্বেও ইহা বলা হইয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত কামালাত বা পূর্ণতাসমূহের পূর্ণ অংশ, তাঁহার প্রতিনিধি হজরত খাজা আলাউদ্দিন (রাঃ)

হাছিল করিলেন এবং উভয় প্রকারের 'জজ্‌বা' ও ছুলুকে আফাকী লাভ করিয়া 'কোতবে এরশাদ'-এর মাকামে উন্নীত হইলেন। এইরূপ হজরত খাজা মোহাম্মদ পারছা (রাঃ)ও তাঁহার কামালাতের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত খাজা আলাউদ্দিন (রাঃ) শেষ জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি আমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে, সে মোহাম্মদ পারছাকে দর্শন করুক"; ইহাও তাঁহা হইতে বর্ণিত আছে যে, "মোহাম্মদ পারছার আবির্ভাবই বাহাউদ্দিনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য"। এই সকল কামালাত হজরত পারছার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও হজরত মওলানা আরেফ রেওগারী (রাঃ) তাঁহাকে শেষ বয়সে ফরদিয়াতের নেছ্‌বত প্রদান করিয়াছেন। এই নেছ্‌বত বা সম্বন্ধের প্রাবল্য-তাঁহার মুরীদকরণ ও শিক্ষা প্রদানকার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল ; নতুবা তিনি কামালিয়াত ও পূর্ণতা প্রদান কার্য্যে অতি উচ্চ মরতবা রাখিতেন। তাঁহার বিষয় হজরত নক্‌শবন্দ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, যদি খাজা পারছা পীর-মুরীদি করিত, তবে তাঁহার দ্বারা নিখিল বিশ্ব নূরানী হইয়া যাইত। মওলানা আরেফ (রাঃ) ফরদিয়াতের নেছ্‌বত স্বীয় পিতামহ মাওলানা বাহাউদ্দিন কাশালাকী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জানা আবশ্যক যে, ফর্‌দিয়াত নেছবতের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি, এইহেতু উহা পীরি-মুরীদি ও শিক্ষা-দীক্ষার সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু উহা যদি কোতবে এরশাদ-এর নেছ্‌বতের সহিত একত্রিত হয়, যাহা দাওয়াত বা আহবান কার্য্য ও খলকুল্লার পূর্ণতা প্রদানের মাকাম তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার কোন্ পক্ষ প্রবল ? যদি ফরদিয়াতের পক্ষ প্রবল হয়, তবে শিক্ষা প্রদান কার্য্য দুর্ব্বল হইবে। অন্যথায় উক্তরূপ দুই সম্বন্ধধারী ব্যক্তি প্রায় সাম্যভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বাহ্যতঃ তিনি সৃষ্টির প্রতি পূর্ণ অনুরাগী এবং অন্তরে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন। আহবান কার্য্যে এইরূপ দ্বিবিধ নেছ্‌বতধারী ব্যক্তিই অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। যদিও কোতবে এরশাদের মাকামই শুধু দাওয়াৎ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট, তথাপি উক্ত দুই নেছ্‌বতধারী বোজর্গগণের এই দাওয়াত কার্য্যে অপর এক বিশিষ্ট মরতবা আছে। ইঁহাদের সুদৃষ্টি আভ্যন্তরীণ ব্যাধি মুক্তকারী ও ইঁহাদের সংসর্গ অসৎচরিত্র অপসরণকারী। সাধু শিরোমনি হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) উক্তরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া উক্ত মরতবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শায়েখ 'ছির্‌রী ছক্‌তি' হইতে কোতবিয়াতের নেছ্‌বত এবং শায়েখ মোহাম্মদ কাচ্ছাব হইতে ফর্‌দিয়াতের নেছ্‌বত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র বাণী এই যে, "সকলেই জানেন যে, আমি 'ছির্‌রীর' মুরীদ, কিন্তু আমিতো মোহাম্মদ কাচ্ছাবের মুরীদ"। তিনি যেন কোতবিয়াতের নেছ্‌বত ভুলিয়া গিয়া ফর্‌দিয়াতের নেছ্‌বতকে প্রবল করিয়া দেখাইলেন ; বরঞ্চ উহাকে যেন (কোতবিয়াতকে) ফর্‌দিয়াতের তুলনায় অস্তিত্ব বিহীন বলিয়া মনে করিলেন।

হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ)-এর খলিফাবৃন্দের পরে হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (কোঃ) এই খান্দানের প্রদীপ তুল্য ছিলেন। তিনি খাজাগণের জজ্‌বা বা আকর্ষণ

পূর্ণ করিয়া ছয়েরে আফাকীর দিকে মনোযোগী ছিলেন এবং স্বীয় এছ্‌ম পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিলেন ও এছমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় 'ফানা' ও বিলীন হইবার পূর্ব্বেই জজ্‌বার মাকামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ও তদ্দিকেই বিশেষরূপে ফানা হাছিল করতঃ ঐভাবে **পুনর্বার** 'বাকা' লাভ করিয়াছিলেন। ফলকথা, এ স্থলে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 'ফানা' 'বাকা' কর্তৃক যে এল্‌ম মারেফতসমূহ লাভ হয়, তাহা তাঁহার এই মাকামে হস্তগত হইয়াছিল। অবশ্য বিভিন্ন পক্ষ হওয়ার কারণে উক্ত এল্‌ম সমূহের মধ্যে কিছু তারতম্য বর্ত্তমান ছিল। উক্ত তারতম্য সমূহের মধ্য হইতে 'একবাদ' প্রমাণ করা বা না করা এবং উক্ত তৌহিদের অনুকূল বিষয়সমূহ প্রমাণ করা ; যথা— বেষ্টন, প্রবেশ করণ, সঙ্গতা ও একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তু দর্শন ও একাধিক বস্তুর পূর্ণরূপে অন্তর্ধান যেন সাধকের 'আমি' বাক্য প্রয়োগ তাহার প্রতি কোন ক্রমেই প্রত্যাবর্ত্তন না করে ইত্যাদি রূপ।

পূর্ণ ফানা বা লয় প্রাপ্তির পর যে 'বাকা' লাভ হয়, তাহার এল্‌ম সমূহ এরূপ নহে ; বরঞ্চ তাহাদের এল্‌ম শরীয়তের এল্‌মের অনুকূল, উহার সত্যতার জন্য কোন প্রকারের ছলনা ও আড়ম্বরের আবশ্যক করেনা ; এবং তথায় কোনও প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন হয় না। ফলকথা, যে কোন প্রকারের জজ্‌বা হউক না কেন, তাহার দ্বারা যে 'বাকা' সংঘটিত হয়, তাহা সাধককে মত্ততা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া সজ্ঞানতায় আনায়ন করে না বলিয়া উক্ত 'বাকা' প্রাপ্ত সাধকের প্রতি 'আমি' শব্দ প্রত্যাবর্ত্তন করেনা ও 'আমি' শব্দ দ্বারা উহার প্রতি ইঙ্গিত হয় না। যেহেতু জজ্‌বার মধ্যে মহব্বতের প্রাবল্য বর্ত্তমান থাকে এবং মহব্বতের প্রাবল্যের মধ্যে মত্ততার অবস্থান অনিবার্য্য; সুতরাং কোনক্রমেই উহা হইতে মত্ততা বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব উহার এল্‌ম মত্ততা সংমিশ্রিত ; যেরূপ— ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ বা একবাদের বাক্য ; যাহা মত্ত্বতা ও মহব্বতের প্রাবল্য হইতে উৎপন্ন ; কেননা তাহার দৃষ্টিতে যেন স্বীয় মহবুব বা প্রিয়জন ব্যতীত অন্য কাহারও অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। কাজেই সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করে। কিন্তু সে ব্যক্তির যদি পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়া আসিত, তবে তাহার জন্য মহবুবের দর্শন অপর সকলের দর্শনের প্রতিবন্ধক হইত না এবং 'একবাদের' নির্দ্দেশও প্রদান করিত না। পূর্ণ ফানা এবং ছুলুক সমাপ্ত করার পর যে- 'বাকা' লাভ হয়, তাহা সজ্ঞানতা ও মারেফত বা পরিচয়ের উৎপত্তি স্থল, তথায় মত্ততার কোনই অবকাশ নাই। সাধকের যে জ্ঞান, বিদ্যা সমূহ 'ফানা' হওয়ার সময় তিরোহিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই প্রত্যাবর্ত্তন করে ; কিন্তু মূল বস্তুর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ইহারই অর্থ— 'বাকা বিল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত স্থায়ীত্ব লাভ করা। এইহেতু ইঁহাদের এল্‌ম জ্ঞানের মধ্যে মত্ততার স্থান নাই। সুতরাং ইঁহাদের এল্‌ম জ্ঞান পয়গাম্বর (আঃ)-গণের এল্‌ম সমূহের অনুকূল।

আমি জনৈক বোজর্গের নিকট শুনিয়াছি যে, হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (রাঃ)-এর মাতামহগণ যাঁহারা আশ্চর্য্য প্রকারের অবস্থা সম্পন্ন ও শক্তিশালী জজ্‌বাধারী ছিলেন, তাঁহাদের উক্ত নেছ্‌বত খাজা আহরারও লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ 'কোত্‌ব'

যাঁহাদের প্রতি দীন ইছলামের পোষকতা নির্ভরশীল এবং মহব্বতের মধ্যে যাঁহাদের স্থান অতি উচ্চ, হজরত খাজা তাঁহাদের মাকামেরও পূর্ণ অংশ রাখিতেন। সুতরাং ঐ হিসাবে ইছলামের পোষকতা তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। ইতিপুর্ব্বেও তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পর হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রাঃ)-এর আবির্ভাবে এই তরীকা ও ইহার রীতিনীতিসমূহ পুনর্জ্জীবিত ও প্রচারিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। কেননা ভারতবাসীগণ খাজা ওবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) -এর কামালাত বা পূর্ণতা সমূহ হইতে বঞ্চিত ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, খাজা বাকীবিল্লাহেরও কামালাত যৎকিঞ্চিৎ এই মকতুবে সন্নিবিষ্ট করি। কিন্তু উহা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত জানিয়া খান্ত রহিলাম।

২৯১ মকতুব

তওহীদে অজুদী এবং শুহুদীর বর্ণনায় হজরত মওলানা আবদুল হাই ছাহেবের নিকট লিখিতেছেন। বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহীম ; যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং রছুলগণের ছর্‌দার হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার যাবতীয় বংশধর ও ছাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানা আবশ্যক যে, তওহীদে অজুদী বা একবাদ-এর উৎপত্তি, অনেকের জন্যই তওহীদের মোরাকাবার পুনরাবৃত্তি এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমা শরীফের অর্থ— আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও অস্তিত্ব নাই— ধারণায় বদ্ধপরিকর হওয়ার কারণে— হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বক চিন্তা-গবেষণা করার পর যদি এইরূপ তওহীদ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহা চিন্তার প্রাবল্য হেতু এবং তওহীদের অর্থ বারংবার ধারণা করার কারণে চিন্তাপটে উহার একটি চিত্র অংকিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ তওহীদ বা একবাদ যখন ইচ্ছাকৃত ও কৃত্রিম, তখন ইহা দোষণীয়। এই প্রকারের তওহীদধারী ব্যক্তি প্রকৃত তওহীদের অবস্থা সম্পন্ন নহে ; যেহেতু অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি, কল্‌ব বা অন্তর জগতের অধিকারী এবং উল্লিখিত ব্যক্তি তখন পর্য্যন্ত অন্তর জগতের কোনই বার্ত্তা রাখে না। উহা শুধু তাহার এক প্রকারের এল্‌ম বা বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; এবং বিদ্যার অনেক স্তর আছে, যাহা একে অপর হইতে উচ্চ।

আবার অনেকের জন্য কল্‌বের জজ্‌বা ও মহব্বৎ হইতে তওহীদে অজুদী উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তাঁহারা জেকের এবং মোরাকাবার মধ্যে মশগুল থাকেন, কিন্তু তওহীদের বিষয় কোনই চিন্তা করেন না। অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারাই হউক অথবা ভাগ্যের সহায়তায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই হউক, কল্‌বের মাকামে উপনীত হইয়া তথায় আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখন যদি তাঁহাদের প্রতি তৌহীদে অজুদির সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহা মাহবুবের মহব্বতের প্রাবল্য হেতু হইয়া থাকে। যেন মাহবুব ব্যতীত অন্য যাবতীয় বস্তু তাঁহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব তাঁহারা যখন স্বীয় মহবুব

ব্যতীত অন্য কাহাকেও অবলোকন করে না, বরং অন্য কাহাকেও প্রাপ্ত হয় না, তখন নিরুপায় হইয়া স্বীয় মহবুব বা প্রিয়তম ব্যতীত অন্য কাহাকেও অস্তিত্ববান বলিয়া বিশ্বাস করেনা। এই প্রকারের তওহীদ সাধকের আত্মীক অবস্থা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং ইহা ধারণা ও কৃত্রিমতা দোষ হইতে পবিত্র। এই সকল কল্‌বের অধিকারী দলকে যখন তাহাদের উক্ত মাকাম হইতে জগতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহারা জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে স্বীয় প্রিয়জনকে অবলোকন করে এবং সৃষ্ট পদার্থ সমুহকে তাঁহার সৌন্দর্য্যেরাশির আবির্ভাব স্থল— দর্পণতুল্য বলিয়া জানে। যদি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে তাহারা কল্‌বের মাকাম হইতে উন্নতি করিয়া আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারের প্রতি মনোযোগী হন, তখন এই তৌহীদের এল্‌ম যাহা তাহাদের কল্‌বের মাকামে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইতে থাকে। যতই উন্নতি করিতে থাকে, ততই উক্ত তওহীদের এল্‌মের সহিত নিজেকে সম্পর্কহীন পাইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তওহীদধারী ব্যক্তিগণের প্রতি তখন তিরস্কার ও দোষারোপ করে। যথা— 'রোকনুদ্দিন আবুল মাকারেম' শায়েখ আলাউদ্দৌলা ছাম্‌নানী (রাঃ)। আবার উক্ত তওহীদের অবস্থা অন্তর্হিত হওয়ার পর উহার অবস্থান ও তিরোধানের প্রতি অনেকের কোনই লক্ষ্য থাকে না। লিখকও স্বয়ং তওহীদধারী ব্যক্তিগণের প্রতি তিরস্কার করা হইতে বিরত থাকে, কেননা দোষারোপ ও ভর্ৎসনার অবকাশ তখন থাকে, যখন উল্লেখ্য অবস্থাধারীগণের অবস্থার বিকাশ প্রাপ্তি স্বেচ্ছাধীন হয়। এস্থলে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহা তাহাদের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা অবস্থার চাপে পরাজিত ; অতএব তাহারা মাজুর (ক্ষম্য)। সুতরাং মাজুর ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ সম্ভবপর নহে। অবশ্য ইহা আমার জানা আছে যে, উক্ত মারেফতের উর্দ্ধে এবং উক্ত হালতের পরও বহু মারেফত ও হালত আছে। যাহারা এই মাকামে আবদ্ধ থাকে, তাহারা বহু প্রকারের কামালাত বা পূর্ণতা ও অসংখ্য মাকামের উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকে। এ নগণ্য ফকীর 'তওহীদ' বা একবাদের অর্থ পুনরাবৃত্তি ও চিন্তা না করিয়াই শুধু মোরাকাবা এবং জেকেরাদি দ্বারা বিনা চেষ্টায় ; বরং কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ও স্বীয় পীর কেব্‌লা হজরত মোহাম্মদ আল বাকী (কুঃ)-এর খেদমতে অবস্থান হেতু একবাদের এল্‌ম লাভ করিয়াছে। জেকের শিক্ষার পর তাহার লক্ষ্য কল্‌বের মাকামে উপনীত করতঃ উক্ত একবাদের মারেফতের দ্বার এ নগণ্যের প্রতি উম্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং এই মাকামের এল্‌ম প্রচুর পরিমাণে অর্পণ করিলেন ও ইহার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া দিলেন। বেশ কিছুদিন আমাকে এই মাকামে অবস্থান করাইলেন। অবশেষে এ দাসের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইয়া কল্‌বের মাকাম অতিক্রম করাইলেন। তখন তওহীদের মারেফত সমূহ অন্তর্হিত হইতে লাগিল ; ক্রমে ক্রমে উহা সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইল। আমার এই অবস্থা প্রকাশের উদ্দেশ্য এই যে, সকলেই যেন অবগত হয় যে, আমি যাহা কিছু লিখিতেছি, তাহা 'কাশ্‌ফ' বা আত্মীক বিকাশ ও অনুভূতি দ্বারা লিখিতেছি। অনুমান বা অন্যের অনুসরণ করিয়া নহে। প্রথম অবস্থায় অনেক অলী আল্লাহ্‌র তওহীদের মারেফত কল্‌বের মাকামে প্রকাশ হইয়া থাকে ; তাহাতে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হয় না। আমিও উক্ত রূপ অবস্থায় স্বীয় রেছালা সমূহে তওহীদে অজুদীর মারেফতের বিষয় লিখিয়াছিলাম।

কিন্তু যখন ঐ সকল রেছালা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া দিয়াছি এবং উহা পুনরায় একত্রিত করা অসম্ভব, তখন উহাদিগকে ঐ অবস্থায়ই রাখা হইল। অবশ্য যদি উক্ত মাকাম অতিক্রম করা না হয়, তবেই ক্ষতির কারণ ; অন্যথায় নহে।

তৌহীদ বা একবাদ মতাবলম্বী অপর একদল আছেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মীক দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়া যান। তাঁহাদের লক্ষ্য এই যে, তাঁহারা স্বীয় পরিদৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সকল সময় বিলীন হইয়া থাকেন ; যেন স্বীয় অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক কোন বস্তুর কোনও প্রকার চিহ্ন প্রকাশ না পায়। তাঁহারা 'আমি' শব্দ নিজের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করা 'কুফর' বলিয়া জানেন। তাঁহাদের নিকট নিস্ত ও বিলীন হইয়া থাকাই যেন—শেষ কার্য্য। তাঁহারা আত্মীক দর্শনকেও অন্যের আকৃষ্টি ধারণা করেন। তাঁহাদের অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, "আমি এমন ভাবে বিলীন হইতে চাই যেন পুনরায় ফিরিয়া না আসি। অর্থাৎ এমন নাস্তি কামনা করি, যাহা পুনরায় কখনও অস্তিত্ব প্রাপ্ত না হয়"। ইঁহারাই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমে নিহত হইয়াছেন ও আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছেন। হাদীছে কুদ্‌ছী (আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন), "আমি যাহাকে বধ করিয়াছি, আমিই তাহার খুনের বিনিময়"। ইঁহাদের প্রতিই প্রযোজ্য। ইঁহারা সর্ব্বদাই যেন অস্তিত্বের চাপে বিপন্ন। এক মুহূর্ত্তও যেন ইঁহাদের শান্তি নাই। কেননা গাফ্‌লত বা অমনোযোগীতা ও অলসতার মধ্যেই বিশ্রাম লাভ হয় ; কিন্তু যথায় বিলীনতা স্থায়ী, তথায় গাফলতের (অমনোযোগীতার) কোনই অবকাশ নাই। শায়খুল ইছলাম হারাবী[১] বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে আমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও গাফেল করিতে পারে, তবে আশা করি যে, তাহার গোনাহ মাফ হইবে। দৈহিক অস্তিত্বের স্থায়ীত্বের জন্যও গাফ্‌লত একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় অনুগ্রহে প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতানুসারে গাফ্‌লত আনয়নকারী কার্য্য সমূহের মধ্যে উহাদের বাহ্যিক জগৎকে মশগুল করিয়া রাখেন, যাহাতে তাহাদের উপর হইতে অস্তিত্বের চাপ কিছু লাঘব হয়। এই হেতু অনেকে নৃত্য, সংগীত দ্বারা শান্তি লাভ করে, এবং কেহ কেহ পুস্তকাদি রচনা ও এল্‌ম মারেফত সমূহ লিপিবদ্ধ করা অভ্যাস করিয়া থাকেন। কেহ আবার অপ্রয়োজনীয় বৈধ বস্তুর মধ্যে লিপ্ত থাকে। আবদুল্লাহ্‌ এছ্‌তরখী—কুত্তা পালকদিগের সহিত মাঠে যাইয়া ভ্রমণ করিতেন। এক ব্যক্তি জনৈক বোজর্গের নিকট ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, অস্তিত্বের চাপ হইতে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ করিয়া থাকেন। কাহাকেও আবার তওহীদ বা একবাদের এল্‌ম ও সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আল্লাহ্‌র দর্শন প্রদান করিয়া আরাম দিতেন, যাহাতে উক্ত অস্তিত্বের চাপ হইতে কিছুক্ষণের জন্য তিনি মুক্তি পান। নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের মধ্যে কাহারও

টীকাঃ— ১। হারাবী— নাফাহাৎ নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে,— ইনি হজরত আবু আইয়ুব আনছারী ছাহাবীর বংশধর ছিলেন। ইঁহার স্মরণ শক্তি আশ্চর্য্য ধরণের ছিল। তিনি বলিতেন যে, আমার কলমের নিচে যাহা পড়ে, তাহা আমার মুখস্থ হইয়া যায়। ইঁহার তিন শত সহস্র হাদীছ কণ্ঠস্থ ছিল। ইঁহার পীর হজরত শায়েখ আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ)।

যদি তওহীদ বা একবাদের অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহাও উক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইঁহাদের নেছবত আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক পবিত্রতার দিকে লইয়া যায়। জগৎ এবং জগতের মধ্যে আল্লাহ্‌র দর্শন প্রাপ্তির সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। শ্রেষ্ঠ মোরশেদ তত্ত্ববিদ আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী এছলামের সহায়ক, হজরত খাজা ওবায়দুল্লা আহ্‌রার (রাঃ) হইতে তওহীদ বা একবাদ ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের অনুরূপ যে সকল এল্‌ম মারেফত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত শেষ পর্য্যায় ভুক্ত একবাদের এল্‌ম। তাঁহার 'ফেক্‌রাত' নামক কেতাব যাহার মধ্যে তওহীদ ইত্যাদির বর্ণনা আছে, উহার উদ্দেশ্য উক্ত এল্‌ম সমূহ দ্বারা জগতের সঙ্গে শান্তি ও প্রীতি সৃষ্টি করা। আমাদের খাজা হজরত বাকীবিল্লাহ (রাঃ)-এর একবাদের মারেফত—যাহা ফেক্‌রাত নামক পুস্তকের বর্ণনার অনুরূপ তিনি কতিপয় রেছালার মধ্যে লিখিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত প্রকারের তওহীদের অন্তর্ভুক্ত। জজ্‌বা অথবা মহব্বতের প্রাবল্যের জন্য নহে। জগতের সহিত তাঁহার দৃষ্ট বস্তুর কোনই সম্পর্ক নাই। তিনি যাহা সৃষ্ট জগতে দেখিতেন, তাহা তাঁহার প্রকৃত পরিদৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ, কিংবা উদাহরণ স্বরূপ। যেরূপ কোন ব্যক্তি সূর্য্যের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট এ—পর্য্যন্ত যে, প্রেমের প্রাবল্য হেতু সে নিজেকে সূর্য্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারের আত্মহারা ব্যক্তিকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করায় এবং সূর্য্য ব্যতীত অন্যের সহিত প্রীতি-প্রদান করার ও সূর্য্যের প্রখর কিরণ হইতে ক্ষণেকের জন্য মুক্ত করিয়া শান্তি প্রদান করার ইচ্ছা করিলে, উক্ত সূর্য্যকে ইহ-জগতের দর্পণ সমূহে প্রকাশ করিয়া তাহার মধ্যে সে ইহ-জগতের সহিত উহার ভালবাসা ও প্রীতি জন্মাইয়া দেয় এবং এই জগৎ অবিকল সূর্য্য বলিয়া উহাকে কখনও অবগত করান হয়, যেন সূর্য্য ব্যতীত অপর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, আবার কখনো উহাকে জগতের দর্পণ তুল্য পরমাণু সমূহের মধ্যে সূর্য্যের সৌন্দর্য্য দেখান হয়। এ স্থলে এই প্রশ্ন উত্থিত হইবে না যে, জগৎ যখন প্রকৃত সূর্য্য নহে, তখন উহাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত করান বাস্তবের বিপরীত। কেননা জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহ অনেক বিষয় পরস্পর সমতুল্য, আবার অনেক বিষয়ে বিভিন্ন ; এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ কারণবশতঃ স্বীয় ক্ষমতা বলে উক্ত পার্থক্যের কারণগুলি উহাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত করেন এবং তুল্য বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচর করাইলেন ; অতএব তাহারা 'সকল বস্তু পরস্পর এক' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সুতরাং এইরূপ সমতুল্য বিষয়ের অবস্থান হেতু সূর্য্যকেও ইহ-জগৎ বলিয়া ধারণা করে। একবাদের ব্যাপারেও ইহ জগতের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার যদিও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, তথাপি শুধু নামতঃ আনুরূপ্যই এইরূপ একবাদ সত্য হওয়ার কারণ হইয়াছে। যথা—আল্লাহ্‌তায়ালা অস্তিত্ববান পক্ষান্তরে ইহজগতও অস্তিত্বধারী। কিন্তু এই দুই অস্তিত্বের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই। আবার আল্লাহ্‌পাক জ্ঞানময়, শ্রবণ ও দর্শনকারী, জীবিত, শক্তিশালী, ইচ্ছাময় ; তদ্রূপ সৃষ্ট জগতের অনেক বস্তুও উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন। অবশ্য উক্ত গুণসমূহের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যখন সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বের বিশেষত্ব এবং নবজাত গুণের অনিষ্ট উহাদের দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রাখা হইয়াছে, তখন তাহারা

উহাদিগকে যদি একবস্তু বলিয়া ব্যক্ত করে, তবে তাহা কোনই অসম্ভব নহে। এই শেষ প্রকারের তওহীদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তওহীদ। বস্তুতঃ এইরূপ তওহীদধারী ব্যক্তিগণ উক্ত অবস্থার আয়ত্বাধীন নহে ; এবং মত্ততা উহাদের এই মারেফতের কারণ নহে। বরং কোন সদুদ্দেশ্যে উহাদের প্রতি এই অবস্থা আনীত হইয়াছে ও এই মারেফতের মাধ্যমে ইহাদিগকে যেন মত্ততা হইতে সজ্ঞানে লইয়া আসা হয় ও তৎকর্তৃক উহাদিগকে শান্তি প্রদান করা হয়, যেরূপ অনেক বোজর্গ ব্যক্তিকে গান-বাদ্য এবং অনেককে অনর্থক মোবাহ্ কার্য্যে লিপ্ত রাখিয়া শান্তি প্রদান করেন।

জানা আবশ্যক যে, ইঁহাদের সমতুল্য অবস্থাধারী তওহীদে অজুদ-এর দলভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাদের পরিদৃষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য অনর্থক বস্তুর প্রতিও মশগুল হইয়া থাকেন ও তদ্দারা শান্তি লাভ করেন। কিন্তু ইঁহারা উহাদের বিপরীত, অর্থাৎ ইঁহারা স্বীয় পরিদৃষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না ও আকৃষ্ট হন না। অতএব ইহ-জগৎকে ইঁহাদের অবিকল পরিদৃষ্ট বস্তু বলিয়া দেখান হয়, অথবা ইহ-জগতের দর্পণে উক্ত পরিদৃষ্ট বস্তুর আবির্ভাব করান হয় ; যাহাতে ক্ষণিকের জন্য হইলেও ইঁহাদের উপর হইতে উক্ত অস্তিত্বের চাপ লাঘব হয়। এই শেষ প্রকারের তওহীদের উৎপত্তি আত্মীক বিকাশ ও অনুভূতির দ্বারা আমি উপলব্ধি করি নাই। পূর্ব্ব বর্ণিত দুই প্রকারের তওহীদই আমার জানা ছিল। কেবলমাত্র শেষ প্রকারের কিছু অনুমান ছিল। এইহেতু রেছালা ও পত্রাদিতে উক্ত পূর্ব্ব বর্ণিত দুই প্রকারের উল্লেখ করিয়াছি ; বরং উহাদের দ্বিতীয় প্রকারেরই অধিক উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহার মধ্যেই তওহীদকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যখন স্বীয় পীর মোরশেদ কেব্‌লা (রাঃ) তিরোধানের পর সুরক্ষিত দিল্লীতে তাঁহার মাজার শরীফ জেয়ারত করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময়ের কথা। "একদিন ঈদের দিবস তাঁহার মাজার শরীফ জেয়ারতের জন্য গিয়াছিলাম, তখন জেয়ারতের সময় মাজার শরীফের দিকে তাওয়াজ্জোহ (মনোযোগ) করার ফলে তাহার পবিত্র রূহের পূর্ণ দৃষ্টি প্রকাশ পাইল ; এবং এ অধমের প্রতি পূর্ণ অনুকম্পা করতঃ স্বীয় খাছ নেছ্‌বত (আত্মীক সম্বন্ধ) যাহা খাজা আহ্‌রার হইতে সমাগত, তাহা প্রদান করিলেন। যখন আমি উক্ত নেছ্‌বত নিজের মধ্যে প্রাপ্ত হইলাম, তখন উহার এল্‌ম মারেফত সমূহের তত্ত্ব অবশ্য স্বীয় অনুভূতিতে প্রাপ্ত হইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে তাঁহার তওহীদে অজুদীর উৎপত্তি কেবলমাত্র কল্‌বের আকর্ষণ এবং মহব্বতের প্রাবল্যের জন্য নহে ; বরঞ্চ উহার উদ্দেশ্য উল্লিখিত অস্তিত্বের প্রাবল্যের লাঘব হওয়া"। এ বিষয় প্রকাশ করা কিছুদিন পর্য্যন্ত সমীচীন মনে করি নাই। কিন্তু যখন স্বীয় রেছালা সমূহের পূর্ব্ব বর্ণিত দুই প্রকার তওহীদের বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে সন্দেহে পড়িয়াছিলেন যে, উক্ত বর্ণনা হইতে উল্লিখিত বোজর্গদ্বয়ের প্রতি দোষ আসিয়া পড়িতেছে যে, ইহাদের তরীকা 'একবাদের তরীকা'। এই ছলনায় তাহারা ফেৎনা ফাছাদ ও সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে, বাহিরের অনেক দূর্ব্বল মুরীদের মধ্যেও এই সন্দেহ প্রবেশ করিয়া তাহাদের আত্মীক অবস্থার

অবনতি ঘটাইয়াছে। এইহেতু উল্লিখিত শেষ প্রকারের তওহীদ প্রকাশ করাই যুক্তি সঙ্গত মনে করিলাম এবং উহার প্রমাণ স্বরূপ, পবিত্র মাজার জেয়ারতের সময়ের ঘটনাও উল্লেখ করিলাম। আমাদের বন্ধুগণের মধ্য হইতে জনৈক দরবেশ হজরত পীরকেব্‌লা (রাঃ)-এর কথা নকল করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "লোকে ধারণা করে যে, আমরা তওহীদের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাহার কোন আত্মীক সম্বন্ধ লাভ করি, বস্তুতঃ তাহা নহে ; বরং উহা হইতে আমাদের উদ্দেশ্য কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে গাফেল (অন্য মনস্ক) রাখা"। তাহার এই বাক্য আমার পূর্ব্ব বর্ণিত কথার সহায়ক। মান্যবর শায়েখ আব্দুল হক, যিনি আমার পীর কেব্‌লার খালেছ মুরীদ, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত পীর কেব্‌লা ওফাত শরীফের কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, তওহীদ বা একবাদ অতি সংকীর্ণ গলি, (পথ)। প্রশস্ত রাজপথ অন্যত্র আছে। ইতিপূর্ব্বেও আমি ইহা অবগত ছিলাম, কিন্তু এখন ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হইয়াছে"। তাঁহার এই বাক্যের দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, শেষ অবস্থায় তিনি তওহীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেন না। প্রথমাবস্থায় যদি উক্ত প্রকারের তওহীদ প্রকাশ পাইয়াও থাকে, তাহাতে কোনই ক্ষতির কারণ নাই। বরঞ্চ মাশায়েখগণের অনেকেরই প্রারম্ভে উক্ত প্রকারের অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহারা তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের জজ্‌বার মাকামে উপনীত হওয়ার পর হইতে হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ)-এর তরীকা এবং হজরত খাজা আহ্‌রার (রাঃ)-এর তরীকা পরস্পর বিভিন্ন ও উহাদের এল্‌ম পূর্ণতা প্রদানের পথও আমার প্রতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। যাবতীয় ফজল (প্রাচুর্য্য) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অধিকারে আছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা প্রদান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক অতি উচ্চ ফজলধারী।

এতই মহান, বাদ্‌শা তুমি, কর্ত্তা, মালিক, জুলমেনান ;
দুই-জাহানের রাজ্য কর, এক ভিখারীর হস্তে দান।
আসিলে বৃদ্ধার দ্বারে, রাজার নন্দন ;
করনা ঈর্ষায় তুমি গোঁফ্ উৎপাটন ॥

আল্লাহ্‌পাকের আদেশ, "তোমার প্রতিপালকের অবদানের আলোচনা কর"। এইহেতু কতিপয় গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করা হইল। আল্লাহ্‌পাক ইহার দ্বারা তালেবদিগকে উপকৃত করুন। অবশ্য আমি জানি যে, বিরোধী দলের বিরোধীতা বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু তালেবগণের উপকৃত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। বিরোধীদল আলোচনা ও লক্ষ্যের বাহিরে। আল্লাহ্‌পাক বলিতেছেন যে, ইহার দ্বারা অর্থাৎ—কোরআন শরীফ দ্বারা অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়, আবার অনেকেই হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানীদিগের প্রতি অবিদিত নহে যে, কোন কারণ বশতঃ এক তরীকা গ্রহণ করার অর্থ ইহা নহে যে, এই তরীকাই অন্য সকল তরীকা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অন্য তরীকাগুলি ত্রুটি যুক্ত।

নগরের তোরণ-দ্বার বন্ধ করা যায়,
(কিন্তু) অরিদের আনন দ্বার বন্ধ নাহি হয়।

যাবতীয় প্রশংসা প্রারম্ভে ও পরিশেষে আল্লাহ্তায়ালারই জন্য, যিনি সর্ব্ব প্রকার নেয়মত দাতা ও অনুগ্রহশীল। সর্ব্বপ্রকারের দরূদ ও ছালাম এবং সম্মান আল্লাহ্র রছুল পাক ও তাঁহার ছাহাবাগণের এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি চিরতরে বর্ষিত হউক।

২৯২ মকতুব

শায়েখ আব্দুল হামীদ বাঙ্গালীর নিকট লিখিতেছেন। মুরীদগণের জরুরী আদবের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছ্মিল্লাহের রাহমানের রাহীম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আদব শিক্ষা প্রদান করতঃ তাঁহার চরিত্রে চরিত্রবান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

জানা আবশ্যক যে, এই নক্শবন্দী তরীকাপন্থী ছালেকদিগের দুই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। হয়তো তাহারা 'মুরীদ'[1] বা অভিলাষী হইবেন কিংবা 'মোরাদ'[2] বা অভিলাষিত ও বাঞ্ছিত হইবেন। যদি তাহারা মোরাদ বা অভীষ্ট হন, তবে তাহাদের জন্যই সুসংবাদ। যেহেতু আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে আকর্ষণ ও মহব্বত-এর পথ দ্বারা অতি উচ্চ মতলবে আকর্ষিত করিয়া উপনীত করিয়া থাকেন এবং যখন যে আদব-সম্মান শিক্ষা প্রদানের আবশ্যক হয়, তাহা কাহারও মাধ্যমে অথবা বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। তাহাদের দ্বারা হঠাৎ যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয়, তাহা অবিলম্বে তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন এবং তাহার জন্য কোন প্রকার তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন না। যদি তাহাদের জন্য জাহেরী পথ প্রদর্শক পীরের আবশ্যক করে, তবে তাহাদের বিনা চেষ্টায় উক্ত দৌলতের বা পীরের প্রতি আল্লাহ্পাক নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলকথা, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ তাঁহাদের সহায় থাকে ও তাহাদের জিম্মাদার হয়। কাহারও মাধ্যমে হউক অথবা বিনা মাধ্যমে হউক, তিনিই ইঁহাদের যাবতীয় কার্য্যের জন্য যথেষ্ট হইয়া থাকেন। "আল্লাহ্পাক যাহাকে ইচ্ছা করেন নির্ব্বাচিত করিয়া লন" (কোরআন)।

পক্ষান্তরে তাহারা যদি 'মুরীদ' বা অভিলাষী হন, তবে কামেল মোকাম্মেল পীরের মধ্যস্থতা ব্যতীত তাহাদের কার্য্য সিদ্ধি সু-কঠিন হইয়া থাকে। অবশ্য পীর এরূপ হওয়া আবশ্যক যিনি জজ্বা (আত্মীক আকর্ষণ) ও ছুলুক (আত্মীক ভ্রমণ) উভয়বিধ সৌভাগ্য

টীকাঃ—১। 'মুরীদ' (অভিলাষী)=অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য লাভের সঙ্কল্প করে।
২। 'মোরাদ' (অভিষ্ট ও বাঞ্ছিত)=অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যাহাকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদানের ইচ্ছা করেন।

লাভ করিয়াছেন ও পূর্ণ 'ফানা'-'বাকার' অধিকারী হইয়াছেন ও 'ছয়ের এলাল্লাহ্'[1] 'ছয়ের ফিল্লাহ্'[2] 'ছয়ের আনিল্লাহ্ বিল্লাহ্'[3] 'ছয়ের ফিল আশ্ইয়া বিল্লাহ্'[4]—এই ছয়ের চতুষ্টয় পূর্ণ রূপে সমাপ্ত করিয়াছেন। উক্ত পীর যদি ছুলুকের পূর্ব্বে জজ্বা লাভ করিয়া থাকেন, এবং 'মোরাদ' বা অভিষ্ট ব্যক্তিগণের মত প্রতি পালিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি স্পর্শমনি তুল্য, তাঁহার কথাবার্ত্তা অমৃত তুল্য এবং তাঁহার শুভ দৃষ্টিই রোগ মুক্তির কারণ। মৃত অন্তঃকরণসমূহ জীবিত হওয়া তাঁহার লক্ষ্যের প্রতি নির্ভরশীল ও অসাড় জীবনগুলি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারাই সতেজ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি উক্ত রূপ কামেল পীর লব্ধ না হয়, তাহা হইলে ছালেকে মজ্জুব বা প্রথমে ভ্রমণ, তৎপর আকর্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট জানা উচিত। তাঁহার দ্বারাও অপূর্ণ ব্যক্তিগণ পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে, এবং 'ফানা'-'বাকা' পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া থাকেন।

যদি আল্লাহ্পাক স্বীয় অনুগ্রহে কোন তালেবকে উক্তরূপ কামেল মোকাম্মেল পীরের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার পবিত্র—

আর্শের কাছে আকাশ অতি নিম্নতর,
মৃত্তিকা হইতে কিন্তু অতি উচ্চতর।

অজুদকে (অস্তিত্বকে) যথেষ্ট জানা উচিৎ এবং পূর্ণরূপে নিজেকে তদীয় হস্তে সমর্পণ করা আবশ্যক। তাঁহার সন্তুষ্টিতে নিজের সৌভাগ্য ও অসন্তুষ্টিতে দুর্ভাগ্য জানা দরকার। ফলকথা, নিজের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সন্তুষ্টির অনুকূল করা কর্ত্তব্য। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "তোমাদের মধ্যে কেহই মোমেন হইবে না—যে পর্য্যন্ত তাহার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা আমার আনিত শরীয়তের অনুকূল না হয়"।

জানা আবশ্যক যে, পীরের সংসর্গের আদব সম্মান রক্ষা করা ও উহার শর্ত্তসমূহ বজায় রাখা এই আধ্যাত্মিক পথের জন্য একান্ত আবশ্যক। তবেই ফায়দা বা উপকার আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত হইবে। ইহা ব্যতীত সংসর্গের কোন ফল লাভ হইবে না, ও পীরের মজলিসে অবস্থানের কোনও উপকার দর্শিবে না। পীরের সংসর্গের কতিপয় আদব এবং জরুরী শর্ত্ত বর্ণনা করিতেছি ; মনোযোগের সহিত হুঁশিয়ার হইয়া শ্রবণ করিবেন।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, তালেবের উচিৎ যে, স্বীয় অন্তঃকরণের লক্ষ্য অন্য সমস্ত দিক হইতে ফিরাইয়া তদীয় পীরের দিকে নিয়োজিত করে। পীরের উপস্থিতিকালে তাঁহার বিনা অনুমতিতে নফল এবাদত কিংবা জেকেরাদির মধ্যে লিপ্ত হইবে না ও তাঁহার সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবে না ; বরং তাঁহার প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখিয়া উপবিষ্ট থাকিবে; এ পর্য্যন্ত যে, তিনি আদেশ না করিলে জেকেরের মধ্যেও মশগুল হইবে না, এবং ফরজ ও ছুন্নত ব্যতীত তাঁহার সম্মুখে অন্য কোনও নামাজ পাঠ করিবে না। কথিত আছে

টীকাঃ—১। ছয়ের এলাল্লাহ্=আল্লাহ্তায়ালার দিকে ভ্রমণ। ২। ছয়ের ফিল্লাহ্=আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর মধ্যে ভ্রমণ। ৩। ছয়ের আনিল্লাহ্ বিল্লাহ্=আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য হইতে তাঁহাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন। ৪। ছয়ের ফিল আশইয়া বিল্লাহ্=আল্লাহ্তায়ালাকে লইয়া সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে ভ্রমণ।

যে, বর্ত্তমান সময়ের বাদশাহের সম্মুখে তাহার উজীর দণ্ডায়মান ছিল, ইতিমধ্যে তাহার পায়জামার দিকে নজর পড়ায় হস্ত দ্বারা উহার বন্ধনী দোরস্ত করিতেছিল। তখন বাদশাহের দৃষ্টি তাহার প্রতি পতিত হইল। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বাদশাহ কঠোর ভাষায় বলিল যে, "আমি বরদাস্ত করিতে পারিব না। তুমি আমার উজির হইয়া আমার সম্মুখে নিজের পায়জামার প্রতি লক্ষ্য কর" ; এখন চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, পার্থিব বিষয়ের অবলম্বন— বাদশাহের যখন এরূপ সূক্ষ্ম আদব-সম্মান পালন করিতে হয়, তখন আল্লাহ্পাকের দরবারে পৌছিবার যিনি অছিলা বা মাধ্যম, তাঁহার আদব-সম্মান আরও পূর্ণরূপে বজায় রাখা যে, একান্ত কর্ত্তব্য তাহা স্বতঃসিদ্ধ। মুরীদ এমন স্থানে দণ্ডায়মান না হয়, যাহাতে তাহার ছায়া পীরের বস্ত্র বা তাঁহার ছায়ার উপর পতিত হয়। পীরের জায়নামাজের উপর পা দিবে না এবং তাঁহার অজু-গোছলের পাত্র ব্যবহার করিবে না ও তাঁহার নিজস্ব কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। মুরীদ পীরের সম্মুখে পানাহার করিবে না এবং অন্য কাহারও সহিত কথা বলিবে না ; বরং কোন দিকেই লক্ষ্য করিবে না। পীরের অসাক্ষাতে তিনি যেদিকে আছেন সেইদিকেই পা লম্বা করিবে না ও থুথু নিক্ষেপ করিবে না। পীর যে কোন কার্য্য করুন না কেন, তাহা সত্য ও ঠিক বলিয়া জানিবে যদিও বাহ্যতঃ উহা অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেহেতু তিনি যাহা করেন, তাহা এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি ও আল্লাহ্র আদেশক্রমে করিয়া থাকেন ; সুতরাং তথায় সমালোচনার কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য এলহামের মধ্যে কখনও ভুল হওয়াও সম্ভব ; কিন্তু উক্ত ভুল এজ্তেহাদ বা মছআলা উদ্ধারের ভুলের অনুরূপ ; অতএব উহার জন্য কোন সমালোচনা ও তিরস্কার করা জায়েজ নহে। পরন্তু মুরীদ যখন পীরকে ভালবাসে এবং যখন প্রিয় ব্যক্তির কার্য্য প্রেমিকের চক্ষে সুন্দর ও ভাল মনে হয়, তখন তথায় সমালোচনার কোনই স্থান থাকে না। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্ব বিষয় পীরের অনুসরণ করিবে। উহা আহার নিদ্রাই হউক, বা বস্ত্র পরিধান ও এবাদত করাই হউক। পীর যেভাবে নামাজ পাঠ করেন মুরীদ সেইভাবেই পাঠ করিবে এবং তাঁহার কার্য্য দ্বারাই ফেকাহ্র হুকুমাদি শিক্ষা লইবে।

স্বীয় গৃহে আছে যার প্রিয়-সখী জন,
চায় না সে পুষ্প, কলি, কুসুম্ভ-কানন।

পীরের কোন গতিবিধির প্রতি সরিষা পরিমাণও সমালোচনা করিবে না। যেহেতু সমালোচনাকারীর শেষ ফল বঞ্চিত হওয়া এবং এই বোজর্গগণের ছিদ্রানুসন্ধানকারীই যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে দুর্ভাগ্যবান। আল্লাহ্তায়ালা এই বৃহত্তম পরীক্ষা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। স্বীয় পীরের নিকট হইতে কোন কারামত বা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা যেন না করে। যদিও এইরূপ ধারণা মনের দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ভূত হয়। কোনও মো'মেন ব্যক্তি স্বীয় পয়গাম্বরের নিকট হইতে কস্মিনকালেও মো'জেজা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। বরং কাফের বা অস্বীকারকারীগণই মো'জেজা তলব করিয়াছে।

মো'জেজায় হয় শুধু দুষমন দমন,
অভিন্ন জাতীতে হয়— আত্মার মিলন।
মো'জেজা কর্ত্তৃক কভু হয় না ঈমান ;
গুণ আহরণ করে— অভিন্ন পরাণ।

পীরের প্রতি মুরীদের অন্তরে যদি কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে অবিলম্বে উহা পীরের খেদমতে পেশ করিবে। যদি তাঁহার দ্বারা উহার সমাধান না হয়, তবে নিজেরই ত্রুটি বলিয়া মনে করিবে। পীরের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিবে না। যেকোন ঘটনা কিম্বা স্বপ্ন প্রকাশ পায়, তাহা পীর হইতে গোপন রাখিবে না। তাঁহার নিকট হইতে খাবের তাবীর (স্বপ্নের ফলাফল) জানিতে চাহিবে এবং নিজের মনে যে তাবীর অনুমান হয়, তাহাও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে ও উহার সত্যাসত্য জানিয়া লইবে। মুরীদ কখনও নিজের কাশ্ফের (আত্মীক বিকাশের) প্রতি নির্ভর করিবে না ; যেহেতু ইহজগতে সত্যাসত্য সম্মিলিত আছে। স্বীয় পীরের নিকট হইতে বিনা আবশ্যকে ও তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রস্থান করিবে না। যেহেতু পীর হইতে অন্যকে ভাল জানা ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে গ্রহণ করা এরাদাত বা শিষ্যত্বের বিপরীত। তাঁহার শব্দ হইতে নিজের শব্দ উচ্চ করিবে না, এবং উচ্চস্বরে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবে না ; ইহা অত্যন্ত বেয়াদবী (অসম্মান)। যেকোন ফয়েজ ও প্রসারণ লাভ তাহা স্বীয় পীর হইতে ধারণা করিবে। যদি স্বপ্নে দেখে যে অন্য পীর হইতে ফয়েজ আসিতেছে, উহাকে নিজের পীর হইতে সমাগত বলিয়া জানিবে। কারণ পীর যখন যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণতা ও ফয়েজ সমূহের সমষ্টি, তখন পীরের কোন বিশিষ্ট ফয়েজ যাহা উক্ত মুরীদের যোগ্যতার অনুকূল ও কোন এক পীর যাহার নিকট হইতে বাহ্যতঃ ফয়েজ আসা পরিলক্ষিত হইতেছে তাঁহার কামালাতের উপযোগী, তাহা মুরীদের নিকট পৌছে, এবং স্বীয় পীরের কোন এক লতিফা উল্লিখিত পীরের আকৃতি ধারণ করিয়া উক্ত মুরীদের পরীক্ষার্থে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মুরীদ স্বীয় পীরের লতিফাকে অন্য পীর ধারণা করিয়া তাহা হইতে ফয়েজ আসিতেছে— ভাবিয়া থাকে। ইহা একটি মুরীদের পদস্খলনের বৃহত্তম স্থান। আল্লাহ্পাক হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে এইরূপ পদস্খলন হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় পীরের মহব্বত আকীদার প্রতি সুদৃঢ়[১] রাখুন (আমীন)। ফলকথা, "তরীকা সম্পূর্ণই আদব" মশহুর বাক্য, কোন বেয়াদব আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করে না। যদি কোন মুরীদ কোন বিষয়ের আদব রক্ষা করিতে অপারগ হয়, বা যথোচিত রক্ষা করিতে সক্ষম না হয়, এমতাবস্থায়

টীকাঃ— ১। অর্থাৎ এইরূপ স্থলে মুরীদ ভাবিতে পারে যে, আমার পীর হইতে বড় দরবারের ফয়েজ আমি লাভ করিতেছি, অথবা অমুক পীর যিনি আমার পীর হইতে সর্ব্ববাদি সম্মত বড়, যথা—ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) অথবা খাজা মইনউদ্দিন চিশ্তি (রাঃ)। তিনি যখন আমাকে ফয়েজ দিতেছেন, তখন আমার পীরের আর কোনই আবশ্যক করে না। এইহেতু মুরীদ স্বীয় পীর হইতে বিমুখ হইয়া বরবাদ হইয়া যায়।

যদি চেষ্টা করিয়া সে অক্ষম হয়, তবে মার্জ্জনীয়, কিন্তু নিজেকে দোষী বলিয়া জানিতে হইবে। আল্লাহ্ রক্ষা করুন যদি সে আদবও না করে এবং নিজেকে দোষীও জ্ঞান না করে, তবে সে এই বোজর্গগণের ফয়েজ বরকত হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইবে।

সৎপথে মনোযোগ নাহিকো যাহার,
নবী (আঃ) দরশেও ফল হয় না তাহার।

অবশ্য যে মুরীদ স্বীয় পীরের তাওয়াজ্জোহের বরকতে 'ফানা'-'বাকা' মর্ত্তবা পর্য্যন্ত উপনীত, ও যাহার এলহাম বা ঐশীক বিজ্ঞপ্তি ও বিবেকের পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত এবং তাহার পীরও তাহা অনুমোদন করেন ও তাহার পূর্ণতার সাক্ষ্য দেন, এই প্রকারের মুরীদ এলহাম সম্বন্ধীয় কোন বিষয় যদি তদীয় পীরের বিরোধিতা করে এবং স্বীয় এলহামের চাহিদানুযায়ী আমল করে, তবে তাহা করিতে পারে। যদিও উহা পীরের কার্য্যের বিপরীত হয়। কেননা উক্ত মুরীদ তখন তকলীদ বা অনুসরণের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায় এবং তখন উহার জন্য অনুসরণ করা দোষনীয় হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিৎ যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ এজতেহাদ বা স্বীয় বিবেচনাধীন কার্যসমূহে ও অনবতারিত হুকুমসমূহের মধ্যে ছরওয়ারে আলম (ছঃ)-এর মতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং অনেক স্থলে ছাহাবাগণের অভিমতই সত্য হইয়াছিল। আলেমবৃন্দের নিকট ইহা অপ্রকাশ্য নহে। সুতরাং জানা গেল যে, মুরীদ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে পীরের বিপরীত কার্য্য করিতে পারে, তখন উহা তাহার বেয়াদবী হয় না ; বরঞ্চ উহাই আদব হয়। নতুবা পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ যাঁহারা পূর্ণ আদব সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কিছুই করিতেন না। এমাম আবু ইউছুফ যখন এজতেহাদ বা মছলা উদ্ধারের স্তরে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার জন্য এমাম আবু হানিফার অনুসরণ করা ভুল হইত ; বরঞ্চ নিজের মতের অনুসরণ করাই তাঁহার জন্য সত্যই ছিল। কথিত আছে যে, এমাম আবু ইউছুফ বলিয়াছেন, "আমি এমাম আবু হানিফার সহিত ছয় মাস পর্য্যন্ত কোরআন পাক আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট বস্তু কিনা তাহা লইয়া প্রতিবাদ করিয়াছি" ; শুনিয়া থাকিবেন যে, বিভিন্ন মতের সমাবেশ ব্যতীত কোন আবিষ্কার পূর্ণতা লাভ করে না। যদি এক ব্যক্তির মতই ঠিক থাকিত, তবে উহা আর বর্দ্ধিত হইত না। 'ছিব্ওয়ায়হের' সময় যে আরবী ব্যকরণ ছিল, বহু মতের সমাবেশ কর্তৃক উহা এখন সহস্র গুণ বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু ছিব্ওয়ায়হ্ যখন উহার ভিত্তি প্রদানকারী, তখন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ববর্ত্তীগণই শ্রেষ্ঠত্বধারী বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীগণ কামেল বা পূর্ণ। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "আমার উম্মতগণ বৃষ্টিতুল্য, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ শ্রেষ্ঠ অথবা পরবর্ত্তীগণ ; তাহা বুঝা যায় না"।

মুরীদগণের ভ্রম সন্দেহ দূর করণার্থে পরিশিষ্টে জানা আবশ্যক যে, ছূফীগণ বলিয়া থাকেন, "শায়েখ জীবিত করে ও মারে"। এই জীবিত করণ বা মারণ শায়েখ বা পীরত্বের মাকামের জন্য অনিবার্য্য, কিন্তু জীবিত করার অর্থ আত্মাকে জীবিত করা, দেহকে নহে।

এইরূপ মারণ অর্থৎ আত্মাকে মারা এবং জীবন-মরণের অর্থ 'ফানা' ও 'বাকা' যাহা বেলায়েতে বা আল্লাহ্র নৈকট্যের মাকামে ও পূর্ণতার স্তরে উপনীত করে। অগ্রগামী পীর আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে উক্ত কার্য্যদ্বয় করার জিম্মাদার বটে ; অতএব উহা না করিয়া তাঁহার উপায় নাই। কিন্তু জীবিত করণ ও মারণ অর্থ বাকা বা আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে স্থায়ীত্ব প্রদান করা ও 'ফানা' অর্থৎ বিলীন হইয়া যাওয়া। দৈহিক জীবিতকরণ ও মারণের সহিত পীরত্ব পদের কোনই সংশ্রব নাই। অগ্রগামী পীর তৃণচুম্বক তুল্য। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখে, সে তৃণ খণ্ডের মত তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং তাহার নিজ অংশ টুকু পূর্ণ করিয়া লয়। কারামত ও অলৌকিক কার্য্য সমূহ মুরীদগণকে আকৃষ্ট করার জন্য নহে। আধ্যাত্মিক সম্পর্কের দ্বারাই তাহারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা সম্পর্ক রাখেনা, তাহারা যতই মো'জেজা, কারামত দেখুক না কেন, তাহারা ইহাদের কামালাত হইতে বঞ্চিত ও মহ্রুম হইয়া থাকে। আবুজহল ও আবুলাহাব কাফেরদ্বয়কে ইহার প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। আল্লাহ্পাক কাফেরদিগের বিষয় ফরমাইয়াছেন, যদি তাহারা যাবতীয় চিহ্ন বা মো'জেজা অবলোকন করে, তথাপি তাহারা উহাকে বিশ্বাস করিবে না ; অবশেষে যখন তাহারা আপনার নিকট আসিবে তখন কলহ করিবে। কাফেরগণ বলে যে, ইহা পূর্ব্বকালের কাহিনী ব্যতীত কিছুই নহে। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৯৩ মকতুব

শায়েখ মোহাম্মদ চিতরীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

"আল্হামদুলিল্লাহে ওয়াচ্ছালামোন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাছ্তাফা," যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য, এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক।

আপনার পবিত্র লিপি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। আল্লাহ্র দোস্তগণ দূরবর্ত্তী বন্ধুদিগকে যদি স্মরণ করেন, তাহা কতই যে সৌভাগ্য। আপনি লিখিয়াছেন যে, হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার সহিত আল্লাহ্তায়ালার এক বিশিষ্ট সময় আছে"। হজরত আবুজর গিফারী (রাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন। হজরত মহিউদ্দিন জিলানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমার পা সকল অলী আল্লাহ্গণের স্কন্ধের উপর"। অন্য আরও এক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছেন। সময় সময় এই দুই বাক্যের প্রতি আমার আর্তনাদ উপস্থিত হয় ; অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ কি ? লিখিয়া জানাইবেন এবং ইহাদের পার্থক্য পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহাতে এ গরীব—নগণ্য বুঝিতে সক্ষম হয়।

হে মান্যবর ! আমি স্বীয় রেছালাসমূহে লিখিয়াছি যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আত্মীক অবস্থা সর্ব্বদা একরূপ থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট অবস্থা লাভ হইত

এবং উহা নামাজ পাঠ করার সময় হইত। "নামাজ মো'মেনদিগের মে'রাজ" বাক্যটি শুনিয়া থাকিবেন, এবং "হে বেলাল আমাকে শান্তি দাও" অর্থাৎ নামাজের জন্য—"আজান দাও" উল্লিখিত বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। আবুজর গিফারী (রাঃ)ও হজরত (ছঃ)-এর অনুসরণ কর্ত্তৃক, ওয়ারিশ হিসাবে উক্ত দৌলত লাভ করিয়াছিলেন। কেননা হজরত (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণ পরবর্ত্তী ওয়ারিশ হিসাবে তাঁহার যাবতীয় 'কামালাত' বা পূর্ণতার পূর্ণাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর বাক্য "আমার পদদ্বয় সকল অলী-আল্লাহ্‌র স্কন্ধের উপর"। আওয়ারেফ পুস্তকের লেখক যিনি শায়েখ আবুন্নজীব সাহরওয়ার্দীর মুরীদ ও তাঁহার হস্তে শিক্ষা প্রাপ্ত এবং শায়েখ নজীব হজরত শায়েখ আবদুল কাদের (রাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও মোছাহেব ছিলেন ; উক্ত আওয়ারেফের লেখক উক্ত বাক্যের বিষয় লিখিয়াছেন যে, উহা তাঁহার ঐ সকল বাক্যের অন্তর্ভুক্ত যদ্দারা তাঁহার নিজের অহংকারের আভাষ বুঝা যায়। মাশায়েখগণ হালতের প্রারম্ভে ছোকর বা মত্ততা থাকা হেতু এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। নাফাহাৎ নামক পুস্তকে শায়েখ হাম্মাদ দাব্বাছ হইতে বর্ণিত আছে, যিনি হজরত আবদুল কাদের (রাঃ)-এর পীরগণের অন্তর্ভুক্ত, তিনি স্বীয় আত্মীক বিকাশ দ্বারা অবগত হইয়া বলিয়াছেন যে, "এই আজ্‌মী ব্যক্তির [হজরত আবদুল কাদের (রাঃ)হুর] এমন এক 'পদ' আছে, যাহা তাঁহার জমানার সকল অলী-আল্লাহ্‌র গর্দ্দানের উপর হইবে এবং নিশ্চয় তিনি একথা বলার জন্য আদিষ্ট হইবেন যে, "আমার এইপা সকল অলী-আল্লাহ্‌র গর্দ্দানের উপর এবং নিশ্চয় তিনি ইহা বলিবেন ও তৎকালীন সকল অলী-আল্লাহ্‌গণ স্বীয় গর্দ্দান অবনত করিবেন"। যাহা হউক হজরত শায়েখের কথা বলা সত্য। ইহা মত্ততার জন্যই হউক বা আল্লাহ্‌র হুকুমেই হউক। তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় সে সময়ের সকল অলী আল্লাহ্‌র গর্দ্দানের উপর ছিল, এবং সকলেই তাঁহার পদানত ছিলেন। অবশ্য ইহা জানা আবশ্যক যে, উক্ত হুকুম তাঁহার জমানার অলীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অলী-আল্লাহ্‌গণ তাঁহার একথার আয়ত্তের বহির্ভূত। যেরূপ শায়েখ হাম্মাদের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, শায়েখের পবিত্র কদম তাঁহার সমসাময়িক যাবতীয় অলীদিগের গর্দ্দানের উপর ছিল। বাগদাদ শহরে ঐ জমানার জনৈক গওছ ছিলেন। হজরত আবদুল কাদের (রাঃ) ও এবনে ছাক্কা আবদুল্লাহ্‌ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়াছিলেন। তখন উক্ত গওছে জমান স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানিয়া শায়েখ আবদুল কাদের (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি আপনি বাগদাদ নগরে মেম্বরে আরোহণ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার এই পদদ্বয় যাবতীয় অলী-আল্লাহ্‌র গর্দ্দানের উপর। আমি আঁরও দেখিতেছি যে, সে সময়ের অলী-আল্লাহ্‌গণ স্বীয় স্কন্ধ অবনত করিয়া আপনার সম্মান ও তা'জীম করিতেছে"। এই বোজর্গের বাক্য দ্বারাও পরিস্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, উহা সেই জমানার অলীগণের

জন্য বিশিষ্ট ছিল। যদি আল্লাহ্‌তায়ালা কাহাকেও চক্ষুদান করেন, তবে সে উক্ত গওছের মত এখনও দেখিতে পাইবে যে, তৎকালের অলী-আল্লাহ্‌গণের গর্দ্দান তাঁহার পদদ্বয়ের নিম্নে অবস্থিত এবং এই হুকুম তাঁহার জমানা অতিক্রম করিয়া অন্য জমানার অলী আল্লাহ্‌গণের প্রতি বর্তিত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী অলী-আল্লাহ্‌গণের মধ্যে এই হুকুম কিরূপে জারী হইতে পারে, যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে ছাহাবাগণ আছেন, যাঁহারা হজরত শায়েখ হইতে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং পরবর্ত্তীগণের মধ্যেও ইহা চলিতে পারে না। কেননা তাঁহাদের মধ্যে হজরত এমাম মেহ্‌দী (আঃ) আছেন, যাঁহার পদার্পণের সুসংবাদ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে 'খলীফাতুল্লাহ্‌' আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ হজরত ঈছা (আঃ) যিনি উলুল আজম পয়গাম্বর, তাঁহার ছাহাবাগণও পুরোগামী এবং এই শরীয়ত প্রতিপালন করা হেতু তাঁহারাও এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। এই উম্মতের পরবর্ত্তী গণের বোজর্গীর কারণেই বোধ হয় হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ শ্রেষ্ঠ অথবা পরবর্ত্তীগণ শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝা যায় না। ফলকথা, হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের (রাঃ) হুর বেলায়েতের মধ্যে অতি উচ্চ মরতবা ছিল। লতিফায়ে ছেরের পথ দ্বারা তিনি হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্যের (অর্থাৎ লতিফায়ে আখ্‌ফার নৈকট্য যাহাকে বেলায়াতে মোহাম্মদী বলা হয় তাহার) শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন ও উক্ত বৃত্তের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। কেহ যেন আমার এই বাক্যের দ্বারা সন্দেহে পতিত না হয় যে, "তিনি যখন বেলায়েতে মোহাম্মদীর শীর্ষ স্থানীয় হইয়া ছিলেন, তখন তিনি যাবতীয় অলীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ" ; কেননা বেলায়াতে মোহাম্মাদী সকল পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়াতের উর্দ্ধে"। যেহেতু শায়েখ আবদুল কাদের (রাঃ)হু বেলায়েতে মোহাম্মাদীর শীর্ষস্থানে ছিলেন, কিন্তু উহা লতিফায়ে ছেরের পথে তাঁহার লাভ হইয়াছিল, অতএব সাধারণ ভাবে শীর্ষস্থানীয় নহেন ; যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বেলায়েতে মোহাম্মাদীর শীর্ষস্থানীয় হইলেই যে—সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহা কোন নিশ্চিত নহে ; কেননা ইহাও হইতে পারে যে, অন্য ব্যক্তিও কামালাতে নবুয়তে মোহাম্মাদীর (হজরত মোহাম্মাদ (ছঃ)-এর নবী হওয়ার পূর্ণতাগুণ সমূহের) মধ্যে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ কর্ত্তৃক তাঁহার ওয়ারীশ হিসাবে অগ্রগামী হইতে পারে এবং কামালাতে নবুয়ত দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইতে পারে। হজরত শায়েখ আবদুল কাদের (রাঃ)-হুর একদল মুরীদ এই বিষয়টি লইয়া অনেক অতিরিক্ততা করে ও তাঁহার মহব্বতের মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করে। যেরূপ শিয়া সম্প্রদায় হজরত আলী (রাঃ)-হুর মহব্বতের মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। উহাদের কথাবার্তায় বুঝা যায় যে, শায়েখ পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী যাবতীয় অলী আল্লাহ্‌ হইতে শ্রেষ্ঠ। শুধু মাত্র পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ব্যতীত, তাহারা শায়েখ হইতে অন্য কাহাকেও যে, শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাহা অনুমিত হয় না। ইহা তাহাদের অতিরিক্ততা ও ভালবাসার সীমা লঙ্ঘন

মাত্র। যদিও তাহারা বলে যে, হজরত শায়েখ হইতে যত অধিক কারামত ও অলৌকিক কার্য্য ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আর কোন অলীর দ্বারা ঘটে নাই ; সুতরাং তিনিই শ্রেষ্ঠ। তদুত্তরে আমি বলিব যে, অধিক কারামত প্রকাশ পাওয়া শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশক নহে। ইহা হইতে পারে যে, কোন অলী— যাহার দ্বারা কোনই কারামত সংঘটিত হয় নাই, তিনি যে-অলীর দ্বারা বহু কারামত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর হয়। শায়েখুশ্‌শুইউখ— 'আওয়ারেফ' নামক পুস্তকে কারামতের আলোচনার পর লিখিয়াছেন যে, ইহা সবই আল্লাহ্‌তায়ালার দান। কোন দল উহা লাভ করিয়া থাকে, আবার কখনও উহাদের তুলনায় উচ্চ মরতবাধারী কেহ থাকেন, যিনি ইহার কিছু মাত্র লাভ করেন না। কারণ উক্ত কারামতাদি দ্বারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা সাধনই উদ্দেশ্য ; অতএব যে ব্যক্তি খাঁটি দৃঢ়-বিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহার জন্য এ সকলের কোনই আবশ্যক করে না। আল্লাহ্‌র জেকের দ্বারা কল্‌ব নূরাণী ও পরিমার্জ্জিত হওয়া এবং এছমে জাতের জেকের লাভ করার বিষয় যাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, যাবতীয় কারামত তাহা হইতে নিম্নতর। অধিক কারামত প্রকাশ পাওয়াকে শ্রেষ্ঠত্বের দলিল বলার উদাহরণ— যেরূপ হজরত আলী (রাঃ)-হুর মানাকের বা প্রশংসা অধিক থাকার জন্য তাঁহাকে হজরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ বলা। কেননা তাঁহার প্রশংসা অধিক বর্ণিত হয় নাই।

হে ভ্রাতঃ ! স্বমনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন যে, অলৌকিক বা স্বভাবের বিপরীত কার্য্যাবলী দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ঐ এল্‌মে মারেফত সমূহ যাহা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র জাত এবং ছেফাত ও তাহার কার্য্যাবলীর সহিত সম্বন্ধ রাখে। ইহা চিন্তা ও জ্ঞানের অন্তরাল; এবং প্রচলিত স্বভাব ও অভ্যাসের বিপরীত, আল্লাহ্‌তায়ালার বিশিষ্ট বান্দাগণই ইহা পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার— সৃষ্ট-বস্তু সমূহের আকৃতির বিকাশ, ও অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ প্রাপ্তি ; যাহা এই দৈহিক জগতের সহিত সম্বন্ধিত। প্রথম প্রকারটি সত্যবাদী দল ও আল্লাহ্‌র মারেফত বা পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তি গণের জন্যই বিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারটির মধ্যে সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ সকলেই শামিল থাকে। কেননা সাধনাকারী কাফের, ফাছেকগণেরও উহা লাভ হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সম্মানার্হ ও মূল্যবান। এই হেতু স্বীয় অলীগণকেই উহা প্রদান করিয়া থাকেন এবং দুশমন দিগকে উহাতে শামিল করেন না। দ্বিতীয় প্রকারটি সাধারণ লোক সমাজে মূল্যবান ও সম্মানার্হ এ পর্য্যন্ত যে, কোন কাফের ফাছেকের দ্বারাও যদি উক্ত রূপ কার্য্য সংঘটিত হয়, তবে সর্ব্ব সাধারণ উহাকেই পুজা করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ভাল-মন্দ সে যাহাই বলুক তাহা আনুগত্যের সহিত পালন করার চেষ্টা করে। বরঞ্চ সর্ব্ব সাধারণ প্রথম প্রকারটিকে যেন, কারামত বা অলৌকিক কার্য্যবলিয়া গণ্যই করে না, দ্বিতীয় প্রকারটিই যেন তাদের নিকটে প্রকৃত কারামত। সৃষ্ট পদার্থের আকৃতির বিকাশ ও অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ প্রদানকেই এই বঞ্চিত ব্যক্তিগণ একমাত্র কাশ্‌ফ কারামত বলিয়া ধারণা করে, ইহারা আশ্চর্য্য ধরণের নির্ব্বোধ। দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্ট পদার্থের অবস্থার অবগতির কিইবা মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে

এবং ইহাতে কিইবা কারামত (বোজর্গী) হাছিল হয় ? ইহারতো কোনই মূল্য নাই, বরঞ্চ ইহা (এই বিদ্যা) ভুলে পরিণত হওয়াই আবশ্যক, যেন সৃষ্ট-বস্তু ও উহাদের অবস্থার চিন্তা অন্তঃকরণ হইতে নিবারিত হয়। অবশ্যম্ভাবী জাত, আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফত বা পরিচয় একমাত্র মূল্যবান, সম্মানার্হ এবং গৌরবান্বিত।

আবৃত করিছে 'পরি' আপন বদন,
ক্রীড়ায় প্রমত্ব 'দেও' আনন্দে মগন।
এতদৃষ্টে জ্ঞানশূন্য হল সর্ব্ব জন ;
কি-যে আচরণ ইহা, কি-যে বিচরণ।

শায়খুল ইছলাম হারাবী এবং এমাম আনছারী 'মানাজোলোচ্ছায়েরীন' পুস্তকে ও তাহার ব্যাখ্যাকারক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের এই বর্ণনার অনুরূপ। আমার নিকট পরীক্ষায় যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, আল্লাহ্‌র মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আত্মীক বিকাশ দ্বারা আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উপনীত হইবার যোগ্য কে এবং কে যোগ্য নহে, তাহার পার্থক্য করিয়া থাকেন ও যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত মশগুল আছে ও 'জমা' (একত্রীকরণ)-এর মর্ত্তবায় উপনীত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় লাভ করেন। ইহাই মারেফত বা পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিবেকের কার্য্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ব্যতীত শুধু কঠোর ব্রত পালন, অনশন, নির্জন বাস এবং অন্তরের ছাফাই বা পরিষ্কৃতি দ্বারা যে বিকাশ লাভ হয়, তাহা সৃষ্ট পদার্থের আকৃতির বিকাশ এবং অদৃশ্য বস্তুসমূহের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র। যাহা সৃষ্ট পদার্থের জন্যই বিশিষ্ট। অতএব উহারা সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন কোন বস্তুর সংবাদ দিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে আচ্ছাদিত। মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফত বা পরিচয় যাহা আল্লাহ্‌পাকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি বর্ষিতেছে, তাহার মধ্যে মশগুল থাকা হেতু, তাঁহারা আল্লাহ্‌র বার্ত্তা ব্যতীত অন্য কোনই বার্ত্তা প্রদান করেন না। কিন্তু জগৎবাসী অধিকাংশই যখন আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে কর্তিত ও পার্থিব বিষয়ে মশগুল, তখন তাহাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই পার্থিব বস্তুর বিকাশ প্রাপ্ত ও অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিগণের প্রতি ধাবিত হয়। তাই উহারা তাহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকে এবং ধারণা করে যে, ইহারাই আল্লাহ্‌ওয়ালা ও আল্লাহ্‌তায়ালার বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই হেতু প্রকৃত বস্তুর আত্মীক বিকাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হইতে তাহারা বিমূখ হয় ও তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার বিষয় যে সমস্ত বর্ণনা করেন, তাহাকে উহারা মিথ্যা বলিয়া দোষারোপ করে এবং তাহারা বলে যে, ইহারা যদি সত্যবাদী দল হইত ; তবে, আমাদের অবস্থার এবং কুল-মখলুকাতের অবস্থার যথাযথ সংবাদ দিতে সক্ষম হইত ; কিন্তু যখন তাহারা ইহা হইতে অক্ষম, তখন ইহা হইতে উচ্চস্তরের সংবাদ তাহারা কিভাবে দিতে পারিবে, এই ধারণা করিয়া উহারা আহলে মারেফত বা আল্লাহ্ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে মিথ্যুক বলিয়া দোষী করে। সুতরাং সত্য সংবাদ— তাহাদের জন্য গুপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা

তাঁহাদিগকে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি লক্ষ্য প্রদান করা হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং নিজের জন্য তাঁহাদিগকে খাছ করিয়া লইয়াছেন ও অপরের প্রতি দৃষ্টি করা হইতে বিরত রাখিয়াছেন। ইহা তাহাদের পোষকতা হেতু ও আল্লাহ্তায়ালার স্বীয় লজ্জা রক্ষার জন্য করিয়া থাকেন। তাহারা যদি সৃষ্ট পদার্থের প্রতি মনোযোগী হইতেন, তবে আল্লাহ্তায়ালার দরবারের উপযোগী হইতেন না। আমরা বহুস্থলে দেখিয়াছি যে, আল্লাহ্ প্রাপ্তগণের যে—আত্মীক বিকাশ আছে, যে বিকাশ আল্লাহ্তায়ালা ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তু সমূহের সহিত সম্পর্ক রাখে, তদ্দারা যদি তাঁহারা সৃষ্ট বস্তু সমূহের প্রতি যৎসামান্যও লক্ষ্য করেন, তবে তাঁহাদের এত অধিক বিকাশ লাভ হয়—যাহা অন্যের প্রতি হয় না। কিন্তু বাহ্যিক ছাফাই (পরিষ্কৃতি) প্রাপ্ত ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্তায়ালার দিক হইতে বহিষ্কৃত ও সৃষ্ট বস্তু সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের বিকাশ আল্লাহ্তায়ালার সহিত কিংবা আল্লাহ্তায়ালার নিকটে যাহা আছে—তাহার সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখে না এবং মোছলমান, নাছারা, ইহুদী ও অন্যান্য জাতিও উহা লাভ করিতে সমতুল্য; যেহেতু ইহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট কোনরূপ মূল্যবান নহে যে, তাঁহার বিশিষ্ট বান্দাগণের জন্য ইহাকে 'খাছ' করিয়া রাখিবেন।

২৯৪ মকতুব

জাহেরী-বাতেনী বিদ্যার আকর হজরত খাজা মোহাম্মাদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্তায়ালার আট ছেফাতের ও পয়গাম্বর (আঃ)-গণ এবং যাবতীয় মখলুক্বাতের উৎপত্তিস্থান ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার আটটি প্রকৃত ও বাস্তব ছেফাত (গুণ) আছে। উহার প্রথমটি 'হায়াত' বা জীবনী শক্তি ও শেষটি 'তাক্বীন' বা সৃষ্টি শক্তি। এই ছেফাত অষ্টক তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ সৃষ্ট পদার্থের সহিত, যাহার সম্বন্ধ অধিক যেরূপ ছেফাতে তাক্বীন বা সৃষ্টি করণ গুণ। সৃষ্ট পদার্থের সহিত ইহার সম্বন্ধ বলিয়া ছুন্নত জামাতের একদল এই ছেফাতটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে, 'তাক্বীন' ছেফাত—এজাফিয়া অর্থাৎ অন্যের সহিত সম্বন্ধিত গুণ, (বাস্তব গুণ নহে)। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইহা একটি বাস্তব গুণ, অবশ্য অন্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ অধিকতর।

দ্বিতীয় ভাগ ঐ ছেফাত সমূহ যাহার মধ্যে 'এজাফত' বা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু প্রথম ভাগ হইতে কম ; যথা—১। 'এল্‌ম' (জ্ঞান), ২। 'কুদ্‌রত' (ক্ষমতা), ৩। 'এরাদত' (ইচ্ছা), ৪। 'ছামা' (শ্রবণ), ৫। 'বছর' (দর্শন) ও ৬। 'কালাম' (বাক্য)। তৃতীয় প্রকার, উক্ত দুই প্রকার হইতে উচ্চতর এবং জগতের সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই ও ইহাতে এজাফতের নাম গন্ধও নাই ; যেরূপ—'হায়াত' (জীবনী শক্তি)। এই 'হায়াত' গুণ যাবতীয় গুণের মাতৃতুল্য ও মূল এবং পুরোগামী। এই হায়াত ছেফাতের অধিক নিকটবর্তী—'ছেফাতে এল্‌ম' (জ্ঞান ছেফাত)। যাহা শেষ পয়গাম্বর (আঃ)-এর 'মাব্‌দায়ে তায়াইয়ুন'

(ব্যক্তিত্বের উৎপত্তিস্থল)। ইহা ব্যতীত অন্য ছেফাত সমূহ অন্য সকল সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তিস্থল। প্রত্যেক ছেফাত বিভিন্ন সম্পর্ক হিসাবে বহু ভাগে বিভক্ত। যেরূপ 'তকবীন' বা সৃষ্টি করণ ছেফাতের বিভিন্ন সম্বন্ধ আছে, যথা—উৎপত্তিকরণ, রেজেক প্রদান, জীবিত করণ ও মারণ এই বিভিন্ন অংশগুলিও স্বীয় সমষ্টি বা মূল গুণের মত সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি স্থান। কিন্তু যে ব্যক্তির উৎপত্তি মূল ছেফাত হইতে, আংশিক 'ছেফাত' হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ উহার অধীন হইয়া থাকে এবং আজীবন তাহার পদতলে জীবন যাপন করে। এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, অমুক মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'জেরে কদম' বা অধীন এবং অমুক ইছা (আঃ)-এর কিম্বা মুছা (আঃ) -এর জেরে কদম। অবশ্য উক্ত অংশ বা ব্যষ্টিগুলি যখন আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রমের মাধ্যমে উন্নতি করে, তখন নিজ নিজ আছল ও সমষ্টির সহিত সম্মিলিত হয়। সেই অবস্থায় উক্ত ব্যষ্টির দর্শনই তাহার সমষ্টির দর্শন তুল্য হইয়া থাকে। মূল ও অধীন এবং মধ্যস্থতা সম্পন্ন ও মধ্যস্থতা রহিত হিসাবে পার্থক্য থাকে মাত্র। কেননা অধীন যাহা কিছু লাভ করে, তাহা মূল বস্তুর মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়। মধ্যস্থতা ব্যতীত উহার উপায় নাই। কোন কোন সময় "অধীন বস্তু স্বীয় ক্রটির জন্য মূল বস্তুকে মধ্যস্থতা মনে করে না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'মূল বস্তু' উহার মধ্যে ও উহার পরিদৃষ্ট মহবুব (আল্লাহ্‌পাক)-এর মধ্যে নিশ্চয় ব্যবধান থাকে ; অবশ্য তাহা দর্শনের প্রতিবন্ধক হিসাবে নহে ; বরঞ্চ সহায়তাকারী স্বচ্ছ-উচ্ছ উপনেত্র (চশ্‌মা) হিসাবে। এক সমষ্টির ব্যষ্টি উন্নতি করিয়া নিজ সমষ্টির বৃত্ত হইতে বাহির হইয়া অন্য সমষ্টির বৃত্তে প্রবেশ করা এবং উক্ত অপর সমষ্টির পরিদৃষ্ট বস্তু ইহার পরিদৃষ্ট হওয়ার বিধান নাই। যথা—মুছা (আঃ)-এর জেরে কদম বা অধীন যাহারা আছেন, তাহারা উহা হইতে বদল হইয়া ইছা (আঃ) -এর জেরে কদমে প্রবেশ করা জায়েজ নহে। অবশ্য মোহাম্মদ (ছঃ)-এর জেরে কদম হইতে পারে ; বরঞ্চ চিরতরেই তাঁহার জেরে কদম আছে। কেননা মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'রব্' বা উৎপত্তিস্থল, যাবতীয় উৎপত্তিস্থলের 'রব্'—সকল সমষ্টির মূল। অতএব তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বীয় মূলের-মূল বস্তুর সহিত সম্বন্ধ তুল্য ; ও উন্নতি করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করা মূলের মূল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ তুল্য হয়। অপর মূল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ নহে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এই মাত্র পার্থক্য যে, ব্যষ্টির ব্যবধান দুইটি ; স্বীয় মূল এবং মূলের মূলবস্তু ও সমষ্টির ব্যবধান একটি মাত্র, অর্থাৎ মূলের মূল বস্তু। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পরিদৃষ্ট বস্তু কাহারও ব্যক্তিত্বের আড়ালে নহে এবং অন্য সকলের কোন না কোনও ব্যক্তিত্বের আড়ালে হইয়া থাকে। ন্যূনকল্পে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ব্যক্তিত্বের আড়ালে হইবেই। এইহেতু বলা হইয়া থাকে, "আল্লাহ্‌পাকের নিছক তাজাল্লীয়ে জাতী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর জন্যই বিশিষ্ট" ; তিনি ব্যতীত অন্য সকলের তাজাল্লী ছেফাতের পরদার আড়ালে হইয়া থাকে। ন্যূনকল্পে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'রব্' বা উৎপত্তিস্থান, যাহা 'হায়াত' বা জীবনীশক্তি ব্যতীত অন্য সকল আছমা ছেফাতের (নাম ও গুণাবলীর) উর্দ্ধে।

যদি কেহ বলে, উপরোক্ত বর্ণনার প্রতি এই প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, অন্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের শুহুদ বা আত্মীক দর্শন যখন হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর উৎপত্তিস্থলের আড়ালে এবং তাঁহার উম্মতের মধ্যে যাহারা নিজস্ব হিসাবে তাঁহার জেরে কদম বা অধীন (অর্থাৎ মোহাম্মদ (ছঃ)-এর উৎপত্তি স্থানের অন্তর্ভুক্ত) তাঁহাদের শুহুদও উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের দর্শনের ন্যায়। হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'রবের' পরদার আড়ালে, তখন অন্যান্য পয়গাম্বর (ছঃ)-গণ এবং এই উম্মতের উক্ত অলী-আল্লাহ্গণের মধ্যে পার্থক্য কি হইল। তদুত্তরে বলা যাইবে যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উল্লিখিত শুহুদ বা দর্শন ব্যতীত আরও এক দর্শন আছে, যাহা তাঁহাদের স্বকীয় উৎপত্তিস্থল হইতে উদ্ভুত, এবং তাঁহাদের নিজস্ব উপনেত্র বা বিশিষ্ট চশমা স্ব স্ব বিবেক নয়নে ধারণ করতঃ যেন অদৃশ্যের অদৃশ্য বস্তুকে (আল্লাহ্পাককে) অবলোকন করেন।

জানা আবশ্যক যে দুই প্রকারের দর্শন একই সময় সংঘটিত হয় না ; বরং যখন উন্নতি করিয়া মূলের মূল স্তরে উপনীত হয়, তখন তাহার দর্শন হকীকতে মোহাম্মদীর পরদার ব্যবধানে হয় ; যেরূপ—হজরত ইছা (আঃ) পুনরায় অবতরণ করার পর এই দৌলত প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ উন্নতি করা সুকঠিন, বরঞ্চ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার জন্য আল্লাহ্পাকের অসীম মেহেরবাণী ও পূর্ণ অনুগ্রহ আবশ্যক এবং এই ছামান বা অবলম্বনের জগতে ইহার জন্য মোহাম্মদীয়াল্ মশরাব পীরের অনুগ্রহ দরকার। যদি ছালেক নিজের আছল (মূল) হইতে উন্নতি না করে ও তথা হইতে হকীকাতুল্ হাকায়েকে [হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) উৎপত্তিস্থলে] উপনীত না হয়, তবে তাহার দর্শন তদীয় বিশিষ্ট হকীকতের পরদার মধ্যেই হইয়া থাকে।

অবগত হও এবং স্মরণ রাখিও যে, হকীকাতুল্ হাকায়েক হইতে যেরূপ আল্লাহ্ তায়ালার জাত পাক পর্য্যন্ত পথ আছে, যাহা বহু মঞ্জিল অতিক্রম করার পর লাভ হয়। তদ্রূপ সকল পয়গাম্বর (আঃ)-গণের হকীকতে কুল্লী বা সমষ্টিভূত-মূল হইতে আল্লাহ্ তায়ালার জাত পাক পর্য্যন্ত পথ আছে। ইহাও বহু মঞ্জিল অতিক্রম করার পর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলকথা, হকীকাতুল্ হাকায়েক বা হকীকতে মোহাম্মদীর পথে 'ওয়াছলে উরইয়ান' বা অবাধ মিলন লাভ হয় এবং অন্যান্য পথে যদিও মিলন হয়, কিন্তু পশমী বস্ত্র স্বরূপ হকীকতে মোহাম্মদীর চরম উন্নত মূল-বস্তু, ব্যবধান থাকে ; অবশ্য উহা কঠিন নহে। এই মাত্র ব্যবধান যে, উহাকে 'তাজাল্লীয়ে জাত' বা আল্লাহ্তায়ালার জাতের আবির্ভাব বলার প্রতিবন্ধক হয়। নতুবা নিজস্ব হিসাবে প্রত্যেক পয়গাম্বরেরই আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত হইতে অবশ্য কিছু অংশ আছে ও তাহাদের পূর্ণ অনুসরণকারী উম্মতগণেরও অংশ আছে।

প্রশ্নঃ—যখন হায়াত বা জীবনী শক্তি গুণ—'এল্‌ম' গুণের ঊর্দ্ধে, তখন হকীকাতুল্ হাকায়েক বা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর হকীকতের পথে উক্ত 'হায়াত' ছেফাতের ব্যক্তিত্ব ব্যবধান হইবে, তাহা হইলে অবাধ মিলন কিভাবে হইল এবং উহাকে তাজাল্লীয়ে জাতী কেন বলা হয় ?

উত্তরঃ—'হায়াত' ছেফাতের ব্যক্তিত্ব—বাস্তবে ব্যক্তিত্ব না থাকার তুল্য। কেননা ঊর্দ্ধের স্তরে উহার ব্যক্তিত্ব বিলীন হইয়া যায় এবং আল্লাহ্তায়ালার মর্ত্তবায়ে জাতে উহার কোনই মূল্য থাকে না। যদিও তথায় অন্য ছেফাতগুলিও ধর্ত্তব্য নহে, তথাপি উক্ত ছেফাতগুলি জাতের মর্ত্তবার এত অধিক নিকটে নীত হয় না যে, তাহারা বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু 'হায়াত' ছেফাত এত অধিক নিকটে পৌঁছে যে, তথায় তাহার কোনই ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে না। এইহেতু হকীকতে মোহাম্মদীর ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য সৃষ্টির হকীকতের ব্যক্তিত্ব স্থায়ী থাকে এবং কোনও স্তরে উহারা বিলীন হওয়া সম্ভবপর নহে। হাঁ, উপনীত হওয়া ও বিলীন হইয়া যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন কোন মাশায়েখের কেতাবে বিলীন হইয়া যাওয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার অর্থ দৃশ্যতঃ বিলীন হওয়া ; বাস্তবে বিলীন হওয়া নহে। অর্থাৎ ছালেকের দৃষ্টি হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, উহা অন্তর্হিত হয় না, যেহেতু তাহা বে-দীনী হইয়া যায়। উল্লিখিত বিলীন ও বিগলিত হওয়া শব্দের দ্বারা এই পথের অপূর্ণ একদল লোক বাস্তব হিসাবে বিলীন হওয়া ধারণা করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে ; এবং আখেরাতের আজাব ও ছওয়াব অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা মনে করে যে, অহ্দাৎ বা এক (আল্লাহ্তায়ালা) হইতে, যেরূপ 'কাছ্‌রাত' বা একাধিক বস্তু (সৃষ্টি) হইয়াছে, তদ্রূপ দ্বিতীয় অবস্থায় উক্ত কাছ্‌রাত বা সৃষ্টি অহ্দাৎ বা আল্লাহ্ তায়ালার সন্নিকটে উপনীত হয় ও তাহার মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। অপর এক ভ্রষ্টদল উক্ত লয়-প্রাপ্তিকে কেয়ামত ধারণা করে এবং তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইয়া কবর হইতে উঠা হিসাবে, পুলছেরাত, মিজান—অস্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা নিজেও ভ্রষ্ট ও অনেককে পথভ্রষ্ট করে। উহাদের মধ্যে আমি এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, সে হজরত মাওলানা জামী আলায়হের্ রহমতের নিম্নলিখিত পদ্যটি স্বীয় প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকে।

সেই এক, আদি অন্ত আমা সবাকার,
ধারণায় আছি কিন্তু শূন্য এ ব্যাপার।

তাহারা ইহার অবগত নহে যে, মওলানা জামী (আঃ রহঃ) এই বাক্য হইতে এক বস্তুর দিকে দৃশ্যতঃ প্রত্যাবর্ত্তন অর্থ লইয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালার এক জাত ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না এবং একাধিক বা সৃষ্ট বস্তুসমূহ তাহাদের দৃষ্টি হইতে গুপ্ত হইয়া যায়। ইহা বাস্তব হিসাবে অবিকল উক্ত বস্তুর (অর্থাৎ সাধকের) প্রত্যাবর্ত্তন নহে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত 'নাকেছ' ব্যক্তিগণ অন্ধ সমতুল্য। তাহারা ইহাও দেখিতে পায় না যে, কোনও 'কামেল' বা পূর্ণ ব্যক্তি হইতে অক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ততা ও আবশ্যক বিদূরীত হয় না। সুতরাং এক বস্তুর দিকে বাস্তব প্রত্যাবর্ত্তনের অর্থ কি হয় ? তাহারা যদি মৃত্যুর পর এই প্রত্যাবর্ত্তন হইবে ধারণা করে, তবে উহা পূর্ণ বেদীনী ও কোফর। যেহেতু ইহা পরকালের আজাব অস্বীকার করা এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের দাওয়াত বা প্রচার বাতিল করা হয়।

প্রশ্নঃ— যদি কেহ বলে যে, আপনি স্বীয় রেছালাসমূহে লিখিয়াছেন— "লতিফায়ে আখ্‌ফার 'ফানা', বেলায়েতে মোহাম্মদীর সহিত বিশিষ্ট"। ইহার অর্থ কি ?

উত্তরঃ— ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বের ফানাসমূহ হইতে জানা গেল যে, 'ওয়াছলে উরইয়ান' বা অবাধ মিলন— বেলায়েতে মোহাম্মদীর জন্যই খাছ (বিশিষ্ট)। ইহা ব্যতীত অন্য সকলের যতই পর্দা উঠিয়া থাকুক না কেন কিন্তু সূক্ষ্ম বসনতুল্য ব্যবধান ব্যতীত উপায় নাই, যাহা হকীকতে মোহাম্মদী হইতে উদ্ভূত। অতএব লতিফায়ে আখ্‌ফা যাহা— মানবের উন্নতির চরম মর্ত্তবা, তাহা হইতে উপরের দিকে উল্লিখিত পরিমাণ ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে। কাজেই উক্ত ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাকে পূর্ণ 'ফানা' বলা যাইতে পারে না। চরম উন্নতির অতি সামান্য ব্যবধান— যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা মোহাম্মদী বেলায়েতধারী ব্যক্তি ব্যতীত কে আর বুঝিতে পারিবে ; বরঞ্চ 'মোহাম্মদীয়াল মশ্‌রব' ব্যক্তিগণের সহস্রের মধ্যেও যদি এক ব্যক্তি উক্ত রূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিলাভ করে, তাহাও যথেষ্ট। মধ্য যুগেই অধিকাংশ মাশায়েখগণ লতিফায়ে রূহ্ ও ছের-এর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং লতিফায়ে খফীর রহস্য অতি অল্প ব্যক্তিই ব্যক্ত করিয়াছেন ; সুতরাং লতিফায়ে আখ্‌ফার কথা তাহারা কি আর বলিবেন ! আখ্‌ফার মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু সমূহের জ্ঞান লাভকারী ব্যক্তি স্পর্শমণি তুল্য। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য মাত্র ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌পাক বৃহৎ প্রাচুর্য্যের অধীশ্বর (কোরআন)।

প্রশ্নঃ— যদি কেহ বলে যে, প্রত্যেক নবী (আঃ) যে কামালত বা পূর্ণতা লাভ করেন, তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারীগণও উক্ত কামালতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে উক্ত অনুসরণকারীগণেরও ওয়াছলে উরইয়ান বা অবাধ মিলন নিশ্চয় লাভ হইবে। অথচ উক্ত পয়গাম্বর (আঃ) ব্যবধান থাকে বলিয়াছেন ?

উত্তরঃ— নবীর ব্যবধান হওয়া অবাধ মিলনের মধ্যে কোন ক্ষতিকারক নহে। কেননা উক্ত মিলন পয়গাম্বর (আঃ)-এর অনুগামী হিসাবে হইয়া থাকে, নিজস্ব হিসাবে নহে। সুতরাং উক্ত ব্যবধান নবীর আনুগত্যকে সুদৃঢ় করে ; নিবারণ করে না। কেননা অনুগামী হওয়ার অর্থ কোন এক ব্যক্তির মধ্যস্থতা অবলম্বন করা, মধ্যস্থতা অপসারিত করা নহে ; যেহেতু নিজস্ব হিসাবে হইলে মধ্যস্থতা রহিত হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অবাধ মিলন লাভ হয়, ইহা বুঝিবার বিষয়।

প্রশ্নঃ— আপনি আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণের জন্য অবাধ মিলন ও স্বয়ং জাতের তাজাল্লী বা প্রতিবিম্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বিষয় উহা বলা নিষেধ করিয়া থাকেন ; অথচ তাঁহাদের উভয় দলের জন্য আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) ব্যবধান, তাহা হইলে ইহার পার্থক্য কি ?

উত্তরঃ— পার্থক্য এই যে, পূর্ণ অনুসরণকারীগণের জন্য অনুগামী হিসাবে ইহা বলা যাইতে পারে। কেননা নবী (ছঃ)-এর মধ্যস্থতা উম্মতের জন্য ব্যবধান নহে ; সুতরাং উহা

উল্লেখ করাও নিষেধ নহে। পক্ষান্তরে অন্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য উহা উল্লেখ করিলে, তাহা তাহাদের নিজস্ব হিসাবে করিতে হইবে ; যেহেতু তাঁহারা নিজস্ব হিসাবে যাবতীয় মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, সেই হেতু তথায় মধ্যস্থতা ব্যবধান হইয়া থাকে ; সুতরাং উক্ত 'অবাধ মিলন' বাক্য তথায় প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না, এখন পার্থক্য প্রকাশ হইয়া গেল।

জানা আবশ্যক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গাম্বর (আঃ)-গণ স্বয়ং স্বাধীন ছিলেন এবং এই জামানার উম্মতের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ 'তাবে' বা অধীন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গাম্বর (আঃ)-গণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ইহাই। কেননা যাঁহারা আছল— তাঁহারাই মূল উদ্দেশ্য এবং অনুসারীগণ তাঁহাদের অছিলায় (ব্যাপদেশে) আহূত। অনুগামীগণের প্রতি যদিও অবাধ মিলন ও জাতের তাজাল্লী প্রাপ্তি বলা সত্য হয় এবং অনুসৃত অন্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি উহা বলা সত্য হয় না, তথাপি অনুসরণকারীগণের কি শক্তি যে, আছলী বা মূল উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের সমকক্ষতা করে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে ; যেহেতু উক্ত সৌভাগ্য (আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য) মূল বা অনুসৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ণভাবে হইয়া থাকে এবং অনুসারীগণের মধ্যে নাম মাত্র হয়। অবশ্য এইমাত্র হয় যে, অনুসারীগণের সম্বন্ধের দ্বারা আনুরূপ্য সত্য হয় এবং অনুসারীগণকে অনুসৃত ব্যক্তিগণের অনুরূপ করিয়া দেয়। এই হেতু শেষ পয়গাম্বর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতের আধ্যাত্মিক আলেম বৃন্দ বনী-ইছরাইলের পয়গাম্বর তুল্য"। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনা হইতে বিশদভাবে বুঝা গেল, এই উম্মতের অলী-আল্লাহ্‌গণ যদিও জাতী তাজাল্লী লাভ করিয়া থাকেন ; তথাপি অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণ হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন, যদিও উহারা উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্ত হন না ; ইহা বুঝিয়া রাখিবেন। এস্থলে অনেকের পদস্খলিত হইয়া থাকে। বিচার করিয়া দেখুন, এই এল্‌মসমূহ আল্লাহ্‌পাক এই বান্দাকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে খাছ ভাবে প্রদান করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ— ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-ই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং অন্য সকলেই অস্তিত্ব প্রাপ্তি ও যাবতীয় পূর্ণতা লাভ হিসাবে তাঁহার তোফায়লী বা উপলক্ষিত ও তাঁহার অনুসরণ করিয়া উচ্চমর্ত্তবা প্রাপ্ত হয়। এইহেতু রোজ কেয়ামতে হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই তাঁহার পতাকার নিম্নে অবস্থান করিবে ; অথচ আপনি বলিলেন যে, অন্যান্য পয়গম্বর (আঃ)-গণ নিজস্ব হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, অনুগামী হিসাবে নহে ; তাহা হইলে ইহা কিভাবে সত্য হয় ?

উত্তরঃ— হজরত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর স্বীয় হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত পর্য্যন্ত যেরূপ পথ আছে, অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণেরও স্বীয় হকীকত হইতে ঐরূপ পথ আছে। এই সকল পথে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক পর্য্যন্ত উপনীত হইতে তাঁহারা কেহ কাহারও অনুগামী নহেন। উম্মতগণ ইহার বিপরীত। তাহারা

সকলেই নিজ নিজ পয়গাম্বর (আঃ)-এর মাধ্যমে ও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের হকীকত বা তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে, নিজস্ব হিসাবে উপনীত হওয়া তাহাদের ভাগ্যে সংঘটিত হয় না। ফলকথা, অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের 'ওয়াছল' বা মিলন যদিও উহা তাঁহাদের নিজস্ব হিসাবে হয়, তথাপি তাঁহাদের অবাধ মিলন হয় না ; কেননা খাতেমুর রছুল (ছঃ)-এর 'হকীকত' বা তত্ত্ব—সুক্ষ্ম পশমী বস্ত্র স্বরূপ ব্যবধান থাকে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার জাত পাক হইতে যে ফয়েজ বর্ষিত হয়, তাহা প্রথমে উক্ত হকীকতের সহিত সম্মিলিত হয় ; তৎপর উহার মাধ্যমে অন্য সকলের নিকট পৌঁছে। 'তাবে' বা অনুগামী হওয়ার অর্থ ইহাই, এবং এইরূপ তাবে হওয়া ও পূর্ব্ব বর্ণিত নিজস্ব হিসাবে উপনীতির মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই। চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, উম্মত গণের বিষয় যে আনুগত্যের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে বহুদূরে। উহা নিজস্ব হওয়ার প্রতিবন্ধক বটে। যথা—পূর্ব্বেও বর্ণিত হইল। অতএব উহাদের পার্থক্য প্রকট হইয়া গেল।

প্রশ্নঃ—যদি কেহ বলে যে, উর্দ্ধারোহণের মর্ত্তবায় (স্তরে) 'ছেফাতুল্ হায়াত' বা জীবনী শক্তির মর্ত্তবা হইতে উম্মতগণের পূর্ণ অনুগামী দিগের অংশ আছে কি-না ?

উত্তরঃ—তদুত্তরে বলিব যে, আছে। কিন্তু যদি বলে যে, পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে—এই 'জীবনী শক্তি' গুণটি আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের নৈকট্য লাভ করিলে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিহ্ন বস্তুর কি অংশ প্রাপ্ত হয় ; অথচ আপনি বলিয়াছেন যে, হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব সমূহের ব্যক্তিত্ব বস্তুতঃ বিলীন হয় না ; দৃশ্যতঃ বিলীন হয়। যেহেতু প্রকৃত ভাবে বিলীন হইলে বেদীনী ও কুফরে পরিণত হয়। (মানুষ আল্লায় পরিণত হয়)। তদুত্তরে বলিব যে, প্রকৃত বিলীন হওয়ার কোনই আবশ্যক করে না, দৃশ্যতঃ বিলীন হওয়াই যথেষ্ট। অবশ্য উক্ত বিলীনতা ও অন্তর্হিতির মধ্যে তারতম্য আছে। বুঝিয়া দেখুন ; আল্লাহ্পাকই প্রকৃত বিষয় অবগত। যাঁহারা হেদায়েতের পথে চলেন এবং হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করেন, তাঁহদের প্রতি ছালাম।

২৯৫ মকতুব

হাজী ইউছুফ কাশ্মীরির নিকট লিখিতেছেন। 'নজর বর কদম' (নিজ পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা), 'হুশ দরদম' (নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি স্বজাগ থাকা), 'ছফর দর্ওয়াতন' (স্বীয় গৃহে থাকিয়াই ভ্রমণ করা), 'খাল্ওয়াত দর অঞ্জুমান' (জনতার মধ্যে নির্জ্জন বাস) যাহা নক্শবন্দী বোজর্গগণের পরিভাষা এবং কানুন এই সকল বিষয় ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের নির্দ্ধারিত একটি কায়দা বা নীতি—'নজর বর কদম'। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, স্বীয় পদ হইতে তাহার লক্ষ্য অতিক্রম না করে, কেননা ইহা স্বভাবের বিপরীত। লক্ষ্য সর্ব্বদাই পদ হইতে উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হয় এবং পদকে স্বীয় অনুগামী করে। যেহেতু উর্দ্ধ সোপানসমূহের দিকে লক্ষ্যই পুরোগামী হয়, তৎপর 'পদ' উর্দ্ধারোহণ করে এবং 'পা' যখন উক্ত স্তরে উপনীত হয়, তখন লক্ষ্য আবার তথা হইতে আরোও উর্দ্ধে চলিয়া যায়, আবার 'পা' উহার পশ্চাদ্ধাবন করে ; আবার লক্ষ্য উপরের মাকামে উন্নতি করে। এইরূপ চলিতে থাকে। পক্ষান্তরে যদি ইহার অর্থ লওয়া যায় যে, যে মাকামে 'পা' উপনীত হইতে পারিবে না, সে মাকামে লক্ষ্য উপনীত হওয়া উচিৎ নহে। ইহাও স্বভাবের বিপরীত। কারণ 'পদ' কর্ত্তৃক উপনীত হওয়ার মাকাম সমূহের অবসান ঘটিলে—'লক্ষ্য' যদি একাকী ছয়ের না করিত, তাহা হইলে পূর্ণতার বহু স্তর হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ইহার বর্ণনা এই যে, ছালেকের যোগ্যতার শেষ-বিন্দু পর্য্যন্ত পদক্ষেপের শেষ-স্থান ; বরং যে পয়গাম্বর (আঃ)-এর পদক্ষেপে উক্ত ছালেক চলিতেছে, সেই পয়গাম্বর (আঃ)-এর যোগ্যতার শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ অর্থাৎ পয়গাম্বর (আঃ)-এর পদক্ষেপ আছল বা নিজস্ব হিসাবে এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ বা উক্ত সাধকের পদক্ষেপ 'তাবে' বা অনুগামী হিসাবে হইয়া থাকে। উক্ত যোগ্যতাদ্বয়ের উর্দ্ধে উহার পদক্ষেপের স্থান নাই। কিন্তু দৃষ্টির স্থান আছে। বরং উহার দৃষ্টি শক্তি যখন তীক্ষ্ম হয়, তখন উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-এর দৃষ্টির শেষ-বিন্দু পর্য্যন্ত ইহারও দৃষ্টি শক্তি পরিচালিত হইয়া থাকে। কারণ পয়গাম্বর (আঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী তাঁহার যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণতা সমূহের অধিকারী হইয়া থাকে। সাধকের নিজস্ব যোগ্যতা ও পয়গাম্বর (ছঃ)-এর অনুসরণ দ্বারা প্রাপ্ত যোগ্যতার শেষ-স্তর সমূহ পর্য্যন্ত পদক্ষেপ ও দৃষ্টি সহযোগিতা করে ; তৎপর পদক্ষেপ বন্ধ হয় এবং দৃষ্টি শক্তি একাই উন্নতি করিয়া উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-এর দৃষ্টির শেষ মর্ত্তবা পর্য্যন্ত উপনীত হয়।

এখন জানা গেল যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের দৃষ্টিও তাঁহাদের পদক্ষেপ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে এবং উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ—যেরূপ তাঁহাদের পদক্ষেপের অংশীদার হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের দৃষ্টি গোচরীত বিষয় সমূহেরও অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খাতেমূল্ আম্বীয়া (ছঃ)-এর পদক্ষেপ অবসানের পর রুইয়াত বা আল্লাহের দর্শনলাভের মাকাম। ইহা অন্য সকলের জন্য পরকালে লাভ হইবে বলিয়া আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন। অতএব অন্য সকলের জন্য যাহা 'বাকী', তাহা তাঁহার জন্য 'নগদ' এবং তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারী পরবর্ত্তী হিসাবে উহা লাভ করিয়া থাকেন, যদিও উহা দর্শন নহে (কিন্তু দর্শনতুল্য)।

হাফেজের আর্ত্তনাদ অমূলক নয়,
আশ্চর্য্য কাহিনী ইথে আছে হে নিশ্চয়।

এখন আসল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হই। স্বীয় পদক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থ 'যদি এই হয়' যে, 'পদক্ষেপের' উচিৎ যেন লক্ষ্যের ব্যতিক্রম না করে, এমনিভাবে যে কোন সময় যেন পদক্ষেপ দৃষ্টির স্থানে উপনীত না হয়, তবে ইহা শুভ। কেননা উক্তরূপ হওয়া উন্নতির প্রতিবন্ধক। আবার যদি পদক্ষেপ ও দৃষ্টির অর্থ—বাহ্যিক পদক্ষেপ ও দৃষ্টি লওয়া হয়, তাহারও অবকাশ আছে। কেননা পথ চলার সময় যদি বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য যায়, তবে নানা প্রকার রঙ্গীন বস্তু দৃষ্টি গোচর হওয়া ও মনে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং যদি নিজ পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তবে শান্তি ও খাতিরজমা হইয়া থাকে। এই শেষ অর্থ উহার পরবর্ত্তী বাক্যের অর্থের অনুকূল। পরবর্ত্তী 'কলেমা' এইঃ— 'হুশ দরদম' (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি সজাগ থাকা)। ফলকথা, প্রথম কলেমা—বাহ্যিক অশান্তি ও দুঃশ্চিন্তা বিদূরীত করার জন্য হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় কলেমা—আভ্যন্তরীণ দুঃশ্চিন্তা নিবারণ করিয়া থাকে। তৃতীয় কলেমা—যাহা ইহার সঙ্গী, তাহা 'ছফর দরওয়াতান' (স্বীয় গৃহে ভ্রমণ করা)। ছয়ের দর ওয়াতানের অর্থ—স্বীয় নফছ বা অন্তরজগতে ভ্রমণ করা ; যাহা 'এন্দেরাজুন নেহায়াত ফিল বেদায়াত' (শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হওয়া) অবস্থা লাভের উৎপত্তিস্থল এবং ইহা এই উচ্চ তরীকার বৈশিষ্ট্য। যদিও 'ছয়েরে আনফুছী' বা অন্তর্জগতে ভ্রমণ—অন্য তরীকার মধ্যেও আছে, কিন্তু উহা 'ছয়েরে আফাকী' বা বাহ্যিক ভ্রমণ লাভের পর হাছিল হয়। কিন্তু এই তরিকায় প্রথমেই উহা হইয়া থাকে এবং 'ছয়েরে আফাকী' উহার আনুষঙ্গিক অতিক্রান্ত হইয়া যায়। এই হিসাবেও প্রারম্ভের বস্তু শেষে প্রবিষ্ট আছে, যদিও এই তরীকার প্রতি বলা যায়, তাহারও অবকাশ আছে। চতুর্থ কলেমা—যাহা উক্ত কলেমাত্রয়ের সঙ্গী তাহা 'খাল্‌ওয়াৎ-দর-অঞ্জুমান'। অর্থাৎ জনতার মধ্যেই নির্জ্জন বাস। যখন 'ছফর দর ওয়াতান' বা গৃহে থাকিয়া ভ্রমণ লাভ হয়, তখন জনতার মধ্যেও সে স্বীয় নির্জ্জন গৃহে অর্থাৎ নফছের মধ্যে ছফর করিয়া থাকে। বাহ্যিক দুঃশ্চিন্তা সমূহ তাহার নফছের কুঠুরীর মধ্যে স্থান পায় না। উক্ত সাধক যেন কুঠুরীর দ্বার ও বাতায়ন সমূহ আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। অতএব সে যেন জনতার মধ্যে কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করে ও কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করে। এই কৌশল ও আড়ম্বর সমূহ প্রারম্ভের ও মধ্য অবস্থায় আবশ্যক হয়। শেষ অবস্থায় ইহার কিছুই আবশ্যক করে না। তখন সে দুশ্চিন্তার মধ্যেও খাতির জমা থাকে, এবং গাফ্‌লত বা অমনোযোগীতার মধ্যেও যেন স্বজাগ ও মনোযোগী। এই বর্ণনার দ্বারা কেহ যেন ইহা ধারণা না করে যে, দুশ্চিন্তার অবস্থান ও তিরোধান সাধারণতঃ শেষ মাকামধারীর পক্ষে সমতুল্য। বরং ইহার অর্থ এই যে, দুশ্চিন্তা অবস্থান ও তিরোধান তাহাদের অন্তর্জগতের খাতির জমা বর্ত্তমান থাকার জন্য সমতূল্য ; ইহা সত্ত্বেও যদি জাহের বা বাহ্যিক জগৎকে বাতেন বা অন্তর্জগতের সহিত সম্মিলিত করা যায় এবং বাহ্যিক দুশ্চিন্তাও বিদূরিত হয়, তবে তাহা অতি উত্তম। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় পয়গাম্বর (আঃ)-কে বলিয়াছেন, "এবং আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহার দিকে পূর্ণরূপে কর্ত্তিত হইয়া যান"।

জানা আবশ্যক যে, কোন কোন সময় বাহ্যিক দুশ্চিন্তা না হইয়া উপায় থাকে না, যাহাতে খল্‌কুল্লার হক—প্রাপ্য পালিত হয়। অতএব বাহ্যিক দুশ্চিন্তা কখনও ভাল হইয়া থাকে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুশ্চিন্তা কোন অবস্থাতেই ভাল নহে, যেহেতু উহা[১] নিছক আল্লাহ্‌তায়ালার হক বা প্রাপ্য। সুতরাং বান্দার তিন চতুর্থাংশ আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ; যথা—অন্তর্জগত সম্পূর্ণ ও বহির্জগতের অর্দ্ধেক আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ন্যস্ত এবং বহির্জগতের অবশিষ্ট অর্দ্ধেক মাত্র খল্‌কুল্লার হক প্রতিপালন করার জন্য থাকে। তাহাতেও আবার আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম পালন হয়, বলিয়া উক্ত অর্দ্ধেকও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি প্রবর্ত্তিত হয়। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "তাঁহার (আল্লাহ্‌র) দিকে যাবতীয় কার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করে। অতএব তাঁহারই ইবাদত কর"। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৯৬ মকতুব

আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত বা গুণাবলী অবিভাজ্য ইত্যাদি বিষয় তদীয় ছাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ ছায়ীদ (রাঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং ছাইয়্যেদুল মোরছালীন (ছঃ) ও তদীয় পবিত্র বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সৌভাগ্যবান করুন। জানিবেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণাবলী তাঁহার পবিত্র জাতের ন্যায় রকম প্রকারবিহীন এবং প্রকৃত অবিভাজ্য। যথা—একটি অবিভাজ্য বিকাশ ; আদি অন্তের যাবতীয় জানিত বস্তু উক্ত এক বিকাশ কর্ত্তৃক বিকশিত হয়। তদ্রূপ এক অবিভাজ্য ও পূর্ণ কুদ্‌রত বা ক্ষমতা, যদ্দারা পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী যাবতীয় অধিকৃত বস্তু অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং একটি অবিভাজ্য কালাম বা বাক্য ; আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উক্ত এক বাক্যের দ্বারাই তিনি বাক্যালাপকারী। প্রকৃত ও বাস্তব গুণাবলীর অবশিষ্টগুলিও এই প্রকারের বটে। জানিত ও অধিকৃত বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধ হিসাবে যে সংখ্যা বহুল হয়, তাহা উক্ত প্রকৃত তত্ত্বের স্তরে তিরোহিত। বস্তু সকল আল্লাহ্‌তায়ালার জানিত ও অধিকৃত বটে, কিন্তু তাঁহার এল্‌ম ও কুদ্‌রত গুণের সহিত উহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহা জ্ঞান দৃষ্টির নীতির বহির্ভূত মারেফত বা রহস্য। দার্শনিকগণ কখনই ইহা স্বীকার করিবেন না ; বরং তাহারা ইহাকে অসম্ভব বলিয়া ধারণা করিবেন যে, বস্তু-সকল আল্লাহ্‌তায়ালার জানিত, অথচ উহাদের সহিত তাহার এল্‌ম গুণের কোনই সম্বন্ধ নাই এবং বস্তু-সকল কুদরত বা ক্ষমতার অধিকৃত হয়, কিন্তু কুদরত গুণের সহিত তাহাদের কোনই সম্বন্ধ হয় না। ইহা কি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না যে, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উক্ত মর্ত্তবায় একই দণ্ড বর্ত্তমান ; বরং দণ্ড

টীকা ঃ— ১। উহা=অন্তর্জগত।

শব্দটিও প্রয়োগ করার তথায় কোনই অবকাশ নাই। যাহা (যে শব্দ) প্রয়োগ করা উচিৎ ইহা তাহার নিকটবর্ত্তী ও অনুকূল শব্দ ব্যতীত অধিক কিছু নহে ; প্রকৃত শব্দ যাহা প্রয়োগ করা উচিত, তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত। উল্লিখিত এক দণ্ডই নিখিল বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টিই তথায় বর্ত্তমান ও উপস্থিত, যেন উক্ত দণ্ডে জায়েদ নামক ব্যক্তিকে নাস্তি হিসাবে জানিতেছে ও অস্তিত্বধারী হিসাবেও জানিতেছে, জঠরস্থ শিশু বলিয়া জানিতেছে এবং সদ্যজাত শিশু বলিয়াও জানিতেছে, এবং যুবক ও বৃদ্ধ, জীবিত ও মৃত, সমাধিস্থ এবং হাশরের ময়দানে ও হিসাবের সময়েও জানিতেছে। ইহা অবিদিত নহে যে, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সহিত উল্লিখিত দণ্ডটির কোনই সম্পর্ক নাই। কেননা সম্পর্ক থাকিলে উহা দণ্ড হিসাবে থাকিবে না। তখন তাহাকে 'কাল' নামে অভিহিত করিতে হইবে এবং তাহাতে 'অতীত', 'ভবিষ্যৎ'-এর উদ্ভব হইবে। অতএব এই সৃষ্ট বস্তু সমূহ উক্ত দণ্ডে কায়েম বা বর্ত্তমান আছে, পক্ষান্তরে আবার নাই। সুতরাং যদি এক বিকাশ প্রমাণ করা যায়, যাহা প্রকৃত অবিভাজ্য হয় এবং কোন জানিত বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাকে ও উক্ত বিকাশ দ্বারা যাবতীয় জানিত বস্তু অবগত হওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ! কেননা দুই বিপরীত বস্তু যে একত্রিত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইতে রেহাই পাইল ; যেহেতু উহা এক জমানা ও এক পক্ষের জন্য বিশিষ্ট, এ স্থলে জমানা বা কালের কোনই অবকাশ নাই। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি 'কাল' অতিবাহিত হয় না ; তদ্রূপ এক পক্ষ হওয়াও তিরোহিত ; কেননা তথায় সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতি হিসাবে পার্থক্য মাত্র। যেরূপ আরবী ব্যকরণে—'এছ্‌ম', 'ফেল', 'হরফ'কে কলেমা বলে, যাহা পরস্পর বিপরীত। এই বিপরীত বস্তুত্রয়কে একই মুহূর্ত্তে এক বস্তু হিসাবে অবলোকন করে। 'মোন্‌ছারেফ' বা পরিবর্ত্তনশীল শব্দ 'গায়ের মোন্‌ছারেফ' বা পরিবর্ত্তন রহিত শব্দে প্রাপ্ত হয় এবং মাব্‌নী (স্থায়ীরূপ বিশিষ্ট)-কে মোয়রাব (পরিবর্ত্তিত) বলিয়া জানে, ইহা সত্ত্বেও উক্তরূপ সমষ্টিভূতির জন্য কলেমার সহিত উহার শাখাগুলির কোনই সম্বন্ধ নাই। সে যেন ইহা হইতে বেপরওয়া আছে। ইহাকে কোন গুণী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবে না, ও সুদূর পরাহত বলিবে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সুদূর পরাহত বলে কেন, ও ইতস্ততঃ করে কেন ! যদি কেহ বলে যে, এরূপ কথা অন্য কেহ আলোচনা করে নাই। তদুত্তরে বলিব যে, নাইবা করুক তাহাতে কি হইল ! অবশ্য ইহা তাহাদের কথার বিপরীত নহে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার প্রতিকূলও নহে।

সুমিষ্ট 'খর্বুজা' তোরা করিও ভক্ষণ,
ফালুদা কি কর তোরা, ওহে বন্ধুগণ।

বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থকেন, "কোনও 'কারণের' জ্ঞান উহার 'কার্য্যের' জ্ঞানকে অনিবার্য্য করে"। এমতাবস্থায় ইন্দ্রিয় সমূহ স্বভাবতঃই উক্ত কারণের প্রতি লক্ষ্য করে, এবং উহার সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টি করে। উক্ত 'কার্য্যের' এল্‌ম 'কারণের' এল্‌ম-এর আনুষঙ্গিক হিসাবে আসিয়া যায়। ইহা নহে যে, উক্ত কার্য্যের সহিত দ্বিতীয় এক সম্বন্ধের সৃষ্টি করে। এস্থলেও দার্শনিকগণ দ্বিতীয় মর্ত্তবায় এল্‌মের সম্বন্ধ ব্যতীত উক্ত কার্য্যের অবগতি স্বীকার করেন না। যদিও উক্ত সম্বন্ধ মূলতঃ নহে, তথাপি ইহা হইতে উপযুক্ত কোন উদাহরণ দেওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। প্রকাশ্য ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ; প্রমাণ করা নহে।

আল্লাহ্‌পাক যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব অবগত। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি দরূদ ও ছালাম। হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর গণের প্রতি অতিপূর্ণ দরূদ ও বরকত যুক্ত সম্মান বর্ষিত হউক।

২৯৭ মকতুব

মাওলানা বদরুদ্দিন ছেরহেন্দীর নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার বেষ্টন ও প্রবেশ করণ, ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বস্তু সমূহকে বেষ্টন ও উহাতে প্রবেশ করণ, সংক্ষিপ্ত বস্তু বিস্তৃত বস্তুকে বেষ্টন ও তন্মধ্যে প্রবেশ করণ স্বরূপ। যেরূপ 'কলেমা' বা অর্থবোধক শব্দ, তাহার অংশ সমূহ যথাঃ—এছ্‌ম (বিশেষ্য), ফেল (ক্রিয়া), হর্‌ফ (অব্যয়) ইত্যাদির মধ্যে প্রবিষ্ট আছে ; তদ্রূপ উহার অংশের অংশ সমূহের মধ্যেও প্রবিষ্ট আছে। যথা—মাজী (অতীত), মোজারে (বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ)। আমর (আদেশ), নহী (নিষেধ), মাছ্‌দার (মূলশব্দ), এছ্‌মে ফায়েল (কর্ত্তাবাচক শব্দ) এছ্‌মে মফ্‌উল (কর্ম্মবাচক শব্দ), মোছ্‌তাছনা (বহিষ্করণ বাক্য), মোত্তাছেল (স্বজাতি হইতে বহিষ্করণ), মোনকাতেয় (বিভিন্ন জাতি হইতে বহিষ্করণ), হাল (অবস্থার বর্ণনা বাচক বাক্য), তামিজ (সন্দেহ দূরীকরণ বাক্য), ছোলাছী (তিন বর্ণধারী শব্দ), রোবায়ী (চারি বর্ণধারী শব্দ), খোমাছী (পাঁচ বর্ণ যুক্ত শব্দ), হরফে জর (যের প্রদানকারী বর্ণ), হরফে নাছেবা (জবর—প্রদানকারী বর্ণ)।

হরফে মখ্‌ছুদা বা আফ্‌য়াল (যে সকল হরফ ফেলের অর্থবোধক), হরফে মোখতাচ্ছা বিল আছ্‌মা (যে সকল হরফ্ এছ্‌মের অর্থবোধক), হরফে দোখেলা (যে সকল বর্ণ এছ্‌ম ও ফেলের সহিত সম্মিলিত হয়) ইত্যাদি ইহারা কলেমার অগণিত অংশ। এই অংশ সমূহ কলেমা হইতে বিভিন্ন নহে ; বরং ইহারা কলেমার অধীনে বিভিন্ন নির্ধারণ স্বরূপ। কলেমা হইতে ইহারা কোন অতিরিক্ত বস্তু নহে।

ইহাদের বিস্তৃতি ও কলেমা হইতে ইহাদের পার্থক্য এবং ইহাদের পার্থক্য ও ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য, কলেমার উপর অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, শুধু জ্ঞানের নির্দ্ধারণ মাত্র।

খারেজ বা ধারণার বাহিরের স্থানে অক্ষত প্রকৃত স্থানে উল্লিখিত কলেমা ব্যতীত অন্য কিছুই বর্ত্তমান নাই। এইহেতু উক্ত বস্তু সমূহকে 'কলেমা' বলা সত্য হয়। অবশ্য ইহাদের প্রত্যেক মর্ত্তবার (স্তরের) এক একটি নাম আছে, যদ্দারা উহাদের বৈশিষ্ট্য সাধিত হয় ; তদ্রূপ ইহাদের প্রত্যেকটির নিয়ম বিভিন্ন, যাহা অপরটির মধ্যে নাই। যেরূপ কোন স্বাধীন অর্থবোধক শব্দ, যদি তদ্দারা কাল বুঝায় তাহা হইলে তাহাকে 'ফেল' বলে এবং কাল রহিত হইলে তাহাকে 'এছ্ম' বলে। স্বয়ং অর্থবোধক না হইলে তাহাকে 'হরফ্' বলে। আবার উহা অতীত কাল সম্পন্ন হইলে তাহাকে 'মাজী' বলে এবং বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ বোধক হইলে তাহাকে 'মোজারে' বলা হয়। যে কলেমার মধ্যে প্রসিদ্ধ নয়টি কারণের দুইটি কারণ থাকে তাহাকে 'গায়ের মোন্ছারেফ' বলে, অন্যথায় মোন্ছারেফ, বলা হয়। যে সকল হরফের কার্য্য, শব্দের শেষে যের প্রদান করণ, তাহাকে 'হরফে জর' বলে এবং যাহাদের কার্য্য জবর প্রদান তাহাকে নাছেবা বলে। অতএব এক মর্ত্তবার নাম অন্য মর্ত্তবায় প্রয়োগ করা, এবং একটির নিয়ম অন্যটির প্রতি পরিচালিত করা, ঐরূপ হইবে, যেরূপ 'ফেল মাজীকে' মোজারে বলা, অথবা গায়ের মোনছারেফকে— 'মোন্ছারেফ' বলা এবং হরফে 'জর'কে হরফে নাছেবা বলা। যদিও ইহারা উক্ত কলেমা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; তথাপি একের নিয়ম অন্যের প্রতি পরিচালিত করা গোমরাহী বা নিছক ভ্রষ্টতা ও সরল পথ হইতে সরিয়া যাওয়া মাত্র।

এখন বলিব,—এবং 'আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ'। অযুবের মর্ত্তবাসমূহের প্রত্যেক মর্ত্তবার অবতরণের এক একটি বিশিষ্ট নাম ও পৃথক পৃথক নিয়ম আছে, যাহা অন্যটির মধ্যে লব্ধ নহে। অজুবে জাতী বা আল্লাহ্তায়ালার জাতের অবশ্যম্ভাবী স্তর এবং তাঁহার জাতের বেপরোয়াই, 'জামায়' ও 'উলুহীইয়াত' মর্ত্তবার জন্য বিশিষ্ট। পক্ষান্তরে 'এম্কানে জাতী'— মূল সম্ভাব্য ও মুখাপেক্ষিতা, সৃষ্ট পদার্থ ও বিভিন্ন মর্ত্তবার জন্য বিশিষ্ট। প্রথম মর্ত্তবা— পালন কর্ত্তা ও স্রষ্টার মর্ত্তবা। দ্বিতীয় মর্ত্তবা— দাসত্ব ও সৃষ্ট পদার্থের মর্ত্তবা। ইহাদের একটির নাম অন্যকে প্রদান করিলে এবং একটির বিশিষ্ট নিয়ম অন্যটির প্রতি পরিচালিত করিলে, নিছক ভ্রষ্টতা এবং খাঁটি কুফর হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতিপয় বেদীন কিভাবে যে এই মর্ত্তবা সমূহকে মিশ্রিত করে, এবং একটির নিয়ম অন্যটির প্রতি জারী (চালু) করে ? তাহারা জানা সত্ত্বেও অবশ্যম্ভাবী গুণসমূহ সম্ভাব্য বস্তুর প্রতি প্রয়োগ করে এবং সম্ভাব্য গুণসমূহ অবশ্যম্ভাবী বস্তুকে প্রদান করে। অথচ তাহারা জানে যে, সৃষ্ট পদার্থ বা সম্ভাব্য বস্তু এক মর্ত্তবা বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিয়মেরও পার্থক্য আছে। তাহারা ইহাও অবগত আছে যে, উক্ত পার্থক্যসমূহ তিরোহিত হইবে না, ও উহাদের মূল হইতেই উহাদের নিয়ম পৃথক ; যদিও তাহারা সৃষ্ট মর্ত্তবা হিসাবে এক ; যথা— তাহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে অবগত আছে যে, 'উষ্ণতা' ও উজ্জ্বলতা অগ্নির গুণ, ইহার একটিও পানির মধ্যে নাই এবং

ইহারা পানির বিশেষণ নহে। 'শীতলতা' পানির জন্য বিশিষ্ট, অগ্নির মধ্যে ইহা অন্তর্হিত। এইরূপ তাহারা সহধর্ম্মিণী ও মাতাগণের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য করিয়া থাকেন এবং ইহাদের নিয়মের মধ্যে তারতম্য করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্পাক সরল পথ প্রদর্শক। যে ব্যাক্তি হেদায়েতের পথে চলে, তাহার প্রতি ছালাম।

২৯৮ মকতুব

মীর ছৈয়দ মোহেব্বুল্লাহ মানিকপুরীর নিকট শেষ মর্ত্তবায় পৌছার বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, বহুদিন পর্য্যন্ত আমি 'জেলাল' বা প্রতিবিম্বের মধ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলাম, প্রতিবিম্বে উপনীত হইয়া প্রকৃত বস্তু লাভ করার ধারণা করিয়াছিলাম ; ইদানীং মূল বস্তুতে উপনীত হইয়াছি বটে ; কিন্তু প্রতিবিম্ব ব্যতীত কিছুই প্রাপ্ত হইতেছি না। যেরূপ 'দর্পণ'— কোন ব্যক্তির হস্তে আছে এবং উক্ত ব্যক্তি দর্পণের নিকট উপনীত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ঐ দর্পন উক্ত ব্যক্তির প্রতিবিম্ব ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করে নাই। বুঝিয়া দেখুন, নিশ্চয় আমাদের বাক্য— ইঙ্গিত ও ইশারা মাত্র। জানিবেন যে, ইশারা-ইঙ্গিতে তরীকার বিষয় যাহা লিখা হইয়াছিল, এস্থলে উহা উপযোগী বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে। বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

অন্তর দ্বারা জেকের,—পথ অবগত পীর হইতে গৃহীত ; উহার প্রতি স্থায়ী থাকা ও প্রত্যাবর্ত্তন করা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে অবাধ মিলন, অন্য সমস্তই ধারণা মাত্র। (যিনি পথ অবগত সেইরূপ পীর হইতে কল্বের জেকের গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহার উপর স্থায়ী থাকিতে হইবে, ইহাকে উরুজ বা উর্দ্ধারোহণ বলা হয়। ইহা শেষ হইলে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। উহাকে 'বাজগশত্' বা ফিরিয়া আসা বলা হয়। তখন আল্লাহ্ তায়ালার অনুকম্পা হইলে 'ওয়াছলে উরইয়ান' বা অবাধ মিলন লাভ হইয়া থাকে। ইহাই মূল কার্য্য বা উদ্দেশ্য। অন্য সমস্তই অনর্থক।) যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে ও হজরত (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২৯৯ মকতুব

শায়েখ ফরীদ রাভুলীর নিকট ক্বাজার প্রতি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকা এবং প্লেগ ব্যাধিতে মৃত্যু হইলে তাহার 'ফজীলত'—ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত ও দোওয়ার পর, জানাইতেছি যে, আপনার পত্র পাইয়াছি। বিপদ সমূহের বিষয় লিখিয়াছেন— "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন", সবুর ও ধৈর্য্য ধারণ করা উচিৎ। ক্বাজা বা আল্লাহ্‌পাকের হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক।

অশেষ যাতনা যদি দাও প্রভু মোরে,
তথাপি পড়িয়া রব তোমারই দ্বারে।
অতীব সুমিষ্ট প্রভু তব নির্য্যাতন,
ফিরাবনা কভু তাতে আপন বদন।

আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, যে বিপদ তোমাদের প্রতি আসিতেছে, তাহা তোমাদেরই স্বীয় হস্তের অর্জ্জনের ফল মাত্র এবং আল্লাহ্‌পাক অনেক পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ তাহার পরিবর্ত্তে কোন বিপদ আসে না)। আরও তিনি বলিয়াছেন, "কর্ম্ম ফলের কারণেই জলে-স্থলে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে"। আমাদের কর্ম্ম ফলের কুলক্ষণে এই মহামারীর প্রথমে ইঁদুরগুলি ধ্বংস হইয়াছে, যেহেতু উহারা আমাদের সহিত অধিক মেলামেশা রাখিত। আবার বংশ রক্ষার উপায় যে নারী জাতী— তাহারাই অধিক বিনষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই বিপদ সময় মৃত্যু হইতে পলায়ন করিয়া সুস্থ থাকিল তাহার জীবনের মস্তকে মৃত্তিকা পতিত হউক। (অর্থাৎ তাহার জীবনের কোন মূল্য নাই)। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মৃত্যু হইতে পলায়ন করিল না ও মৃত্যুবরণ করিল, তাহার জন্যই সুসংবাদ। শায়খুল ইছলাম এবনে হজর— 'বজনুল মাউন ফি ফজলেত্ত্বাউন' নামক পুস্তকে দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন, প্লেগ ব্যাধিতে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার প্রতি 'মুনকার' 'নকীরের' ছওয়াল হয় না। যেহেতু উহা রণক্ষেত্রের মৃত্যু স্বরূপ এবং উক্ত সময়ে যদি তথা হইতে পলায়ন না করিয়া ছওয়াবের আশাধারী হইয়া সবুর করিয়া থাকিল এবং বিশ্বাস রাখিল যে, তাহার ভাগ্যে যাহা লিখা আছে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছু ঘটিবে না, সে ব্যক্তির যদি ঐ সময় প্লেগ ব্যতীত অন্য ব্যাধিতে মৃত্যু হয়, তবুও তাহার কবরে ছওয়াল হইবে না। যেহেতু সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ব্যক্তির অনুরূপ। শায়েখ আজল ছুইয়ূতী— স্বীয় পুস্তক শরহেছ্ছুদুরের মধ্যেও উক্তরূপ লিখিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা বৃহত্তম প্রমাণ। যাহারা তথা হইতে পলায়ন করিল না, তাহারা গাজী-মোজাহীদগণের দলভুক্ত। যেহেতু তাহারা বিপদ বহনকারী ও ধৈর্য্যধারীগণের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর নির্দ্দিষ্টকাল আছে, তাহা পূর্ব্বে-পরে হইবার নহে। অতএব যাহারা পলায়ন করে, তাহাদের অধিকাংশই এইহেতু সুস্থ থাকে যে, তাহাদের মৃত্যুর নির্দ্দিষ্টকাল এখনও আসে নাই। ইহা নহে যে, মৃত্যু হইতে পলায়ন করিয়া রেহাই পাইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা সবুর করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় আসিয়াছে বলিয়াই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। সুতরাং পলায়ন দ্বারা উদ্ধার হয় না এবং ধৈর্য্য ধারণ করিলেও ধ্বংস হয় না। এইরূপ পলায়ন— ইছলামিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন তুল্য গোনাহে কবিরা। আল্লাহ্‌পাকের

পরীক্ষা স্থল হইতে পলায়নকারীগণ সুস্থ থাকে এবং ধৈর্য্যধারণ কারীগণ ধ্বংস হয়, একথার দ্বারা অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়, আবার অনেকেই পথ প্রাপ্ত হয়। আপনার সবুর ও ধৈর্য্য ধারণ এবং মোছলমানগণের সাহায্যের বিষয় শুনিলাম, আল্লাহ্‌পাক আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুক। শিশুদের প্রতিপালন ও ঝামেলা বরদাস্ত করিতে মনঃক্ষুন্ন হইবেন না। ইহাতে প্রচুর ছওয়াবের আশা আছে, অধিক আর কি লিখিব।

ওয়াচ্ছালাম ॥

৩০০ মকতুব

আকলী (জ্ঞানজাত) ও নকলী এল্‌ম (পরম্পরা সমাগত বিদ্যা) সমূহের সমষ্টি। তদ্বীয় তনয় হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ)-এর নিকট 'কাবা'-'কাওছায়েন'-এর মাকামের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

পূর্ণ মানব যখন আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম ছেফাত সমূহকে বিস্তৃত ছয়ের কর্ত্তৃক অতিক্রম করতঃ পূর্ণ সমষ্টিভূতি অর্জ্জন করে এবং উক্ত এছ্‌ম ছেফাতের পূর্ণতা সমূহের দর্পণতুল্য হয় ও তাঁহার নিজস্ব নাস্তি— যাহা উক্ত পূর্ণতা সমূহের দর্পণতুল্য, তাহা পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় ; যেন উক্ত পূর্ণতা সমূহ ব্যতীত তাহার মধ্যে অন্য কোনও বস্তুর আবির্ভাব না হয়, তখন বিশিষ্ট 'বাকা'— যাহা উক্ত পূর্ণতা সমূহের প্রতি নির্ভরশীল, তাহা পূর্ণ 'ফানা' হাছিল হইবার পর লাভ হয়। তখন তাহার প্রতি 'অলী' বাক্য সত্য হয়। উক্ত পূর্ণ 'ফানা' তাহার 'আদম' বা নাস্তির গুপ্ত হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল। তৎপর উহার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ হইলে উক্ত পূর্ণতা সমূহ যাহার সহিত উক্ত আরেফের 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভ হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় ও তথায় উহার আবির্ভাব হয়, তখন 'কাবা-কাওছায়েনের' রহস্য প্রকাশ পায়।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দর্পণে বস্তুর আবির্ভাব— যাহা বর্ণিত হইল, তাহার অর্থ— উক্ত দর্পণ বা পবিত্র জাতের সহিত উক্ত বস্তুর একটি প্রকার বিহীন সম্বন্ধ লাভ হয়। ইহা নহে যে, তথায় প্রকৃতপক্ষে দর্পণ আছে ও তাহাতে কোন বস্তুর আবির্ভাব হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার উদাহরণ অতি উচ্চ। উল্লিখিত পূর্ণতা সমূহ যাহার সহিত আরেফের 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভ হইয়াছে, তাহা যখন আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাত দর্পণে প্রকৃত মূল বস্তু হিসাবে প্রতিবিম্বিত ও আবির্ভূত হয় এবং তথায় প্রকারবিহীন সম্বন্ধ লাভ করে, তখন 'আনা' বা আমি শব্দ যাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত আরেফের সহিত সম্বন্ধিত ছিল, তাহা উল্লিখিত প্রতিবিম্বের প্রতি প্রযুক্ত হয়। তখন সে নিজেকে উক্ত আবির্ভূত পূর্ণতা সমূহ বলিয়া

অবলোকন করে। এই পর্য্যন্তই কাবা-কাওছায়েনের মাকামের মধ্যে 'আমি' বাক্যের উন্নতির শেষ।

হে বৎস, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ! আকৃতির দর্পণ যাহাতে সৌন্দর্য্য সমূহ প্রতিবিম্বিত হয়, যদি উহার মধ্যে জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের উদ্ভব ধরিয়া লওয়া যায়, তখন উক্ত সৌন্দর্য্য সমূহের আবির্ভাব হেতু উহা অবশ্যই লজ্জত প্রাপ্ত হইবে এবং সে উহার পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। প্রকৃত তত্ত্বের দর্পণে যদিও লজ্জত ও কষ্ট প্রাপ্তি নাই ; যেহেতু উহারা (লজ্জত ও কষ্ট) সৃষ্ট বস্তুর গুণ, কিন্তু যাহা উক্ত মর্ত্তবার উপযোগী এবং ক্ষয়-ক্ষতি ও নূতনত্বের কলংক হইতে পবিত্র, তাহা (সেই গুণ) তথায় বর্ত্তমান আছে।

হাফেজের আর্ত্তনাদ অনর্থক নয়,
আশ্চর্য্য কাহিনী ইথে আছে হে নিশ্চয়।

উল্লিখিত প্রকাশ্য পূর্ণতাসমূহ যাহা উক্ত মর্ত্তবায় প্রকারবিহীন সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অবস্থা ঐরূপ— মানব দেহে সূক্ষ্ম জগতের বস্তুর তুলনায় স্থুল জগতের বস্তু যেরূপ। "যে ব্যক্তি নিজের পরিচয় লাভ করিল, সে তাহার প্রতিপালকের পরিচয় প্রাপ্ত হইল"— হাদীছটির রহস্য এই স্থলেই উপলব্ধি হয়। এই প্রকাশ্য কামালাত সমূহ যখন আল্লাহ্তায়ালার সংক্ষিপ্ত জাত পাকের বিস্তৃতি ও উহার সহিত প্রকারবিহীন সংযোগ ও সম্বন্ধধারী এবং সংক্ষিপ্ত জাতের দর্পণতুল্য, তখন অবশ্যই উল্লিখিত সংক্ষিপ্তির মধ্যে শুধু চিন্তা ও ধারণায় উক্ত বিস্তৃতির অবস্থান আছে। অতএব উহা আরেফের 'আনা' বা 'আমি' বাক্যের উন্নতির কারণও বটে। এই পূর্ণতা 'আও আদ্না' মাকামের প্রতি নির্ভরশীল।

হেথায় পৌঁছিল যবে লিখনি আমার,
তুলিকা ভঙ্গিয়া হ'ল লিখনি বেকার।

অন্তের অন্ত এবং শেষের শেষ মাকামের বর্ণনা ইহাই। ইহা অনুভব করা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যও সুদূর পরাহত, সর্ব্ব সাধারণের বিষয় আর কি বলিব ! বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যেও অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও এই মারেফত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেখিয়া বৃদ্ধার দ্বারে নৃপতি রাজন,
করোনা হে খাজা তুমি, গোঁফ উৎপাটন।

উল্লিখিত মর্ত্তবা সমূহ আবির্ভাব ও প্রকাশ হিসাবে—শেষ মর্ত্তবা, ইহার পর কোনও প্রকার তাজাল্লী বা আবির্ভাবের ধারণা করা যায় না।

আছে যাহা পরে, তার বর্ণনা কঠিন,
অতএব গুপ্ত রাখা— তাহে সমীচীন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর এবং সমগ্র পয়গাম্বর, রছূল (আঃ)-গণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ এবং মোকাররাব ফেরেশ্তা বৃন্দের প্রতি প্রচুর ও পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট ও উচ্চ ও স্থায়ী এবং সাধারণ ও সকল প্রকার দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৩০১ মকতুব

মওলানা আমানুল্লাহের নিকটে নবুয়ত এবং বেলায়েতের নৈকট্য ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহের রাহ্মানের রাহীম। হামদ্ ছালাতের পর বৎস ! আমানুল্লাহ্— জানিবেন যে, 'নবুয়তের' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য, যাহাতে লেশ মাত্র প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ না থাকে। উর্দ্ধারোহণ কালে ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি লক্ষ্য হয় এবং অবতরণ কালে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে। এই নৈকট্য মূল হিসাবে পয়গাম্বর আলায়হেচ্ছালাম গণের অংশ এবং এই মনছব (পদ) তাঁহাদের জন্যই বিশিষ্ট। ইহার সর্ব্বশেষ 'পদ'-ধারী ব্যক্তি হজরত ছাইয়েদুল বাশার (ছঃ) ; হজরত ঈছা (আঃ) পুনরায় অবতরণ করার পর খাতামুর রছুল (ছঃ)-এর শরীয়তের অনুসরণ করিবেন। অনুগামী ও দরবারের খাদেমগণ স্বীয় মালিকের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ অনুগামীগণ উক্ত মাকামের ও উহার এল্ম মারেফত ও পূর্ণতা সমূহের অংশ ওয়ারিশ হিসাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সকলের মঙ্গলার্থে প্রভু নিরঞ্জন,
কোন এক সাধু জনে— করে নির্ব্বাচন।

শেষ পয়গাম্বর (ছঃ) প্রেরিত হওয়ার পর পরবর্ত্তী হিসাবে তাঁহার অনুগামীগণ যদি কামালাতে নবুয়ত বা নবীত্বের পূর্ণতা সমূহ হাছিল করেন, তাহাতে তাঁহার শেষ-'নবী' হওয়ার কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না। আপনি সন্দেহ করিবেন না। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সৌভাগ্যবান করুন। জানিবেন যে, কামালাতে নবুয়ত পর্য্যন্ত উপনীত করার পথ দুইটি মাত্র। প্রথমটি বেলায়তের মাকাম সমূহের বিস্তৃত কামালাত, যাহা প্রতিবিম্ব জাত আবির্ভাব ও মত্ততা বিশিষ্ট মারেফত বা পরিচয়, যাহা বেলায়েতের মর্ত্তবার অনুকূল, তাহা অতিক্রম করা। উল্লিখিত কামালাত ও আবির্ভাব সমূহ হাছিল করার পর কামালাতে নবুয়তের মধ্যে পদক্ষেপ করা হয় ; এস্থলে মূল বস্তুতে উপনীত হইয়া থাকে এবং প্রতিবিম্বের প্রতি লক্ষ্য করা তখন পাপ তুল্য হয়।

দ্বিতীয় পথ এই যে, উল্লিখিত বেলায়েতের কামালাত সমূহ লাভ না করিয়াই কামালাতে নবুয়তে উপনীত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় পথ রাজপথ তুল্য ও সান্নিধ্য লাভের জন্য ইহা অতি নিকটবর্ত্তী। কামালাতে নবুয়তের মধ্যে যাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা এই পথেই হইয়াছেন। অবশ্য আল্লাহ্পাক ইচ্ছাময়। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ এবং অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে তাঁহাদের ছাহাবাবৃন্দ এই পথেই উপনীত হইয়াছেন। প্রথম পথটি অতি দূরবর্ত্তী, উহা লাভ করা সুকঠিন এবং উক্ত পথে— উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া দুষ্কর। অলী আল্লাহ্গণের এক সম্পদায় বেলায়েতের মাকামে অবতরণ করতঃ উক্ত অবতরণের

মাকামের পূর্ণতা সমূহকে নবুয়তের মাকামের পূর্ণতা ধারণা করিয়া খালকুল্লার প্রতি লক্ষ্য করা—যাহা আহ্বান কার্য্যের মাকামের অনুরূপ, তাহাকে নবুয়তের মাকামের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু কখনও এরূপ নহে। বরং এই অবতরণ উক্ত মাকামের উর্দ্ধারোহণ তুল্য ও উভয়ই বেলায়েতের অন্তর্ভুক্ত। যে ঊর্দ্ধারোহণ ও অবতরণ নবুয়তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, তাহা ইহা ব্যতীত অন্য বস্তু এবং তাহা বেলায়েতের মাকামের ঊর্দ্ধে। নবুয়তের মাকামে সৃষ্ট জগতের প্রতি যে লক্ষ্য হয়, তাহা এই লক্ষ্য নহে। যে আহ্বান কার্য্য কামালাতে নবুয়তের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহা এই আহ্বান কার্য্য নহে, তাহারা কি করিবেন, অর্থাৎ এরূপ ধারণা করিবেন না কেন ? তাহারা যে, বেলায়তের বৃত্তির বাহিরে পদক্ষেপ করেন নাই এবং কামালাতে নবুয়তের তত্ত্ব উপলব্ধিও করেন নাই। তাহারা এই বেলায়াতের অর্ধবৃত্ত—যাহার লক্ষ্য ঊর্দ্ধদিকে তাহাকেই বেলায়েতের পূর্ণ বৃত্ত ধারণা করতঃ যে অর্ধবৃত্ত নিম্নদিকে লক্ষ্যধারী তাহাকে নবুয়তের মাকাম ধারণা করিয়াছেন।

যে কীট পাষাণ তলে করে বসবাস,
পদতলে ক্ষিতি তার উপরে আকাশ।

ইহা সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি প্রথম পথ দ্বারা সান্নিধ্য লাভ করে এবং বেলায়েত ও নবুয়তের বিস্তৃত পূর্ণতা সমূহ একত্রিত[১] করে ও উর্দ্ধ মাকাম দ্বয়ের পূর্ণতা সমূহের মধ্যে যথাযথ ভাবে পাথক্য হাছিল করতঃ উভয় পথের ঊর্দ্ধারোহণ ও অবতরণের মধ্যে পার্থক্য করে এবং ইহা বলে যে, প্রত্যেক নবীর বেলায়েত হইতে তাঁহার নবুয়ত উৎকৃষ্ট।

জানা আবশ্যক যে, দ্বিতীয় পথ দ্বারা সান্নিধ্য লাভ করিলে যদিও বেলায়েতের মাকামের বিস্তৃত পূর্ণতা সমূহ হাছিল হয় না, তথাপি উহার সার বস্তু সুষ্ঠু রূপে লাভ হইয়া থাকে। তাহাতে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেলায়েত পন্থিগণ উহার পূর্ণতার 'ত্বক' লাভ করিয়াছে মাত্র, এবং যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পথে উপনীত হইয়াছে, সে-ই উহার সার বস্তু লাভ করিয়াছে। অবশ্য কতিপয় মর্ত্তবা সম্ভূত এল্‌ম ও প্রতিবিম্ব জাত আবির্ভাব—যাহা বেলায়েত পন্থিগণ লাভ করিয়া থাকে ; ইহারা তাহার অধিকাংশই লাভ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু তাহাতে কোনও অসুবিধা নাই ; যেহেতু উহার দ্বারা তাহার কোনই উৎকর্ষ সাধিত হয় না। বরং উহারা উক্ত এল্‌ম সমূহ লাভ করাকে লজ্জাজনক মনে করেন এবং গোনাহ্ ও বেয়াদবী ধারণা করেন। হাঁ, যাহারা মূল বস্তু লাভকারী তাহারা প্রতিচ্ছায়া হইতে পলায়ন করেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিচ্ছায়ার মূলে উপনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সে প্রতিচ্ছায়ারই আকৃষ্টে থাকিবে। যখন মূলে উপনীত হয়, তখন প্রতিচ্ছায়া বেকার হইয়া যায় ও তৎপ্রতি লক্ষ্য করা বেয়াদবী হয়।

হে বৎস ! কামালাতে নবুয়ত লাভ করা আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক দান ও খাঁটি অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করে। ইহাতে 'অর্জ্জন' ও সাধনার কোনই অধিকার নাই। কোন্

টীকা ঃ—১। উভয় পথের পূর্ণতা সমূহ হাছেল করাকে একত্রিত করা বলা।

সাধনাই বা এরূপ আছে যে, সেই উচ্চ দৌলত প্রদান করিতে সক্ষম হয় এবং কোন্ ব্রতই বা আছে যে, উক্তরূপ সমুজ্জ্বল নেয়মতের ফলপ্রসূ হইতে পারে। পক্ষান্তরে বেলায়েতের পূর্ণতা সমূহ ইহার বিপরীত। যেহেতু উহার ভুমিকা ও মুখবন্ধ সমূহ অর্জ্জিত বস্তু ; কঠোর ব্রত ও সাধনার প্রতিই উহা নির্ভরশীল, অবশ্য কেহ যদি সাধনা না করিয়া উক্ত দৌলত লাভ করে, তাহাও সম্ভব।

'ফানা' এবং 'বাকা' যাহাকে বেলায়েত বা নৈকট্য বলা হয়, তাহাও আল্লাহ্‌তায়ালার অবদান মাত্র। বর্ণিত বেলায়েতের মুখবন্ধ ও ভুমিকাগুলি অর্জ্জনের পর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ হইলে যাহাকে ইচ্ছা উক্ত 'ফানা'-'বাকার' দৌলত প্রদান করেন। আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে ও পরে যে সকল কঠোর সাধনা করিয়া ছিলেন, তাহা উল্লিখিত 'ফানা'-'বাকা' লাভের জন্য ছিলনা ; বরং তাঁহার অন্যরূপ উদ্দেশ্য ছিল, যথাঃ—হিসাবের স্বল্পতা ও মানব হিসাবে যে ত্রুটি হয়, তাহার ক্ষতিপুরণ ও মর্ত্তবার উন্নতি, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রেরিত ফেরেশ্‌তার সংসর্গের তুল্যতা বজায় রাখা ; যেহেতু তাঁহারা পানাহার হইতে পবিত্র এবং অলৌকিক ঘটনা অধিক ভাবে প্রকাশ পাওয়া—যাহা নবীত্ব মাকামের জন্য অনিবার্য্য, ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌তায়ালার উল্লিখিত অনুগ্রহ ও দান পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য বিনা মধ্যস্থতায় হাছিল হইয়া থাকে এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের ছাহাবা বৃন্দের জন্য তাঁহাদের অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে তাঁহাদের মধ্যস্থতায় লাভ হয়। পয়গাম্বর (আঃ) ও ছাহাবা গণের পর অল্প ব্যক্তিই এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অবশ্য অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে অন্য ব্যক্তিগণও ইহা লাভ করিতে পারে।

পুত আত্মা জিব্রাইল (আঃ) হইলে সহায়,
অন্যেও করিবে, যাহা করিছে ঈছায় (আঃ)।

আমার মনে হয় যে, উল্লিখিত দৌলত শ্রেষ্ঠ 'তাবেয়ী' গণের মধ্যে এবং 'তাবয়ে—তাবেয়ী' গণের বোজর্গ ব্যক্তি গণের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তৎপর গুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন হজরত রছুল (ছঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় সহস্র আরম্ভ হইল, তখন অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে উক্ত দৌলত প্রাপ্তির পুনরায় অবির্ভাব হইল, এবং শেষের সহিত প্রারম্ভের আনুরূপ্য প্রকাশ পাইল।

আসিলে বৃদ্ধার দ্বারে নৃপতি রাজন,
করোনা হে 'খাজা' তুমি, 'গোফ' উৎপাটন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে ও হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। হজরত রছুল (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৩০২ মকতুব

মখদুম জাদা যিনি জাহেরী বাতেনী এল্‌ম সমূহের সমষ্টি অর্থাৎ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ), তাঁহার নিকট বেলায়েতের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, বেলায়েতের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ; যাহা প্রতিবিম্বের সংমিশ্রণ ব্যতীত ও পর্দ্দার ব্যবধান ব্যতীত সংঘটিত হয় না। যদি অলী-আল্লাহ্‌গণের বেলায়েত হয়, তবে নিশ্চয় প্রতিচ্ছায়ার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েত বা নৈকট্য যদিও প্রতিবিম্বের বহির্ভূত, তথাপি 'আছমা ও ছেফাত' বা নাম-গুণাবলীর পর্দ্দার ব্যবধান ব্যতীত সংঘটিত নহে। উচ্চ দরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের বেলায়েত যদিও 'এছ্‌ম', 'ছেফাত' সমূহের ঊর্দ্ধে, তথাপি জাতী—'শান', 'এ'তেবার' সমূহের ব্যবধান ব্যতীত উপায় নাই। নবুয়ত ও রেছালাতই ঐ বস্তু যাহাতে প্রতিবিম্বের লেশমাত্র বর্ত্তমান নাই এবং 'ছেফাত' ও তদুর্দ্ধ স্তর এ'তেবার সমূহকে পথেই ফেলিয়া আসে। অতএব বেলায়েত হইতে নবুয়ত উৎকৃষ্ট এবং নবুয়তের নৈকট্য আল্লাহ্‌তায়ালার জাত সমূহ ও মূল জাত। এই উভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব যে অবগত নহে, সে বিপরীত রূপে বিচার করিয়া থাকে। সুতরাং নবুয়তের মর্ত্তবায় উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত হয়, এবং বেলায়েতের মাকামের উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হয় মাত্র। কেননা প্রতিবিম্ব ব্যতীত উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। উপনীত হওয়া ইহার বিপরীত। বস্তু পূর্ণরূপে লাভ হইলে, 'দ্বিত্ব-ভাব' উঠিয়া যায়। পক্ষান্তরে পূর্ণভাবে উপনীত হইলে দ্বিত্ব-ভাব বর্ত্তমান থাকে। কাজেই দ্বিত্ব-ভাব অপসারিত হওয়া বেলায়েতের মাকামের অনুকূল এবং উহা বর্ত্তমান থাকা, নবুয়তের মাকামের অনুকূল। দ্বিত্ব-ভাব অপসরণ যখন বেলায়েতের মাকামের অনুকূল, তখন মত্ততা উক্ত মাকামের জন্য অনিবার্য্য এবং নবুয়তের মাকামে উহা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া জ্ঞান সম্পন্ন থাকা এই মাকামের বৈশিষ্ট্য। রং ও নূরের আড়ালে বিভিন্ন বস্তু ও আকৃতির মধ্যে তাজাল্লীসমূহ লাভ হওয়া বেলায়েতের মাকামে ও তাহার ভূমিকা অতিক্রম কালে হইয়া থাকে। নবুয়তের মর্ত্তবা ইহার বিপরীত, তথায় মূল বস্তুতে উপনীত হয় এবং তাজাল্লী ও আবির্ভাব যাহা উহার প্রতিবিম্ব, তাহা হইতে বেপরোয়া হইয়া থাকে। উক্ত নবুয়তের ভূমিকা ইত্যাদি অতিক্রম করার সময়ও উক্ত তাজাল্লী সমূহের আবশ্যক হয় না। কিন্তু যদি বেলায়েতের পথে উন্নতি করে, তখন উক্ত তাজাল্লী সমূহ বেলায়েতের জন্য হাছিল হয়, পথ অতিক্রমের জন্য নহে। ফলকথা, তাজাল্লী এবং আবির্ভাব সমূহ প্রতিবিম্বের প্রতি নির্দ্দেশক। যে ব্যক্তি প্রতিবিম্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে, সে তাজাল্লী সমূহ হইতেও মুক্তি লাভ করিয়াছে। "মাজাগাল্ বাছারো' অর্থাৎ তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই" বাক্যের রহস্য এই স্থলেই অনুসন্ধান করা উচিৎ।

হে বৎস ! এশক্ মহব্বতের দহন, প্রেমের আর্ত্তনাদ, দুঃখের চিৎকার, লক্ষ, ঝম্প, নৃত্য ইত্যাদি সবই প্রতিবিম্বের মাকামে এবং প্রতিবিম্বজাত আবির্ভাবের সময় হইয়া থাকে। মূল বস্তুতে উপনীত হইলে এ সব কিছুই উদ্ভব হয় না ; তথায় 'মহব্বত' বা প্রেমের অর্থ— 'এতায়াত' বা আনুগত্য। আলেম সম্প্রদায় যেরূপ বলিয়া থাকেন তদ্রূপ, তাহা হইতে অধিক অন্য কিছুই নহে। যাহাতে শওক বা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। অবশ্য অনেক ছুফী উক্তরূপ ধারণা করিয়া থাকেন।

হে বৎস শ্রবণ কর ! যখন বেলায়েতের মাকামে দ্বিত্ব-ভাব অপসারিত হওয়া বাঞ্ছিত, তখন অলী-আল্লাহ্‌গণ স্বীয় ইচ্ছা শক্তি অপসারিত করিতে চেষ্টা করে না। শায়েখ বোস্তামী (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কোনও ইচ্ছা না করি"। কিন্তু নবুয়তের মর্ত্তবায় যখন দ্বিত্ব-ভাব অন্তর্হিত হওয়ার কোন আবশ্যক নাই, তখন ইচ্ছা শক্তির অন্তর্ধানও উদ্দেশ্য নহে, কেনই বা উদ্দেশ্য হইবে ? যেহেতু ইচ্ছা শক্তি মূলে একটি পূর্ণ গুণ। উহার মধ্যে যদি কোন ক্ষতির কারণ থাকে, তাহা উহার আনুষঙ্গিক, খবিছ বস্তুর কারণেই হইয়া থাকে। অতএব ইহা উচিৎ যে, উহার মধ্যে উক্ত আনুষঙ্গিক খবিছ ও অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ বর্ত্তমান না থাকে। বরং তাহার সমুদয় ইচ্ছা যেন, আল্লাহ্‌তায়ালার মর্জি-অনুরূপ হয়। আবার তাহারা বেলায়েতের মাকামে মানবীয় রিপুসমূহ বিদূরিত করার চেষ্ট করিয়া থাকেন, এবং নবুয়তের মর্ত্তবায় উক্ত রিপু সমূহের অসৎগুণ অপসারিত করা উদ্দেশ্য, মূল গুণসমূহ নহে। যেহেতু উহারা প্রকৃত পক্ষে পূর্ণতা গুণ। যথাঃ— এল্‌ম গুণ মূলতঃ উহা পূর্ণতা গুণ। যদি উহাতে কোনরূপ অনিষ্ট থাকে, তবে তাহা অসৎ আনুষঙ্গিক কারণে হইয়া থাকে। অতএব উহার অসৎ আনুষঙ্গিক গুণ অপসারিত হওয়া অনিবার্য্য হইবে, মূল গুণ অপসারণ নহে। এইরূপ অন্য সকলকেও জানা উচিৎ। যে ব্যক্তি বেলায়েতের পথ কর্ত্তৃক নবুয়তের মাকামে উপনীত হইয়াছে, পথ অতিক্রম কালে মূল গুণ সমূহকে নিবারণ না করিয়া তাহার উপায় নাই ; কিন্তু যে বেলায়েতের মধ্যস্থতা ব্যতীত নবুয়তের মাকামে উপনীত হইয়াছে, মূল গুণ সমূহকে নিবারণ করা তাহার জন্য কোনই আবশ্যক করে না। কেবল মাত্র উহার আনুষঙ্গিক অসৎ গুণসমূহ নিবারণ করিলেই হইয়া যায়।

জানা আবশ্যক যে উল্লিখিত বেলায়েত— প্রতিবিম্বজাত বেলায়েত বা নৈকট্য ; যাহাকে বেলায়েতে ছোগ্‌রা বলা হয় এবং ইহাই আউলিয়ায়ে কেরামের বেলায়েত। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েত যাহা প্রতিবিম্ব অতিক্রম করিয়াছে, তাহা ইহা নহে। তথায় আনুষঙ্গিক মানবীয় অসৎ গুণসমূহ নিবারণ উদ্দেশ্য, মূল গুণসমূহ নিবারণ উদ্দেশ্য নহে। অতএব যখন আনুষঙ্গিক অসৎ গুণসমূহ অপসারিত হয়, তখন পয়গাম্বর (আঃ)-গণের বেলায়েত হাছিল হইয়া থাকে। তাহার পর হইতে যে উন্নতি হয়, তাহা কামালাতে নবুয়তের আনুষঙ্গিক হইয়া থাকে। উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ হইল যে, মূল বেলায়েত ব্যতীত নবুয়তের উপায় নাই ; যেহেতু বেলায়েত উহার মুখবন্ধ ও পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ। কিন্তু প্রতিবিম্বজাত বেলায়েত কামালাতে নবুয়তে উপনীত হওয়ার জন্য কোনই আবশ্যক করেনা,

ঘটনাক্রমে হয়তো কেহ উহা অতিক্রম করিয়া থাকে, কেহবা করে না, চিন্তা করুন ! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, গুণ সমূহের আনুষঙ্গিক অসৎ বস্তু নিবারণ করার তুলনায় মূল গুণ সমূহ নিবারণ করা অতি কঠিন। কাজেই কামালাতে বেলায়েত হাছিল করার তুলনায় কামালাতে নবুয়ত হাছিল করা সহজ সাধ্য ও নিকটবর্ত্তী। এইরূপ যে সকল বিষয় মূল হইতে পৃথক ও দূরবর্ত্তী তাহাদের তুলনায় যে সকল বিষয় মূলে উপনীতকারী তাহার প্রত্যেকটি সহজ সাধ্য ও নিকটবর্ত্তী, যেরূপ প্রকৃত স্পর্শমনি দ্বারা অল্প আয়াসে কার্য্য সিদ্ধি হয়, এবং ইহা সংক্ষিপ্ত পথ কিন্তু যে ব্যক্তি উহার মূল হইতে দূরবর্ত্তী, সে ব্যক্তি ইহার জন্য জীবন ভরিয়া কষ্ট করিতেছে ও জীবন ক্ষয় করিতেছে, তথাপি সে বঞ্চিত। এতাদৃশ যত্নের পর তাহার যাহা হস্তগত হইয়া থাকে, তাহা মূল বস্তুর অনুরূপ, (প্রকৃত মূল বস্তু নহে), উক্ত বাহ্যিক আনুরূপ্য অনেক সময় অন্তর্হিত হইয়া তাহার মূলের সহিত সম্মিলিত হয়। তখন উহা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পর্য্যায় উপনীত করে। মূল বস্তু প্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার বিপরীত। তাহার কার্য্য সহজ ও পথ সংক্ষিপ্ত এবং প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি হইতেও সুরক্ষিত। এ পথের কতিপয় সাধক কঠোর ব্রত ও অসাধ্য সাধনার দ্বারা কোন এক প্রতিবিম্বে উপনীত হইয়া ভাবিয়াছে যে, উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত হওয়া কঠোর সাধনার প্রতি নির্ভরশীল।

তাহারা ইহা জানেনা যে, ইহা ব্যতীত অন্য এক পথ আছে, যাহা অতি সংক্ষেপ ও অন্তের অন্তঃস্থলে উপনীতকারী উহাকে 'এজ্‌তেবা' বা নির্ব্বাচনের পথ বলা হয়। উহা শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার প্রতি নির্ভরশীল। উল্লিখিত সাধকগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাকে 'এনাবাত' বা প্রত্যাবর্ত্তনের পথ বলা হয়। উহা কঠোর ব্রত পালনের প্রতি পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই পথে উপনীত ব্যক্তি অতি অল্প সংখ্যক এবং 'এজ্‌তেবা' বা নির্ব্বাচনের পথে উপনীত ব্যক্তি অসংখ্য। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সকলেই এজ্‌তেবার পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহাদের ছাহাবাগণ তাঁহাদের অনুসরণ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত পথে পৌছিয়াছেন। যাহারা এজ্‌তেবার পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের কঠোর সাধনা শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্তি— নেয়মতের শোকর গোজারীর জন্য। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল যে, "তাঁহার পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী যাবতীয় গোনাহ মাফ্ (ক্ষমাকৃত) থাকা সত্ত্বেও তিনি কঠোর সাধনা করিতেন কেন ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "তবে কি আমি কৃতজ্ঞদাস হইব না।" ? পক্ষান্তরে 'এনাবাত' বা প্রত্যাবর্ত্তনকারীগণের কঠোর ব্রত— মতলবে উপনীত হইবার কারণেই হইয়া থাকে। অতএব ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। 'এজ্‌তেবার পথ', লইয়া যাইবার পথ এবং 'এনাবাতের পথ'— স্বেচ্ছায় যাওয়ার পথ। লইয়া যাওয়া ও স্বেচ্ছায় গমনের মধ্যে বিরাট প্রভেদ আছে। অতিশীঘ্র লইয়া যায় এবং বহুদূর উর্দ্ধে উপনীত করে, এবং বিলম্বে যায় ও পথিমধ্যে থাকিয়া যায়। হজরত নক্‌শবন্দ কোদ্দেছা ছেররুহু ফরমাইয়াছেন যে, "আমরা অনুকম্পনীয়।" হাঁ, অনুকম্পা না হইলে অন্যের শেষ— ইহাদের প্রারম্ভে কিরূপে প্রবিষ্ট

হইবে ? ইহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা, "তিনি যাহাকে ইচ্ছা, ইহা তাহাকে প্রদান করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা অতি বৃহৎ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)।

আসল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, আমি স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট পত্র সমূহে লিখিয়াছিলাম যে, আমার যাবতীয় ইচ্ছা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু মূল ইচ্ছা শক্তি এখনও বর্ত্তমান আছে, কিছুকাল পর পুনরায় লিখিয়াছিলাম যে, অন্যান্য ইচ্ছার মত উক্ত মূল ইচ্ছা শক্তিও উঠিয়া গিয়াছে। যখন আল্লাহ্‌পাক আমাকে পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ওয়ারিশ ভুক্ত করিলেন, তখন জানিলাম যে, উক্ত ইচ্ছা গুণের অসৎ আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহ অপসারিত হওয়া উদ্দেশ্য, মূল ইচ্ছা শক্তির অপসারণ উদ্দেশ্য নহে। ইহা অনিবার্য্য নহে যে, মূল বস্তু অপসারিত হইলে আনুষঙ্গিক অসৎ বস্তু পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে। বরং বহুস্থলে পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক অনুগ্রহ দ্বারা যাহা ঘটে, বহু চেষ্ট করিয়াও হয়তো তাহার শত অংশের এক অংশও সংঘটিত হয় না। হে বৎস, বেলায়েতের মাকামে ইহ-পরকাল হইতে হস্ত বিধৌত করিয়া লইতে হয়। পার্থিব আকৃষ্টতার ন্যায় পরকালের আকৃষ্টতাকেও জানিতে হয় এবং ইহকালের ভালবাসার ন্যায় পরকালের ভালবাসাকে অপ্রশংসিত বলিয়া ধারণা করিতে হয়। এমাম দাউদ তায়ী বলিয়াছেন, "তুমি যদি শান্তি চাও, তবে ইহকালকে ছালাম দিয়া বিদায় দাও এবং যদি বোজর্গী বা মহত্ব লাভ করিতে চাও, তবে পরকালের প্রতি জানাজার নামাজ পাঠকর"। ঐ সম্প্রদায়ের অপর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান, তোমাদের মধ্যে কেহ ইহজগৎ প্রার্থী এবং কেহ পরজগৎ প্রার্থী। অতএব আল্লাহ্‌পাক যেন উভয় দলের দুর্ণাম করিলেন"।

ফলকথা, 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তি— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর বিস্মৃতিকে বলা হয় ; যাহাতে ইহ-পরকাল উভয় জগৎ শামিল হয় এবং 'ফানা', 'বাকা' উভয়ই বেলায়েতের অংশ। অতএব বেলায়েতের মধ্যে আখেরাত-কেও না ভুলিয়া উপায় নাই। কিন্তু কামালাতে নবুয়তের মাকামে, পরকালের আকৃষ্টতা প্রশংসনীয়, ও তজ্জন্য মন ব্যথিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; বরং তথায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে মনঃকষ্ট ও আকর্ষণ হিসাবে পরকালের কষ্ট আকর্ষণকেই গণ্য করা হয়। "তাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সহিত ডাকিতেছে"। "তাহারা স্বীয় প্রতিপালক ও তাঁহার শাস্তিকে ভয় করিতেছে", "যাহারা অনুপস্থিত থাকিয়াও স্বীয় 'রব্'কে ভয় করে ও রোজ হাশর হইতে সশংকিত হয়" ; কোরআনের অকাট্যবাণী, উক্ত নবুয়তের মাকামধারীগণের অবস্থার বর্ণনাস্বরূপ। পরকালের অবস্থা স্মরণ করার জন্যই তাঁহারা কাঁদা-কাটি করিয়া থাকেন এবং কেয়ামতের ভয়েই তাঁহারা সদা ভীত থাকেন। কবরের আজাব ও দোজখের শাস্তি হইতে সর্ব্বদা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে রক্ষা প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের নিকট পরকালের জন্য মনঃকষ্ট ও আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য মনঃকষ্ট একই বস্তু এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম, পরকালের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম অভিন্ন ; যেহেতু আল্লাহ্‌পাকের যদি সাক্ষাৎ হয়, তবে পরকালেই হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ সন্তুষ্টিও তথায় লাভ হইবে। ইহজগৎ

আল্লাহ্তায়ালার শত্রুতুল্য, এবং পরকাল তাঁহার পছন্দনীয়। পছন্দনীয় বস্তুর সহিত শত্রুর কোন প্রকারেরই সামঞ্জস্য হইতে পারে না। শত্রু হইতে বিমুখ হওয়াও পছন্দনীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করা সমীচীন। পছন্দনীয় বস্তু হইতে বিমুখ হওয়া নিছক মত্ততা মাত্র এবং আল্লাহ্তায়ালার আহবান ও সন্তুষ্টির বিপরীত। "আল্লাহ্তায়ালা শান্তির গৃহ—বেহেশ্তের প্রতি আহবান করিতেছেন" (কোরআন)। উল্লিখিত বাক্যের প্রমাণ বটে। আল্লাহ্পাক তাগিদের সহিত পরকালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন ; অতএব উহার প্রতি বিমুখ হওয়া আল্লাহ্তায়ালার সহিত মোকাবেলা করা ও তাঁহার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধাচারণ মাত্র। এমাম দাউদ তায়ী এবম্বিধ বোজর্গব্যক্তি, বোজর্গ হওয়া সত্ত্বেও বেলায়েতের প্রতি দৃঢ় থাকা হেতু পরকাল পরিত্যাগ করা মহত্ব বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ইহা অবগত ছিলেন না যে, ছাহাবায়ে কেরামগণ সকলেই পরকালের জন্য ব্যথিত ও আখেরাতের আজাবের জন্য ভীত ও সশংকিত ছিলেন। একদা হজরত ফারুক (রাঃ) উষ্ট্রারোহণ করতঃ ক্ষুদ্রপথে যাইতেছিলেন, তখন কোন এক ব্যক্তিকে কোরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতে শুনিলেন যে, "নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই প্রবর্তিত হইবে ; উহা কেহই বিদূরিত করিতে সক্ষম হইবে না।" ইহা শুনা মাত্র তিনি অজ্ঞান হইয়া উষ্ট্র হইতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাকে তথা হইতে উঠাইয়া গৃহে লইয়া যাওয়া হইল, উক্ত আঘাতের কারণে বেশ কিছুদিন তিনি পীড়িত থাকিলেন। তাঁহাকে পরিদর্শন করার জন্য বহুলোক আসিতেছিল।" হাঁ, মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় 'ফানা'র মাকামে ইহ-পরকালের বিস্মৃতি ঘটে ; সে সময় পরকালের ভালবাসাকে ইহকালের ভালবাসা বলিয়া জানে। কিন্তু যখন 'বাকা' বা স্থায়ীত্বের সৌভাগ্যলাভ করতঃ কার্য্য সমাধা করে এবং কামালাতে নবুয়তের আবির্ভাব ঘটে, তখন সবই যেন পরকালের মহব্বত ও দোজখ হইতে রক্ষা প্রার্থনা ও বেহেশ্তের আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়া যায়। বেহেশ্তের বৃক্ষাদি ও নহর, হুর গেলমান-এর সহিত পার্থিব বস্তুসমূহের কোনই তুলনা হইতে পারে না। এইমাত্র যে, ইহারা দুই বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। যেরূপ ক্রোধ এবং সন্তুষ্টি, উভয় বিপরীত বস্তু। বেহেশ্তের 'বৃক্ষাদি' ও 'নহর' ইত্যাদি এবং যাহা কিছু তাহাতে আছে, তাহা সবই নেক আমলসমূহের ফলমাত্র। হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "বেহেশ্তে কোনরূপ বৃক্ষাদি নাই। তোমরা তথায় বৃক্ষ রোপণ কর"। উপস্থিত ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কিরূপে বৃক্ষ রোপণ করিব ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন 'ছোব্হানাল্লাহ্', 'আলহামদুলিল্লাহ', আল্লাহু আক্বর, লা ইলাহা ইলাল্লাহ্ ইত্যাদির দ্বারা অর্থাৎ তোমরা ছোব্হানাল্লাহ্ বল তাহা হইলে বেহেশ্তে একটি সুন্দর বৃক্ষ রোপণ করা হইবে ; অতএব বেহেশ্তের বৃক্ষ 'ছোব্হানাল্লাহ্' পাঠের ফলস্বরূপ। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতার পূর্ণতা সমূহ পৃথিবীতে ছোব্হানাল্লাহ্ শব্দ ও অক্ষর সমূহে যেরূপ সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে ; তদ্রূপ উক্তগুণ সমূহকে বেহেশ্তের মধ্যে বৃক্ষ ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত করিয়া রাখা হইবে। এইরূপ অন্য সকল বস্তু যাহা কিছু

বেহেশ্তে বর্ত্তমান আছে, সবই নেক আমলের ফলস্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী পাক জাতের পূর্ণতা সমূহ, যাহা ইহজগতে সৎকার্য্য ও সৎ বাক্যসমূহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, উক্ত পূর্ণতা সমূহ বেহেশ্তের মধ্যে বিভিন্ন লজ্জত ও শান্তিপ্রদ বস্তু হিসাবে প্রকাশ পাইবে। কাজেই উক্ত লজ্জত ও নেয়মতসমূহ আল্লাহ্তায়ালার পছন্দনীয় ও বাঞ্ছিত এবং আল্লাহ্তায়ালার সাক্ষাতের অবলম্বন স্বরূপ। বেচারী রাবেয়া যদি এই রহস্য অবগত হইত, তবে বেহেশ্ত বিদগ্ধ করার চিন্তা করিত না এবং বেহেশ্তের ভালবাসা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভালবাসা বলিয়া জানিত না। পার্থিব লজ্জত, নেয়মতসমূহ ইহার বিপরীত। যেহেতু অপরিচ্ছন্ন ও নিকৃষ্ট বস্তু হইতে উহা উৎপন্ন এবং পরকালে বাঞ্ছিত হওয়াই ইহার ফল। আল্লাহ্পাক উহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। পার্থিব লজ্জতসমূহ যদি বিধেয় হয়, তবুও তাহার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। তাহাতে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের সহায়তা না হইলে সর্ব্বনাশ। পক্ষান্তরে যদি বিধেয় না হয়, তবে শাস্তির পর্য্যায় উপনীত করিবে। "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা স্বীয় নফ্ছের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি ; তুমি যদি ক্ষমা ও অনুগ্রহ না কর, তবে নিশ্চয় নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব" (কোরআন)। ইহকালের লজ্জতের সহিত পরকালের লজ্জতের কি আর তুলনা হইবে ! ইহকালের লজ্জত প্রাণ নাশক বিষতুল্য এবং পরকালের লজ্জত বিষনাশক অমৃততুল্য। অতএব পরকালের ভালবাসা সাধারণ মো'মেন ও বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অংশ। মধ্যবর্ত্তী—বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা হইতে বিরত থাকে এবং তাহারা উহার বিপরীত করাকে বোজর্গী বলিয়া ধারণা করে। হে আল্লাহ্—তাহারা ঐরূপ, আমি যে এইরূপ।

৩০৩ মকতুব

হাজী ইউছুফ মোয়াজ্জেনের নিকট আজানের অর্থের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

হাম্‌দ-ছালাতের পর, জানা আবশ্যক যে, নামাজের আজানের মধ্যে সাতটি বাক্য আছে। 'আল্লাহু আক্বর' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে মহান যে তাঁহার জন্য কাহারও এবাদতের আবশ্যক হয়। এই বাক্যটির চারিবার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ অর্থের তাকিদের জন্য। 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, যদিও আল্লাহ্তায়ালা অতীব মহান এবং কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তথাপি তিনি ব্যতীত এবাদতের উপযোগী অন্য কোন ব্যক্তিই নাই। 'আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ্'। অর্থাৎ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার প্রেরিত রছুল এবং তাঁহার দরবার হইতে এবাদতের পদ্ধতি আমাদের নিকট পৌছাইয়াছেন। অতএব আল্লাহ্তায়ালার দরবারের উপযোগী ইবাদত তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ ব্যতীত হইবে না। 'হাইয়া আলাছছালাহ্' ও 'হাইয়া আলালফালাহ্' এই বাক্যদ্বয় দ্বারা মুছল্লীগণকে আহবান করা হইতেছে। নামাজ পাঠের প্রতি যদ্দারা পরকালের উদ্ধার সাধিত হইবে।

'আল্লাহু আক্‌বর'—আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা হইতে অতি উচ্চ যে, তাঁহার উপযোগী এবাদত কেহ করিতে সক্ষম হয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' অর্থাৎ—নিশ্চয় তিনি এবাদতের লায়েক বা উপযোগী, যদিও তাঁহার উপযুক্ত এবাদত কেহই করিতে না পারে ; তথাপি তিনিই এবাদতের উপযোগী।

নামাজের আহবানের জন্য যে বাক্যগুলি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব দ্বারাই নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিৎ। যে বৎসর ভাল, বসন্তেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। হে আল্লাহ্‌, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাকে নামাজ পাঠকারী ও উদ্ধার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত কর। হজরত (ছঃ)-এর প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৩০৪ মকতুব

মওলানা আব্দুল হাইয়ের নিকট লিখিতেছেন।

হামদ-ছালাতের পর, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সৌভাগ্যবান করুন। জানিবেন যে, বহুদিন হইতে আমি ইতস্ততের মধ্যে ছিলাম, আল্লাহ্‌পাক স্বীয় কালাম পাকের অধিকাংশ আয়াতে যে সকল নেক আমলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা উহাদের প্রতি নির্ভরশীল করিয়াছেন, তাহা সমূহ নেক আমল অথবা কতিপয় আমল ? যদি সমস্ত নেক আমল উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা পালন করা অতীব দুষ্কর, অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই উহা পালন করিতে সক্ষম হইবে এবং যদি কতিপয় আমল উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা অজানিত ; উহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে অবশেষে মনে জাগিল যে, নেক আমল সমূহ হইতে এছলামের পাঁচ রোকন (স্তম্ভ) যাহার প্রতি এছলামের ভিত্তি—তাহাই উদ্দেশ্য। যদি এই পাঁচ রোকন (স্তম্ভ) পূর্ণরূপে সমাধা হয়, তবে উদ্ধারের আশা করা যায়। কেননা ইহারাই মূলে নেক আমল এবং পাপ ও অসৎ কার্য্যের প্রতিবন্ধক। আল্লাহ্‌পাকের ফরমান, "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও অসৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখে"। ইহার প্রমাণ স্বরূপ । যখন এছলামের এই পাঁচ রোকন বা পঞ্চ স্তম্ভ সংঘটিত হয়, তখন আশা করা যায় যে শোকর গোজারী বা কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইল এবং যখন কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হয়, তখন শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। "আল্লাহ্‌পাক তোমাদিগকে শাস্তি দিয়া কি করিবেন ! যদি তোমরা শোকর গোজারী কর এবং ঈমান আন" (কোরআন)। অতএব এই পাঁচ রোকন প্রতিপালনের জন্য জীবন পণ করা উচিৎ, বিশেষতঃ নামাজের জন্য ; যেহেতু ইহাই দীনের স্তম্ভ। যথাসাধ্য ইহার কোন মোস্তাহাব বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে সম্মত হওয়া উচিৎ নহে। যদি নামাজ পূর্ণ করিল, তাহা হইলে এছলামের বৃহত্তম স্তম্ভ তাহার হস্তগত হইল ও উদ্ধারের শ্রেষ্ঠ পন্থা লাভ করিল, আল্লাহ্‌পাক সুযোগ শক্তি প্রদান কারী।

জানা আবশ্যক যে নামাজের প্রথম তকবীর কর্ত্তৃক মোছল্লীগণের নামাজ ও আবেদ গণের এবাদত হইতে আল্লাহ্‌পাকের বেপরওয়া ও উচ্চতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী তকবীর সমূহ যাহা নামাজে প্রত্যেক রোকনের পর পর বলা হয়, তাহাদের দ্বারা ইঙ্গিত করা যাইতেছে যে, নামাজ পাঠকারী আল্লাহ্‌তায়ালার দরবার পাকের এবাদতের জন্য উল্লিখিত রোকনগুলি যথাযথভাবে আদায় (পালন) করার যোগ্যতা রহিত। 'রুকুর' তছ্‌বিহের মধ্যে তকবীরের অর্থ নিহিত আছে বলিয়া রুকুর শেষে তকবীর বলার আদেশ করেন নাই, কিন্তু ছেজ্‌দাদ্বয় ইহাদের বিপরীত, তাহাতে তছ্‌বীহ পাঠ থাকা সত্ত্বেও প্রথমে ও শেষে তকবীর বলার আদেশ করিয়াছেন ; যাহাতে কেহ এরূপ সন্দেহ না করে যে, 'ছেজ্‌দা', যাহা চরম অবনতি এবং ভগ্ন ও অপদস্থের শেষ স্তর, হয়তো ইহাতে এবাদতের হক বা দায়িত্ব প্রতিপালন হইবে। উল্লিখিত সন্দেহ দূর করণার্থে ছেজ্‌দার তছ্‌বীহের মধ্যে 'আ'লা' বা উচ্চতম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তকবীরের পুনরাবৃত্তি করাও ছুন্নত হইয়াছে। যখন নামাজ মো'মেনগণের জন্য মে'রাজ তুল্য, তখন নামাজের শেষে যে বাক্য সমূহ কর্ত্তৃক মে'রাজের রাত্রিতে হজরত (ছঃ) সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করার আদেশ করিয়াছেন। অতএব মোছল্লীগণের উচিৎ যে, স্বীয় নামাজকে মে'রাজতুল্য করিয়া লয় এবং উহার মধ্যে চরম নৈকট্য অন্বেষণ করে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "নামাজের মধ্যে স্বীয় রবের অধিক নিকটবর্ত্তী হয়"। যখন নামাজ পাঠকারী স্বীয় পরোয়ারদেগারের সহিত মোনাজাত বা গুপ্ত আলোচনায় লিপ্ত হয় এবং তাহার উচ্চতা ও বোজর্গী অবলোকন করে, তখন নামাজ পাঠ কালে—তাহার অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়-ভীতির উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া সান্তনা প্রদান স্বরূপ—দুই ছালাম দ্বারা নামাজ সমাপ্ত করার আদেশ হইয়াছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, ফরজ নামাজের পর 'ছোব্‌হানাল্লাহ্‌', 'আলহামদুলিল্লাহ্‌', 'আল্লাহু আকবর', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এক শতবার করিয়া পাঠ করিতে হয়। আমার জ্ঞানে ইহার কারণ এই যে, নামাজের মধ্যে যে সকল ভুল-ক্রটি হইয়াছে, তছবীহ্‌ ও তকবীর দ্বারা তাহার ক্ষতি পূরণ করা আবশ্যক এবং স্বীয় অনুপযুক্ততা ও এবাদতের অপূর্ণতা স্বীকার করা উচিৎ। উপরন্ত যখন এবাদত আল্লাহ্‌ তায়ালার শক্তি দ্বারা সংঘটিত তখন আলহামদু ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার শোকর গোজারী করা দরকার এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও এবাদতের উপযুক্ত ধারণা করা সমীচীন নহে। আশা করা যায় এই শর্ত্ত সমূহ বজায় রাখিয়া যদি নামাজ পাঠ করা হয় এবং নামাজের মধ্যে যে সকল দোষ-ক্রটি হয়, সেগুলিরও ক্ষতি পূরণ করা যায়। তৎপর নামাজের শক্তি প্রাপ্তির জন্য শোকর গোজারী করা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কেহ এবাদতের উপযোগী নহে, তাহা বর্ণিত পবিত্র কলেমা সমূহের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, তবে উক্ত নামাজ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হইতে পারে ও নামাজ পাঠকারী উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে আল্লাহ্‌ ! ছাইয়্যেদুল মোরছালীন (ছঃ)-এর তোফায়লে আমাকে উদ্ধার প্রাপ্ত মোছল্লীগণের অন্তর্ভুক্ত কর।

৩০৫ মকতুব

মীর মোহেব্বুল্লার নিকট নামাজের রহস্যের বিষয় লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহ হেররাহমানের রাহীম, "আল্হামদুলিল্লাহে ওয়াছালামুন আ'লা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা"। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, এ ফকীরের নিকট পূর্ণ নামাজ— ফেকাহের কেতাবসমূহে যেরূপ বর্ণিত আছে তদ্রূপ ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদি প্রতিপালন করাকেই বলা হইয়া থাকে। এই বিষয় চতুষ্টয় ব্যতীত অন্য কোন এরূপ বস্তু নাই যে, নামাজ পূর্ণ করার মধ্যে তাহাদের অধিকার আছে। বাহ্যিক নম্রতা এবং অন্তঃকরণের বিনতিও এই বিষয় চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে উক্ত বিষয়গুলির জ্ঞান লাভ করিয়াই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন ; অতএব তাহারা আমল করিতে অবহেলা করেন। সুতরাং তাহারা নামাজের পূর্ণতাসমূহ হইতে বঞ্চিত হয়। আবার অনেকে 'হুজুরীয়ে কল্‌ব' বা মনের চৈতন্য লাভের প্রতি মনোযোগী হন বলিয়া তাহারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের করণীয় মোস্তাহাব আমলসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেন না, শুধুমাত্র ফরজ, ছুন্নত পালন করিয়াই ক্ষান্ত হন। ইহারাও নামাজের হকীকত বা তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই এবং নামাজ ব্যতীত অন্য বস্তুর মধ্যে নামাজের পূর্ণতা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। যেহেতু তাহারা 'হুজুরীয়ে কল্‌ব'কে নামাজের হুকুমসমূহের মধ্যে পরিগণিত করেন না। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, 'হুজুরীয়ে কল্‌ব ব্যতীত নামাজ হয় না'। এই 'হুজুরী' বা 'চৈতন্য' হইতে উল্লিখিত নামাজের বিষয় চতুষ্টয়ের প্রতি চৈতন্যময় থাকাই উদ্দেশ্য ; যেন উহা প্রতিপালন করিতে কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মে। এইরূপ 'হুজুরী'— বা চৈতন্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের হুজুরী উপস্থিত আমার জ্ঞানে আসিতেছে না।

প্রশ্নঃ— যখন এই কার্য্য চতুষ্টয় পালন করাই পূর্ণ নামাজ, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু নাই, যাহা নামাজ পূর্ণ করার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ; তাহা হইলে শেষ মাকামে উপনীত ব্যক্তির নামাজের মধ্যে ও প্রারম্ভকারী— বরং সর্ব্বসাধারণ যাহারা উহা প্রতিপালন করে, তাহাদের নামাজের মধ্যে কি পার্থক্য ?

উত্তরঃ— আমল কারী হিসাবে পার্থক্য হয়, আমল হিসাবে নহে। একই আমলের ছওয়াব— বিভিন্ন, আমলকারী হিসাবে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার মকবুল ও প্রিয় তাহার আমলের ছওয়াব অন্য ব্যক্তির আমলের ছওয়াব হইতে বহুগুণ অধিক। যেহেতু আমলকারী সম্মানী হইলে তাহার আমলও তদ্রূপ মূল্যবান ও অধিক ছওয়াব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইহেতু কথিত আছে যে, "আরেফের লোক দেখান আমল মুরীদের খাঁটি আমল হইতে শ্রেষ্ঠ"। অতএব আরেফের খাঁটি আমলের যে কতদূর মূল্য হইবে— তাহা বুঝিয়া দেখা উচিৎ। এই জন্যই হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হজরত পয়গাম্বর (ছঃ)-এর প্রমাদকে স্বীয় সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলেন। যথা তিনি ফরমাইয়াছেন— "আফছোছ যদি আমি হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর 'ভ্রান্তিই' হইতাম"। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ— তাঁহার 'ভ্রম' হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজের যাবতীয় আমল ও অবস্থাকে তাঁহার ত্রুটিযুক্ত আমল হইতে নিম্নস্তর জানিয়া নিজের সমুদয় নেক আমল তাঁহার ভুল আমল তুল্য হইবার আগ্রহের সহিত কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুল আমল যথা— চার রাকাত ফরজ নামাজের মধ্যে ভুলে তিনি দুই রাকাতের পর ছালাম দিয়াছিলেন ; যেরূপে হাদীছে বর্ণিত আছে। সুতরাং মোন্তাহী বা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তির নামাজ[১] পার্থিব ফলপ্রসূ হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতে উহার প্রতি প্রচুর ছওয়াব বর্ত্তিবে, কিন্তু প্রারম্ভকারী ও সাধারণ ব্যক্তির নামাজ তদ্রূপ নহে। মৃত্তিকার সহিত পবিত্র জগতের কি আর তুলনা হইবে ! মোন্তাহীর নামাজের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছি, তথা হইতে তুলনা করিয়া দেখিবেন। কোন কোন সময় মোন্তাহী নামাজ পাঠ কালে যখন— কোরআন ও তছবীহ্ তকবীর ইত্যাদি পাঠ করে, তখন স্বীয় রসনাকে মুছা (আঃ) এর বৃক্ষটির মত প্রাপ্ত হয় ও স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে যন্ত্রতুল্য ও মধ্যস্থ ব্যতীত অন্য কিছু ধারণা করে না। আবার কখনও উপলব্ধি করে যে, নামাজ পাঠকালে তাহার অন্তর্জগত ও মূলতত্ত্ব পূর্ণরূপে বাহ্যিক আকৃতির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতঃ আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের সহিত সম্মিলিত হয় এবং অদৃশ্য জগতের সহিত প্রকারবিহীন সম্বন্ধের সৃষ্টি করে। যখন নামাজ হইতে অবসর হয়, তখন উহা যেন আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে।

অথবা প্রশ্নের উত্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ইছলামের স্তম্ভ চতুষ্টয় পূর্ণরূপে সাধিত ও প্রতিপালিত হওয়া শেষ দরজায় উপনীত ব্যক্তির ভাগ্যেই সংঘটিত হয় মাত্র ; প্রারম্ভকারী ও সাধারণ ব্যক্তিগণের জন্য উহা পূর্ণরূপে প্রতিপালনের সুযোগ সুবিধা লাভ করা সুদূর পরাহত। অবশ্য অসম্ভব নহে। "নিশ্চয় উহা (নামাজ) নিশ্চয় গুরু ; নম্রতাকারী গণের প্রতি— ব্যতীত" (কোরআন)। যে হেদায়েতের প্রতি চলে তাহার প্রতি ছালাম।

৩০৬ মকতুব

মওলানা ছালেহের নিকট তদীয় জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-এর প্রশংসার বিষয় লিখিতেছেন। ইহার পরিশেষে বেলায়েত পন্থীগণের ফানার বিষয় বর্ণনা হইবে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

ভ্রাতঃ ! মোল্লা ছালেহ্ ছেরহেন্দের ঘটনাদির বিষয় শুনিয়া থাকিবেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র (রাঃ) দুই কনিষ্ট ভ্রাতা মোহাম্মদ ফোররখ্ ও মোহাম্মদ ঈছাসহ আখেরাতের ছফর এখতিয়ার করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আল্লাহ্তায়ালার শোকর

টীকাঃ— ১। যথা— দেলের নূরপ্রদান এবং ঈমানের দৃঢ়তা সাধন ও আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মনোযোগ ইত্যাদি।

গোজারী যে, প্রথমতঃ যাহারা জীবিত আছেন, তাহারা ধৈর্যধারণ করার শক্তি প্রদত্ত হইয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ বালা মছিবত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অশেষ যাতনা যদি দাও প্রভু মোরে,
তথাপি নিক্ষিপ্ত র'ব— তোমারই দ্বারে।
অতীব সুমিষ্ট প্রভু— যাতনা তোমার,
ফিরাব না কভু তা'তে বদন আমার।

বৎস মরহুম, আল্লাহ্পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্য হইতে একটি নিদর্শন ছিল ; এবং এই চর্তুদশ বৎসর বয়সে যাহা লাভ করিয়াছিল, অতি অল্প ব্যক্তিই তাহা লাভ করিয়া থাকে। মৌলভীত্ব পদ ও শিক্ষা প্রদান এবং আক্লী, নক্লী দলীল সমূহ পূর্ণ করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত যে, তাঁহার ছাত্র বৃন্দ তফছীরে বায়জাবী, শরহে মওয়াকেফ্ ইত্যাদি প্রকারের কেতাব অনায়াসে পাঠ করিতে সক্ষম হয়। তাঁহার মারেফত ইত্যাদির বর্ণনা এবং তাঁহার কাশ্ফ-শুহুদ— আত্মীক দর্শন ও বিকাশাদির আলোচনা করার কোনই আবশ্যক করে না। আপনি অবগত আছেন যে, তিনি অষ্টম বৎসর বয়সে স্বীয় আত্মীক অবস্থার চাপে এত পরাজিত ছিলেন যে, আমাদের পীর কেব্লা কোদ্দেছা ছেররুহু তাঁহার এই অবস্থার সমতার জন্য সন্দেহ যুক্ত বাজারী খাদ্য তাঁহার জন্য ব্যবস্থা করিতেন এবং বলিতেন "মোহাম্মদ ছাদেকের সহিত আমার যেরূপ মহব্বত আছে, অন্য কাহারও সহিত তাহা নাই ; এবং তিনিও আমাকে যেরূপ মহব্বত করেন অন্য কাহাকেও তদ্রূপ করেন না"। এই বাক্য দ্বারা তাঁহার বোজর্গী অনুমান করা উচিৎ। তিনি বেলায়েতে মুছাবীর— হজরত মুছা (আঃ)-এর নৈকট্যের (বৃত্তের) শেষ বিন্দুতে উপনীত হইয়াছিলেন এবং উক্ত বেলায়েতের আশ্চর্য্য প্রকারের অবস্থা বর্ণনা করিতেন ; তিনি সদা-সর্ব্বদা নম্র ও অবনত থাকিতেন এবং আল্লাহ্তায়ালার দরবারে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় কাঁদাকাটি করিতেন। তিনি বলিতেন যে, প্রত্যেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে এক একটি বস্তু চাহিয়া লইয়াছিল এবং আমি কাঁদাকাটি চাহিয়া লইয়াছি ; মোহাম্মদ ফোররখের বিষয় আর কি লিখিব ! একাদশ বৎসর বয়স হইতে তিনি এল্ম শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি কাফিয়া নামক কেতাব অধ্যয়ন করিতেন এবং যাহা পাঠ করিতেন তাহা বুঝিয়া পাঠ করিতেন। আখেরাতের আজাবের জন্য সদা-সর্ব্বদা ভীত ও কম্পিত থাকিতেন এবং তিনি দোওয়া করিতেন— শৈশবেই যেন এ নিকৃষ্ট পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করি। যাহাতে আখেরাতের আজাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। মৃত্যুর সময় যাহারা তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, তাহারা বহু আশ্চর্য্য প্রকারের ঘটনা অবলোকন করিয়াছিলেন। অষ্ট বৎসর বয়সে মোহাম্মদ ঈছার যেরূপ অলৌকিক ঘটনা অনেকে দেখিয়াছে, তাহা আর কি লিখিব ! ফলকথা, ইহারা অতি মূল্যবান রত্নতুল্য ; আল্লাহ্পাক ইহাদিগকে আমার নিকট আমানত (গচ্ছিত) রাখিয়াছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী যে বিনাকষ্টে ও বিনা দ্বন্দ্বে আল্লাহ্তায়ালার আমানত

আল্লাহ্র হাওয়ালা (সমর্পণ) করিলাম। ইয়া আল্লাহ্ ! হজরত ছাইয়েদুল মোরছালীন (ছঃ)-এর তোফায়লে তাঁহাদের ছওয়াব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না এবং তাঁহাদের তিরোধানের পর আমাদিগকে ফেৎনায় ও পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিও না।

দোস্তের বিষয় যাহা আলোচিত হয়,
অতীব সুন্দর তাহা সুখের বিষয়।

জানিবেন যে, 'ফানা' বা লয় প্রাপ্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুর বিস্মৃতিকে বলা হয়। তাহার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভালবাসা অপসারিত হওয়া। কারণ যখন বস্তু সমূহের গুণ ও কার্য্যাবলী সাধকের দৃষ্টি ও জ্ঞান হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন অবশ্যই উহাদের ভালবাসাও তিরোহিত হয়। বেলায়েতের পথে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ অন্তর্হিত হওয়ার জন্য উহাদের বিস্মৃতি ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু নবুয়তের মর্ত্তবা সমূহের নৈকট্যে উহাদের আকর্ষণ অন্তর্হিত হওয়ার জন্য বস্তু সমূহের বিস্মৃতির কোনই আবশ্যক করে না। কারণ নবুয়তের নৈকট্যে মূল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ লাভ হয়, যাহা স্বয়ং অতীব সুন্দর ও উৎকৃষ্ট। অতএব উহা (উক্ত আকর্ষণ) স্বয়ং কুৎসিত ও নিকৃষ্ট বস্তু সমূহের আকর্ষণ বা তাহার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিতে দেয় না। বস্তু সমূহকে বিস্মৃত হউক কি-না। কেননা আল্লাহ্তায়ালার দিক হইতে বিমুখ হইয়া বস্তু সমূহের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণেই বস্তু সমূহের এল্ম বা জ্ঞান দোষনীয় ছিল। অতএব যখন উক্ত আকর্ষণ তিরোহিত হয়, তখন উহাদের অবগতি কোনরূপ দোষনীয় হয় না। যখন যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতে বর্ত্তমান আছে এবং উহাদিগকে অবগত হওয়া একটি পূর্ণতা গুণ, তখন বস্তু সমূহের জ্ঞান কিভাবে দোষনীয় হইতে পারে ! যদি কেহ বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জ্ঞান (লক্ষ্য) যদি অন্তর্হিত না হয়, তবে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও অন্য সকল বস্তুর জ্ঞান একই সময় কিভাবে একত্রিত হইতে পারে ? অতএব অন্য বস্তু সমূহ ভুলিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায় নাই। তদুত্তরে বলিব যে, যে-এল্ম বা জ্ঞান বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধিত বা জড়িত তাহা এল্মে 'হুছুলী' বা অর্জ্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং যে এল্ম আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্বন্ধ রাখে বা সংশ্লিষ্ট, তাহা এল্মে 'হুজুরী' বা স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞান ; অতএব উভয় একই সময় একত্রিত হওয়াতে কোনরূপ বিঘ্ন নাই। যদি উভয় এল্মে হুছুলীর অন্তর্ভুক্ত হইত, তবে উহা অসম্ভব হইত। আমি যাহা বলিয়াছি— এল্মে হুছুলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এল্মে হুজুরীর অনুরূপ। কেননা তথায় (আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে) কোন বস্তু প্রকৃতভাবে অর্জ্জিত হওয়া অথবা বস্তুর আবির্ভাব হওয়ার অবকাশ নাই। আল্লাহ্তায়ালা বস্তু সমূহের যে এল্ম রাখেন, তাহা অর্জ্জিত এল্ম নহে। যেহেতু নূতন বা সৃষ্ট বস্তু সমূহ তাঁহার পবিত্র জাতে প্রবিষ্ট বা লাভ হইতে পারে না এবং আরেফ বা সাধকের এল্ম আল্লাহ্তায়ালার উক্ত জ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। পক্ষান্তরে যে-এল্ম আল্লাহ্তায়ালার জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাকে এল্মে 'হুজুরী' বলা যাইতে

পারে না ; কেননা আল্লাহ্তায়ালা অনুভবকারীর নিজ হইতেও তাহার অধিক নিকটবর্ত্তী। আল্লাহ্তায়ালার উক্ত এল্মের তুলনায় 'এল্মে হুজুরী' ঐরূপ এল্মে হুজুরীর তুলনায় এল্মে হুছুলী যেরূপ। এই মারেফত বা আত্মীক পরিচয় চিন্তা ও জ্ঞানের বহির্ভূত। যে আস্বাদ গ্রহণ করে নাই, সে বুঝিবে না। এখন প্রমাণিত হইল যে, বস্তু সমূহকে জানা আল্লাহ্তায়ালাকে জানার প্রতিবন্ধক নহে। অতএব বস্তু সমূহের বিস্মৃতি কোনই আবশ্যক করে না। অবশ্য বেলায়েতের পথ ইহার বিপরীত। তথায় বস্তু সমূহের বিস্মৃতি ব্যতীত উহাদের আকর্ষণ অন্তর্হিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ বেলায়েতের মধ্যে প্রতিবিম্বের সহিত আকর্ষণ লাভ হয় এবং প্রতিবিম্বের আকর্ষণের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, বস্তু সমূহকে জানা সত্ত্বেও উহাদের আকর্ষণ অন্তর্হিত করিয়া দেয়। সুতরাং উহার প্রথমেই বস্তু সমূহকে ভুলিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না, তবেই উহাদের আকর্ষণ তিরোহিত হয়। ইহা একটি বিশিষ্ট জ্ঞান, যাহা এই দরবেশ ব্যতীত অন্য কেহ এ বিষয় আলোচনা করে নাই। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা যে, তিনি আমাদিগকে সরল-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন।

৩০৭ মকতুব

মওলানা আবদুল ওয়াহেদ লাহুরীর নিকট, পবিত্র কলেমা ছোব্হানাল্লাহে ওয়াবেহাম্দিহীর— অর্থের বিষয় লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহের্ রাহমানের্ রাহীম। হামদ-ছালাতের পর, জানা আবশ্যক যে, আবেদ বা উপাসনাকারী এবাদতের সময় উহার (এবাদতের) মধ্যে যে সকল পূর্ণতা, সৌন্দর্য্যাদি প্রাপ্ত হয়, তাহা সবই আল্লাহ্তায়ালার তৌফিক প্রদান, এবং এহ্ছান (উপকার) বটে। পক্ষান্তরে যে সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা দৃষ্ট হয়, তাহা সবই এবাদতকারীর প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করে ; ও তাহার জন্মগত অপকর্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি এই ত্রুটি সমূহের কিছুই প্রবর্ত্তিত হয় না ; তথায় সবই উৎকর্ষ ও পূর্ণতা মাত্র। এইরূপ নিখিল বিশ্বের মধ্যে যে সকল সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা সংঘটিত হয়, উহা সবই আল্লাহ্তায়ালার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং যে সকল ক্ষয় ক্ষতি সংঘটিত হয়, তাহা সৃষ্ট বস্তু সমূহের প্রতি পরিচালিত হয় ; যেহেতু উহা (সৃষ্ট বস্তু) নাস্তির প্রতিই সুদৃঢ় আছে এবং নাস্তি হইতে যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পবিত্র কালেমা— 'ছোব্হানাল্লাহে ওয়াবেহাম্দিহী' বিশদরূপে উক্ত বিষয় দুইটির বর্ণনা করিতেছে যে,— উল্লিখিত অপকর্ষ, ত্রুটি ইত্যাদি আল্লাহ্পাকের দরবারের উপযোগী নহে ; এবং উহা হইতে আল্লাহ্তায়ালা সম্পূর্ণ পবিত্র। হাম্দ বা প্রশংসা যাহা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাক্য, তদ্দারা আল্লাহ্পাকের

সৌন্দর্য্যময় গুণ ও কার্য্য সমূহের নেয়মত ও উপকার সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রতিপালন করিতেছে। এইহেতু হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি দিবসে অথবা রাত্রে যদি এই কলেমা একশত বার পাঠ করে, তবে উক্ত কলেমা পাঠ ব্যতীত তাহার অন্য কোন আমল নাই যে, উহার সমকক্ষতা করে। সমকক্ষ হইবে কিভাবে ? প্রত্যেক আমল এবং এবাদতের দ্বারা যে— শোকর গোজারী প্রতিপালিত হয়, তাহা উল্লিখিত বাক্যের প্রথম অংশের দ্বারাই হইয়া যায়, এবং দ্বিতীয় অংশ যাহা আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, তাহা উহা হইতে পৃথক ও অতিরিক্ত (আমল) থাকে। অতএব প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্য যে, প্রত্যহ দিবসে অথবা রাত্রিতে একশত বার করিয়া উহা পাঠ করে। আল্লাহ্পাক তৌফিক বা সুযোগ প্রদান করুন।

প্রশ্নঃ— হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "ছোবহানাল্লাহে ওয়াবেহাম্দিহী, আদাদা খাল্কেহী ওয়ারেজা নাফ্ছিহী ওয়া জেনাতা আর্শেহী ওয়া মেদাদা কালেমাতিহী"। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তাঁহার প্রশংসার সহিত সৃষ্ট পদার্থের গণনা তুল্য ও তাঁহার সন্তুষ্টিতুল্য, ও আরশের পরিমাপ তুল্য, ও আল্লাহ্তায়ালার বাক্য সমূহের মসিতুল্য। আরোও বর্ণিত আছে, 'ছোব্হানাল্লাহে মেল্আল্মিজান' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ; এরূপ পবিত্রতা যদ্দারা মিজান বা পরকালের পরিমাপের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়। আরোও আসিয়াছে— "আলহামদু লিল্লাহে আজ্আফামা হামেদাহু জামিয়ো খাল্কেহী" অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার যেরূপ প্রশংসা সমুদয় সৃষ্টজীব করিয়াছে, তাহা হইতে বহুগুণ অধিক প্রশংসা করিতেছি। উল্লিখিত বাক্যগুলি একাধিকবার কেহ বলে নাই এবং এক সংখ্যা ব্যতীত বক্তার দ্বারা অধিক সংখ্যা সংঘটিত হয় নাই, তাহাতে উহাকে সমুদয় সৃষ্টির সংখ্যা তুল্য কিভাবে বলা যায় এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির তুল্যই বা কিভাবে বলা যায় ও আর্শের গুরুত্ব পরিমাণ কিরূপে হয় ও তাঁহার বাক্য সমূহের মসিতুল্য কিভাবে সত্য হয়, ও মিজান বা পাল্লাকে কিভাবে পূর্ণ করিতে পারে ? ও সমগ্র সৃষ্টি প্রশংসার বহুগুণ অধিক— কি প্রকারে হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিব যে, মানুষ আলমে খাল্ক ও আলমে আমর বা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ উভয়ের সমষ্টি। এই উভয় জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহা সবই মানুষের মধ্যে আছে ; বরং আরও অতিরিক্ত বস্তু আছে। উক্ত অতিরিক্ত বস্তু তাহার 'হায়আতে ওয়াহ্দানী' বা একক সমষ্টিভূত আকৃতি— যাহা আলমে খাল্ক ও আমরের সংমিশ্রণ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'হায়আতে ওয়াহ্দানী'— মানবজাতি ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে নাই। ইহা একটি অতি আশ্চর্য্য প্রকারের— কচিৎ-লভ্য বস্তু ও বিস্ময়কর নিদর্শন। অতএব যে প্রশংসা মানব কর্ত্তৃক সংঘটিত হইবে, তাহা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর বহুগুণ অধিক হইবে। এই ভাবে অন্য প্রশ্ন সমূহের সমাধানও জানিতে হইবে। অবশ্য যাবতীয় সৃষ্টির অর্থ মানবজাতি ব্যতীত অন্য সমস্ত সৃষ্টি। যদি মানবজাতিকেও উহার সহিত শামিল করা যায়, তবে বলিব যে, 'পূর্ণ' মানব যেরূপ সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে নিজের অংশ

তুল্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সকল মানবকে নিজের অংশতুল্য মনে করে ও নিজেকে উহাদের সমষ্টি স্বরূপ বলিয়া জানে। এইভাবে তাহার নিজের প্রশংসা করাকে বহুগুণ অধিক প্রশংসা হিসাবে প্রাপ্ত হয় ও সকল মানবের প্রশংসা বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে ও হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর দৃঢ় অনুগামী তাঁহার প্রতি ছালাম। হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ও তাঁহার বংশধর গণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও সম্মান বর্ষিত হউক।

৩০৮ মকতুব

মওলানা ফয়েজুল্লাহ্ পানিপত্তীর নিকট 'ছোব্হানাল্লাহে ওয়াবেহাম্দিহী'র ফজীলতের বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে, রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "দুইটি বাক্য রসনার প্রতি অতি লঘু, মিজান বা পাল্লায় অতি গুরু, রহমানের নিকট অতি প্রিয়। উহা ছোব্হানাল্লাহে ওয়াবেহাম্দিহী, ছোবহানাল্লাহেল্ আজীমে, (আমি আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, তাঁহার প্রশংসার সহিত আরও আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি অতীব মহান), রসনার প্রতি—ইহার লঘুত্ব ; যেহেতু ইহাতে সামান্য কয়েকটি অক্ষর আছে। পরকালের পাল্লায় অতি গুরু এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট অতি প্রিয়, তাহার কারণ এই যে, এই বাক্যের প্রথম অংশটি আল্লাহ্তায়ালার দরবারের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা বর্ণনা করিতেছে এবং প্রমাণ করিতেছে যে, তাঁহার উচ্চ দরবারপাক ক্ষয়-ক্ষতি ও নূতনত্বের অসৎ গুণসমূহ হইতে বহু উচ্চ। দ্বিতীয় অংশটি আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতা গুণ ও সৌন্দর্য্যময়—'শান' বা অবস্থা সমূহের অবস্থিতি প্রমাণ করিতেছে। উহারা উৎকর্ষ হইতেই হউক কিংবা অতিরিক্ত বস্তু হইতেই হউক। উক্ত বাক্যটির উভয় অংশ ব্যাপ্ত-সম্বন্ধ থাকা হেতু আল্লাহ্পাকের জন্য সমূহ পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা এবং সমুদয় সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা গুণ প্রমাণ করিতেছে। অতএব প্রথম অংশটির মর্ম্ম এই যে, সমস্ত পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত, এবং যাবতীয় পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্যগুণ তাঁহারই জন্য অবস্থিত। দ্বিতীয় অংশের মধ্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমূহ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা তাঁহার জন্য। উপরন্তু মহত্ত্ব ও উচ্চতা তাঁহারই জন্য বিশিষ্ট। উক্ত বাক্যের মধ্যে ইহাও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা ও উচ্চতার কারণেই সমুদয় ক্ষয়-ক্ষতি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং উক্ত বাক্যদ্বয় মিজানের (পাল্লার মধ্যে) অতীব গুরু, এবং আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয়। আরও বলা যায় যে, 'তছ্বীহ্' পাঠ—তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার কুঞ্জিকা স্বরূপ ; বরং উহার সারাংশ তুল্য ; ইহা কতিপয় মকতুবে আমি প্রমাণ করিয়াছি। অতএব 'তছ্বীহ্' পাঠ পাপ বিমোচন ও ক্ষমাপ্রাপ্তির অবলম্বন। কাজেই উক্ত কলেমা মিজানে গুরু হইবে এবং নেকীর পাল্লার গুরুত্ব

বর্দ্ধন করিবে ও রহমানের নিকট প্রিয়তর হইবে ; যেহেতু আল্লাহ্পাক ক্ষমাগুণ ভালবাসেন। আরও বলা যাইতে পারে যে, "উপকারের পরিবর্ত্তে কি উপকার নহে" ? (কোরআন)। এই আয়াতানুযায়ী—যখন তছ্বীহ্ পাঠকারী আল্লাহ্তায়ালাকে যাবতীয় অনুপযুক্ত বস্তু হইতে পবিত্র বলিয়া প্রমাণ করে এবং পূর্ণতা সৌন্দর্য্যগুণসমূহ তাঁহারই প্রতি প্রবর্ত্তিত করে, তখন দাতা দয়ালু আল্লাহ্পাকের দরবার হইতে ইহা আশা করা যায় যে, তিনিও উক্ত তছ্বীহ্ পাঠকারীকে তাহার জন্য যাহা অনুপযুক্ত ও নিন্দনীয় তাহা হইতে পবিত্র করেন, এবং প্রশংসনীয় পূর্ণতা গুণসমূহ তাহার মধ্যে প্রদান করেন। সুতরাং উক্ত বাক্য পাপ বিমোচনকারী হিসাবে মিজানের মধ্যে গুরুতর হইবে এবং প্রশংসনীয় গুণ আনয়নকারী হিসাবে রহমানের নিকট প্রিয়তর।

৩০৯ মকতুব

মওলানা হাজী মোহাম্মদ ফরকতীর নিকট দৈনন্দিন হিসাবের বিষয় লিখিতেছেন।

হাম্দ, ছালাত ও দোওয়ার পর, জানিবেন যে, মাশায়েখে কেরামের মধ্যে একদল মাশায়েখ হিসাব রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যহ রাত্রে নিদ্রার পূর্বে তাঁহারা স্বীয় কথা, বার্ত্তা, কার্য্যকলাপ, গতিবিধির গবেষণা করিয়া থাকেন এবং বিস্তৃতির সহিত প্রত্যেকটির তত্ত্বে উপনীত হন ও তওবা ও এছতেগ্ফার, কাঁদা-কাটি, অনুনয়-বিনয় দ্বারা পাপ-ত্রুটি সমূহের ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকেন। সৎকার্য্য সমূহ আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছে—বলিয়া তাঁহারা তাহার শোকর গোজারী ও কৃতজ্ঞতা পালন করেন। 'ফুতুহাতে মক্কীয়া' নামক পুস্তকের প্রণেতা—উক্ত হিসাব পালনকারীগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, "আমি স্বীয় হিসাবের সময় অন্যান্য মাশায়েখ হইতে অধিকতর হইতাম, আমি স্বীয় দুশ্চিন্তা ও নিয়াত বা উদ্দেশ্য সমূহকেও গণনা করিতাম"। এ ফকীরের নিকট দৈনিক নিদ্রার পূর্ব্বে ছোব্হানাল্লাহ্, আলহাম্দুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর শতবার করিয়া পাঠ করা যেরূপ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাহা উল্লিখিত হিসাব পালনতুল্য হয়। তছ্বীহ্ পাঠ যাহা তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার কুঞ্জিকাস্বরূপ তদ্দারা স্বীয় দোষ-ত্রুটিসমূহের ক্ষমা হইয়া থাকে এবং উক্ত দোষ-ত্রুটির কারণে আল্লাহ্তায়ালার দরবার পাকে যাহা কিছু বর্ত্তিয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহাকে বিশুদ্ধ করে। কেননা পাপকারী যদি আল্লাহ্তায়ালার উচ্চতা ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিত, তবে নিশ্চয় তাঁহার আদেশ নিষেধ অমান্য করার প্রতি ধাবিত হইত না। যখন অমান্য করিল, তখন বুঝা গেল যে, তাহার নিকট আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধের কোনই মূল্য নাই। এরূপ বিশ্বাস হইতে আল্লাহ্পাক আমাদিগকে রক্ষা করুন। অতএব উক্ত কলেমার পুনরাবৃত্তি—উল্লিখিত পাপ-ত্রুটিসমূহের ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

জানা আবশ্যক যে, এস্তেগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা পাপরাশি গুপ্ত করিয়া রাখার প্রার্থনা করা হয় এবং এই পবিত্র কলেমা দ্বারা পাপরাশি সমূলে উৎপাটিত করার প্রার্থনা করা হয় ; অতএব উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়া দেখা উচিৎ। 'ছোব্‌হানাল্লাহ্‌' ইহা একটি আশ্চর্য্য বাক্য। ইহার শব্দ সমূহ অতি অল্প এবং গুণ ও উপকারীতা অত্যধিক।

প্রশংসার বাক্য অর্থাৎ 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌'-এর পুনরাবৃত্তি করা আল্লাহ্‌তায়ালার সুযোগ ও শক্তি প্রদানের শোকর গোজারী প্রকাশ ও প্রতিপালন করে। 'কলেমায়ে তক্‌বীর' (আল্লাহু আকবর) ইঙ্গিত করিতেছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দরবার পাক অতি উচ্চ। উক্তরূপ ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা পালন তাঁহার দরবারের উপযোগী নহে ; যেহেতু তাহার (বান্দার) ক্ষমা প্রার্থনাও বহু ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী, এবং তাহার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। "আপনার প্রভু যিনি ইজ্জত-সম্মানের প্রভু, কাফেরগণ যাহা বলিতেছে, তাহা হইতে তিনি অতি পবিত্র"। "সমগ্র রছুলগণের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক"। "এবং নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের জন্য যাবতীয় প্রশংসা" (কোরআন)। দৈনিক হিসাব রক্ষাকারীগণ এস্তেগ্‌ফার এবং শোকর গোজারী করিয়াই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু উল্লিখিত পবিত্র কলেমাগুলি দ্বারা এস্তেগ্‌ফারের কার্য্যও হয় এবং কৃতজ্ঞতা পালনও হয় এবং উক্ত এস্তেগ্‌ফার ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে যে সকল ত্রুটি আছে, তাহার স্বীকৃতিও লাভ হয়। হে আল্লাহ্‌, আমাদের আমল সমূহ কবুল (গ্রহণ) কর। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও জ্ঞানময়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের ছরদার হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত করুন। (আমীন) ॥

৩১০ মকতুব

মওলানা মোহাম্মাদ হাশেমের নিকট মানবের সমষ্টিভূতির বিষয় লিখিতেছেন।

হাম্‌দ ও ছালাতের পর সমাচার এই যে, মানবের মধ্যে যে—সকল পূর্ণতা গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবা বা স্তর হইতে গৃহীত ; যদি উহা এল্‌ম বা জ্ঞান হয়, তবে তাহা উক্ত মর্ত্তবারই এল্‌ম হইতে লব্ধ এবং যদি কুদ্‌রত বা ক্ষমতা গুণ হয়, তবে তাহাও তথা হইতে প্রাপ্ত। এইরূপ অন্য সকল গুণ সমূহকেও জানিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক মর্ত্তবার পূর্ণতা উক্ত মর্ত্তবার ক্রমানুযায়ী হইয়া থাকে। মানবের এল্‌ম অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্‌মের তুলনায় ঐরূপ, চিরস্থায়ী জীবনধারী বস্তুর তুলনায় মৃত ও অস্তিত্ব বিহীন বস্তু যেরূপ। এইভাবে মানবের 'কুদ্‌রত' বা ক্ষমতা আল্লাহ্‌ পাকের অবশ্যম্ভাবী জাতপাকের ক্ষমতার তুলনায় ঐরূপ, মাকড়সা যে শুধু স্বীয় গৃহ বুনিতে পরে মাত্র, তাহার ক্ষমতার তুলনায় ঐ ব্যক্তি—যাহার এক ফুৎকারে সপ্ত আকাশ, জমীন, পর্ব্বত, সমুদ্র ইত্যাদি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া তৃণবৎ উড়িয়া যাইবে, তাহার ক্ষমতা

যেরূপ। অবশিষ্ট পূর্ণতা সমূহকেও এইরূপ তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। ভাষার সংকীর্ণতাহেতু এইভাবে বর্ণিত হইল, নতুবা পবিত্র জগতের সহিত মৃত্তিকার কি আর তুলনা হইবে ! মানবের পূর্ণতা সমূহ অবশ্যম্ভাবী জাতের পূর্ণতা সমূহের আকৃতি তুল্য ; অতএব এই পূর্ণতা সমূহ তথাকার পূর্ণতা সমূহের সহিত নামতঃ সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কিছু লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। এইহেতু বলা হয়, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা আদমকে তাঁহার আকৃতির উপর সৃষ্টি করিয়াছে"। এবং "যে স্বীয় পরিচয় প্রাপ্ত হইল , সে তদীয় প্রভুরও পরিচয় লাভ করিল"—বাক্যটির অর্থ এই বর্ণনা কর্ত্তৃক প্রকট হইয়া গেল। কেননা মানবের 'নফ্‌ছ'-এর মধ্যে যাহা আছে, তাহা যদিও আকৃতি, কিন্তু উহারই প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌ তায়ালার অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবায় বর্ত্তমান আছে। খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের রহস্যও এই স্থানে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেহেতু প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি তাহার প্রতিনিধি তুল্য। বিধর্ম্মীগণ এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে যাহারা শরীরী বলে—তাহারা এই স্থানেই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মানবের আকৃতিধারী বলিয়া ধারণা করে এবং অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণ করে ; তাহারা নিজেও ভ্রষ্ট ও অন্যকেও পথ ভ্রষ্ট করিয়া থাকে ; তাহারা ইহা অবগত নহে যে, তথায় 'আকৃতি' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা উদাহরণ ও অনুরূপ— বাক্য প্রয়োগ তুল্য ; প্রকৃত ও বাস্তব হিসাবে নহে। অন্যথায় উক্ত আকৃতির তত্ত্ব সংযোজন এবং খণ্ড ও অংশ হওয়া কামনা করে। যাহা অবশ্যম্ভাবিত্ব ও অনাদিত্বের প্রতিবন্ধক। কোরআন শরীফের 'মোতাশাবেহ্‌'[১] আয়াতসমূহের অর্থ বাহ্যিক হিসাবে নহে। তাবিল বা ভাবার্থ হিসাবে হইবে। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, উক্ত মোতাশাবেহ্‌ আয়াতসমূহের ভাবার্থ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহই অবগত নহে ; অতএব জানা গেল যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটেও মোতাশাবেহ্‌ আয়াতসমূহের অর্থ বাহ্যিক হিসাবে নহে ; বরং ভাবার্থ হিসাবে। ওলামায়ে রাছেখীন বা সুদক্ষ আলেমবৃন্দ উক্ত তাবিল ভাবার্থের অংশ লাভ করিয়া থাকেন। যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বিশিষ্ট বস্তু—এল্‌মে গায়েব ; বিশিষ্ট রছুল (আঃ)-গণকে উহার অবগতি প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত ভাবার্থকে এরূপ ধারণা করা উচিৎ নহে ; যেরূপ হস্ত অর্থাৎ শক্তি ; 'বদন' অর্থৎ স্বয়ং তিনি। এরূপ অর্থ কখনই হইতে পারে না। উল্লিখিত তাবীল বা ভাবার্থ সমূহ রহস্যপূর্ণ অর্থ ; বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহার জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন মাত্র। জানা আবশ্যক যে, 'ফতুহাতে মক্কিয়ার' প্রণেতা ও তাঁহার অনুগামীগণ বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণাবলী যেরূপ, অবিকল তাঁহার 'জাত' তদ্রূপ ; উক্ত গুণাবলীসমূহও প্রত্যেকটি পরস্পর অবিকল এক বস্তু। যেরূপ এল্‌ম গুণ যেন অবিকল আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত এবং অবিকল তাঁহার ক্ষমতাগুণ ; আবার অবিকল তাঁহার 'ইচ্ছা শক্তি', 'শ্রবণ শক্তি' ও 'দর্শন শক্তি'।

টীকা :— ১। মোতাশাবেহ ঐ আয়াত সমূহকে বলা হয়, যাহার বাহ্যিক অর্থ গৃহীত নহে। উহাদের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ পাকই অবগত। যথা— 'আলিফ-লাম-মিম', 'তোয়া', হা, ইত্যাদি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার হস্ত, বদন, ইত্যাদি যাহা কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে, তাহাও উক্ত আয়াতসমূহের অন্তর্গত।

এইভাবে অবশিষ্ট গুণ সমূহকেও জানিতে হইবে। এ ফকীরের নিকট এরূপ বাক্য 'সত্য' হইতে দূরবর্ত্তী। কেননা এ কথার দ্বারা ছেফাতসমূহ যে, আল্লাহ্তায়ালার জাত হইতে অতিরিক্ত তাহা অস্বীকার করা হয়। ইহা ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মতের প্রতিকূল। তাঁহাদের মতে আল্লাহ্তায়ালার অষ্ট অথবা সপ্ত ছেফাত বা গুণ 'খারেজ' বা ধারণার বাহিরে—প্রকৃত স্থানে বিদ্যমান আছে। বোধহয় আল্লাহ্তায়ালার জাত এবং গুণাবলী অবিকল এক-বস্তু ধারণা করার উৎপত্তির কারণ, তাহাদের ঐস্থানের (আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকের) পার্থক্য, এই স্থানের (সৃষ্ট পদার্থের) পার্থক্যের অনুরূপ অনুমান করা। যখন তাঁহারা আমাদের জাত এবং গুণাবলীর পার্থক্যের অনুরূপ তথাকার পার্থক্য প্রাপ্ত হন নাই এবং এই স্থানের পার্থক্যের অনুরূপ পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, তখন উহাদের পার্থক্য অস্বীকার করতঃ উভয় অবিকল একবস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা অবগত নহেন যে, তথাকার পার্থক্য আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের ন্যায় রকম-প্রকারবিহীন, এবং এই স্থানের পার্থক্যের সহিত উহার নামতঃ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। অতএব তথায় পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহার অনুভূতি আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। ইহা নহে যে, আমরা যাহা অনুভব করিতে অক্ষম, তাহা অস্বীকার করতঃ সত্যবাদী আলেমগণের বিরুদ্ধাচারণ করি। আল্লাহ্তায়ালা সত্যের প্রতি অবগতি প্রদানকারী।

৩১১ মকতুব

মখদুম জাদা মাজ্হারে ফয়েজ এলাহী ওয়া আছরারে লা মোতানাহি—হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাঈদ—(রাঃ)-এর নিকট কোরআন শরীফের 'হরফে মোকাত্তায়াত' যথা—আলিফ-লাম-মিম ইত্যাদির বর্ণনায় লিখিতেছেন। এই রহস্যসমূহ কোরআন শরীফের হরফে মোকাত্তায়াত (ছুরার প্রথমের অক্ষর সমূহ) যাহা 'মোতাশাবেহাত' বা সংশয়াবিষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখে। ওলামায়ে রাছেখীন (সুদক্ষ আলেমবৃন্দ) উক্ত হরফ সমূহের ভাবার্থের অবগতি প্রদত্ত হইয়া থাকেন। আল্লাহোম্মা (ইয়া আল্লাহ্),

দুই চক্ষু বিশিষ্ট[১] 'হে' মুরব্বী আমার,
আলিফ মুরব্বী যথাঃ—হাবীবে খোদার (ছঃ)।
লাম অক্ষর খলিলের (আঃ) মুরব্বী যথা,
মীম অক্ষর বলিতেছে কলিমের (আঃ) কথা।

'আলিফ' অক্ষরের হকীকত বা তত্ত্ব হজরত মুছা (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থল। এ নগণ্যের হকীকতও উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত আলিফের হকীকত। কিন্তু হজরত মুছা (আঃ)-এর

টীকাঃ— ১। আরবীতে 'হে' অক্ষর (ھ)এইরূপ। ইহাকে দোচশামি হে বলা হয়।

প্রত্যাবর্ত্তন 'মীম' অক্ষরের হকীকতে এবং এ নগণ্যের প্রত্যাবর্ত্তন দুই চক্ষুধারী 'হে'-এর হকীকতে। এখন পর্য্যন্তও উক্ত 'হে'-এর হকীকতই আমার আশ্রয়। এই হকীকতকে 'হোবীয়াতে গায়েব' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্যজাত বলা হয়, এবং ইহাই রহমত বা অনুকম্পার ভাণ্ডার। তিনি রহমতের এক শতাংশ পৃথিবীতে বিস্তার করিয়াছেন এবং নব নবতি অংশ রহমত পরবর্ত্তীকালের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছেন ; উক্ত হকীকতই উহার গচ্ছিত রাখার স্থান। যেন উহার একচক্ষু ইহজগতের রহমতের ভাণ্ডার (পার্থিব অনুকম্পার ভাণ্ডার) এবং অপর চক্ষু পরকালের কৃপা-ভাণ্ডার, উক্ত হকীকত হইতেই আরহামুর্ রাহেমীন—গুণের উৎপত্তি। তথায় (বেহেশ্তে) নিছক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মাত্র। তথায় কঠোরতার কোনই অবকাশ নাই। ইহজগতে আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বন্ধুগণকে কষ্ট পরিশ্রম দ্বারা যাহা দান করেন, তাহাও তাঁহার অনুগ্রহ, যাহা কষ্টের আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এবং শত্রুদিগকে যে সকল নেয়মত ও প্রফুল্লতা প্রদান করেন, তাহা তাঁহার জালাল বা ক্রোধ—যাহা অনুগ্রহরূপে প্রকাশিত। ইহা আল্লাহ্তায়ালার 'মকর' বা কৌশল। ইহার দ্বারা অনেকে পথভ্রষ্ট হয়, আবার অনেকেই পথ প্রাপ্ত হয়।

শেষ নবী (ছঃ)-এর উৎপত্তিস্থান ঐ হকীকত, যাহা আলিফের হকীকতের উর্দ্ধে। হজরত খলীল (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থানও উক্ত উর্দ্ধ হকীকত। ফলকথা, উক্ত হকীকতের সার সংক্ষিপ্ত, শেষ রছুল (ছঃ)-এর হকীকত বা তত্ত্ব এবং খলীল (আঃ)-এর উৎপত্তিস্থান উহার বিস্তৃতি। কিন্তু শেষ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর প্রত্যাবর্ত্তন স্থান, আলিফ অক্ষরের হকীকত এবং খলীল (আঃ)-এর প্রত্যাবর্ত্তন স্থান, 'লাম' অক্ষরের হকীকত। হাঁ, একক বস্তুর সহিত সংক্ষিপ্ত বস্তুর সম্বন্ধ অধিক হয়, সুতরাং 'আলিফ' অক্ষরের হকীকতে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন লাভ হয়, যাহা একবস্তুর নিকটবর্ত্তী। পক্ষান্তরে 'বিস্তৃতি' একাধিক বস্তুসমূহের সহিত অধিক সম্বন্ধধারী। কাজেই 'লাম' অক্ষরে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন হইয়াছে। যেহেতু উহা (লাম অক্ষর) একাধিকবস্তুর নিকটবর্ত্তী ; এইহেতু হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আদিতে অধিক ও প্রচুর বরকত যুক্ত ছিলেন এবং হজরত খলীল (আঃ)-এর প্রতি যেরূপ দরূদ ও ছালাম প্রেরিত হইয়াছে, তদ্রূপ দরূদ ও ছালাম হজরত ছাইয়্যেদুল বশর (ছঃ) কামনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার এছম বা নাম সমূহ যাহা গুণাবলীর মর্ত্তবার উর্দ্ধে তাহার মধ্যে শেষ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর 'রব্' বা পালন কর্ত্তা—পবিত্র আল্লাহ্, নাম এবং উক্ত এছম সমূহের মধ্যে এ নগণ্যের 'রব্'—'আর্রাহমান' নাম বটে। হজরত মুছা (আঃ)-এর উৎপত্তি স্থানের সহিত এ নগণ্যের উৎপত্তি স্থানের সম্বন্ধ থাকা হেতু, তাঁহা হইতে প্রচুর বরকত এ নগণ্যের প্রতি বর্ত্তিয়াছে। অবশ্য এ নগণ্যের বেলায়েত বা নৈকট্য মুছা (আঃ)-এর বেলায়েত নহে ; তথাপি উক্ত বেলায়েতের প্রচুর বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং উক্ত পথে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। উক্ত বেলায়েত হইতে আমি যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা উহার সংক্ষিপ্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ হজরত খাজা মোহাম্মাদ ছাদেক

আকাবের (রাঃ) যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা উহার বিস্তৃতি হইতে পাইয়াছেন ; আমার বেলায়েত বা নৈকট্য যাহা মুছা (আঃ)-এর বেলায়েত হইতে গৃহীত তাহা ঐ মো'মেন ব্যক্তির বেলায়েতের অনুরূপ, যিনি ফেরাউনের বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (ছুরায়ে মো'মেন দ্রষ্টব্য) এবং প্রিয় পুত্র (রাঃ) যে, বেলায়েত লাভ করিয়াছেন, তাহা ঐ বেলায়েতের অনুরূপ, যাহা যাদুকরগণ ঈমান আনার পর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৩১২ মকতুব

মীর মোহাম্মাদ নো'মান ছাহেবের নিকট রাফয়ে ছাব্বাবাহ্ বা নামাজের মধ্যে তর্জ্জনী উত্তোলনের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং রছুল (আঃ)-গণের ছরদার যিনি তাঁহার এবং অবশিষ্ট পয়গাম্বর (আঃ) ও উচ্চদরের ফেরেশ্তাবৃন্দ এবং আল্লাহ্তায়ালার সমূহ নেক বান্দাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

আপনি মোল্লা মাহমুদের সহিত যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আলেমগণ বলিয়া থাকেন, মদীনা শরীফের পবিত্র রওজার মৃত্তিকা মক্কা-মোয়াজ্জামা হইতে শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যখন হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ছুরত ও হকীকত (আকৃতি ও তত্ত্ব) কাবা শরীফের ছুরত ও হকীকতকে ছেজ্দা করে ; তখন রওজা শরীফের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে কি?

হে মান্যবর ! আমার নিকট যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, কা'বা শরীফ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তৎপর মদীনা শরীফের পবিত্র রওজা, তৎপর মক্কা শরীফের অবশিষ্ট মৃত্তিকা। আল্লাহ্তায়ালা এই সকল স্থানকে যাবতীয় ক্লেশ-যাতনা হইতে রক্ষা করুন। এস্থলে আলেমগণ যদি মদীনা শরীফে রওজা পাককে মক্কা শরীফ হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন, তবে কা'বা শরীফের মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য স্থান সমূহের মৃত্তিকা অর্থ লইতে হইবে। আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নামাজের মধ্যে তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করার বিষয় মরহুম মাওলানা আলিমুল্লাহ্ একটি রেছালা লিখিয়াছেন, তাহা প্রেরিত হইল। এ বিষয় আপনার মতামত কি ?

হে মান্যবর ! তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করার বিষয় অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে ; এবং হানাফী মজহাবের ফেক্হাতেও ইহার উল্লেখ আছে, যেরূপ উক্ত মওলানা আলিমুল্লাহ্ স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন ; কিন্তু হানাফী মজহাবের ফেকহার কেতাব সমূহ যখন বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তখন বুঝা যায় যে, উক্তরূপ ইঙ্গিত জায়েজ হওয়ার বর্ণনা গুলি হানাফী মজহাবের মূল কানুন ও প্রকাশ্য মজহাবের বিপরীত। এমাম মোহাম্মদ শায়বাণী বলিয়াছেন যে, হজরত রছুল (ছঃ) উক্তরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ করিতেন, আমরাও তদ্রূপ করিয়া থাকি। তৎপর বলিয়াছেন যে, উহা আমার এবং আবু

হানিফা (রাঃ) ছাহেবের অভিমত। তাহার এই বর্ণনা ফেকাহ্-এর মূল বর্ণনা নহে, উহার বৈশিষ্ট্য বিহীন সামান্য বর্ণনা¹ মাত্র ; 'ফতোয়ায়ে গারায়েবে' আছে যে, 'মুহীত' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করিবে কি-না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) উক্ত মছআলাটি মূল পুস্তকে বর্ণনা করেন নাই। এবিষয়ে মাশায়েখ গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে, ইঙ্গিত করিবে না, কেহ বলেন যে, ইঙ্গিত করিবে। এমাম মোহাম্মদ (রাঃ) মূল বর্ণনার বাহিরে হজরত রছুল (ছঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) উক্তরূপ ইঙ্গিত করিতেন। তৎপর বলিয়াছেন যে, "ইহা আমার কথা এবং হজরত আবু হানীফার কথা ও ইহাকেই ছুন্নত বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মোস্তাহাবও বলে"। উক্ত ফতোয়ার কেতাবে লিখা আছে যে, এইরূপ বর্ণিত আছে—কিন্তু সত্য মত এই যে, ইহা হারাম। ছেরাজিয়া নামক পুস্তকে আছে যে, নামাজের মধ্যে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করা মকরূহ ; ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত বাক্য। কোব্রা পুস্তকে বলিতেছে যে, এই কথার উপরই ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু শান্তি ও গাম্ভীর্য্যের উপরই নামাজের ভিত্তি। 'গিয়াছিয়্যাহ্' নামক পুস্তকে— 'ফতোয়ার' পুস্তক হইতে বর্ণিত আছে যে, তাশাহুদের সময় তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করিবে না। ইহার উপরেই ফতোয়া। জামেয়েউর্রুমুজ নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ইঙ্গিত করিবে না ও অঙ্গুলিগ্রন্থি বাঁধিবেনা। আমাদের সঙ্গীদের বাহ্যিক ভিত্তি ইহারই উপর। জাহেরী পুস্তকেও এইরূপ আছে এবং ইহারই প্রতি ফতোয়া এবং ইহা মোজ্মারাত, ওয়াল্ ওয়ালেজী, খোলাছা ইত্যাদি পুস্তকেও আছে। আমাদের কতিপয় আছ্হাব (সঙ্গী) বলিয়াছেন যে, ইহা ছুন্নত ; খেজানাতুর রাওয়ায়েত নামক পুস্তকে 'তাতার খানিয়া' হইতে বর্ণিত আছে, "যখন তাশাহুদ পাঠ আরম্ভ করিবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্য্যন্ত উপনীত হইবে তখন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করিবে কি-না ? তদুত্তরে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) তদীয় আসল পুস্তকে কোনই উত্তর দেন নাই। অন্যান্য মাশায়েখ গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছে যে, ইঙ্গিত করিবে না। কোব্রা পুস্তকে বলিতেছে ইহারই উপর ফতোয়া। আবার কেহ বলিয়াছে যে, ইঙ্গিত করিবে। 'গিয়াছিয়্যাহ্' পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহুদের সময় ইঙ্গিত করিবে না। ইহাই পছন্দনীয় মত"। অতএব মূল্যবান বর্ণনা সমূহ যখন উক্তরূপ ইঙ্গিত করা হারাম এবং মাকরূহ বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন ও গ্রন্থি বাঁধা নিষেধ বলিয়াছেন ও আছ্হাব গণের প্রকাশ্য কানুন অনুযায়ী বলিয়াছেন, তখন আমাদের মত মোকাল্লেদ বা অনুগামী গণের উচিৎ নয় যে, বল পূর্ব্বক হাদীছের প্রতি আমল করতঃ তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করি ও অধিকাংশ আলেমগণের ফতোয়া অনুযায়ী হারাম, মকরূহ ও নিষিদ্ধ কার্য্যের

টীকাঃ— ১। সামান্য বর্ণনাঃ— টীকায় ব্যাখ্যাকারীগণ লিখিয়াছেন যে, এই বর্ণনা যদি সামান্য বর্ণনা হইত, ইহার বিপরীত উক্তরূপ কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় না। এইহেতু পরবর্ত্তী আলেমগণ ইহা ছুন্নত বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন এবং ইহাই সত্য।

অধিকারী হই। হানাফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা এইরূপ কার্য্য করে তাহাদের দুই অবস্থা না হইয়া উপায় নাই। হয়তো উক্ত আলেমগণ ইঙ্গিত করার প্রমাণ সম্বলিত হাদীছগুলির অবগতি রাখেন না—বলিতে হইবে। নতুবা তাঁহারা উক্ত হাদীছগুলি জানেন, কিন্তু তদ্রূপ আমল করেন না এবং তাঁহারা হাদীছের বিপরীত নিজেদের মতানুযায়ী হারাম বা মকরূহ বলিয়া হুকুম করিতেছেন। উল্লিখিত দুই প্রকারের ধারণাই অমূলক। নির্ব্বোধ অথবা হিংসুক ব্যতীত এরূপ বাক্য উচ্চারণ করা কেহই সঙ্গত বলিয়া মনে করিবে না। 'তরগীবোচ্ছালাত' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, "তাশহুদ পাঠ কালে শাহাদাতের অঙ্গুলি উত্তোলন করা পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণের ছুন্নত, কিন্তু পরবর্ত্তী আলেমগণ এইহেতু নিষেধ করিয়াছেন যে, রাফেজী সম্প্রদায় এ বিষয় অতিরিক্ততা করিয়া থাকে। অতএব ছুন্নীগণ রাফেজী হওয়া অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা পরিত্যাগ[১] করিয়াছেন"। উক্ত পুস্তকের এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য কেতাবের বর্ণনার বিপরীত। যেহেতু আমাদের আলেমগণের বাহ্যিক কানুন উক্তরূপ ইঙ্গিত না করা ও গ্রন্থি না বাঁধা। কাজেই উহা যে পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণের ছুন্নত কিন্তু অপবাদের ভয়ে যে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। আমরা তাহাদের প্রতি সদ্বিশ্বাস রাখি যে, ইহার হারাম ও মকরূহ হওয়ার দলিল প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা উক্তরূপ হুকুম করেন নাই। কেননা ছুন্নত ও মোস্তাহাব বলার পর তাহারা বলিতেছেন যে, "অনেকেই এইরূপ বলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্তরূপ ইঙ্গিত করা হারাম"। অতএব জানা যাইতেছে যে, ছুন্নত ও মোস্তাহাব হওয়ার দলিলগুলি তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। বরঞ্চ ইহার বিপরীত প্রমাণিত হইয়াছে ; অথচ উহা আমরা জানিনা এবং আমাদের অজ্ঞতা বোজর্গগণের প্রতি দোষারোপের কারণ নহে। যদি কেহ বলে যে, তাঁহাদের বিপরীত দলিল আমাদের জানা আছে, তদুত্তরে বলিব যে, মোকাল্লেদ বা অনুগামীর জ্ঞান কোন বস্তুর হালাল হারাম প্রমাণ করার বিষয় ধর্ত্তব্য নহে। বরঞ্চ মোজ্‌তাহেদ বা এমামগণের অনুমানও এ বিষয় মূল্যবান। মোজ্‌তাহেদ বা এমামগণের দলিল সমূহ মাকড়সার গৃহ হইতেও দুর্বল বলা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা মাত্র। ইহাতে তাঁহাদের বিদ্যা হইতে নিজের বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা ও হানাফী এমামগণের মূল কানুন সমূহ বাতিল করা ও মূল্যবান রেওয়ায়েত ও ফতোয়া সমূহকে বিধ্বস্ত করা হয় মাত্র। তাঁহারা পূর্ণ এল্‌মধারী ও অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন এবং আমরা দূরবর্ত্তীগণ হইতে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হওয়ার কারণে হাদীছের সত্যাসত্যের বিষয় অধিক জ্ঞান রাখিতেন এবং উক্ত হাদীছের প্রতি আমল না করার কারণও তাঁহারা অবগত ছিলেন।

আমরা অল্প বিদ্যাধারী এইটুকু মাত্র বুঝি যে, হাদীছ বর্ণনাকারী রাবিগণ উক্তরূপ ইঙ্গিত এবং গ্রন্থি বাঁধার ধরণের মধ্যে বহু মতভেদ করিয়াছেন। অতএব এই অধিক মতভেদ হেতু মূল ইঙ্গিতের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। কতিপয় বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়

টীকা ঃ— ১। মূলকথা ইহাই। কিন্তু মূলে উহা ছুন্নত।

যে, গ্রন্থি ব্যতীত ইঙ্গিত করিতেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থি বন্ধন ৫৩[১] ছিল। কোন রেওয়ায়েতে আছে, গ্রন্থি বন্ধন ২৩[২] ছিল ; কেহ কেহ কনিষ্ঠা ও অনামিকা আবদ্ধ করতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি মধ্যমার সহিত 'বলয়' আকারে গ্রন্থি করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করিতেন। আবার কোন রেওয়ায়েতে বৃদ্ধাঙ্গুলী মধ্যমার উপর রাখার ইঙ্গিত আছে। কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, দক্ষিণ হস্ত বাম জানুর উপর রাখিবে এবং বাম হস্ত দক্ষিণ পা'র উপর রাখিয়া ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, দক্ষিণ ও বাম হস্তের পৃষ্ঠ দেশে এবং মনি বন্ধের উপর ও প্রকোষ্ঠের[৩] উপর রাখিয়া ইঙ্গিত করিবে, অপর রেওয়ায়েতে আছে সমুদয় অঙ্গুলী বদ্ধ করিয়া ইঙ্গিত করিবে, এবং কোন রেওয়ায়েত হইতে বুঝা যায় যে, তর্জ্জনী উপর দিক না করিয়া ইঙ্গিত করিবে। অন্য স্থানে আছে যে, বিকম্পিত করিবে। কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাশাহুদ পাঠকালে অনির্দ্দিষ্ট সময় ইঙ্গিত করিবে। আবার কোন হাদীছে আছে যে, তাশাহুদ শব্দ উচ্চারণ কালে ইঙ্গিত করিবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, শুধু দোওয়া পাঠ কালে ইঙ্গিত করিবে। যথা— "ইয়া মোকাল্লেবাল্ কুলুবে ছাব্বেত কাল্‌বী আলা দীনেকা" (অর্থাৎ—হে চিত্তের বৈচিত্র্য[৪]কারী আমার চিত্ত ধর্ম্মের প্রতি অটল রাখিও)। হানাফী আলেমগণ যখন উক্তরূপ ইঙ্গিত করার মধ্যে রাবীগণের মতভেদ দেখিতে পাইলেন, তখন নামাজের মধ্যে কেয়াছের বিপরীত অতিরিক্ত কার্য্য প্রমাণ করিলেন না। যেহেতু নামাজের ভিত্তি—শান্তি ও গাম্ভীর্য্যের প্রতি। আবার নামাজের মধ্যে অঙ্গুলী সমূহ যথাসম্ভব কেব্‌লাভিমুখে রাখা কর্ত্তব্য। যথা—হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "তাহার (নামাজ পাঠ কারীর) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাসম্ভব কেব্‌লাভিমুখে করিয়া রাখিবে"।

যদি কেহ বলে যে, মতভেদের আধিক্য ঐ সময় অস্থির করে যখন উভয়ের সমাধান অসম্ভব হয়, কিন্তু আমাদের এবিষয়ে সমাধান সম্ভব। যথা—বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলি বিভিন্ন সময় করা হইয়াছিল। তদুত্তরে বলিব যে, অধিকাংশ রেওয়ায়েতের মধ্যে 'কা'না' (করিতেন) শব্দ উল্লেখ আছে, যাহা মন্তকী (তর্কশাস্ত্রবিদ) ব্যতীত অন্য সকলের নিকট সমষ্টিভূত বর্ণনা। অতএব সমাধান সম্ভবপর নহে। এমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "আমার মতের বিপরীত যদি কোন হাদীছ তোমরা প্রাপ্ত হও তবে আমার 'মত' পরিত্যাগ করিয়া উক্ত হাদীছ অনুরূপ আমল করিবে"। উল্লিখিত হাদীছের অর্থ ঐ হাদীছ যাহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) পর্য্যন্ত পৌছে নাই এবং না জানা বশতঃ তিনি উক্ত হাদীছের বিপরীত রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত ইঙ্গিত করার হাদীছগুলি তদ্রূপ নহে ; ইহা তাঁহার পরিচিত হাদীছ। ইহা না জানার সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ বলে যে,

টীকা ঃ— ১। অর্থাৎ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে বন্ধ করিবে এবং তর্জ্জনী খোলা রাখিবে ও বৃদ্ধাকে তর্জ্জনীর মধ্যভাগে স্থাপন করিবে, ইহাকে ৫৩ বলা হয়। ২। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি মধ্যমার উপর রাখাকে ২৩ বলা হয়। ৩। কনুই হইতে কর্মনিবন্ধ পর্য্যন্ত। ৪। বৈচিত্র্য=চিত্ত বৈষম্যকারী।

হানাফী আলেমগণ বর্ণিতরূপ ইঙ্গিত করা জায়েজ বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। অতএব দ্বিবিধ ফতোয়ার প্রত্যেক পক্ষের প্রতি আমল করা বিধেয় ! তদুত্তরে বলিব যে, জায়েজ এবং না-জায়েজ হওয়া ও হালাল এবং হারাম হওয়ার মধ্যে যখন মোকাবিলা হয়, তখন হারাম বা না-জায়েজের পক্ষকে প্রাধান্য প্রদান করা উচিৎ। শায়েখ এবনে হোমাম রফে-ইয়া-দায়েন (নামাজে উঠা বসার সময় হস্তদয় উত্তোলন)-এর বিষয় বলিয়াছেন যে, হস্ত উত্তোলনও নিষেধ ; উভয় প্রকারের হাদীছ মোকাবিলা করিতেছে ; আমরা উত্তোলন না করার হাদীছকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেছি ; যেহেতু সর্ব্ববাদী সম্মত যে, নিস্তব্ধতা ও নম্রতার প্রতিই নামাজের ভিত্তি।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শায়েখ এবনে হোমাম বলিয়াছেন—"অনেক মাশায়েখ হইতে তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত না করার রেওয়ায়েত আছে ; কিন্তু উহা মূল বর্ণনা ও জ্ঞানের বিপরীত"। মোজ্‌তাহেদ আলেমগণ—যাহারা শরার চতুর্থ কানুন—'কেয়াছ' করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে তিনি কিভাবে অজ্ঞ বলিলেন, অথচ হানাফীগণের প্রকাশ্য মজহাব এবং রেওয়ায়েত তাহাই। এই শায়েখই আবার রেওয়ায়েত অধিক মতদ্বৈধতা হেতু 'কোল্লাতায়নের' হাদীছকে জয়ীফ বলিয়াছেন। প্রিয় বৎস মোহাম্মাদ ছাইদ এ বিষয় একখানা রেছালা লিখিতেছেন। লিখা সমাপ্ত হইলে আল্লাহ্‌চাহে আপনার নিকট একখানা প্রেরিত হইবে।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনার মুরীদগণ চতুষ্পার্শে আছেন, আপনি তাহাদের কাহাকেও স্বেচ্ছায় ছরদার বা দলপতি করেন নাই ; আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি যাহার দিকে ইঙ্গিত করিব, তাহাকেই ছরদার করিবেন। আমি উক্ত কার্য্য আপনার প্রতি ন্যস্ত করিলাম, আপনি যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, এস্তেখারা ও আত্মীক লক্ষ্যের পর তাহাকেই নির্দ্দেশ দিবেন। আপনার প্রতি ও তথাকার সকলের প্রতি ছালাম।

৩১২ মকতুব-এর মন্তব্য

৩১২ মকতুবে তর্জ্জনী দ্বারা ইঙ্গিত নিষেধ বলিয়া প্রমাণ করা হইল। জানা আবশ্যক যে, উক্তরূপ ইঙ্গিত করা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হইতে প্রতি যুগে চলিয়া আসিতেছে, পরবর্ত্তী আলেমগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা নিষেধ করিয়াছেন। যেহেতু যে হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণিত সেই হাদীছ দুর্ব্বল। কিন্তু আমলের উৎকর্ষের বিষয় দুর্ব্বল হাদীছও শক্তি শালী হাদীছের যে সমতুল্য, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। শায়েখ এবনে হোমাম এমাম কামালুদ্দিন মোহাম্মদ এবনে আবদুল ওয়াহেদ ছেওয়াছী ৬৮১ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মোতাকাদ্দেমীন বা পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু এমাম মোহাম্মদ ছাহেব বলিয়াছেন যে, "হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) উক্তরূপ ইঙ্গিত করিতেন"।

আরও বলিয়াছেন যে, "ইহা আমার কথা এবং এমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর কথা এবং কেহ ইহাকে ছুন্নত, কেহ মোস্তাহাব বলে"। একথার দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্তরূপ ইঙ্গিত করা ন্যূনকল্পে মোস্তাহাব বটে। নামাজের মধ্যে যদিও নিস্তব্ধতা বাঞ্ছনীয়, তথাপি নামাজ গতিবিধি শূন্য নহে। মূলকথা, হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) শেষ জীবনে তাঁহার এই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী বোজর্গ ও খলীফা বৃন্দ পরপর প্রতি জামানায় যে, ইহা করিয়া আসিতেছেন তাহাই উহার বিশিষ্ট প্রমাণ। অর্থাৎ শেষ বয়সে তিনি যদি ইহা না করিতেন অথবা করার আদেশ না দিতেন, তবে তাঁহার পরবর্ত্তী কামেল বা মোকাম্মেল অলী-আল্লাহ্ ও তাঁহাদের খলিফাবৃন্দ কখনই একার্য্য করিতেন না। যেহেতু কামেল অলী-আল্লাহ্ বোজর্গগণ স্বীয় পীরের আদেশ নিষেধাবলী ঐশীবাণী তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্তরূপ ইঙ্গিত করা আমাদের প্রতি একান্ত কর্ত্তব্য ও বিপুল ছওয়াবের হেতু, ও ছুন্নত ; ন্যূনকল্পে মোস্তাহাবের কম নহে। পরন্তু তাঁহার খলিফাবর্গের মধ্যে অর্থাৎ হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) আনহুর খলীফা এবং পুত্র হজরত খাজা মোহাম্মাদ মাছুম (রাঃ) আনহু এবং তাঁহার খলীফা হজরত ছাইফুদ্দিন (রাঃ) আনহু তাঁহার খলীফা হজরত নূর মোহাম্মাদ বাদাওয়ানী (রাঃ) আনহু, তাঁহার খলীফা হজরত মীর্জা মাজহারে জানজানান শহীদ (রাঃ) আনহু ছিলেন। ১১১৩ হিজরীতে মীর্জা ছাহেবের জন্ম হয়। তিনি পয়দায়েশী কোতব ছিলেন, রমজান শরীফের সময় তিনি দিবসে মাতৃস্তন পান করিতেন না ; তিনি সে কালের স্বনামধন্য অলী-আল্লাহ্ ছিলেন। 'রাফ্‌য়ে ছাব্বাবাহ্' বা তর্জ্জনী উত্তলনের বিষয় তিনি স্বীয় মকতুবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 'কলেমাতে তাইয়্যেবা' নামক পুস্তকের আটাশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, "হে মান্যবর, আল্লাহ্‌পাক কেতাব, ছুন্নতের অনুসরণ বান্দাগণের প্রতি ফরজ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় কালাম পাকে ফরমাইতেছেন যে, "আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুল যখন কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন, তখন ঈমানদার নরনারীগণের এরূপ এখতিয়ার নাই যে, উক্ত কার্য্যের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা পরিচালিত করে, এবং রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) ফরমাইতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহই মো'মেন হইবে না, যে পর্য্যন্ত তাহার আকাঙ্ক্ষা আমি যে আদেশ লইয়া আগমন করিয়াছি, তাহার অনুকূল না হয়। হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) আনহু তাঁহার পূর্ণ নায়েব ছিলেন, তিনি কেতাব, ছুন্নতের উপর স্বীয় তরীকার ভিত্তি রাখিয়াছেন। সত্যবাদী আলেমবৃন্দ 'রফেছাব্বাবা' অর্থাৎ নামাজের মধ্যে তর্জ্জনী উত্তোলন করার বিষয় ছহী হাদীছ এবং হানাফী ফেকাহের বরাত দিয়া বহু পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন। এমনকি হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হজরত শাহ ইয়াহ্‌ইয়া রহমাতুল্লাহ্ আলায়হেও স্বয়ং এ বিষয় একটি রেছালা লিখিয়াছেন। তর্জ্জনী উত্তোলন নিষেধ হাদীছগুলির মধ্যে একটি হাদীছও প্রমাণযোগ্য হইবার পর্য্যায় উপনীত হয় নাই। হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) শুধু মাত্র স্বীয়

বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। হাদীছ কখনও মনছুখ হয় না, বিবেকের বিচার হইতে উহা অগ্রগণ্য। অতএব যখন ইহা ছুন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইবে তখন হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) আনহুর বরাত দিয়া—অর্থাৎ এই বলিয়া যে, তিনি করিতেন না, ইহা বর্জ্জন করা যুক্তি সংগত নহে। কেননা হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) আনহু ছুন্নত পরিত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন ; উপরন্তু তিনি হান্নাফী মজহাব অবলম্বী ছিলেন এবং ইমাম আবু হানীফা নিজেই বলিয়াছেন যে, হাদীছ যখন সত্য হয়, তখন উহাই আমার মজহাব। তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমার বাক্য হজরত রছুল (ছঃ)-এর পবিত্র বাক্য প্রাপ্তে পরিত্যাগ কর"। সুতরাং আমি আশাকরি যে, তাঁহার এজ্‌তেহাদ বা বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ হজরত রছুল (ছঃ)-এর সত্য হাদীছ গ্রহণ করিলে হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) কখনও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। যদি কেহ বলে যে, হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) আনহু এতাদৃশ 'এল্‌ম' ধারী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীছ সমূহ অবগত ছিলেন না কি ? তদুত্তরে বলিব যে, তাঁহার জমানা পর্য্যন্ত উক্ত কেতাব ও রেছালা সমূহ ভারতবর্ষে নিশ্চয় প্রচুর ভাবে পরিচালিত হয় নাই বলিয়াই ইহা তাঁহার দৃষ্টি গোচর হয় নাই ; কাজেই তিনি নিষেধ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অন্যথায় নিশ্চয় তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতেন না ; যেহেতু তিনি ছুন্নতের অনুসরণের প্রতি সর্ব্বাধিক লালায়িত ছিলেন। যদি কেহ বলে যে, কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক তিনি হজরত রছুল (ছঃ)-এর এই বিষয় অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তদুত্তরে বলিব যে, কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশ তরীকার বিষয় গৃহীত হয়, কিন্তু শরীয়তের হুকুম সমূহের ব্যাপারে উহা দলীল নহে। পরন্তু তিনি উহা উক্ত মকতুবে কাশ্‌ফ দ্বারা প্রমাণ করেন নাই। সুতরাং আমরা আশাকরি যে, তাঁহার মূলনীতি অর্থাৎ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ বজায় রাখিতে যাইয়া আংশিকভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করাতে অবশ্য সুফল লাভ হইবে। ওয়াচ্ছালাম। (মির্জ্জা ছাহেবের মকতুব সমাপ্ত)।

হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) উক্ত মকতুবে অর্থাৎ ৩১২ মকতুবে, আবার হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পবিত্র রওজা শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সমাধানও উল্লিখিত প্রকারের বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা ফেকাহের কেতাব সমূহে পূর্ব্ববর্ত্তী এমামগণের একতাবদ্ধ মত উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, বিনা দ্বৈধতায় ও বিনা শর্ত্তে হজরত রছুল (ছঃ)-এর পবিত্র দেহ স্পর্শিত সমাধিস্থ মৃত্তিকা-খণ্ড যাবতীয়-খণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ, এমনকি পবিত্র কা'বা ও আরশ্ব, কুরছি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা সকল মজহাবের আলেম বৃন্দের একতাবদ্ধ মত। যথা—শামী ২য় খণ্ডের মিশরীয় ছাপার ২৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, "অধিকাংশের মতে মক্কাশরীফ—মদীনা শরীফ হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হজরত মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, নিশ্চয় তাহা বিনা শর্ত্তে শ্রেষ্ঠতর, এমনকি কা'বা শরীফ এবং কুরছি ও আরশ্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ"। ইহার ব্যাখ্যায়

রদ্দোল মোহ্‌তারে লিখিতেছে যে, 'লোবার' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, হজরত (ছঃ)-এর পবিত্র সমাধির স্থান ব্যতীত মদীনা শরীফের অন্য সকল স্থানের মধ্যে মতভেদ আছে। অর্থাৎ তাহা মক্কা শরীফ হইতে উৎকৃষ্ট কি না ? এই বিষয় মতভেদ আছে। অতএব হজরত (ছঃ)-এর দেহ স্পর্শিত স্থান সৃষ্টির যাবতীয় খণ্ড হইতে সর্ব্ববাদী সম্মত শ্রেষ্ঠ। 'লোবাব' পুস্তকের ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন যে, বয়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য স্থানের মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং মদীনা শরীফ হইতে কা'বা শরীফ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হজরত (ছঃ)-এর সমাধি ব্যতীত এবং উক্ত পুতঃ সমাধি মসজিদে হারাম অর্থাৎ কা'বা শরীফ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হজরত কাজী আয়াজ (রাঃ) ও অন্যান্য এমামগণ লিখিয়াছেন যে, ইহা সকল এমামের একতাবদ্ধ মত। এবনে আকীল হাম্বালী হইতে বর্ণিত আছে যে, উক্ত খণ্ড আরশ্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ। ছায়াদাতে বিক্রী গণেরও মত এইরূপ। এমাম তা'জুল ফাকিহী পরিস্কার ভাবে বলিয়াছেন যে, হজরত রছুল (ছঃ)-এর অবস্থান হেতু আছমান সমূহ হইতে মৃত্তিকাই শ্রেষ্ঠ। 'মজ্‌মাওল আনহুর'—নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে, হজরত রছুল (ছঃ)-এর পবিত্র ওজুদ (দেহ) যে-ভূখণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ঠ আছে, তাহা মুক্ত ভাবে বা বিনাশর্ত্তে যাবতীয় খণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ। এমন কি কা'বা শরীফ এবং কুরছি ও রহমানে আরশ্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ"। ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন যে, মক্কা শরীফ—মদীনা শরীফ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা আমাদের অর্থাৎ হানাফী মজহাবের এবং শাফীগণের নিকট। আবার এ বিষয় এজ্‌মা বা সকল মজহাবের এমামগণের একতাবদ্ধ মত এই যে, হজরত (ছঃ)-এর কবরশরীফের স্থান সৃষ্টির যাবতীয় স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা বিশদভাবে প্রমাণিত হইল যে, হজরত (ছঃ)-এর রওজা পাক সৃষ্টির যাবতীয় শ্রেষ্ঠ স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং ইহার মধ্যে কাহারোও কোনরূপ মতভেদ নাই।

আমাদের দীন-ইছলামের ভিত্তি সে সকল দলিল-প্রমাণের উপর, উম্মতের এজ্‌মা বা একতাবদ্ধ মত উহারই অন্তর্ভুক্ত। যথা—হোছামী নামক পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, "অতঃপর শরীয়ত অর্থাৎ দীন-ইছলামের প্রমাণাদির মূল তিনটি অর্থাৎ কোরআন শরীফ, ইহাতে পাঁচশত আয়াত মছ্‌আলার বর্ণনায় আছে। তাহাই শরীয়তের মূল দলিল। তৎপর 'ছুন্নত', অর্থাৎ রছুলূল্লাহ্ (ছঃ)-এর হাদীছ, ইহাও প্রায় তিন সহস্র হাদীছ এবং তৃতীয় প্রমাণ উম্মতের এনছাফকারী আলেম বৃন্দের একতাবদ্ধ মত। যথা—উক্ত পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, "এবং সত্য কথা এই যে, এনছাফ কারী মোজ্‌তাহেদ বা মছ্‌আলা উদ্ধারকারী প্রত্যেক জমানার আলেম বৃন্দের একতাবদ্ধ মত যাহাকে 'এজ্‌মা' বলা হয় ; তাহা দীন-ইছলামের মধ্যে দলিল স্বরূপ। আলেমবৃন্দের আধিক্য ও স্বল্পতায় কোন যায় আসে না"। এই বর্ণনা সমূহ দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কোরআন এবং হাদীছের তুল্য এজ্‌মা বা একতাবদ্ধ মতও আমাদের দীন-ইছলামের মকবুল দলিল। সুতরাং উল্লিখিত বিষয় যখন আলেম বৃন্দের এজ্‌মা প্রমাণিত হইল, তখন ইহাতে দ্বিমত

করা বা সন্দেহ করার কোনই অবকাশ নাই। এখন পূর্ব্ব বর্ণিত তর্জ্জনী উত্তোলনের বিষয় হজরত মির্জ্জা ছাহেব যাহা লিখিয়াছেন যে, হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর জমানায় নিশ্চয় এ সব কেতাব প্রচারিত না হওয়ার জন্য ইহা হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) -এর পুতঃ দৃষ্টি-গোচর হয় নাই, বলিয়া তিনি উল্লিখিত বিষয় সন্দেহ করিয়াছেন। এস্থলেও আমি তদ্রূপ ধারণা করিতেছি ; যেহেতু তাঁহার বর্ণনার দ্বারাই ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। যথা— তিনি ৩১২ মকতুবের প্রথমে লিখিয়াছেন যে, "আলেমবৃন্দ যদি রওজা পাককে মক্কা শরীফ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে, তাহার অর্থ পবিত্র কা'বা ব্যতীত মক্কা শরীফের অন্য স্থানকে তাহারা উদ্দেশ্য করিতে পারেন"। কিন্তু এস্থলে আমরা শামী ও মজ্‌মাউল্ আনহুর ইত্যাদি পুস্তকে যাহা পাইতেছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পবিত্র রওজা শরীফের মধ্যের— হজরত রছুল (ছঃ)-এর পবিত্র দেহের সহিত যে মৃত্তিকা খণ্ড মিলিত আছে— তাহা কা'বা শরীফ, কুরছি ও আরশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁহার এই কথার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিশ্চয়ই তিনি ঐ সকল কেতাব দেখার সুযোগ পান নাই, নতুবা তিনি আহলে ছুন্নত জামাআতের সত্যবাদী আলেম গণের মতের অনুরূপ চলার জন্য যেরূপ তাকিদ করিয়াছেন— তাহাতে প্রকাশ্য ভাবে বুঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয় উক্ত রেওয়ায়েত ইত্যাদি অবগত হন নাই। যথা— তাঁহার মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডের ২১৩ মকতুবে শায়েখ ফরীদের নিকট লিখিতেছেন। "হে মান্যবর মুখ্য উপদেশ এই যে, দীনদ্বার শরীয়ত পোরস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহিত খোলাদেলে মেলা মেশা করা উচিত। দীনদ্বারী এবং শরীয়ত পোরস্তী আহলে ছুন্নত জামাআত— যাহারা যাবতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ধার প্রাপ্ত দল, তাঁহাদের তরীকার অনুসরণ করার প্রতি নির্ভরশীল ; কেননা এই বোজর্গগণের অনুসরণ ব্যতীত পরকালে উদ্ধার প্রাপ্তি অসম্ভব, এবং ইঁহাদের মতের অনুগামী না হইলে দোজখ হইতে নিষ্কৃতির পথ রুদ্ধ ; আক্‌লী, নক্‌লী এবং কাশ্‌ফ জাত দলিল সমূহ ইহার প্রমাণ। যাহা না হইবার নয়। যদি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সরল পথ হইতে রাই সরিষা বরাবর সরিয়া গিয়াছে, তবে তাহার সংসর্গ প্রাণ নাশক বিষতুল্য এবং উহার সহিত মেলামেশা করা বিষাক্ত সর্পের— জহর তুল্য জানিবে। আবার প্রথম খণ্ডের ১১২ মকতুবে লিখিতেছেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের মত নিঃসম্বল দিগকে সত্যবাদী দল অর্থাৎ ছুন্নত-জামাআত দলের সত্য-বিশ্বাসের সহিত সম্মিলিত করতঃ নেক আমল করার সুযোগ সুবিধা প্রদান করুক ও উহা ফলবতী করিয়া নিজের প্রতি আকর্ষিত করিয়া লউক। ইহাই কার্য্য, অন্য সমস্ত অনর্থক"। এইরূপ ২৭২ মকতুবেও লিখিতেছেন যে, "মোজ্‌তাহেদ আলেমগণের অনুসরণ করা উচিত এবং দীন ইছলামের মূলনীতি ইঁহাদেরই অভিমতের অনুরূপ জানা আবশ্যক, ও ইঁহাদের রায় অনুযায়ী কার্য্য করা দরকার"। এইরূপ ২৭৮ মকতুবেও লিখিতেছেন যে, "আহলে ছুন্নত জামাআতের মতানুযায়ী আকিদা-বিশ্বাস দোরস্ত করিয়া লইতে হইবে"। আবার ২৮৬ মকতুবে

লিখিতেছেন যে, "তরীকার অনিবার্য্য কার্য্য সমূহের মধ্যে স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস দোরস্ত করা, সত্যবাদী আলেম ছুন্নত-জামাতের মোজ্‌তাহেদগণ কোরআন, হাদীছ ও পূর্ব্ববর্ত্তী ইমামগণের বাক্য হইতে যেরূপ উদ্ধার করিয়াছেন তদ্রূপ বিশ্বাস রাখা"। উক্ত মকতুবে আরও বলিতেছেন যে, "ছুন্নত-জামাতের আলেমগণ কোরআন হাদীছের যে অর্থ লইয়াছেন, তাহাই সত্য। উহার বিপরীত যাহা তাহা সত্য নহে ; যেহেতু তাঁহারা ছাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গ গণের বাক্য হইতে উহা উদ্ধার করিয়াছেন। এই হেতু চিরস্থায়ী নাজাত প্রাপ্তি ও পরকালের উদ্ধার তাঁহাদের ভাগ্যেই হইয়াছে"। ইঁহারাই আল্লাহ্‌র দল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দলই প্রাপ্ত" (কোরআন)। এইরূপ ২৩৭ মকতুবেও বর্ণিত আছে যে, "সর্ব্ব প্রথমে আহলে ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মতানুযায়ী নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। তৎপর হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব ইত্যাদি জানিয়া লইতে হইবে, এবং তদনুরূপ আমল করিতে হইবে, তাহার পর তাছাওফ শিক্ষা করিতে হইবে "। এইরূপ ২৬৬ মকতুবে ও ২৫১ মকতুবেও আছে। এই সকল আলেচনার দ্বারা সঠিকভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, ছুন্নত জামাতের আলেম বৃন্দের আকিদা-বিশ্বাসের ব্যতিক্রম করা হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) কখনো অনুমোদন করিবেন না এবং উল্লিখিত মছ্‌আলাটি আহলে ছুন্নত জামাতের এজ্‌মাকৃত মত। অতএব ইহা তিনি যদি সঠিকভাবে জানিতেন, তবে নিশ্চয় ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেন না। ইহা ব্যতীত এই মছ্‌আলাটির মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য আছে। আল্লাহ্ চাহে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

জানা আবশ্যক যে, 'কা'বা শরীফ' আল্লাহ্‌তায়ালার আজ্‌মত কিব্‌রিয়ায়ী বা উচ্চতা ও মহত্ত্বের বিকাশ এবং ইহা হজরত মোহম্মদ (ছঃ)-এর হকীকত বা মূল তত্ত্বের উর্দ্ধের স্তর, কিন্তু হকীকতে আহ্‌মদী-এর উর্দ্ধ স্তর নহে। হকীকতে আহমদীর অর্থ, হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) ইহ জগত হইতে পরলোক গমনের পর— যে মাকামে তিনি উপনীত হইয়াছেন, সেই মাকামকে 'হকীকতে আহ্‌মদী' বলা হয়, এবং উহা অবিকল 'কা'বা' শরীফের হকীকত বা তত্ত্ব ; অতএব উক্ত স্তরে কা'বা শরীফ এবং হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এক পর্য্যায় ভুক্ত। ইহা হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)ও ২৬০ মকতুবে ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে, " এই উচ্চ মাকাম অর্থাৎ হকীকতে কা'বার মাকাম যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার আজমত কিবরিয়ায়ী জাহের হওয়ার মাকাম, এই মাকামের পূর্ণতা সমূহের কেন্দ্র যাহা সংক্ষিপ্তির মাকাম, তাহা হজরত খাতামুর রছুল (ছঃ)-এর অংশ"। আবার ২০৯ মকতুবে লিখিতেছেন, "সহস্রাধিক বৎসর পর অর্থাৎ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ওফাৎ শরীফের পর এমন এক সময় আসিবে যখন হকীকতে মোহাম্মদী স্বীয় মাকাম হইতে উন্নতি করিয়া হকীকতে কা'বার মাকামের সহিত একত্রিত হইয়া যাইবে এবং সে সময় হকীকতে মোহাম্মদী, হকীকতে আহ্‌মদী নাম প্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার এক জাতের আবির্ভাব স্থল

হইবে"। উক্ত মকতুবে আরও লিখিতেছেন যে, "হকীকতে 'কা'বা' হকীকতে মোহাম্মাদীর ছেজ্দার পাত্র, কেননা হকীকতে 'কা'বা' অবিকল হকীকতে আহ্মদী, এবং হকীকতে মোহাম্মদী উহারই প্রতিচ্ছায়া—মূল বস্তুকে ছেজ্দা করিবে"। আরও লিখিতেছেন যে, 'হকীকতে মোহাম্মদী পবিত্রতার স্তর হইতে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর অবতরণের শেষ স্তর, এরং হকীকতে 'কা'বা' উক্ত কা'বা শরীফের উন্নতির চরম স্তর। অতএব মোহাম্মদ (ছঃ)-এর হকীকত পবিত্রতার মাকামের দিকে আরোহণ কালে প্রথম পদক্ষেপেই হকীকতে কা'বার মধ্যে উপনীত হয় ; তৎপর তথা হইতে আরও উন্নতি করিয়া কত উচ্চ স্তরে যে তিনি উপনীত হন, তাহা আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কেহই জানেন না। এই উম্মতের কামেল অলী-আল্লাহ্ গণ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উল্লিখিত উন্নতির পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব 'কা'বা' শরীফ যদি এইরূপ বোজর্গের নিকট কিছু যাঞ্চা করে, তবে তাহা কি আর আশ্চর্য্যের কথা !

মর্ত্ত্যবাসী স্বর্গে গেল—সপ্ত আকাশ ভেদকরি,
ভূগোল-খগোল ফেল্‌ল পিছে, চল্লো খোদার নামধরি।

এই বর্ণনাদি দ্বারা পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) ইহ-জগতে অবস্থান কালীন যদিও কা'বা শরীফকে ছেজ্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর কা'বা শরীফের মাকাম হইতে তিনি বহু উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেন ! বরং তাঁহার উম্মত গণের মধ্যেও যাহারা কামেল-মোকাম্মেল ব্যক্তি, তাঁহারাও উক্তরূপ উন্নতি করিতে সক্ষম হন। সুতরাং যখন উম্মতের কামেল ব্যক্তির নিকট কা'বা বরকত প্রাপ্তির আশা রাখে, তখন পয়গাম্বর (ছঃ)-এর নিকট যে কত বড় আশা রাখিতে পারে—তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই তাঁহার পবিত্র সমাধির শ্রেষ্ঠত্ব কা'বা শরীফ হইতেও অধিক হওয়া অনিবার্য্য। ছুন্নত জামাতের হক্কানী আলেমগণ এই কারণেই একথার প্রতি 'এজ্মা' বা একতাবদ্ধ মত পোষণ করিয়াছেন। পরন্তু পবিত্র আর্শ্বের বিষয়ও মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-আনহু মকতুবাতের দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ মকতুবে লিখিতেছেন যে, মানব দেহে দুইটি বস্তু আছে, যাহা আর্শ্বের মধ্যে নাই এবং বৃহত্তম জগতও উহার অংশ রাখে না। মানব দেহে মৃত্তিকার অংশ আছে, যাহা অর্শ্বের মধ্যে নাই এবং মানব দেহে, 'হায়আতে ওয়াহ্দানী' (সমষ্টিভূত রূপ) আছে, যাহা অন্যত্র নাই এবং উক্ত 'হায়াআতে ওয়াহ্দানী'র কারণে উহার মধ্যে অনুভূতি আছে। ইহা ক্ষুদ্রতম জগৎ অর্থাৎ 'কল্‌ব'-এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানব একটি আশ্চর্য্য জনক সৃষ্টি, যাহা আল্লাহ্তায়ালার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করতঃ তাহার আমানতের ভার গ্রহণ করিয়াছে। মানবের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ কর। উহার কার্য্যকলাপ এতাধিক উর্দ্ধে উপনীত হয় যে, সে আল্লাহ্তায়ালার নিছক 'এক' জাতের 'দর্পণ' তুল্য হইতে সক্ষম হয়। তৎপর লিখিতেছেন যে, মানব দেহ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতে এইরূপ ভাবে আল্লাহ্তায়ালার আবির্ভাব হয় নাই ; এপর্য্যন্ত

যে, পবিত্র আর্শ্ব—যাহা বৃহত্তম জগতে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত তাঁহার ছেফাত বা গুণাবলী সহ আবির্ভাব স্থল। কিন্তু মানব দেহ যাহা ক্ষুদ্রজগত, তাহা আল্লাহ্তায়ালার নিছক এক জাতের আবির্ভাব স্থল। ছেফাতাদির তথায় কোনই অবকাশ নাই। এইরূপ দর্পণ হওয়া মানবের একটি আশ্চর্য্য গুণ। আল্লাহ্তায়ালা প্রদানকারী, তিনি যাহা প্রদান করেন, তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং তিনি বাধা দিলে অন্য কেহ প্রদান করিতে পারে না। এইরূপ উক্ত খণ্ডের দ্বাদশ মকতুবে ও তৃতীয় খণ্ডের একাদশ মকতুবে আছে। আরও ২৬৩ মকতুবে লিখিতেছেন যে, কা'বা শরীফের মধ্যস্থতায় নামাজের মধ্যে নামাজ পাঠকারীর যে হালত লাভ হয়, তাহা নামাজ ব্যতীত অন্য সকল হালত হইতে উচ্চ, আরও লিখিতেছেন যে, মৃত্যুর সময় যে হালত দেখা দেয়, তাহা নামাজের হালত হইতেও উচ্চ, কেননা মৃত্যু পরকালের হালতের প্রারম্ভ এবং যে বস্তু পরকালের যত নিকটবর্ত্তী, তাহা তত অধিক পূর্ণ ও উচ্চ হইয়া থাকে। যেহেতু ইহজগতে আকৃতির আবির্ভাব এবং তথায় প্রকৃত বস্তুর আবির্ভাব হয় "। তৎপর লিখিতেছেন যে, আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে সমাধির মধ্যে যে হালত লাভ হয়, তাহা মৃত্যু কালের হালত হইতেও উচ্চ। এইরূপ রোজ কেয়ামতের হালত বা আত্মীক অবস্থা সমাধির অবস্থা হইতেও শ্রেষ্ঠ। অবশেষে বেহেশ্‌তের মধ্যে যে দিদার বা দর্শন লাভ হইবে, তাহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হালত এবং সর্ব্ব উচ্চ হালত ; বেহেশ্‌তের মধ্যে আবার এক বিশিষ্ট মর্ত্তবা আছে, যাহাকে হজরত (ছঃ)—"আমাদের পরওয়ারদেগার সহাস্য বদনে প্রকাশ পাইবেন," বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, কা'বা শরীফের মর্ত্তবা হইতে কামেল ব্যক্তিগণের সমাধিস্থ মর্ত্তবা উচ্চ। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) -এর বিষয় আর বলাই বাহুল্য। এইহেতু মওলানা রূম ছাহেব হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-হুর কথা উদ্ধৃতি করিয়া লিখিতেছেন ঃ—

হক্কে আঁ হক্কেকে জানাত দীদা আছত্,
কে মারা বর বয়তে খোদ বেগজীদা আছত্।
কা'বা হর চান্দেকে খানা বের্রে উছত্,
খেল্‌কাতে মান নীজ খানা ছের্রে উছত্।
তাবেকার্দ আঁ খানারা দরওয়ে না রাফত্,
ওয়ান্দরী খানা বাজোজ আঁ হায় নারাফত্।

অর্থঃ—ঐ জাত পাক—যিনি তোমার জান (কল্‌ব) দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হক্কের কছম খাইয়া বলিতেছি, আমাকে স্বীয় বায়ত (গৃহ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। যদিও কা'বা শরীফ তাঁহার পূণ্যের গৃহ, আমার সৃষ্টিও তাঁহার ভেদের (গুপ্ত রহস্যের) গৃহ। কা'বা শরীফ নির্ম্মাণ কালাবধি তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু এই কা'বা-মধ্যে (ভেদের কা'বার মধ্যে) সেই চৈতন্য স্বরূপ ব্যতীত আর কাহারও গতিবিধি নাই।

"চু মারাদীদী খোদারা দীদায়ী,
গেরদে কা'বা ছেদ্‌ক বর গার্দীদায়ী।
খেদমতে মান তাআতো হামদে খোদাছত্‌,
তানা পেন্দারীকে হক আজ মানজু দাছত্‌।"

অর্থঃ— যখন আমাকে দর্শন করিলে, তখন আল্লাহকেই দেখিলে ও প্রকৃত কা'বার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিলে। আমার খেদমত আল্লাহ্‌র হুকুম প্রতিপালন ও তাঁহার প্রশংসা। কখনও অনুমান করিওনা, যে 'হক' আমা হইতে বিভিন্ন (বিচ্ছিন্ন) আছে।

"চশমে নেকু বাজ কুন দরমান নেগার,
তাবেবীনী নূরে হক আন্দর বশার।
বায়েজীদা কা'বারা দরইয়াফতী,
ছদ্‌বাহা ও এজ্জোছদ ফরইয়াফতী।
কা'বারা এক বার বায়তী গোফ্‌ত্‌ ইয়ার,
গোফ্‌ত্‌ ইয়া আব্‌দী মারা হাফ্‌তাদ বার।"

অর্থঃ— উৎকৃষ্ট চক্ষু (দিব্যচক্ষু) উন্মীলিত কর এবং আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তবেই মানব মধ্যে আল্লাহর নূর দর্শন করিবে। হে বায়েজীদ, তুমি কা'বা শরীফ প্রাপ্ত হইলে। ইয়ার (বন্ধু আল্লাহ্‌) কা'বা শরীফকে একবার মাত্র আমার গৃহ বলিয়াছেন ; কিন্তু আমাকে সত্তর (বহু) বার আমার দাস বলিয়া আহবান করিয়াছেন।

পবিত্র কা'বা ও আর্শ্ব ইত্যাদি হইতে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর রওজা পাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যাহা বর্ণিত হইল, আল্লাহ্‌ চাহে তাহাই যথেষ্ট। এখন ইহার মুখ্য কারণ ও তাছাওয়াফ্‌ অনুযায়ী রহস্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিব যে, আল্লাহ্‌পাকের নিছক অনুগ্রহ এবং মদীয় পীর কেব্‌লা (রাঃ) আনহুর তাছার্রুফে (আত্মীক ক্ষমতা বলে) ও হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর মধ্যস্থতা ও রূহানী সাহায্যে এ— নগন্য ফকীরের প্রতি এই বিষয়টির মূল রহস্য যাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই যে, আঁ হজরত ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম শবে মে'রাজে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন স্বীয় মস্তকস্থিত চক্ষু দ্বারা লাভ করিয়াছেন। হাদীছ কোরআনে ইহার বহু প্রমাণ আছে। ছুরায়ে ওয়ান্নজম-এর মধ্যে আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন, "দানাফাতাদাল্লাহ.....আফাতো মারুনাহু আলা মা ইয়ারা"। অর্থাৎ হজরত (ছঃ) মে'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ্‌তায়ালার এতাধিক নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন যে, দুইটি ধনু একত্রিত করিলে যে দূরত্ব হয়, তাহা হইতেও অধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইতেছেন যে, তিনি ঐ অবস্থায় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কি তোমরা সন্দেহ করিতেছ ? অর্থাৎ এত নৈকট্যের পরেও তিনি যে দেখিলেন না, ইহা সম্ভবপর নহে। হজরত কাজী আয়াজ (রাঃ)-আনহু 'শেফা' নামক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, হজরত

(ছঃ) সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মে'রাজ গমন করিয়াছিলেন। ইহা সত্য কথা এবং ইহা হজরত আব্বাছ, জাবের, আনাছ, ওমর, আবু হোরায়রা, মালেক বেন ছাছায়া, আবু হাব্বা আল্‌বদরী ও এবনে মাছুদ, ও জাহ্যাক ছাইদ এবনে জোবায়ের, ও কাতাদা ও এবনুল্‌ মোছাইব ও এবনে সেহাব ও এবনে জোয়েব, ও হাছান ও এব্রাহীম ও মছরুক ও মোজাহেদ ও একরেমা এবং মাই আয়শা ছিদ্দীকা ও পূর্ব্ববর্ত্তী ফোকাহা, মোহাদ্দেছীন ও মোফাচ্ছেরীন গণের বাক্য। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত (ছঃ) স্বীয় চক্ষুদ্বয় দ্বারা আল্লাহ্‌পাককে দর্শন করিয়াছিলেন "। হজরত মোল্লা আলীকারী ছাহেব, মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন, হজরত এমাম নববী বলিয়াছেন, "মূল বক্তব্য এই যে, অধিকাংশ আলেমগণের মতে নিশ্চয় রছুলুল্লাহ্‌ (ছঃ) স্বীয় পরওয়ারদেগারকে মস্তকস্থিত চক্ষুদ্বয় দ্বারা শবে মে'রাজে দর্শন করিয়াছিলেন"। হজরত এমামে রাব্বানী মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) মকতুবাত শরীফের ১৩৫ মকতুবে লিখিতেছেন, "হজরত রছুলুল্লাহ্‌ (ছঃ) সশরীরে মে'রাজ গমন করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় তাঁহাকে বেহেশ্‌ত, দোজখ পরিদর্শন করান হইয়াছিল, ও আল্লাহ্‌তায়ালার যাহা ইচ্ছা তাঁহার প্রতি অহী (ইঙ্গিত) করিয়াছিলেন এবং তথায় আল্লাহ্‌পাকের দর্শন স্বচক্ষে লাভ করিয়াছিলেন"। এই প্রকারের মে'রাজ তাঁহার জন্যই বিশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ ইহ জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভ তাঁহারই জন্য বিশিষ্ট ছিল"। আবার ২৬১ মকতুবে লিখিতেছেন যে, হজরত (ছঃ) মে'রাজের রাত্রিতে ইহজগত হইতে বহিস্কৃত হইয়া পরজগতে গমন করিয়াছিলেন এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্‌পাকের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ ২৮৩ মকতুবেও লিখিতেছেন যে, "শ'বে মে'রাজে হজরত (ছঃ) স্থান, কালের বৃত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন"। ইহাকে ভাবার্থে পার্থিব দর্শনও বলা হইয়া থাকে। এইরূপ ২১৭ মকতুবেও বর্ণিত আছে। আবার তৃতীয় খণ্ডের ১৭ মকতুবেও উক্তরূপ বর্ণনা আছে। এখন আল্লাহ্‌পাকের দর্শন প্রমাণিত হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার চরম নৈকট্যও প্রমাণিত হইয়া গেল। এই নৈকট্য ও দর্শন-এর উৎকর্ষের বিষয় হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডের ২১০ মকতুবে লিখিতেছেন যে, "সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্ব যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার ঊর্দ্ধে।" যেহেতু তাঁহাদের ঈমান বা বিশ্বাস প্রত্যক্ষ বিশ্বাস, অন্য সকলের নিশ্চয়ই এই সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। শ্রুত বাক্য প্রত্যক্ষের সমতুল্য হয় না।" আবার উক্ত খণ্ডের ১২০ মকতুবে লিখিতেছেন যে, সংসর্গের (ছোহবতের) সহিত কোনও আমলের তুলনা করিও না। উহা যেকোন আমলই হউক না কেন, তুমি দেখনা যে, রছুলুল্লাহ্‌ (ছঃ)-এর ছাহাবাবৃন্দ তাঁহার সংসর্গের বরকতেই অন্য সকল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন ; অবশ্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণ্‌ ব্যতীত। অন্য ব্যক্তিগণ— ওয়ায়েছ করণীই হউক অথবা ওমর মরওয়ানীই হউক, যতই শেষ মর্ত্তবায় উপনীত হউক না কেন এবং যতই পূর্ণতা অর্জ্জন করুক না কেন,

সংসর্গ (ছোহ্বত) হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তাঁহাদের সমতুল্য হইতে পারেন নাই। এইহেতু হজরত মোয়াবিয়ার ভুল উহাদের সত্য হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ওমর এবনে আ'সের প্রমাদ উহাদের পূণ্য হইতেও উৎকৃষ্ট। কেননা ইঁহাদের ঈমান হজরত (ছঃ)-এর সংসর্গের কারণে প্রত্যক্ষ ঈমান ছিল। যেহেতু তাঁহারা রছুল (ছঃ) এবং ফেরেশ্‌তা ও অহী দর্শন করিয়াছেন ও তাঁহার মো'জেজা সমূহ অবলোকন করিয়াছেন। এই সংসর্গ ও দর্শন পূর্ণতা—যাহা অন্য যাবতীয় পূর্ণতার মূল, তাহা অন্য কাহারো ভাগ্যে হয় নাই। ওয়ায়েছ করণী যদি সংসর্গের এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিত, তবে কেহ তাহাকে সংসর্গ হইতে বাধা দিয়া রাখিতে পারিত না।

বিশ্বের নায়ক ছিল—শাহ্ সেকেন্দার,
আবে হায়াত পাইল না, তাহার উদর।
শক্তি ও স্বর্ণ বলে হয়না একাজ ;
ভাগ্যে যদি নাহি লিখে রাজ অধিরাজ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ)-এর এই সকল বর্ণনা দ্বারা বিশদ্‌ভাবে উপলব্ধি হইল যে, দর্শন ও সংসর্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমল। কোন আমল ইহার মোকাবিলা করিতে পারে না। পয়গাম্বর (আঃ)-এর সংসর্গ যদি এতাদৃশ গুণ পূর্ণ হয়, তবে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকের সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপ হইবে, তাহা পাঠক মাত্রেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ এবং ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) ব্যতীত জীবদ্দশায় কেহই আল্লাহ্ পাকের সংসর্গ ও দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। এ পর্য্যন্ত বলিব যে, কা'বা শরীফ এবং আরশ্ব কুর্ছি কেহই উক্ত সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা সঠিক ও বাস্তব কথা। অতএব হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) একটি আমল দ্বারা যাবতীয় বস্তু হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বে তাঁহার পার্থিব দেহ ও আত্মা উভয়ে শামিল। সুতরাং তাঁহার পবিত্র দেহস্পর্শিত মৃত্তিকা অর্থাৎ তদীয় রওজা পাকের মৃত্তিকা—যাবতীয় বস্তু হইতে এমনকি কা'বা শরীফ ও আরশ্ব কুরছি হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আহলে ছুন্নত জামাতের আলেমগণ এইহেতু উল্লিখিত বিষয় একতাবদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ছেজদাকৃত হওয়া ও ছেজদার লক্ষ্যস্থল হওয়া দুই-বস্তু। সম্মুখে থাকিলেই ছেজদার লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ ছেজদাকৃত নহে। এস্থলে কা'বা শরীফও মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ছেজদার লক্ষ্য বস্তু মাত্র। তদ্দারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। উপসংহারে বলিব যে, এজ্‌তেহাদ বা মছআলা উদ্ধারের মধ্যে ভুল হওয়া কোন দোষনীয় নহে। এমনকি ভুল হইলেও তাহারা একপ্রস্থ ছওয়াব পাইয়া থাকেন। অন্য সকলের কথাতো পরে, স্বয়ং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এরও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। একাধিক বার হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মতের পোষকতায় এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর মতের বিপরীত কোরআন শরীফের আয়াত নাজেল হইয়াছে। তাহাতে কি তাঁহার মর্ত্তবার

কোন হ্রাস হইয়াছে ? কখনই নহে। এমনকি হজরত জীব্রাইল (আঃ)-এর সংবাদের মধ্যেও অনেক সময় বিপরীত ঘটিয়াছে। হাদীছ তফছীরবিদগণের প্রতি ইহা অবিদিত নহে। কাজেই হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর জন্য এরূপ লেখা কোন দোষনীয় হইতে পারে না। বরঞ্চ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারই রূহানী তায়ীদের বরকতে তাঁহার তরীকার এই নগণ্য খাদেম দ্বারা এই সমাধান লিপিবদ্ধ হইল। সুতরাং তাঁহার আত্মীক সাহায্যে মদীয় পীর কেব্‌লাহ্ (রাঃ)-এর তোফায়লে নিশ্চয়ই ইহার একটি সুফল—ফলিবে এবং এ ফকীরের এ যত্ন সফল হইবে। বাকী আল্লাহ্‌র হাওয়ালা। উপসংহারে ইহাও বলিতে চাই যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পবিত্র রওজার শ্রেষ্ঠত্বের বরকতে উম্মতের মধ্যে তাঁহার জাহেরী বাতেনী পূর্ণ খলিফা বৃন্দের রওজা সমূহেরও শ্রেষ্ঠত্ব অনুগামী হিসাবে বর্ত্তমান আছে। অবশ্য অলী-আল্লাহ্ গণের পূর্ণতার তারতম্যে শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। এইহেতু হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর পবিত্র রওজার জেয়ারত—নক্‌শবন্দী তরীকা পন্থিগণের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জ্জনার্থে একান্ত আবশ্যকীয়। এইরূপ হজরত (ছঃ)-এর জেয়ারত করাও অনিবার্য্য। ইহা তরীকতপন্থি গণের প্রতি অবিদিত নহে। এই হেতু হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আমার কবর জেয়ারত করিল সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাক্ষাৎ করিল। এ বিষয় বহু হাদীছ আছে ; যাহা এ-স্থলে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। পাঠকদিগের জন্য যাহা লিখা হইল ইহাই যথেষ্ট। ওয়াচ্ছালাম ॥

অনুবাদক।

৩১৩ মকতুব

খাজা মোহাম্মাদ হাশেমের নিকট কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন। এই মকতুবের শেষে জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ) স্বীয় পিতা ও পীর কেব্‌লার নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে, যেন পাঠক বৃন্দ তাঁহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়ায়ে-খায়ের করেন।

বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম—

হাম্‌দ, ছালাত ও দোওয়ার পর—ভ্রাতঃ খাজা মোহাম্মদ হাশেম ! জানিবেন যে, আপনি মীর ছাইয়েদ মোহেববুল্লার পত্রের যে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান চাহিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে যাহা কিছু আমার জানা আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরিত হইল।

প্রথম প্রশ্ন ছিল যে, ফানা ফিল্লাহ্ ও বাকা বিল্লাহ্ অনুযায়ী এবং জজ্‌বা-ছুলুকের সমূহ মাকাম অতিক্রম করার অনুপাতে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ উম্মতের সকল অলী-আল্লাহ্ হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে কি তাঁহারা উক্ত ছায়ের, ছুলুক ও 'ফানা'-'বাকা' হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর একদণ্ড

সংসর্গেই লাভ করিয়াছিলেন ? অথবা তাঁহাদের উক্ত একদণ্ড সংসর্গই সমস্ত ছয়ের, ছুলুক হইতে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ হজরত রছুলে করীম (ছঃ)-এর তাওয়াজ্জোহ বা আত্মীক লক্ষ্য ও আত্মীক ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা ছাহাবাগণের 'ফানা'-'বাকার' কার্য্য সাধিত হইত, অথবা শুধু ইছলাম গ্রহণ দ্বারাই হইত ? এবং তাঁহাদের ছুলুক ও জজ্‌বার, (আত্মীক ভ্রমণ ও আকর্ষণ) জ্ঞান, অবস্থা ও মাকাম অনুযায়ী ছিল কি-না ? যদি ছিল তবে, তাঁহারা উহাকে কি নামে অভিহিত করিতেন ? পক্ষান্তরে যদি ছুলুক বা আত্মীক ভ্রমণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ ছিল না, তখন ইহাদিগকে বেদায়াতে হাছানা বলা যাইতে পারে কি-না ?

উত্তরঃ— জানিবেন যে, ইহার সমাধান ছোহ্‌বত বা সংসর্গ ও খেদমত বা সেবা শুশ্রূষা করার প্রতি নির্ভরশীল। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে যে বিষয় কেহ আলোচনা করে নাই, তাহা একবার লিখিয়া কিভাবে আপনার বোধগম্য করান যাইবে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন কিছু উত্তর না দিয়া উপায় নাই। কাজেই সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

'ফানা'-'বাকা' ও 'ছুলুক'-'জজ্‌বা' দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার যে নৈকট্য লাভ হয়, তাহা বেলায়েতের নৈকট্য, যাহা উম্মতের অলী-আল্লাহ্‌গণ লাভ করিয়া থাকেন এবং ছাহাবা কেরামগণ রছুল (ছঃ)-এর সংসর্গে, যে নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নবুয়তের নৈকট্য; যাহা অনুগামী ও ওয়ারিশ হিসাবে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার মধ্যে 'ফানা'-'বাকা' ও 'জজ্‌বা'-'ছুলুক' কিছুই ছিল না। কিন্তু এই নৈকট্য—বেলায়েতের নৈকট্য হইতে বহুগুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু এই নৈকট্য (নবুয়তের নৈকট্য) মূল বস্তুর নৈকট্য ; এবং উহা (বেলায়েতের নৈকট্য) প্রতিবিম্ব জাত নৈকট্য। অতএব উহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে, অবশ্য ইহা সকলে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। যেহেতু এই মারেফর্ত উপলব্ধি করার বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সাধারণের তুল্য।

হাঁকতো যদি বুআলী আজ, কলন্দরী হাঁক ভবে,
বিশ্বজগের কলন্দরী, হইতো ছুফী-পীর সবে।

হাঁ, বেলায়েতের নৈকট্যের পথে যদি নবুয়তের নৈকট্যের পূর্ণতা-শৃঙ্গে উত্থিত হয়, তবে 'ফানা'-'বাকা' এবং 'জজ্‌বা'-'ছুলুক' ব্যতীত উপায় থাকে না। যেহেতু ইহা উক্ত পূর্ণতাসমূহের মুখবন্ধ ও সরঞ্জাম স্বরূপ। অবশ্য যদি এই পথ অবলম্বন না করা হয় এবং নবুয়তের রাজপথ গ্রহণ করা যায়, তখন ফানা-বাকা ও জজ্‌বা-ছুলুকের কোনই আবশ্যক করে না। ছাহাবাগণ উক্ত নবুয়তের নৈকট্যের রাজপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কাজেই 'জজ্‌বা'-'ছুলুক' ও 'ফানা'-'বাকার' সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। যে মকতুব মওলানা আমানুল্লার নামে লিখা হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ের বর্ণনা আছে। তাহা চাহিয়া লইবেন। আমি যে সকল পত্র ও রেছালাদীর মধ্যে লিখিয়াছি যে, আমার কার্য্যকলাপ— ছুলুক, জজ্‌বা এবং তাজাল্লী ও আবির্ভাবের বাহিরে, তাহার অর্থ উল্লিখিত 'নবুয়তের কোর্‌ব' বা নৈকট্য। আমি একদা স্বীয় পীর কেব্‌লার দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ

উল্লিখিত সৌভাগ্য আমার প্রতি প্রকাশ পাইল। তখন এই বাক্য দ্বারা পীর কেব্‌লার খেদমত পাকে উহা আরজ করিলাম যে, "আমার প্রতি এক অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে যে, ছয়েরে আন্‌ফুছী বা আত্মীক ভ্রমণ উহার তুলনায় ঐরূপ, ছয়েরে আন্‌ফুছীর তুলনায় ছয়েরে আফাকী যেরূপ"। উক্ত দৌলতের বিষয় ইহা হইতে অধিক বর্ণনা করিবার ক্ষমতা নিজের মধ্যে প্রাপ্ত হইলাম না। কয়েক বৎসর পর যখন উক্ত আশ্চর্য্য বিষয়টি পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হইল, তখন সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় উহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য, যিনি আমাদিগকে ইহার প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনই পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর রছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়াছেন। অতএব উপলব্ধি হইল যে, 'ফানা'-'বাকা' এবং 'জজ্‌বা'-'ছুলুক' শব্দগুলি নূতন ; ইহা মাশায়েখগণের আবিষ্কৃত শব্দ। মওলানা জামী (রঃ) নাফ্‌হাত নামক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, হজরত আবু ছাইদ খার্‌রাজ (কোঃ)ই সর্ব্ব প্রথমে 'ফানা'-'বাকার' বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, নক্‌শবন্দী তরীকার মধ্যে ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ হইয়া থাকে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) আশ্চর্য্য ধরণের কঠোর ব্রত ও কষ্টকর অনশন পালন করিয়াছেন। অথচ এই তরীকার মধ্যে কঠোর ব্রত পালন নিষেধ করিয়া থাকেন। বরং উহাতে কাশ্‌ফ বা পার্থিব আকৃতির আত্মীক বিকাশ হয় হেতু উহা ক্ষতিকারক বলিয়া মনে করেন। ইহা আশ্চর্য্যের কথা ছুন্নত পালন করিতে যাইয়া ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিভাবে ধারণা করা যায় !

উত্তরঃ— হে স্নেহাস্পদ, আপনাকে কে বলিল যে, এই তরীকায় কঠোর ব্রত নিষেধ আছে এবং কোথা হইতে শুনিয়াছেন যে, উহা ক্ষতিকারক হয়। এই তরীকার মধ্যে স্বীয় আত্মীক সম্বন্ধ রক্ষা করা এবং ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ করা ও নিজের আত্মীক অবস্থা গুপ্ত রাখার চেষ্টা করা ও মধ্যম প্রকারে জীবন যাপন করা ও আহারাদি ও পোষাক-পরিচ্ছদে মধ্যম প্রকারে চলা কঠোর ব্রতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণ উল্লিখিত কার্য্যগুলিকে কঠোর ব্রত বলিয়া গণ্য করিবেন না, তাঁহাদের নিকট অনশনই কঠোর ব্রত মাত্র। অধিক অনাহার, তাহাদের দৃষ্টিতে অতি বৃহৎ। কেননা এই পশু চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট আহার করাই যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য ; অতএব ইহা পরিত্যাগ করাই তাহাদের নিকট রেয়াজত বা অসাধ্য সাধন। স্বীয় আত্মীক সম্বন্ধ সদা-সর্ব্বদা রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়াও ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ করা এবং এই প্রকার যে-সকল কঠোর সাধনা আছে, তাহা সাধারণের দৃষ্টিতে মূল্যবান নহে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করা তাহারা কষ্টকর মনে করে না ও উহাকে রেয়াজত বা কঠোর ব্রত বলিয়া গণ্য করে না ; অথচ এই তরীকার বোজর্গগণের প্রতি স্বীয় আত্মীক অবস্থা গোপন রাখার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং সাধারণের দৃষ্টিতে যে কঠোর সাধনা অতি বৃহৎ ও যদ্দারা সকলের নিকট প্রিয় ও বিখ্যাত হওয়া যায়, যাহাতে বিপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য পালনীয়।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্‌পাক যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত মানবের (ধ্বংসের) জন্য এই অনিষ্টই যথেষ্ট যে, দীন কিংবা দুনিয়ার কোন বিষয়ে অঙ্গুলি দ্বারা উহার প্রতি ইঙ্গিত করা যায়।" এফকীরের নিকট বহুকাল ধরিয়া অনশন পালন করা মধ্যম প্রকারের পানাহার হইতে সহজ এবং আমি ইহাও উপলব্ধি করিতেছি যে, মধ্যম প্রকারে জীবন-যাপন ব্রত পালন, অনাহার ব্রত পালন হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার ওয়ালেদ কেব্‌লা (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, তাছাওয়োফের এক পুস্তকে দেখিয়াছি, তথায় লিখিত আছে, "পানাহারে মধ্যম প্রকারে চলা ও মধ্যম পদ্ধতি অবলম্বন করা উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ; ইহার সহিত জেকের, মোরাকাবার কোনই আবশ্যক করে না।" পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা গ্রহণ— সত্যই যে, কত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য।

এমন ভোজন করবি-না, যা—
আনন পথে হয় বাহির।
আবার এমন কম খেওনা,
অচল যা'তে হয় শরীর।

অর্থাৎ— করনা কখনও ভাই এরূপ ভোজন,
বহিষ্কৃত কর যারে করিয়া বমন।
আবার এমনি কম করনা আহার,
বর্হিগত হয় যাতে পরান তোমার।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের পয়গম্বর (ছঃ)-কে চল্লিশ (বেহেশ্‌তী) জোয়ানের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, যদ্দারা তিনি কষ্টদায়ক ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার ছাহাবাগণ তদীয় সংসর্গের বরকতে উক্তরূপ ভার বহন করিতে সামর্থ্যবান হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের আমল ও কার্য্য কলাপে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহারা ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই শত্রুদের সহিত যেরূপ বীর বিক্রমে মোকাবিলা ও যুদ্ধ করিতেন, উদর পূর্ণ ভোজনকারীগণ উহার এক শতাংশও করিতে সক্ষম হয় না। এইহেতু তাঁহাদের বিংশতি ব্যক্তি ধৈর্য্যের সহিত দুইশত কাফেরের প্রতি প্রবল হইত এবং ইঁহাদের একশত ব্যক্তি সহস্র কাফেরের প্রতি জয়ী হইতেন। ছাহাবা কেরাম ব্যতীত অন্য অনশন ব্রত পালনকারীগণ শরীয়তের মোস্তাহাব, ছুন্নত, ইত্যাদি পালন করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। বরঞ্চ অনেক সময় বহু কষ্টে শুধু ফরজ পালন করিয়া থাকেন মাত্র। অনশনের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ছাহাবা কেরামের অনুসরণ করা নিজেকে ফরজ, ছুন্নত, পালনে অক্ষম করা মাত্র। বর্ণিত আছে যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হজরত রছুলে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করিয়া 'ছওমে বেছাল' বা এফ্‌তার ব্যতীত রোজা রাখা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অক্ষমতাবশতঃ তিনি জ্ঞান হারাইয়া ভূপতিত হইয়া গেলেন, তদ্শ্রবণে হজরত রছুল (ছঃ)

সমালোচনা করতঃ ফরমাইলেন যে, "তোমাদের মধ্যে আমার সমতুল্য কে আছে ! আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট রাত্রি যাপন করি, ও তথা হইতে পানাহার করি। অতএব শক্তি ব্যতীত অনুসরণ করা, তিনি পছন্দ করিতেন না। উপরন্তু ছাহাবাগণ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সংসর্গের ফলে অতিরিক্ত ক্ষুধার গুপ্ত অনিষ্ট হইতেও রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কাহারও জন্য তো তদ্রূপ হয় না। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, অধিক ক্ষুধা সহ্য করার ফলে বাতেনী ছাফাই বা অন্তর্জগত পরিষ্কার হইয়া থাকে, কিন্তু কাহারও 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ পরিস্কার হয়, আবার কাহারও 'নফ্‌ছ' বা প্রবৃত্তি (আমিত্ব) পরিষ্কার হইয়া থাকে। কল্‌বের ছাফাই পথ-প্রদর্শক ও নূর প্রদানকারী এবং নফ্‌ছ-এর পরিষ্কৃতি পথভ্রষ্টকারী ও তমসা বর্দ্ধক। গ্রীক দার্শনিক ও ভারতীয় যোগী সন্ন্যাসীগণ অনশন ব্রত পালন করতঃ নফ্‌ছের পরিস্কৃতি লাভ করিয়াছিল ; ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া গিয়াছে। নির্বোধ আফ্‌লাতুন নফ্‌ছের ছাফাইয়ের প্রতি নির্ভর করতঃ তদীয় ধারণার বিকশিত মুর্ত্তি সমূহকে অগ্রগামী করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিল এবং তৎকালে প্রেরিত নবী হজরত ঈছা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস করিল না ও বলিল যে, "আমরা পথ প্রাপ্ত ও পরিমার্জ্জিত দল, আমাদের জন্য কোন পথ-প্রদর্শক আবশ্যক করে না।" উল্লিখিত নফ্‌ছের পরিষ্কৃতি যদি তমসা বর্দ্ধক না হইত, তবে তাহার ধারণার বিকশিত আকৃতিসমূহ তাহার পথের প্রতিবন্ধক হইত না, এবং মতলবে উপনীত হইতে বিঘ্ন ঘটাইত না। আফ্‌লাতুন এই ছাফাইকে নূরানী বলিয়া ধারণা করিল ; কিন্তু সে জানিল না যে, ইহা তাহার 'নফ্‌ছে আম্মারার' সূক্ষ্ম চর্ম্মকেও ভেদ করিয়া যায় নাই ; উহা (নফ্‌ছ) পূর্ব্বের মতই খবিছ ও অপবিত্রই আছে। ইহা হইতে অধিক নহে যে, উহা মল-মূত্র যথা— শর্করা মণ্ডিত করা হইয়াছে। 'কল্‌ব' স্বভাবতঃই পবিত্র ও সমুজ্জল; 'নফ্‌ছের' সংসর্গে তাহার বদনে মরিচা পড়িয়াছে। অতএব যৎ-সামান্য চেষ্টা দ্বারাই উহা পরিষ্কৃত হইয়া তাহার পূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হয় ও নূরাণী হইয়া যায়। অবশ্য নফ্‌ছ ইহার বিপরীত ; সে স্বভাবতঃই অপবিত্র, তমসাচ্ছন্নতা— তাহার নিজস্বগুণ। যে পর্য্যন্ত সে কল্‌বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত না হয় এবং ছুন্নতের ও শরীয়তের অনুকরণ কর্ত্তৃক বরং আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার অশুচিতা বিদূরিত হইবে না ; অতএব তাহার দ্বারা কোনরূপ মঙ্গলের আশা করা যায় না। পূর্ণ অজ্ঞতা হেতু 'আফ্‌লাতুন' তাহার নফ্‌ছের পরিষ্কৃতিকে হজরত ঈছা (আঃ)-এর কল্‌বের পরিষ্কৃতি তুল্য ধারণা করতঃ নিজেকে তাহার অনুরূপ পবিত্র ও পরিমার্জ্জিত জানিল এবং তাঁহার অনুসরণ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অনন্তকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রহিল। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করুন। (আমীন)।

অনশন ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা সহ্য করার মধ্যে এই প্রকারের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া এই তরীকার বোজর্গগণ উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং পানাহারের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বজায়-ব্রত পালন করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'ক্ষুধার'

এই ভয়াবহ ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার উপকারিতা গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য তরীকায় উহার উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। অতএব ক্ষুধা সহ্য করার প্রতি তাহারা উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নির্দ্ধারিত বাক্য এই যে, ক্ষতির সম্ভাবনায় প্রচুর উপকারী বস্তুও পরিত্যাজ্য বটে। আলেমবৃন্দও ইহার অনুরূপ বলিয়া থাকেন। যেকোন কার্য্যের বেদ্‌য়াত ও ছুন্নত হওয়ার মধ্যে যদি সন্দেহ হয়, তবে ছুন্নত হিসাবে উহা পালন করা হইতে 'বেদ্‌য়াত' ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ উহা 'বেদ্‌য়াত' হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা এবং ছুন্নত হইলে উপকারের আশা আছে ; অতএব উপকার হইতে ক্ষতির সম্ভাবনাকে প্রবল করতঃ আলেম সমাজ উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহা কোনই আশ্চর্য্যের কথা নহে। কারণ উক্ত কার্য্য ছুন্নত হইলেও অন্য প্রকারে হয়তো ক্ষতি হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত ছুন্নত কার্য্যটি যেন সেই জমানার জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উহার সীমাবদ্ধ হওয়া এত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট যে অনেকেই উহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই ; অতএব তাহারা উক্ত ছুন্নতের অনুসরণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনেকে উহা উপলব্ধি করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, আমাদের তরীকার বোজর্গগণ স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছেন, "আমাদের আত্মীক সম্বন্ধ, হজরত সিদ্দীক (রাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধিত ; অন্যান্য তরীকা ইহার বিপরীত"। বিপক্ষদল যদি একথার পরিপ্রেক্ষিতে বলে যে, অধিকাংশ তরীকা হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে এবং হজরত এমাম জাফর (রাঃ) হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখেন। অতএব অন্যান্য তরীকাও এই হিসাবে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) পর্য্যন্ত উপনীত না হইবে কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, হজরত এমাম জাফর (রাঃ) হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখেন, এবং হজরত আলী (রাঃ)-এর সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ আছে। যদিও তাঁহার মধ্যে উভয় নেছ্‌বত একত্রিত ; তথাপি উহাদের কামালাত বা পূর্ণতা সমূহ তাঁহার মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ত্তমান ছিল। উহার কোন একটি অপরটির সহিত মিশ্রিত ছিল না। অতএব যাহারা ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সহিত অধিক সম্পর্ক রাখিতেন, তাহারা তাহা হইতে ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন এবং হজরত ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধিত হইয়াছেন। অপরদল হজরত আলী (রাঃ)-এর সহিত সম্পর্ক রাখা হেতু তাঁহার সম্বন্ধ লইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত হইয়াছে। আমি ঘটনাক্রমে বেনারস গিয়াছিলাম, তথায় গঙ্গা, যমুনা নদীর পানি একত্রিত হইয়াছে। একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গার পানি পৃথক ও যমুনার পানি পৃথক আছে। মনে হয় যেন তথায় একটি ব্যবধান রহিয়াছে, যাহাতে একটির পানি অপরটির সহিত মিশ্রিত না হয়। যাহারা গঙ্গার

দিকে আছে, তাহারা গঙ্গার পানি পান করিতেছে এবং যাহারা যমুনার দিকে আছে তাহারা যমুনার পানি লইতেছে।

যদি কেহ বলে যে, হজরত খাজা মোহাম্মদ পারছা (কুঃ) তদীয় 'কুদ্‌ছিয়া' নামক রেছালায় লিখিতেছেন যে, হজরত আলী (রাঃ) হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর নিকট হইতে যেরূপ দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) হইতেও দীক্ষা লাভ করিয়াছেন ; অতএব হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ)-এর সম্বন্ধ একই হইবে। তাহা হইলে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

তদুত্তরে বলিব যে, 'নেছ্‌বত' বা আত্মীক সম্বন্ধ এক হইলেও স্থানের বিভিন্নতার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেরূপ একই পানি বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে ; সুতরাং উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করতঃ প্রত্যেকটির সম্বন্ধ তাহাদের দিকে করা হইয়া থাকে।

চতুর্থ প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, আপনি মোল্লা ছিদ্দিকের পত্রে লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হজরত মুছা (আঃ)-এর বেলায়েতের যোগ্যতা রাখে, তাহাকে কোন ক্ষমতাশালী পীর স্বীয় আত্মীক ক্ষমতা বলে তথা হইতে বেলায়েতে মোহাম্মাদীতে উপনীত করিতে সক্ষম হয় কি-না ; তাহা আমার জানা নাই"। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ছাহেব জাদা অর্থাৎ হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-এর পত্রে লিখিয়াছেন যে, "আপনাকে বেলায়েতে মুছাবী হইতে আমি বেলায়েতে মোহাম্মদীতে আনিয়াছি"। এই উভয় বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কি ? ইহার উত্তর এই যে, যখন মোল্লা মোহাম্মদ ছিদ্দীকের পত্রে লিখা হইয়াছে যে, বেলায়েতে মুছাবী হইতে বেলায়েতে মোহাম্মদীতে উপনীত করা যাইবে কি-না তাহা জানা নাই"। উহা তখন আমার জানা ছিল না। পরবর্ত্তী সময় যখন জানিতে পারিলাম এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলাম, তখন লিখিলাম যে, আপনাকে ঐ বেলায়েত হইতে এই বেলায়েতে লইয়া আসিয়াছি। উহা এক সময়ের কথা নহে, যাহাতে কথার ব্যতিক্রম বুঝা যায়।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, এ স্থানের দরবেশগণ স্বীয় জামা ও কোর্ত্তার সম্মুখের দিকে কর্ত্তন করিয়া পরিধান করেন, ও ইহাকে তাহারা ছুন্নত বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং মীর ছাহেবের খাদেমগণ গোলাকার বৃত্তের মত করেন, ইহার সত্য কোনটি ?

উত্তরঃ— জানিবেন যে, আমরাও এ বিষয় ইতস্ততঃ রাখি। আরববাসীগণ জামার সম্মুখে কর্ত্তন করেন এবং তাহাকেই তাঁহারা ছুন্নত ধারণা করেন। হানাফী মজহাবের কোন কোন মূল্যবান কেতাবে পরিদৃষ্ট হয় যে, জামা সম্মুখের দিকে কর্ত্তন করতঃ পুরুষদিগের পরিধান করা উচিৎ নহে। ইহা স্ত্রী জাতীর পোষাক। এমাম আহ্‌মদ এবং আবু দাউদ-- হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে পুরুষ—স্ত্রী জাতীর পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং যে স্ত্রী—পুরুষ জাতীর পোষাক পরে, তাহারা মাল্‌উন বা অভিশপ্ত"। 'মাতালেবুল মো'মেনীন' নামক কেতাবে আছে যে, স্ত্রী জাতী পুরুষের অনুকরণ করিবে না এবং পুরুষগণও স্ত্রী জাতীর

অনুকরণ করিবে না। কেননা নিশ্চয় উহারা অভিশপ্ত। বরং জানা যায় যে, জামার সম্মুখে কর্ত্তন দীনদার ও আলেম ব্যক্তিগণের পরিচ্ছদ নহে ; এইহেতু করধারী কাফেরদিগের জন্য এইরূপ পরিচ্ছদ অনুমোদিত হইয়াছে। 'জামেউররুমুজ' পুস্তকে—'মোহীত' পুস্তক হইতে বর্ণনা করিতেছে যে, 'জিম্মী' বা করধারীগণ ঐরূপ পোষাক পরিধান করিতে পারিবে না, যাহা দীনদার ও আলেমগণের জন্য বিশিষ্ট। যথা—চাদর এবং পাগড়ী (শিরস্ত্রাণ)। বরঞ্চ উহারা কার্পাস তুলার পুরু কামীজ পরিধান করিবে, যাহার পকেট মেয়েদের মত বক্ষস্থলে। আবার কোন কোন আলেমের মতে যাহার সম্মুখে বিদারিত তাহাকে কামীছ বলা হয় না, উহাকে 'দেরয়া' বলা হয়, যে জামার স্কন্ধদ্বয়ের দিকে বিদারিত তাহাকে 'কামীছ' বলা হয়। জামেউর্ রুমুজের মধ্যে স্ত্রী জাতীর কাফনের বর্ণনায় এবং হেদায়ার মধ্যে আছে যে, কামীছের পরিবর্তে 'দের্য়া'—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'দের্য়া' বক্ষের দিকে কর্ত্তিত থাকে এবং 'কামীছ' স্কন্ধদ্বয়ের দিকে কর্ত্তিত থাকে। কেহ কেহ বলে যে, ইহারা উভয় একই অর্থবোধক শব্দ। এ ফকীরের নিকট সত্য এই যে, পুরুষগণের জন্য স্ত্রীলোকের অনুরূপ পরিচ্ছদ যখন নিষেধ, তখন আমরা লক্ষ্য করিব যে, যে দেশের স্ত্রীলোক জামার সম্মুখে ছেদন করিয়া পরিধান করে, সে দেশে পুরুষগণের জামার গলা গোলাকার করিয়া পরিধান করা উচিৎ। যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অনুরূপ না হয়। পক্ষান্তরে যে দেশের মহিলাগণ গোলাকার জামা পরিধান করে, সে দেশের পুরুষগণের জামার সম্মুখে বিদারিত করিয়া পরিধান করা আবশ্যক। আরব দেশের মহিলাগণ জামা বৃত্তাকার গলা পরিধান করে ; সুতরাং পুরুষগণ সম্মুখে কাটিয়া পরিয়া থাকে। 'মা-ওয়ারা-উন-নাহার' (তুরান) ও ভারতবর্ষের মহিলাদের জামার সম্মুখ কর্ত্তিত করে বলিয়া পুরুষদিগের জামা গোলগলা করিয়া থাকে। মিয়া শায়েখ আবদুল হক দেহলবী বলিয়াছেন যে, "আমি মক্কাশরীফে ছিলাম, দেখিলাম যে, শায়েখ নেজাম নারনলীর একজন মুরীদ গোলগলা জামা পরিধান করিয়া তওয়াফ করিতেছে। একদল আরববাসী তাহার উক্ত জামা দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইল যে, স্ত্রী জাতীর পোষাক পরিধান করিয়াছে ! অতএব দেশের অভ্যাস অনুযায়ী আরববাসীদের কার্য্য সত্য এবং ভারতবর্ষ ও তুরান দেশীয় দিগের কার্য্যও সত্য। প্রত্যেকের এক একটি লক্ষ্যস্থল আছে ; সে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলে (কোরআন)। যদি জামার সম্মুখে ছেদন করাই ছুন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইত—তাহা হইলে উক্তরূপ পোষাক হানাফী আলেমগণ কর-প্রদানকারী কাফেরদিগের জন্য সমর্থন করিতেন না ; বরং দীনদার ও আলেমগণের জন্যই উহা নির্দ্দিষ্ট করিতেন। যখন স্ত্রী জাতী এই পোষাকে পুরোগামী, তখন পুরুষগণের পরিচ্ছদকে তাহাদের পরিচ্ছদের অনুগামী করা হইয়াছে। (অর্থাৎ প্রত্যেক দেশে মহিলাগণের পোষাক দৃষ্টে তাহার বিপরীত পুরুষগণের জন্য করিতে হইবে)।

ষষ্ঠ প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, এই তরীকার তালেবগণের প্রথম হইতেই যখন নিছক এক জাতের প্রতি লক্ষ্য, তখন 'নফী'-'এছবাতের' সহিত উহা সম্মিলিত হওয়া উচিত

নহে। কেননা 'নফী' বা নিবারণ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি লক্ষ্য হয় ? ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে অন্যের প্রতি লক্ষ্য করা একজাতের প্রতি লক্ষ্য শক্তিশালী ও বর্ধিত করার জন্য হইয়া থাকে ; অপর সকল বস্তুকে নিবারণ করার উদ্দেশ্য, নির্বিঘ্নে অপরের বাধা, ঝঞ্ঝাট অপসারিত করিয়া 'এক'-এর প্রতি লক্ষ্য করা। অতএব অপরকে নিবারণ করার প্রতি লক্ষ্য করা 'এক'-এর প্রতি লক্ষ্য করার প্রতিবন্ধক নহে। কারণ অপরের প্রতি লক্ষ্য 'এক'-এর প্রতি লক্ষ্যের প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু অপরকে নিবারণ করার প্রতি লক্ষ্য করা প্রতিবন্ধক নহে। এই উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

সপ্তম প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, এই তরীকার প্রারম্ভকারীগণ জিহ্বা, তালু দ্বারা যে জেকের করে—তাহার কল্‌ব বা অন্তঃকরণও সেই জেকের করে। তবে কি 'নফী এছবাতের' মধ্যে কল্‌ব উহা সম্পূর্ণ বলিবে কি-না ? যদি বলে তাহা হইলে লা' শব্দকে উপরে দিকে এবং ইলাহাকে দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে সে কিভাবে ফিরাইবে ?

ইহার উত্তর এই যে, যদি কল্‌ব উহা সম্পূর্ণই বলে, তবে তাহাতে ক্ষতির কারণ কি—যে, 'লা' শব্দকে উপরের দিকে লইয়া যায় এবং ইলাহাকে দক্ষিণ দিকে ফিরায় ও ইল্লাল্লাহ্‌কে নিজের প্রতি আকর্ষিত করে ! উপরন্তু এই তরীকায় খেয়ালের (ধারণার) সহিত 'নফী-এছবাত' করিতে হয়। জিহ্বা তালুর সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই, যাহাতে কল্‌ব বা অন্তরের সহিত সামঞ্জস্য কবুল হইবার শর্ত্ত হয়। আপনার শেষের প্রশ্ন দুইটি ফখরে রাজীর হিঁয়ালীর মত। ভালভাবে চিন্তা করিলে ইহার সন্দেহ বিদূরিত হইয়া যাইত।

অবশিষ্ট বিষয় এই যে, তথাকার কতিপয় বন্ধু বারংবার লিখিতেছেন যে, "জনাব মীর সাহেব ইদানীং তালেবগণের প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না। তিনি গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে লিপ্ত আছেন, যাহা আয় হয়—তাহা সম্পূর্ণই উহাতে ব্যয় করিতেছেন এবং খান্‌কাহ্‌র দরবেশগণ বঞ্চিত হইতেছেন"। একথা তাহারা এমন ভাবে লিখিয়াছে যে, তাহাতে সমালোচনার ও অমান্য করার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। জানিবেন যে, এই সম্প্রদায়কে অমান্য করা প্রাণ নাশক গরল সদৃশ এবং তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ কথা-বার্ত্তা লইয়া সমালোচনা করা বিষাক্ত সর্পের বিষতুল্য। যাহা চিরস্থায়ী মৃত্যুর ও অনন্ত সর্ব্বনাশের মধ্যে উপনীত করে। পরন্তু ইহা যদি স্বীয় পীরের প্রতি প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ হয়, তবে তাহা যে কত জঘন্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সম্প্রদায়ের অমান্যকারী তাঁহাদের দৌলত ও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ও তাঁহাদের প্রতি সমালোচনাকারী সর্ব্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। যতদিন মুরীদের দৃষ্টিতে পীরের যাবতীয় গতি-বিধি, কার্য্য-কলাপ সুন্দর বলিয়া অনুমিত না হইবে, ততদিন সে মুরীদ—পীরের পূর্ণতা সমূহ হইতে কোনই অংশ প্রাপ্ত হইবে না ; যদি কিছু উন্নতি উপলব্ধি হয়, তাহা এছতেদ্‌রাজ বা ছলনামূলক উন্নতি মাত্র। যাহার শেষ-ফল—মন্দ, ও অপদস্থ হওয়া ব্যতীত কিছুই নহে। মুরীদ যদিও পীরের সহিত পূর্ণ ভালবাসা ও বৈশিষ্ট্য রাখে ; তথাপি যদি নিজের মধ্যে চুল পরিমাণ পীরের প্রতি সমালোচনার ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে যেন সে মন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই ধারণা না করে এবং

সে স্বীয় পীরের পূর্ণতা হইতে নিশ্চয় বে-নছীব হইবে। ঘটনাক্রমে যদি পীরের কোন কার্য্যের প্রতি মুরীদের সন্দেহ হয় এবং উহা স্বয়ং বিদূরিত না হয়, তবে তাহা এমন ভাবে পীরকে জিজ্ঞাসা করিবে যাহাতে সমালোচনার ভাবের উদ্রেক না হয়, ও অস্বীকার করার সন্দেহ না জন্মে। ইদানীং যখন সত্যাসত্য সম্মিলিত আছে, তখন কখনও যদি পীর হইতে শরীয়ত বিরোধী কার্য্য প্রকাশ পায়, তখন মুরীদের উচিৎ যে, উক্ত কার্য্যে পীরের অনুসরণ না করে এবং সৎ-বিশ্বাসে উহার সত্যতার কোন পথ অন্বেষণ করে। যদি তাহা প্রাপ্ত না হয়, তবে উক্ত পরীক্ষা হইতে রেহাই প্রাপ্তির জন্য যেন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে কাঁদা কাটি করে, ও পীর যাহাতে উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পায় তজ্জন্যও আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা করে। মুরীদের উক্তরূপ সন্দেহ যদি মোবাহ্ কার্য্যের জন্য হয়, তবে যেন তাহার কোন পরওয়া না করে ও গুরুত্ব না দেয়। আল্লাহ্পাক সকল বিষয়ের মালিক, তিনি যখন মোবাহ্ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নাই, তখন অন্যের সমালোচনা করার কি অধিকার আছে ! অনেক সময় উৎকৃষ্ট কার্য্য করা হইতে উহা পরিত্যাগ করাই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক কৃচ্ছ্র সাধ্য আমল করা যেরূপ ভালবাসেন তদ্রূপ সহজ-সাধ্য আমলকেও ভালবাসিয়া থাকেন"।

জনাব মীর ছাহেবের 'কব্জ' বা আত্মীক বদ্ধতা অত্যধিক হয়— বলিয়া তিনি উক্ত কব্জের অবস্থায় যদি স্বীয় মুরীদগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করেন এবং কোন মোবাহ্ কার্য্যদ্বারা মনের প্রবোধ প্রদানের চেষ্টা করেন, তাহাতে আর সমালোচনার স্থান কোথায়। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ্ এছ্তাখ্রী স্বীয় মনের প্রবোধ প্রদানার্থে কুত্তাপালক দিগের সহিত ময়দানে শিকার করিতে যাইতেন এবং কোন কোন মাশায়েখ স্বীয় সান্তনার জন্য গান বাদ্যও করিতেন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম। হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। উপসংহারে হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) হুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত খাজা মোহাম্মাদ ছাদেক (রাঃ) যে সকল পত্র তাঁহার নিকট লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার উদ্ধৃতি হইতেছে।

প্রথম পত্র

নিকৃষ্ট খাদেম মোহাম্মাদ ছাদেক হুজুরের পুত দরবারে নিবেদন করিতেছে যে, এখানকার অবস্থা ও ব্যবস্থা আপনার পবিত্র তাওয়াজ্জোহের বরকতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তির সহিত অতিবাহিত হইতেছে ; অনেক দিন হইতে হুজুরের দরবারে সংবাদের জন্য মন ব্যস্ত ছিল। পত্র লিখার সময় মিয়া বদরুদ্দিন আসিয়া পূর্ণ কুশল জানাইল, তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। ইহার জন্য আল্লাহ্পাকের শোকর

গোজারী, আরও বহু শোকর গোজারী করিতেছি। হুজুর কেব্লা ! হাফেজ বাহাউদ্দিন (রমজানের) ত্রয়োদশ রাত্রিতে কোরআন মজিদ খতম করিয়াছে। চতুর্দ্দশ দিবস হইতে হাফেজ মুছা আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ পাঁচ ছেপারা প্রত্যহ পাঠ করিতেছে। আগামী নবদশ রাত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, উহা সমাপ্ত হইবে। শেষ দশ রাত্রের জন্য হাফেজ বাহাউদ্দিনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি খতম করিবেন। হজরত কেব্লা, একরাত্রে তারাবির নামাজের মধ্যে যখন হাফেজ কোরআন পাঠ করিতেছিল, তখন একটি প্রশস্ত ও উজ্জ্বল মাকাম প্রকাশ পাইল, যেন উহা হকীকতে কোরআনের মাকাম ; কিন্তু সাহস করিয়া ইহা বলিতে পারিতেছি না। আরও বুঝিতে পারিলাম যে, হকীকতে মোহাম্মদী (ছঃ) সেই মাকামের সংক্ষিপ্তি, যেন বিশাল সমুদ্রকে কলমের মধ্যে পূর্ণ করা হইয়াছে। অতএব এই মাকাম হকীকতে মোহাম্মদীর বিস্তৃতি এবং অধিকাংশ পয়গাম্বর (আঃ) ও কামেল অলী আল্লাহ্গণ নিজের যোগ্যতানুযায়ী উক্ত মাকাম হইতে অংশ রাখেন, এবং এই মাকামের পূর্ণ অংশ আমাদের পয়গাম্বর (ছঃ) ব্যতীত অন্য কাহারও আছে বলিয়া উপলব্ধি হইল না ; এ নগন্যও উক্ত মাকামের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। হুজুরের তাওয়াজ্জোহের বরকতে আল্লাহ্তায়ালা যেন ইহার পূর্ণ অংশ নছীব করে। উক্ত মাকাম এখনও ভালভাবে প্রকাশ পায় নাই। অবশিষ্ট অবস্থা শান্তি সহকারেই অতিবাহিত হইতেছে। এই মোবারক মাসে প্রচুর বরকত অনুভব হইতেছে। ভ্রাতঃ মোহাম্মাদ ছাইয়্যেদের অবস্থা ভাল। সকল সময় সে নিশ্চিন্ত মনে জেকেরের সহিত অতিবাহিত করিতেছে। নগর বাসী বন্ধুগণ আগ্রহের সহিত সকলেই হাজির হইয়া থাকেন। এ ফকীর, এ পর্য্যন্ত চার পারার কিছু অধিক হেফ্জ বা মুখস্থ করিয়াছে। ঈদ পর্য্যন্ত আশাকরি পাঁচ পারা মুখস্ত হইবে।—ওয়াচ্ছালাম ॥

। সেবক।

দ্বিতীয় পত্র

নগণ্য খাদেম মোহাম্মদ ছাদেক মহান দরবারে আরজ করিতেছে যে, এথাকার অবস্থা আল্লাহ্পাকের শোকর গোজারীর উপযোগী। (অর্থাৎ—ভাল)। মনস্কামনার কা'বা তুল্য ভবদীয় জাতের কুশল এবং বিশিষ্ট বন্ধুগণের ও খাদেমগণের বার্ত্তা বাঞ্ছনীয়। এছমাইলের দ্বারা যে সৌভাগ্য লিপি প্রেরিত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইলাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে আল্লাহ্পাক হুজুর কেব্লার অনুগ্রহের মাধ্যমে যেন সমগ্র মোছলমান গণের প্রতি ভবদীয় অনুকম্পার ছায়া চিরস্থায়ী রাখে। হে কেব্লা, স্বীয় অবস্থার খারাবীর কথা কি আর লিখিব ! অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা এই যে,—স্বীয় গোনাহ এবং অপকর্ম ও অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থা বরবাদ—ধ্বংস হওয়ার জন্য আক্ষেপ, অনুতাপ ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত—হস্তে কোনই মূলধন নাই। মনের আশা যে, এক পলক ও মুহূর্ত যেন আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির বিপরীত অতিবাহিত

না হয়। ইহা হুজুর কেব্‌লার দরবারে খাদেমগণের আত্মীক লক্ষ্য ও সাহায্য ব্যতীত হইবার নহে। বোজর্গগণের নিকট কোন কার্য্যই কঠিন নহে। আল্লাহ্‌পাকের শোকর গোজারী যে, আপনার পুত তাওয়াজ্জোহ (আত্মীক লক্ষ্য)-এর বরকতে যেভাবে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভাবেই এ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছি। যথাসাধ্য অবহেলা করি না ; বরঞ্চ দৈনন্দিন উন্নতি ও আধিক্যের আশাধারী হইয়া আছি। ফজর, জোহর, আছরের পর জেকেরের হাল্‌কা উপবিষ্ট হয়। হাফেজ বাহাউদ্দিন যখন অবসর প্রাপ্ত হয়, তখন কোরআন শরীফ পাঠ করে। এ ফকীরের কখনও কখনও আত্মীক আবদ্ধতা হয়, আবার কখনও প্রশস্ততা লাভ হয়। আবদ্ধতা ও প্রশস্ততা এবং লক্ষ্য ও আস্বাদ প্রাপ্তি ও শান্তি লাভ, ইত্যাকার সকল বস্তু দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং দেহ অতিক্রম করে না (অর্থাৎ—নফ্‌ছ, কল্‌ব, রূহ্‌, ছের, খফী, আখ্‌ফা-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না)। ষষ্ঠ লতীফা মনোযোগীও নহে, অমনোযোগীও নহে। যদি তাহারা মনোযোগী হয়, তবে উহার লক্ষ্য এল্‌মে হুজুরীর মত হয় ; বরং অবিকল—'এল্‌মে হুজুরী'। লক্ষ্য করা ও আস্বাদ প্রাপ্তিও ইহার অনুরূপ, অন্য সকল বস্তুকে প্রতিবিম্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানি। তাহারা প্রতিবিম্ব অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া প্রাপ্ত হইতেছি না। প্রথমতঃ লতিফাসমূহ দেহের সহিত মিশ্রিত ছিল। বিবেক চক্ষে দেহ ব্যতীত অন্য কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না। যেরূপ হুজুরের খেদমতে পূর্ব্বেও আরজ করিয়াছি। ইদানীং উহাদিগকে দেহ হইতে পৃথক দেখিতেছি এবং এই মাকামকে 'বাকা'-এর মাকাম বলিয়া জানিতেছি। এই 'বাকা'-এর পর লতিফাসমূহের আর এক প্রকারের 'ফানা' দেখা দিল এবং জানিতে পারিলাম যে, এই 'ফানা'—যাহা 'বাকা'-এর পর লাভ হইল, তাহা ব্যতীত কার্য্য পূর্ণ হইবার নহে। ইদানীং কয়েকদিন হইতে 'কবজ্‌' বা আত্মীক আবদ্ধতা অবস্থায় আছি। মনের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। এখন কি-যে, প্রকাশ পায় ! এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য আসে নাই। অবস্থা আরজ করা আবশ্যকীয় বলিয়া সাহস করিয়া কয়েক কথা বলিলাম। হুজুর কেব্‌লা—এ ফকীর প্রায় প্রত্যেক রাত্রে আপনাকে স্বপ্নে দর্শন করে। বিশেষ আর কি লিখিব, যেহেতু উহা আড়ম্বর মাত্র ! ওয়াচ্ছালাম ॥

। ভবদীয় সেবক ।

তৃতীয় পত্র

নগণ্য খাদেম মোহাম্মদ ছাদেকের নিবেদন এই যে, কিছুদিন হইতে এ ফকীর আত্মীক আবদ্ধতার মধ্যে চিন্তিত ছিল। পরে আপনার শুভ দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ লাভ হইল এবং এক বৃহৎ আত্মীক প্রশস্ততা প্রকাশ পাইল। উক্ত প্রশস্ততার মধ্যে এরূপ অনুভব হইল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইদিক হইতে লক্ষ্য, যথা—আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে ও এই ব্যক্তির দিক হইতে ছিল ; উপস্থিত শুধু তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে আছে। নিজের মধ্যে গ্রহণ করা ব্যতীত আর অধিক যোগ্যতা পাইতেছি না। যেরূপ দর্পণের মধ্যে

সূর্য্য সমুদিত হয়। উক্ত উদয় হেতু দেহ ও লতিফাসমূহে যে সকল তমসা ও মলিনতা ছিল, তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং তদস্থলে যথোপযুক্ত নূর ও বরকত লাভ হইল। বক্ষ-উন্মুক্ত ও হৃদয়-প্রশস্ত হইল ; ফলে দেহ সমুজ্জ্বল আলোকতুল্য হইল এবং 'রূহ্‌' ও 'ছের' যথা—ইতি পুর্ব্বে ছিল, তাহা হইতেও উহা সূক্ষ্মতর হইয়া গেল। তখন লতিফা সমূহের মধ্যে কল্‌বের প্রতিই পূর্ণ আবির্ভাব প্রাপ্ত হইলাম। তৎপর যখন কল্‌বের দিকে লক্ষ্য করিলাম, তখন প্রকাশ পাইল যে, উক্ত কল্‌বের মধ্যে অপর একটি কল্‌ব আছে এবং তাহাতেও তাজাল্লী বা আবির্ভাব আছে। তৎপর যখন উক্ত কল্‌বের কল্‌বে লক্ষ্য করিলাম, তখন দেখিলাম যে, তাহারও মধ্যে আর একটি কল্‌ব আছে এবং তাহাতেও আবির্ভাব আছে। এইরূপ অনন্ত কল্‌ব আছে। যে কোন অবিভাজ্য 'কল্‌ব' প্রকাশ পাইল, তাহার মধ্যে আর একটি 'কল্‌ব' ছিল। কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, উহা (প্রকৃত) অবিভাজ্য কল্‌ব পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহা সঠিক ভাবে উপলব্ধি হয় নাই। ইহাও জানা গেল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ইহার তুলনায় নিছক আড়ম্বর মাত্র। অবশ্য এই মাকামের নাম লওয়াতে মনে সন্দেহ আসিতেছিল। কিন্তু তাহা বেয়াদবী হওয়ার ভয়ে লিখি নাই। হুজুর কেব্‌লা—ইহা আপনার তাওয়াজ্জোহ শরীফের নিম্নতর ফল স্বরূপ।

যদ্দপি হয় লোম রাশি মোর
জিহ্বা সম এই দেহে,
লক্ষ-কোটি কৃতজ্ঞার একটিও শোধ
হইবে না— হে।

হুজুর কেব্‌লার দরবারে উপনীত হইবার ও কদমবুছি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা আর কি বর্ণনা করিব এবং কি লিখিব ! দিবারাত্রি বরং প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই এই চিন্তায় আছি যে, কোন্ শুভ সময় ও উৎকৃষ্ট মুহূর্ত্তে আমার এই উচ্চ আশা পূর্ণ হইবে। চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই হস্তগত হইতেছে না। আল্লাহ্‌পাক যেন সুন্দর ভাবে, সহজ পথে এই উচ্চ দৌলত প্রদান করে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের অছিলায়—তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

—। ওয়াচ্ছালাম। — । ভবদীয় সেবক।

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে প্রথমখণ্ড মকতুবাত শরীফ সমাপ্ত হইল। ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইবে ; ইনশায়াল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহ্‌তায়ালার শ্রেষ্ঠ দরুদ, ছালাম ও বারাকাত সমূহ তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজন হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর ও সহচর গণের প্রতি বর্ষিত করুন এবং তৎসহ আমাদের প্রতিও দান করুন। তিনিই অতীব দয়াবান ও অত্যন্ত অনুকম্পাশীল। বেরাহমাতেকা ইয়া আর্‌হামার রাহেমীন ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত